মোশাররফ হোসেন খান

কবিতা সমগ্র

মোশাররফ হোসেন খান। আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই বিষয় ও বৈচিত্র্যে একেকটি ভিন্নতর বাঁক নিয়েছে। কবিতায় তিনি সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি স্বতন্ত্র কাব্যভাষা, নতুন উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। আধুনিক বাংলা কবিতায় মোশাররফ হোসেন খান এক মৌলিক শক্তিমান কবি হিসাবে পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

তাঁর উত্থানপর্ব থেকেই তিনি সমধিক আলোচিত। বহু লেখালেখি হয়েছে তাঁর কবিতা নিয়ে। এখনও এই ধারা অব্যাহত আছে। ষাটের দশকের কবি সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি লক্ষ্যভেদী মূল্যায়নের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো

"মোশাররফ হোসেন খানের প্রধানতম বিষয় হচ্ছে মানুষ। কবি মাত্রেরই মতো তিনিও আত্মমগ্ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আত্মমগ্নতা আত্মরতিতে পর্যবসিত হয়নি। নিজের ভিতর দিয়ে তিনি চলেছেন বড়ো এক সন্ধানে।... 'যাতায়াত' নামে একটি কবিতার প্রথম লাইন- 'প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন' প'ড়ে ক্ষুব্ধ হ'তে-হ'তে শেষ লাইনগুলোতে পৌঁছে যখন পড়লাম 'প্রকৃত অর্থে মানুষ ও তার শব্দপুঞ্জ/এখনো গন্তব্যহীন নয়' তখন একটি স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করলাম। কবিতার 'যাতায়াত' শিরোনাম থেকে বুঝলাম আধুনিক শিল্পী মাত্রেই যে অন্তঃসন্ধানী, মোশাররফ হোসেন খান তা জানেন। মোশাররফ হোসেন খানের আরেকটি বিস্ময়কর- বিস্ময়কর তাঁর বয়সের পক্ষে- বিশিষ্টতা এই যে মানুষকে তিনি স্থাপন করেছেন চরাচরের বিশাল পটভূমিকায় : সূর্য, নক্ষত্র, আলোকবর্ষ, জীন, ফেরেশতা তাঁর কবিতায় এতো স্বতঃস্ফূর্ত যে মনে হচ্ছে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছেন কোনো নবীন জুলে সুপেরভিয়েল।"

কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ, স্বদেশ, আন্তর্জাতিকতা, আদর্শ ও ঐতিহ্য বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় বাংলা কবিতার জমিনটি হয়েছে আরও উর্বর, সুশোভিত ও পল্লবিত। এরই স্বাক্ষরবাহী এক অসামান্য গ্রন্থ এই- কবিতাসমগ্র।

মূল্য : ৪০০.০০

ISBN 984-656-006-0

কবিতাসমগ্র

মোশাররফ হোসেন খান

যোগাযোগ পাবলিশার্স ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবিতাসমগ্র : মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশক : নিজাম সিদ্দিকী
পরিচালক, যোগাযোগ পাবলিশার্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ০১৭১ ৪৪৫৭০২
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : নিজাম সিদ্দিকী
কম্পিউটার কম্পোজ : রহমত কম্পিউটার্স
মুদ্রণ : মেরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য : চারশত টাকা

Kobitasomogra : Collected Poems by Moshrraf Hossain Khan
Published by Jogajog Publishers
34 North Brook Hall Road, 2nd Flr. Banglabazar, Dhaka, Bangladesh
First Edition : Bookfair, February 2003

Price : Taka Four Hundred
US $ 10.00

ISBN 984-656-006-0

www.pathagar.com

প্র বে শ ক

সাহিত্যের জন্য প্রেম তো আকৈশোর লালন করে আসছি। আর এর জন্য যে পরিমাণ শ্রম, সাধনা ও ত্যাগের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে আজও কোনো ঘাটতি পড়েনি। একজন শ্রমিকের মত সাহিত্যের কাজ করে গেছি। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে কখনো দোদুল্যমানতায় ভুগতে হয়নি। খ্যাতি বা স্বার্থের পেছনেও ছুটিনি। কেবল আমার কাজকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ বড় মেহেরবান ও দয়ালু। জীবনের সেই উচ্ছল অপরিপক্ক বয়সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—সাহিত্যই হবে আমার একমাত্র কাজ। এর মধ্য দিয়েই আমি আমার আদর্শ, ঐতিহ্য, দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির দায়িত্ব পালনে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাব। আল্লাহ পাক আমার এই ইচ্ছাটুকু কবুল করেছেন। শত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। হতাশা, বেদনা, সংকট এবং এক আগুনের পর্বত টপকে যাচ্ছি ক্রমাগত। এর জন্য যে ধরনের শক্তি, সাহস আর সুদৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন—আল্লাহ্পাক তা আমাকে দান করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ভূ-খণ্ডে চাষ করেছি অবিরত। কখনো জাতীয় প্রয়োজনে, আর কখনো বা অন্তঃতাগিদে। তবে কবিতার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে এক অন্য-অনাবিষ্কৃত এবং অনির্ণীত প্রবাহ বা প্রদাহ কাজ করে। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় বহু আগে থেকেই লিখছি, কিন্তু ১৯৮৬ সালে যখন প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় দিয়ে আগুন' বার হলো, তখনই বুঝলাম আমার প্রতি পাঠকের কী অপরিসীম ভালবাসা এবং আস্থা। এরপর তো এই ধারা আরও বেগবান হয়েছে। আমার কবিতার ওপর এত বেশি আলোচনা-সমালোচনা ও লেখালেখি হয়েছে, যা সত্যিই বিরল এক দৃষ্টান্ত।

১৯৯১ সালে যখন 'বিরল বাতাসের টানে' প্রকাশিত হলো, তখন আমাদের সাহিত্য জগতে এক বিস্ময়কর আলোড়ন তুলেছিল। আবার ১৯৯৫ সালে যখন 'পাথরে পারদ জ্বলে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হলো, তখন তো লক্ষ্য করলাম আর এক মহাসমুদ্রের ঢেউ। বগুড়া থেকে জনাব আজিজ সৈয়দ তার সম্পাদিত 'পংক্তি'তে আমার ওপর একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে আমাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন একটি অসাধারণ লেখা। এরপর 'ক্রীতদাসের চোখ', 'বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা', 'নতুনের কবিতা', 'দাহন বেলায়' বেরিয়ে গেল একে একে। অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন তার সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' অক্টোবর-ডিসেম্বর বের করলেন ১৯৯৯

www.pathagar.com

সালে। সংখ্যাটি ছিল জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের ওপর নিবেদিত বিশেষ সংখ্যা। কিন্তু এই একই সংখ্যায় তিনি প্রকাশ করলেন 'দাহন বেলায়' নামে আমার পুরো একটি কাব্যগ্রন্থের কবিতার সমন্বয়ে 'ক্রোড়পত্র'। সৈয়দ আলী আহসান ইন্তেকাল করলেন ২৫শে জুলাই, ২০০২। এখন 'প্রেক্ষণের' এই সংখ্যাটি সামনে রাখলেই আনন্দ ও বেদনা—একই সাথে দুলে ওঠে। সৈয়দ আলী আহসান ফোনে একদিন এই সংখ্যায় পত্রস্থ আমার কবিতাগুলো সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সেটাও আমার জন্য এক সঞ্চয় হয়ে রইলো।

কবিতা নিয়েই তো আছি। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা কখন যে বেড়ে গেল তাও খেয়াল করিনি। প্রয়োজনও বোধ করিনি। এমনকি 'কবিতাসমগ্র'-এর কথাও কখনো ভাবিনি। আমার যারা মগ্ন পাঠক, যারা আমাকে ভালবাসেন, সুহৃদ— সেই সকল বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের দীর্ঘ দিনের পিপাসা ছিল আমার কবিতাসমগ্রের। তারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আবার যারা নবীন কবি— তারা আমার পূর্বের কাব্যগ্রন্থগুলো পাঠের তীব্র ইচ্ছা পোষণ করে বার বার সমগ্র প্রকাশের ব্যাপারে চাপ দিয়ে আসছেন। তবুও এ ব্যাপারে আমার নিস্পৃহতা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি ও পাঠক বন্ধুদের আন্তরিক উপর্যুপরি তাগাদা ও দাবির কাছে পরাজিত হলাম। যদিও 'কবিতাসমগ্রে'র ব্যাপারে এখনো আমি কুণ্ঠিত, তবুও যারা আমার প্রতি এই অসীম ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রণোদনা যুগিয়েছেন—তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর এই 'কবিতাসমগ্র' প্রকাশনার জন্য যে বিশাল দায়ভার অকুণ্ঠচিত্তে কাঁধে তুলে নিলেন, 'যোগাযোগ পাবলিশার্স'-এর স্বত্বাধিকারী একান্ত স্নেহভাজন কথাশিল্পী নিজাম সিদ্দিকী, তার প্রতিও রয়ে গেল অশেষ ঋণ। এই কবিতাসমগ্রে আমার লেখা সকল কবিতাই যে আছে—এমনটি নয়। এর বাইরেও বহু কবিতা রয়ে গেল, যা 'অগ্রন্থিত কবিতা'র মধ্যেও সন্নিবেশিত করা সম্ভব হল না। আগামীতে কখনো সুযোগ হলে সেগুলোও মলাটবদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ ও খ্যাতি বা পুরস্কার আমার প্রত্যাশা নয়—প্রত্যাশা সুহৃদ পাঠকসহ সকলের একান্ত দোয়া ও ভালবাসা। যদি এই 'কবিতাসমগ্র'টি তাদের কাছে আমার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মত সমাদৃত ও গৃহীত হয়, তাহলেই আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

১৩/সি. দক্ষিণ খিলগাও, ঢাকা — মোশাররফ হোসেন খান
তারিখ : ৩১.০১.২০০৩

www.pathagar.com

মূলত মানুষ আমি
শতাব্দীর শীর্ষচূড়া
সীমাহীন জ্যোতির উদ্ভাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান

কবিতা সমগ্র

গ্রন্থসূচি

হৃদয় দিয়ে আগুন ১১
নেচে ওঠা সমুদ্র ৪৭
আরাধ্য অরণ্যে ৭১
বিরল বাতাসের টানে ১০৫
পাথরে পারদ জ্বলে ১৩৯
ক্রীতদাসের চোখ ১৬৯
বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা ১৯৩
দাহন বেলায় ২৩৩
নতুনের কবিতা ২৬৩
অগ্রন্থিত কবিতা ২৮৩
গ্রন্থপরিচিতি ৩২৯
প্রথম ছত্রের সূচি ৩৫৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হৃদয় দিয়ে আগুন

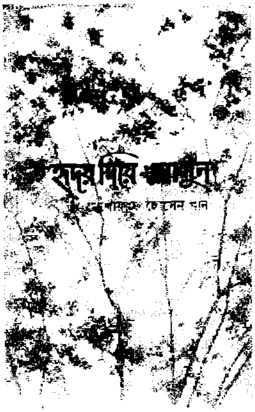

কবিতাসূচি

পূর্বলেখ ১৩/মা'কে ১৪/রোদন ১৫/কল্যাণব্রত ১৬/জীবনের ভাস্কর্য ১৬
প্রস্তুতি ১৭/শিখিনি প্রেমের পাঠ ১৭/প্রবাস থেকে লিখছি ১৮/সংকেত ২০
টুকরো কবিতা ২০/বিশেষ দ্রষ্টব্য ২১/বাঁধন ২১/যুদ্ধবিরোধী কবিতা ২২
নারাজ ২২/সারাংশ ২৩/বেরহম বাতাস ২৩/কম্পাস ২৪/অবেলায় ২৪
কেউ জানে না ২৫/ভেঙে গ্যাছে ২৬/এখন বলো না প্রিয়তমা ২৬
কহিয়ো নদীরে তুমি ২৭/কোন দিকে যাবো আর ২৭/ক্ষুধার্ত কুমির ২৮
বিক্ষুব্ধ বৈশাখ ২৯/বিশ্বাসের জরিন জায়নামাজ ৩২/লাশ ৩২
আশ্চর্য এক স্বপ্নের মতন ৩৩/ঝড় ৩৪/এইরাত দীর্ঘরাত ৩৪
নিমক ৩৫/চোখ ৩৬/দীর্ঘ হোক প্রভাত ৩৭/ধবল জোছনার প্রার্থনায় ৩৭
এইতো আমি ৩৮/সংঘাত ৩৯/চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর ৩৯
ইদানীং আমি ৪০/নির্বাসন চাই ৪১/অনাগত ৪১/যুদ্ধে গেলাম ৪২
ভাঙন ৪৩/স্বপ্নের রেশমী পালকে ৪৪/নিজগৃহে পরবাসী ৪৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বলেখ

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন রমণী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক
যদি কোন শিকারী কৃষকের গান ভুলে
যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে তাক করে বসে
পাপিষ্ঠ বুক
তবে আমার কি দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন শিশু
খেলনা পিস্তল ছুঁয়ে শপথ নিয়ে বসে
যদি কোন যুবক ভুলে যায় যুদ্ধের নেশায়
পত্নীর গালে চুমা দিতে
তবে আমার কি দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন কিশোর
কঠিন অঙ্গীকারে ছেড়ে যায় মায়ের কোল
যদি কোন বৃদ্ধ তুলে নেয় হ্যামিলনের বাঁশী
কিংবা কোন অগ্নিপুরুষ যদি জ্বালিয়ে দেয়
জালিমের ঘর-দোর
তবে আমার কি দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন পিশাচ
সম্ভাব্য দাঙ্গা থেকে মুক্তি পেতে পান করে বসে
'হেমলকের পেয়ালা'
তবে আমার কি দোষ?

আমার কবিতার গোলক থেকে যদি
ছিটকে পড়ে কোন আগুনের শব্দপিণ্ড
আর তাতে যদি ভস্মিভূত হয়ে যায়
তাবৎ পৃথিবী,
তবে আমার কি দোষ, কি দোষ?

www.pathagar.com

মা'কে

প্রতিদিন আমার মা'কে দেখি সাঁঝের দীর্ঘ প্রার্থনায়
সাগর আড়ষ্ট হয়ে নেমে আসে তাঁর জ্যোতির্ময়ী কাজল চোখে
ঝিলিক দেয় মসৃণ চিবুকে সজল রঙধনু।
জমাট পাথর ভেদ করে
বৃক্ষের ডালপালা কাঁপিয়ে
মায়ের আরাধ্য করুণ স্বর কচি ধানের বুকে প্রবাহিত হাওয়ায়
আরো করুণ হয়ে
আরো শীতল হয়ে স্পর্শ করে আমার স্বপ্নভাসা বুক।

মায়ের আরজিগুলো দুলে দুলে নীলের সাথে
উঠে যায় আরো নীলে, ঊর্ধে, নিঃসীম আকাশে—
'প্রভু, আমার ছেলেকে সঁপে দিলাম হিরন্ময়ী তোরণের খোঁজে
সোঁদা গন্ধ মাটি আর মানুষের মাঝে।'

রাতের গভীরতা এলে
আঁধারের প্রগাঢ়তা এলে
রাতের নিস্তব্ধতা নিঃশেষ করেন আমার মা
তারপর খলিয়ে অজু শেষে
প্রত্যয়ী তসবীর আঁকা জায়নামাজে
বসে যান নূরানী তছবী হাতে—ধ্যানমগ্ন এক তাপসী।
জ্বলজ্বলে আলোক শিখায় মায়ের ধবধবে সফেদ শাড়িকাবৃত
দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়
ছোট্ট ঘরটিতে নেমে এসেছে যেন ধবল জোৎস্নাস্নাত
স্বর্গীয় গেলেমান

সারা ঘরটি মুখরিত করে ছেলের কল্যাণ কামনায়
দীর্ঘ মোনাজাতের সমাপ্তি ঘটান আমার মা।

দারুণ উৎকণ্ঠায় মায়ের সচকিত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম নয়
যেন দীঘির স্বচ্ছ জলের সাথে সূর্য কিরণের ঝিলিক দেয়া
গভীর সখ্যতার এক চমকানো আর্দ্র জৌলুস কণা
কোন এক বেহেশতী আবাবিল সে আর্দ্র জৌলুসে

www.pathagar.com

ফুলের সুবাস মিশিয়ে
প্রকৃতির শোভা মিশিয়ে
সবুজের স্নিগ্ধতায় আরো স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় আমার বুকে।

মায়ের আশীষ কামনায় বেড়ে যায় আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, চঞ্চলতা
শ্বাস-প্রশ্বাসের সুরে সুরে তখনো—
তখনো হিন্দোলিত হয় আমার রক্ত কণিকায় প্রার্থনার দিগন্ত
মায়ের ভেজা ভেজা আরুদ্ধ কণ্ঠস্বর
সোনালী হরফের মুখে চুম্বনের গভীরতা এঁকে আমার মা,
সেই ধ্যানমগ্ন তাপসী বলছেন যেন—
'প্রভু, আমার ছেলেকে সঁপে দিলাম হিরন্ময়ী তোরণের খোঁজে
সোঁদা গন্ধ মাটি আর মানুষের মাঝে।'

রোদন

সূর্যের কপোল বেয়ে নেমে আসে ঘাম
বিমর্ষ রাত্রিতে নামে নীরব রোদন
মানুষ জানে না কি সে খবর সংবেদন!
আসে কি তালিকাতে তাদের নাম?

বহতা স্রোত থেকে লাফিয়ে বেরোয় নদীর লোহু
ভারী হতে আরো ভারী হয় অস্থির বাতাস
তারকার হাত ধরে কেঁদে ওঠে নীলিম আকাশ,
এভাবেই জেগে ওঠে রোদনের উৎস বহু।

সময় সংকুল বটে, তীক্ষ্ণ বিষধর;
রোদন বিহার শেষেও তাই মেলে না তট
জাগে না সুস্থির পাটাতন, প্রেমের ঘর।

www.pathagar.com

কল্যাণব্রত

অই হাত যেখানেই যাক কল্যাণেই ব্রত!
ঠোঁটের কলেমায় ঝরুক সদা শুভ্রতার মহিমা
ঢলে পড়ে দিনান্তের সূর্য যে হাতের ইঙ্গিতে
আমারও নসিব হোক সে হাতেরই সুষমা!

যে যায় যাক না মাতাল হাওয়ায় নরক মুলুকে!
বিধাতার প্রেম সেতো শাশ্বত দ্যুতিময়
সর্বকালে সর্বযুগে ভূ'লোক দুলোকে!

স্বপ্নের পিদিম জ্বেলে বসে আছি জীবনের
ঢের সময় চাতকের মত,
আল্লার কালাম ঠোঁটে হে নারী এস, অন্তত
আমাদের জীবন হোক কল্যাণেই ব্রত!

জীবনের ভাস্কর্য

জীবনের রোদেলা অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি
তোমার মতো বেদনার স্নানাগারে
কাটাতে হয় রাত, তবু যেন ভালো ছিলো
'ভ্রান্তমুখির'।
তবু যেন ভালো ছিলো বেবাক রোদনের চেয়ে
মেড়ে যাওয়া কিছু কিছু তরঙ্গ
কিছু কিছু কাঁটা কিছু কিছু চূড়ান্ত।

কৃত্রিম নিকানো উঠোনের চেয়ে
সেই ভালো ছিলো—
আকাশের চোখ ভরা কাজলা মেঘ
মেঘের অস্তিত্ব ঘিরে বিন্দু জল
তৃষ্ণাহীন খড়ম পায়ে হেঁটে চলা
অনন্ত পথ।

www.pathagar.com

সেই ভালো ছিলো—
সেই বরং ভালো ছিলো,
ছুঁড়ে ফেলে শান্তির ফ্যাকাশে রঙ
আবরুহীন আলোর মাঝে খুঁজতে যাওয়া
জীবনের ভাস্কর্য
মোহনীয় মানে!

প্রস্তুতি

নারীর কাছে চাইনে কিছু
শুধুই বলি:
যোদ্ধা দাও।
বধির খুনীঝঞ্ঝা বটে
তবু বলি:
ধ্বংস দাও।
গড়তে হলে ভাঙতে হবে
বেশ রকমে
পাচ্ছি টের,
যুদ্ধ করে মরাই ভলো
এমন বাঁচার
চাইতে ঢের।

শিখিনি প্রেমের পাঠ

জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন
শিখিনি প্রেমের পাঠ নমিত ছবক
আগুনের উনোনে বসে নিয়েছি তবক
হৃদয়ে করেছি রোদ-রুদ্রতা লালন।

খুঁজিনি হিজল তমাল মেঘালো রাতে
খুঁজিনি আকাশের বুকে মাধুরী ও চাঁদ
ঝড়ের শরীরে পেয়েছি বরং ভাঙনের স্বাদ।

www.pathagar.com

এ জীবন চিরে দেখ—ধুধু মাঠ, উত্তপ্ত বালি
জমাট বেদনারা এতটুকু ঠাঁই রাখেনি খালি।

জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন
শিখিনি প্রেমের পাঠ নমিত ছবক
হৃদয়ে করেছি রোদ-রুদ্রতা লালন।

প্রবাস থেকে লিখছি

স্বদেশা আমার সুমনা,
প্রবাস থেকে লিখছি, কেমন আছো? আর সকলে?
ঘরের 'পশ্চিম' বেড়াটি ছিলো উদোম, ঠিক করেছো কি?
শুনছি পড়শীরা এখন বেজায় বদরোখা
ক্ষুধিত বাঘের মতো ঢুকে পড়তে পারে তোমার ঘরে
বপন করতে পারে অশুচির বীজ উদরে তোমার
সাবধান থেকো
হেফাজতে রেখো নিজস্ব সম্পদ।

তোমার বোরখাটিতো পুরনো মার্কেটের
শাড়িখানা ছেঁড়াখোড়া
আক্রার বাজারে ব্লাউজ জোটেনি কখনো
এক চিলতে মলিন কাপড়েই হোকনা তোমার
আবরু ঢাকা, অগত্যা এখন
হচ্ছে তো?
নাকি, দুরন্ত চৈতালী হাওয়া ভীড় করে অহরহ?
সাবধান থেকো উত্তর-পশ্চিম গোলার্ধের বর্গী হতে
সুযোগ পেলেই ভেঙ্গে দিতে পারে তোমার
সতীত্বের পাড়।

স্মরণ আছে কি
সেদিনের কথা?
জানোতো, কত কষ্টে ছিনিয়ে এনেছিলাম তোমাকে

www.pathagar.com

পশুদের হাত থেকে!
যদিও ঝাঁজরা হয়েছিলো আমার বুক
তবু ছুঁতে দেইনি তোমার আঁচল।

মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু সেদিন
আনন্দ পেয়েছিলাম ভীষণ
কেননা, তোমার গর্ভে ছিলো তখন অংকুরোদগত শিশুযোদ্ধা
আমার স্থলাভিষিক্ত
জানিনে, সে শিশু আজো দেখেছে কিনা রক্তিম সূর্য।

আমার বিশ্বাস—
ভূমিষ্ঠ হয়েই সূর্যের দিকে তাকালে সে শিশু
খুঁজে পাবে অমলিন রক্তছাপ এবং জানের দুশমন
আর তখন, ঠিক তখনই বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠবে সে
বদলা নিতে খুনঝরা দিনের।

এখনো যদি নাইবা জন্মে
তাহলে আপাতত থাকতে হবে তোমাকে ভীষণ সজাগ।

বুঝতেই পারছি,কয়েকশত বর্গের ভেতর ঢুকে গেছে স্বার্থের হাত
কৌশলে ছিনিয়ে নিতে চায় তোমাকে
সাবধান!
তা যেন না পারে, এমনকি গন্ধও যেন না পায়
তোমার কেশের।

এভাবে চলতে থাকো সতর্ক সাবধানে
আর প্রার্থনা করতে থাকো প্রভুর কাছে—
'প্রভু! আমার গর্ভে জন্ম নেয় যেন সিংহশাবক,
বারুদের গন্ধে পুষ্ট অগ্নিশিশু'।

ভয়কি স্বদেশা!
আজ না হলেও কাল কিংবা দু'দিন পর
ভূমিষ্ঠ হবেই হবে জালিমের দুশমন—
যে তোমার সতীত্ব এবং সব ঘরদরজা
পাক-পবিত্র রাখার জন্যেই হবে যথেষ্ট।

www.pathagar.com

সংকেত

চোখে চোখ রাখো
দেখো
কী রকম জ্বলে ওঠে দীপ্ত তেজে, লেলিহান
আরো কাছে এসো
বুকে বুক রাখো
দেখো
কি রকম শব্দ হয়
কীভাবে ঝড় তোলে অনিষ্টের অভিশাপ
এখানে এসো
মুখে মুখ রাখো
শোনো
কীভাবে গর্জে ওঠে দ্রোহী শব্দ
মানবতার শত্রুরা দ্রব হন লবণের মতো
দেখো না চেয়ে
কীভাবে ছিটিয়ে যায় ধ্বংসাত্মক ধোঁয়া
দ্রুতযান রকেটের মতো
আমাদের সাহসী ছেলেরাও।

•

টুকরো কবিতা

এক.
শূন্য থাকে সবকিছু
ক্রমান্বয়ে ভরে ওঠে পরশ পলিতে
শ্রমের কঠোরতায়
জ্বলে ওঠে সোনালী সুরুজ আঁধার গলিতে।

দুই.
নদীকে বলে দাও
ততোদিন যেন জোয়ার না আসে
যতোদিন মানুষ দেখতে না পায়
মুক্তির পতাকা ঊর্ধে, নীলিম আকাশে।

www.pathagar.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

জলের প্রপাত বুকের ভেতর
বুকের ভেতর
অগ্নিশিখা
সেই শিখাতে সব রোবটের
লেখাই হবে
ধ্বংস লেখা

বাঁধন

'বাঁধা আছি, ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়ে না কেউ
পেষণের লাটাই হাতে মৌজ করে অন্ধ-বধির
কে আছো সাহসী যুবা ক্ষীপ্ত-অধীর!
মুক্তির উল্লাসে তুলে নাও ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ
'বাঁধা আছি, ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়ে না কেউ।

চারিদিকে দুশমন শুধু ফেউ আর ফেউ
রক্তনেশায় ঝরে যাদের টকটকে জিহবার রস
কে আছো সাহসী যুবা আনতে পার ধস
কিংবা সমুদ্রের প্লাবন ডেকে
মুক্তির উল্লাসে ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ,
'বাঁধা আছি, ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়ে না কেউ।

'গুলের বিতান' থেকে 'সূর্যরশ্মি' এখনো কতদূর?
আঁধারের চাকুক সহেনা আর শোকাহত বুকে
কে আছো সাহসী যুবা দাঁড়াতে পার রুখে!
কে পার ছুঁড়ে দিতে ইসরাফিলের সুর;
ছুটে এস, ছুটে এস সেই যুবা—
তুলে নাও মুক্তির উল্লাসে ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ,
'বাঁধা আছি, ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়ে না কেউ।

www.pathagar.com

যুদ্ধবিরোধী কবিতা

শোষণের যাঁতাকল যদি বন্ধ হয়ে যায়
আর একবারও যদি না দেখি ঝড়ের আস্‌ফালন
যদি না শুনি তুফানের গর্জন
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের?
যুদ্ধ মানেই তো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল!

ঘোলাটে চোখ যদি ফর্সা হয়ে যায়
দেখা যায় যদি মেঘশূন্য নীলিম আকাশ
ভাদুরে জোছনা, ফাগুনে হাওয়া
বেদনার কীট যদি না কাটে আর জীবন প্রাচীর
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের?
যুদ্ধ মানেই তো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল!

যদি না শুনি আর রাতের কান্না, হাহাকার ধ্বনি
এই চোখে যদি আর না ভাসে আঁধার কালো
এমনিতেই যদি এসে যায় পরশ ছোঁয়া সুখের জীবন
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের?
যুদ্ধ মানেই তো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল!

নারাজ

কবিতার বিষয় নয় নগ্নিকা নারী
বালিকার যৌবন দেখেছি পবিত্র
মুখ তার নিটোল আঙুর, সরস পানি
অই মুখে কালি দিতে নারাজ আমি।

কবিরাতো আর কিছু নয়, মানুষেরই অঙ্গ
হিসাবের মুখোমুখি তারাও এক
কবিরো হিসাব হবে জানি এবং মানি
(অতএব) দোযখের খাদ্য হতে নারাজ আমি।

www.pathagar.com

কবিরা কাতর যতো ভ্রষ্টও তেমন
অভিশাপের দীপ শিখায় জ্বলে অবিরত
যন্ত্রণার দাহে তাই ছোঁড়ে 'শব্দ' গোঙানি
দোহাই,
দোহাই তোমার, অমন দগ্ধ হতে নারাজ আমি।

সারাংশ

মাটির বুকে যত ফসল তার চেয়েও দ্বিগুণ আছে
হৃদয় কোণের সুখ
পাথর ঘষে আগুন জ্বেলে নাইবা পেলো অন্ধ মানুষ
বকুল ফুলের মুখ

বেরহম বাতাস

বেহরম বাতাসে ওড়ে শতাব্দীর বেদনার ধূলি
মরমে বিঁধে যায় মানুষের রোদন হাহাকার
বুকের ছাতিতে পাথর-পশরা, হায় তবু নির্বিকার?
ঘিলু ছাড়া পড়ে আছে স্তূপিত মাথার খুলি
এমন বীভৎসতায় যে কোন শুদ্ধাচার
ভুলে যায় প্রেমের পাঠ, শিল্পময় রঙিন তুলি
যেভাবে আমিও ভুলি।

দুঃখগুলো গেয়ে যায় নেচে নেচে ছন্দের তালে
পায়ের নিক্কনে কেটে যায় বেদনার ক্ষত
দস্যু মাতালের বাগানো চাবুকের মত
কখনো বা আছড়ে পড়ে পিঠের অসম ছালে
এভাবেই চলে সভ্যতা বাহারী পাল তুলে,
হায়!
দয়ালু মানুষেরা তবু সংযম দীক্ষায়
হাড্ডিসার হৃদয়ের দরজা বেবাক দিয়েছে খুলে!

www.pathagar.com

মুক্তির স্বপ্নভংগে কাটে যাদের অভিশপ্ত জীবন
সূর্যের আলোতে যেন হারাম হয় ঘৃণিত সেই মুখ,
যেমন হারাম হয়েছে দেখা বেগানা যুবতীর বুক।

কম্পাস

তাকাতে পারি না আর নয়ন মেলে
থই থই চারিদিক ধূসর ঢেউ
ভেঙ্গে ভেঙ্গে চুর হয় হৃদয় দু'কূল।

ইদানীং মানব চোখে অবিশ্বাস্য ক্রুর
হিংস্র নখর যেন শাসানো বিষ
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আসে আর যায় মরণ-চড়ুই।

জীবনের কড়িকাঠে মিশ্রিত এ কোন্ বিষাদ ঘুণ
ঝুর ঝুর ঝরন্ত ঘুণে ডুবন্ত আয়ুষ গলুই!
পৃথিবীর সন্দেহাতীত অশুচি ডেরা ডোবায়
বেঁচে থাকায় তৃপ্তি নেই, মাত্যুতে শোক নেই
শুধু কেবল অস্থির অবিশ্বাসে
চেয়ে চেয়ে খাবি খাওয়া বীভৎস কম্পাসে।

অবেলায়

এই অবেলায় বিষণ্নতায় বসে আছি একলা আমি
হাঁটছে মানুষ ঘাড় ডিঙিয়ে, উড়ছে পাখি ভাসছে মেঘ
চন্দ্রসূর্য তারাও চলে আপনমৌন কক্ষ পথে
ক্লান্ত পথিক আমি কেবল বসে আছি দ্রষ্টা-চোখে
সময় গড়ে
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি;
একটি শিশু কখন এসে বলবে আমায় :
'এই এসেছি হাতের কাছে অনিয়মের ভাঙ্গতে পাহাড়
এইতো আমি আদিম যুগের তীরন্দাজের অগ্নিশিশু।'

www.pathagar.com

এই অবেলায় ঠায় এখানে বসে আছি একলা আমি
সময় গড়ে
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি ভাঙ্গা-গড়ার স্বপ্ন এঁকে
দ্রষ্টা-চোখে
এই অবেলায় বিষণ্নতায়।

কেউ জানে না

নিজেই মরি বুকের ব্যথায়, নিজেই মরি তিলে তিলে
কেউ জানে না অসময়ে কেন আমার এমন হলো
কেউ জানে না কেন আমার সাত সকালে
সন্ধ্যা এলো,
সন্ধ্যা এলো—
তবু আমি হাঁটছি ভেঙ্গে তুষার নদী
কেউ বলে না ক্লান্ত পথিক এই এখানে একটু বসো
হাঁটছি একা তেপান্তরে
মনের চরে
ধু-ধু বালি
চাঁদের মুখও বারুদ ছোঁয়া
ফুল বিহনে শুষ্ক ভূমি
বুকের ব্যথায় নিজেই মরি
তবু হাঁটি তবু চলি
কেউ জানে না কেমন করে
ভাঙ্গছি সিঁড়ি ক্রমান্বয়ে হাঁটছি ভেঙ্গে তুষার নদী।

www.pathagar.com

ভেঙে গ্যাছে

ভেঙে গ্যাছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে
ভেঙে গ্যাছে হলুদ স্বপন নীলিমার ছাদ
ফেটে গ্যাছে ধবল দুধেল শরতের চাঁদ
নিয়ো না ফুলের সুবাস অমল কেশে
ভুলে যাও বন্ধ্যা দেশের মায়াবী স্বাদ
ভেঙে গ্যাছে হলুদ স্বপন নীলিমার ছাদ।

কেঁদো না দোহাই তোমার ভালোবাসা বলে
ভালোবাসা বেঁচে নেই
মৃত বসন্তের সাথে সেও গিয়েছে চলে।

চেয়ো না সুধার সরল বাসনার রাত
পাবে না কোথাও তারে চোখের তারায়
চেয়েছে সুধার সরল এখানে যারাই
তারাই দেখেছে ফের ঘোর জুলমাত!

দোহাই, দোহাই তোমার
নিয়ো না ফুলের সুবাস অমল কেশে
ভেঙে গ্যাছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে।

এখন বলো না প্রিয়তমা

এখন বলো না প্রিয়তমা প্রেমের কথা
চারদিকে জ্বলছে দেখ আমাদের ঘর
পুড়ে পুড়ে তামা হল সোনার মাটি
আগুন কুণ্ডলী নেভাতে দাও হে
কিংবা জ্বালাতে দাও
পোড়াতে দাও
হন্তারকের ঘর মাটি তাবৎ গেরস্থালী
এমন দুঃসময়ে ভুলে যাও সরল কোমলতা
এখন বলো না প্রিয়তমা প্রেমের কথা।

www.pathagar.com

সময় এসেছে চিনে নাও শোষকের মুখ
সময় এসেছে কেড়ে নাও ঘাতকের সুখ।
এমন দুঃসময়ে ভুলে যাও সরল কোমলতা
এখন বলো না প্রিয়তমা প্রেমের কথা।

কহিয়ো নদীরে তুমি

কহিয়ো নদীরে তুমি প্রেম নাহি পাবে;
সোনালী সুরুজ আজ ওঠে নাই ভোরে
এখনো ব্যথার পাখি উঠোনেই ঘোরে
কহিয়ো তাহারে তুমি হাতে নাহি পাবে।

চকিতে হবে না দ্যাখা জনমের তীরে;
আঁধারের পেখমে নেই সেদিনের প্রীতি
মুছে যাক তাপ-রেখা শতেক স্মৃতি।
হবে নাকো আসা আর এইখানে ফিরে
চকিতে হবে না দ্যাখা জনমের তীরে।

কহিয়ো তাহারে তুমি হাতে নাহি পাবে;
আসেনি ভোরের ঊষা তপোবন সুখে
ফিরে গ্যাছে গানের পাখি দহন দুখে
কহিয়ো নদীরে তুমি প্রেম নাহি পাবে।

কোন্ দিকে যাবো আর

তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!
মরুভূমির উত্তপ্ত বালু বেয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি তোমাকে
তোমাকে খুঁজেছি সাত সমুদ্রের অথৈ তলদেশে
মাড়িয়ে হিম শীতল বরফ
দাঁড়িয়ে সুউচ্চ পর্বত চূড়ায়—

www.pathagar.com

নৈর্ঋত ঈশান থেকেও ফিরে এলো ব্যর্থ দুটি চোখ
তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!

'খাইবার-গিরিপথে' পাহারায় ছিল যারা তারাও এসেছে ফিরে
গ্রহে গ্রহে খুঁজে খুঁজে হয়রান বার্তাবহক বাতাসেরা
নরোম ঘাসের মুখে ক্লান্তির ঘাম জমে জমে
আহা বিবর্ণ হয়েছে কেমন দেখ, ভাল করে
চেয়ে দেখো যেখানেই থাকো না কেন
তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!

দিতে কি পারো না তুলে প্রেমিকের বুকে এক মুঠো সুখ!

ক্ষুধার্ত কুমির

আমার হৃদয়-সমুদ্রে একটি ক্ষুধার্ত কুমির
হিশ্ হিশ্ শব্দে অনবরত ছুটছে শিকারের পিছনে
শিকারের হাড্ডি মাংস কলজে
খুবলে খাবার জন্যে আমার ক্ষুধার্ত কুমির
ছুটছে আমরণ—
সাত সমুদ্র তের নদী এবং সাতটি মহাদেশ।

আমার মাথার খুলিতে একটি গলিত লাভার বসবাস
একটি আগ্নেয়গিরির অমৃত চিবুকে চুমো দেয়
আমার দু'ঠোঁট
গভীর তৃষ্ণায় তুলে নেয় আমার দু'হাত
ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র
পা দুটো কুচকাওয়াজ করে ভাঙ্গার নেশায়
দু'চোখে ঝরে কেবল শ্রাবণের মতো
ভস্মের বারুদ
প্রতিটি নিঃশ্বাসেই নির্গত হয়
যুদ্ধ!! যুদ্ধ!! যুদ্ধ!!!

আমার অস্তিত্বের সত্ত্বাধিকারী ক্ষুধার্ত কুমির
ভয়ংকর যুদ্ধনেশার এক ক্ষীপ্ত জীব

www.pathagar.com

সে যুদ্ধ চয়, মাংস চায়, কলজে এবং
বিশাল এক রক্ত সাগর,
বদলা নিতে চায়—
হাজার শতাব্দীর রক্ত পিপাসু, শব ভক্ষণকারী
তাবৎ পাপিষ্ঠ সীমারের।

বিক্ষুব্ধ বৈশাখ

একটা বুকে কতটুকু আগুন থাকতে পারে—
আমার জানা ছিল না
কতটুকু উত্তপ্ত ছিল একটা জীবন—
জানা ছিল না
কতটুকু ঝড়ে নুয়ে পড়ে গাছ-পালা, শস্যক্ষেত—
জানা ছিল না
কতটা ভূ'কাপের প্রয়োজন অপাংক্তেয়
পৃথিবী নাড়াতে
কছম!
জানা ছিল না।

গেল ঋতুতে নিস্প্রাণ আকাশ ছিল দাঁড়িয়ে
তারার চোখ থেকে খসে পড়েনি ফুলকি আগুন
জোছনার মুখে ছিল না হলাহল
বাতাস ছিল না এতটুকু শীতল
গাছে গাছে পাখি ছিল না
বনে বনে ফুল ছিল না
সমতল আকাশে মেঘ ছিল গুম্
সে-গুরুগর্জনে নেমে এলো আজ সিংহ-শাবক বৈশাখ।

জীবনের বৃক্ষ হ'তে পাতা ঝরলে
কতটুকু জীবনী থাকে—আমার জানা ছিল না
বিজলীর দেহ উলঙ্গ হলে
চোখে তার পানি আসে কিনা—জানা ছিল না

www.pathagar.com

পাথরের গায়ে পানি পশে কিনা—জানা ছিল না
সে-সবই বোঝাতে এলো এক চঞ্চল দুরন্ত বৈশাখ।

আমি বুঝতাম না—
একজন মানুষ—একজন যোদ্ধা
একটা জীবন—একটা যুদ্ধ
একটা পৃথিবী—একটা রণক্ষেত্র
এবং শান্ত ঋতুতে আসে না যুদ্ধের নিপুণতা;
আমাকে বোঝাতে এলো তাই, ক্রুদ্ধ
উন্মত্ত এক বৈশাখ।

এক মুঠো বারুদ ঘর্ষণে কতটুকু আগুন ফুঁসে ওঠে,
কতটা জ্বালাতে পারে অজৈব পাপ
জানা ছিল না
স্রোতের কতটা বেগ হলে ধসে পড়ে
অনাচারের ভীত—জানা ছিল না
কতটা রাক্ষস হজম করে লক্ষ মানুষের খুন—
জানা ছিল না
শুধু দেখেছি আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে
যান্ত্রিক মানুষ,
পায়ের নিচে ঘাস, কেঁচো, উঁই, বেঙের ছাতা এবং
অসংখ্য মাংসাশী বৃক্ষ।

আমি কোনদিন মরুভূমি দেখিনি
মরুদ্যান, পাহাড়, উট, ভেড়া এবং মেষের পাল
আমি দেখিনি তেপান্তরের ঝলসানো বাবলা,
সারি সারি আঙুরের বাগ
আমি দেখিনি—গাধার পিঠে সওয়ারী বেদুঈন,
যাযাবর, তাঁবু, খোরমা-মুখে জীবন্ত সৈনিক
এবং পাথর-খোদাই শহীদের কবর,

www.pathagar.com

এই সময় বড় বেশি মরুময়
এই ঘর, পথ, জনপদ
বড় বেশি নির্জন
প্রেম-বিলাসী আমি
অথচ, ধূসর বালুভূ'মে হেঁটেই চলেছি
প্রেমহীন, একাকী

এই মানুষ, কামনার মানুষ
বড় বেশি চতুর বড় বেশি হিসেবী
অথচ, কেমন বেহিসেবীর মতো
তাদেরকে ভালোবেসে
দুঃখের নামতাই বৃদ্ধি করেছি কেবল
জীবনের ধারাপাতে

এই সময় বড় বেশি মরুময়
এই জীবন বড় বেশি শোকাতুর
এবং এই রাত—কামনার রাত
আহা, কত দীর্ঘ
কালো আঁধারের সুদীর্ঘ রাত

নিমক

পরবাসে
কি ভাবে কেটে যায় দিন জানো না তুমি;
আকুলতায় ভাবি, তুমি আছ পাশে আমার

'সাগর সাগর' বলে ডাক দিই স্বপ্নের মাঝে
তুলে রাখি স্মৃতিগুলো থরে থরে
কাজের বিবরণে
ব্যাকরণে
শব্দ খুঁজি তোমার উপমায়, তোমার নামের
অথচ দূরে আছ, ভুলে আছ তুমি

www.pathagar.com

কত সহজ আভাসে
আর আমি অবোধ তোমাকে খুঁজেই হয়রান
অনর্থক অকারণে।

এইতো এখন
শস্য দানা ফুলের কুঁড়ি বিমর্ষ বিষাদ
বিস্বাদ খাদ্য খাবার বস্ত্র পানীয়
শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত কেবলই দুঃসহ
তুমিতো জানো না
জানতেও চাওনি কিভাবে ঝরে যায়
বাদল বিরহ
তুমি জানো না—
যেমন রাখো না তুমি বুকের খামে
আমার নাম ধাম খবর কুশল।

থাক তবে আর নয়
মুছে দাও যদি থাকে স্মৃতির বিন্দু তিলক
বলো, তুমি বলো
কি হবে নিয়ে আর অই হাতের তুচ্ছ নিমক?

চোখ

স্রষ্টার দেয়া এ চোখে আমি
অন্ধকারের কালো পর্দা ছিঁড়ে দেখি
শাশ্বত সত্য, ভাসমান মেঘ, দুর্ধর্ষ ঝড়
এবং দুর্বার বন্যা।
আমার চোখে ভেসে ওঠে
নীলনদ আড়ষ্ট হয়ে ফেরাউনের পরাজয়
বালু এবং পাথরের উঁচু-নিচু পথ মাড়ানো
সংগ্রামী কাফেলা।

www.pathagar.com

অন্ধকার ঘনিভূত হলেই
চোখ আমার প্রজ্বল হয়ে ওঠে বাঘের মত
হামযার টগবগে রক্তে নাইট্রিক এসিড মিশিয়ে
জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে হাবিয়া দোযখের মত।
যে রশ্মিতে ঝলসে যায় অবাঞ্ছিত কালো মুখ,
পাপিষ্ঠ কোটি মুখ।

দীর্ঘ হোক প্রভাত

গভীর গভীরে থাক প্রেমালাপন
ভাসা ভাসা সুখ নয়; মিনতি এখন
শাদুল অন্তর হোক আমূল প্রসাধন
এমনই উপমা হোক কবির লেখন।

অনাহুত কাকের ডাক নদীর দু'চর
অশনির ডাহুক ডাকে হৃদয় প্রান্তর
চাক্ষুষ দ্রষ্টা আমি, আরুদ্ধ স্বর
প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে আছি আঁধিয়ার তেপান্তর।

প্রভাত দীর্ঘ হোক অবসানে নিশির এখন
মানুষের আত্মা পেয়ে যাক সুস্থির আস্বাদন
গভীর গভীরে থাক প্রেমালাপন
এমনই উপমা হোক কবির লেখন।

ধবল জোছনার প্রার্থনায়

তোমার শুভ্রতার বিতানে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে বিদায় করি
অগণিত প্রতীক্ষার বসন্ত
ছুঁতে পারিনে তবু তোমাকে; কী যেন এক বেদনার অনন্ত
দাবদাহে পুড়ে পুড়ে খাক হই। ভস্ম করি,
ভস্ম হয় তাপদগ্ধ শুষ্ক মড়মড়ে বঞ্চিত অন্তর

www.pathagar.com

তোমার ভালোবাসায় আমি দারুণ পিপাসা কাতর
সারাটা হৃদয় জুড়ে বিরহের দগদগে ক্ষত
মেঘ জমে বিন্দু বিন্দু চোখের পাটাতনে, ইলশেগুঁড়ির মত
নেচে নেচে খেলা করে তরতাজা অশ্রু কাজল

'করুণার কবজ' হাতে তুমি বসে আছ কত দূরে?
জমাট আঁধিয়ার সংঘাত নিয়ে এক প্রেমিক পাগল
দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো 'সোনালী হরফের' সুরে—
তুমি কত দূরে, আর কত দূরে?

প্রতীক্ষায় প্রহর কাটে, পিপাসায় ককিয়ে ওঠে বিরহী মন
শুধু তোমাকে পেতে চাই—
শুধু তোমারই ভালোবাসা চাই—
আঁধার নির্বাসনে ধবল জোছনা চাই—কামনা প্রতিক্ষণ।

এইতো আমি

এইতো আমি—
সবুজ উপস্থিতির আসনে বসেও
ধরতে পারিনি তোমার চিবুক।
আর কত ঋজু হতে বলো!
আর কতটা নত হলে ছুঁতে পারি
লাস্য ঝিনুক!

এইতো আমি—
হৃদয় শার্টের বোতাম খুলে
দাঁড়িয়ে আছি
দ্যাখ দ্যাখ বেদনার পায়রা
কি ভাবে খুঁটে খায় বিষাদ হীরক!

এইতো আমি—
শব্দের জঙ্গী বিমানে তোমার মুখোমুখি।

www.pathagar.com

সৈনিক কবিতারা মুহ্য এখন,
কি করে বিজয়ী হব জীবন মহড়ায়!

এইতো আমি—
এই তো তুমি—
অথচ মাঝখানে যোজন ব্যবধান।
রয়ে রয়ে গর্জে ওঠে
বিরহ বারুদের ধূম্র শিখা।

জানি—আমি জানি
সৈনিক জীবনের সবচে' কলংক
চোখের পানি,
তবু কেন ঝরে যায়
তবু কেন বয়ে যায়
বিদায় মৌসুমে বহমান তুষার নদী!

সংঘাত

পৃথিবীর বুকে আগুনের হাত
মানবতায় বোমার বিস্ফোরণ
জাতীয়তার গোয়ালে বাস করে ভণ্ড
দিকে দিকে তাই দেখা দেয় সংঘাত।

চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর

কবে একদিন এইখানে এই লেকের ধারে
একটি নক্ষত্র দেখে ভুল করে বলেছিলাম
পূর্ণিমার চাঁদ
ফিরে আসা প্রতিধ্বনিতে মিশ্রিত ছিল এক
উদগ্র শাসানি, বিরাণ বাড়ির মতো আজ শুধু
থির থিরে ভেসে ওঠে মোহন দর্শনে।

www.pathagar.com

আর কোন দিন ডাকবো না এই লোকের ধারে,
কোনখানে সোমত্ত চাঁদ
ভাববো না—এইখানে ছিল একদিন উন্মনা হৃদয়,
কাজল চোখ থেকে ঝরে পড়া পশলা বৃষ্টিতে
ভিজে ভিজে খেলেছিল হলুদ উল্লাসে দু'টি গাঙচিল।

আমিও ভুলে যাবো উড়ন্ত পাখির মতো দুর্বল কান্না
বেদনার ভাষা
হৃদয় গহীনে আর দেবো না ঠাঁই তুষার ঢেউ
সারা রাত ডেকে ডেকে জলজ ডাহুক
ফিরে যাক অবশেষে ছিটাতে ছিটাতে দোষণীয় ঘৃণা।

আমি তবু খুঁজে খুঁজে নিঝুম অরণ্য নিবাস
কিংবা ছায়াপড়া ঋজুপথে এলিয়ে দু'টি পা
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর
নিঃসীম আকাশ, ঝর্ণার জলে ভেজা খুব কাছাকাছি,
খুব মাখামাখি দু'টি শালিকের দিকে।

ইদানীং আমি

ধাতব চোখ থেকে বেরিয়ে আসা
কী এক ভয়াল দৃষ্টির ভেতর
কেবলই তলিয়ে যাচ্ছি
হালকা জলের শরীরে যেমন তলিয়ে যায়
সৈনিকের মত দৃঢ় কঠিন ভারী পাথর।
একজন নভচারীর গ্রহানুপুঞ্জে ঢোকার মত ব্যাকুলতা
নাবিকের কম্পাসের মতো সুঠাম বোধ
বাষ্পীয় হাওয়ায় ক্রমশই ম্রিয়মান
ক্রমাগত ম্লানতর ক্রেন এরিয়েলের মতো।
পরাজিত সৈনিক পায়ের
নৈশব্দ উত্থান পতনের মতো
ইদানীং আমি—
খরস্রোতা জীবনের তলহীন চোরাবালিতে

www.pathagar.com

হারিয়ে যাচ্ছি, ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছি
সখ্যতার সন্দ্বীপে মরুচারীর মতো হাঁটছে দুর্জন
মৃত্তিকার পাঁজর কাঁপিয়ে পাশবিক কেশর দুলিয়ে
আর আমি যেন তাদের সেই ধাতব চোখ থেকে
বেরিয়ে আসা কী এক ভয়াল দৃষ্টির ভেতর
কেবলই তলিয়ে যাচ্ছি
গুলিয়ে যাচ্ছি লবণের মতো
কেউই তুলছে না আমাকে কিংবা
পারছে না ফিরিয়ে দিতে
সাহস এবং বিশ্বাসের নেকলেস।

নির্বাসন চাই

মানবতার সব ক'টি দরজা ঘুরেছি আমি
সবখানেই পাহারায় রত
ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো ভয়াল হায়েনা
ওদের লালসার রসে সিক্ত আমার শব্দ
আমার সময়
এবং আমি
মুক্তি পেতে চাই, প্রভু
আমাকে মুক্তি দাও
প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘরে প্রবেশের অধিকার দাও
তা না হলে নির্বাসন দাও আমাকে
নির্বাসন চাই
হারামজাদা লোকালয় থেকে

অনাগত

দিনগুলো হয়তো বা দুর্বিষহ যাতনার, বিষালী
কোটরাগত চোখে ভাসে অনিশ্চয়তা
দুলে ওঠা অনাগত
দেখা যায় হাতির দাঁতের মতো ভয়াল সময়
কোন্ ভরসায় বাঁধি বলো বাসা?

www.pathagar.com

হাওয়ার প্রাচীর টপকে চলে সাঁঝের পাখি
প্রতীক্ষিতা টানে তার খড়কুটোর নীড়ে
পাখিও প্রশমিত করে শ্রান্ত ব্যথা, মনের ক্ষত
জানি, হয়তো সেখানেও রয়েছে তার ঐশ্বর্যের সুখ।

ঘাস পাতা গুল্ম নেইতো আয়ত্তে আমার
বাঁশের মতো ঘুণি খাওয়া পড়ে আছি
অনাহূত অর্বাচীন
আমারতো নেই নীড়, নেই ঘর
উপশমের নরোম কুটির!

সময়তো ধাবমান, অথচ আমিই কেবল
ধরে আছি ঘনকালো রাতের পাঁজর
দেখাতে পারোকি অনুমপা
প্রেমের সেই অসীম সাহস?

যুদ্ধে গেলাম

চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম
চলেই গেলাম সংগে নিলাম
হলুদ রঙের অনেক ছবি
ছবির ভেতর দুঃখ খোঁড়া কান্না গাঁথা শব্দাবলী
চলেই গেলাম সংগে নিলাম মনের খামে
বলতে চেয়েও হয়নি বলা এমন যত কথার মালা

চলে গেলাম যুদ্ধে গেলাম
সময় করে দেখবো ঠিকই স্মরণ রাখা বিষয়-আশয়
তিক্ত চোখে ঝরতো কেমন তরল গরল ঘৃণার থুথু
কাছের মানুষ ঝাপসা আহা! তবু কেমন দূরে ছিলাম

বর্ষা আসুক শরৎ আসুক বলবো না আর কোন কিছুই
'চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম এই কথাটি মনে রেখ

www.pathagar.com

মনে রেখ খবর নিও
কেমন আছি কোথায় আছি, দিব্যি মাথার'

যুদ্ধে গেলাম ভালই হলো থাক না বুকে অনেক জ্বালা
বলতে চেয়েও হয়নি বলা এমন যত কথার কুসুম
চলেই গেলাম সংগে নিলাম রঙিন খামে
সময় করে দেখবো সেসব রাখবো মনে কথা দিলাম
চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম
যুদ্ধে গেলাম
যুদ্ধে গেলাম...

ভাঙন

কোথাও যেন ভাঙছে কিছু
ভাঙছে আকাশ ভাঙছে পাহাড়
মড়মড়িয়ে ভাঙছে গাছ
ভাঙার খেলা চলছে শুধু
ঝন ঝনিয়ে ভাঙে যেমন
হাতের চুড়ি কাঁচের গ্লাস

ঘর ভাঙছে মন ভাঙছে
ভাঙছে স্বপ্ন, আশার ঢিবি
ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে শুধু
মাটির পাত্র, জলের ঘড়া
যেমন ভাঙে পথের পরে
শূন্য পেটে নারী-পুরুষ
ইট পাথরের মস্ত কাড়ি

ভাঙার খেলা দেখে দেখে
আমার হাতও ভাঙতে চায়
ভাঙতে চায় লৌহ কারা
হাতের শেকল পায়ের বেড়ি
ভাঙার নেশায় ঘুম আসে না—

www.pathagar.com

ঘুম আসে না ভাঙার নেশায়
মাতাল রাজার সৌখিন চেয়ার
ভণ্ড দেশের উল্টো আইন
অন্ধ ঘরের বন্ধ দুয়ার।

স্বপ্নের রেশমী পালকে

স্বপ্নের রেশমী পালকে ভাসে যে মুখ
চোখ মেলে পাই না তা হৃদয়ের কাছে
শব্দহীন নুয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত বুক
ভাবি—
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

পাখিরা বোঝে যদি কবিতার অমল ভাষা
ফুলের রেণু থেকে খুঁটে নেয় সুরভী মলয়
সোনালী চাঁদের চিবুক ছোঁয় না উন্মত্ত হ্রেষা
অথচ সেই মুখ রচে যায় উপেক্ষার বলয়
ভুল করে তবু তাকে ধরতে চাই হৃদয়ের জালে
ব্যর্থ হই, ভাবি—
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

রাত্রিরা আসে যায় ক্লান্ত এই শীর্ণ জীবনে
দ্রাঘিমায় পড়ে ছায়া, বাড়ে বিষাদের ঘনত্ব
আশাহত হই না তখনো
এমনি শতবার—
দু'হাতে ধরতে চাই যে মুখ হৃদয়ের কাছে
ব্যর্থ হই, ভাবি—
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

www.pathagar.com

নিজগৃহে পরবাসী

চিরকাল হিমহ্রদেইতো আমাদের শৈশব
কেটেছে স্বপ্নিল চাদরে যৌথ এখানে। তবু এখন
একটি নক্ষত্র ছিন্ন হবার মতো আমারই গৌরব

ধূলায় লুণ্ঠিত। এ যেন এক শাশ্বত লেখন
লিখেছেন প্রাজ্ঞ পুরুষ কোনো কালে। অমরত্ব খোঁজে
ব্যাপৃত আছি আমি পাথরদেশে তবুও অনুক্ষণ।

ক্লান্তহীন কপোতাক্ষ যদিবা একা, সেও নিঃসঙ্গ
তবু স্রোতের সুরধ্বনি আর যাত্রীরা বোঝে—
চিরায়ত ভালো লাগা ঐ নদীটি আমাদেরই অঙ্গ।

অথচ আমি কি পরাজিত এক রুদ্র জোয়ান
সময়ের রূঢ়তায় কোনোদিন পেলাম না বৈভব
এতটুকু প্রমিতি, অমৃত কিংবা সাগর লোবান।

নিজগৃহে আছি, পরবাসী যেন এখানে আশৈশব।
বেদনার যত গান সবই কেবল আমারই সঙ্গীত,
এখানকার মানুষ, ভাষা আর তাবৎ কলরব—

ও সবই আমার যেন দূরত্বের প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নেচে ওঠা সমুদ্র

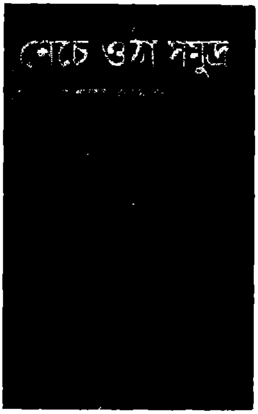

কবিতাসূচি

শুদ্ধি কথন ৪৯/স্মারক ৪৯/সাদা গম্বুজ ৫০/কাল রাতে ৫২/দেয়াল ৫২
না নেই ৫৩/ভাঙ্গনের প্রলয়োল্লাস ৫৩/স্বর্ণালী দু'টি চোখ ৫৪
এইসব সড়কে ৫৫/ফণা ৫৬/সমুদ্রগামী ৫৭/শিকার ৫৭
ফেরাও কসম ৬১/আরেক বসন্তের অপেক্ষায় ৬১/বৈরী বাতাস ৬৩
মাকড়সা ৬৩/স্তোত্র ৬৫/আমার রক্তে এখন ৬৫
পবিত্র দাঁড়াবে কোথায় ৬৬/বৃক্ষের মতো ৬৬/সিদ্ধান্ত ৬৭/শকুন ৬৮
অপেক্ষা ৬৮/প্রার্থিত প্রভাত ৬৮/কবিতা ৩.২.'৮৭ ৬৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুদ্ধি কথন

এক.

ঘুণধরা হৃদয়ে দাও প্রচণ্ড ঝাঁকুনি
হয়তোবা ঝরে যাবে সে ঘুণ
নচেৎ সাফ হয়ে যাক কিছু ভূমি
আগত অগ্নি জাতকের
রসদাগার সংরক্ষণের জন্য

দুই.

শুচি জীবনের সাথে যুদ্ধের সম্পর্কই গভীর
সুতরাং যুদ্ধ দিয়েই হোক হাঁটতে শেখা
যদিও রক্তিম কালিতে সূচিত হবে লেখা
তবু নীরব হতে পারে বুক অশান্ত পৃথিবীর।

তিন.

গল্পে গল্পে হাত ধরে চলার মত নয়
গভীর প্রজ্ঞায় হাতিয়ার তুলে নাও
উন্মুক্ত আলোর লক্ষ্যে এবার
আঁধারের কালো পর্দা ছিঁড়ে দাও।

চার.

গনগনে শিখার সাথে হৃদয়ের পুঞ্জিভূত
বারুদও জ্বলে উঠুক
তাহলে সে দাহনিকার ভস্মস্তূপে
ভেসে উঠবে শুদ্ধ মানুষের বিমল হাসি।

স্মারক

পৃথিবী নীরব হবে। থেমে যাবে ঝড়।
অকস্মাৎ দুলে ওঠে হাতের অঙ্গুলি
প্রার্থনায় ঘুরে আসে তছবির ছড়।

www.pathagar.com

আকাশ প্রশান্ত হলে সাদা মেঘগুলি
উড়ে যায় ঊর্ধ নীলে, আরশের বুকে,
আবারও ফিরে আসে—কার ইশারায়?

ব্যথিত হৃদয় দেখ দাঁড়িয়ে সম্মুখে,
কেঁপে ওঠে অলৌকিক হাতের ছোঁয়ায়
শুষ্ক ফুসফুসে নেই পিপাসার জল।

আলিঙ্গনে দাও ঢেলে সুপেয় আরক
তৃষ্ণায় সাগর দাও, পিপাসা প্রবল
অই হাতে মুছে দাও ক্ষতের স্মারক।

পৃথিবী সুস্থির হোক, খুলে দাও বুক
তোমার আঁচলে ঢাকো লজ্জানত মুখ।

সাদা গম্বুজ

আফ্রিকার যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো তাদেরও ছিল
রক্ত মাংস হাড় হাড্ডি জীবন এবং যৌবন। আগুন আগুন বলে যে সব
কাফ্রি শিশুরা আজ চোখ ঢাকে মায়ের স্তনে; তারাও স্বাধীনতায় ব্যাকুল
আর যে সব বাস্তুহারা যাযাবর এখনো বন কিংবা সমুদ্রচারী তাদের কাছে
যুদ্ধ আর সংগ্রাম ছাড়া কোন কর্মসূচী নেই। না, থাকতে পারে না
ঠিক এভাবে এখন যারা বৈরুত লেবানন ফিলিস্তিন এবং আফগানে যুদ্ধরত
তাদের আগ্নেয় প্রপাতে ঝলসে ওঠে অশান্ত মাটি, সূর্য ও নক্ষত্রবিলাস
এখন তারা নাস্তার টেবিলে বসার পূর্বেই স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে
পরীক্ষা করে নেয় ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র। দ্রাবিড় সভ্যতার বিপরীতে ধাবমান
এইসব যোদ্ধাদের লকলকে জিহ্বায় ঝরে কেবল বিষাক্ত লাভা, লাভাময়ী শব্দ :

তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের সামনে এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কর্মসূচী নেই

বলো, কিভাবে আমরা শব্দ সঙ্গীত কিংবা প্রেমকলায় মুগ্ধ হবো
লম্পট ষাঁড়েরা দেখ ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছে আমাদের সজীব শস্যক্ষেতে

www.pathagar.com

সে সবই দেখাতে এলো আজ
হেরার বৈশাখ।

নিখুঁত আয়নায় স্বচ্ছ আকাশ দেখলাম
পৃথিবী, মাটি এবং মানুষ
নিজেকে দেখলাম—দানব হন্তা
'বোধের' দেহে পেলাম উষ্ণ রক্ত, বলিষ্ঠ বাহু
এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম
বিজয়ের ইচ্ছেরা আছে—লোমকূপ এবং শিরায়

আমি এখন আর শান্ত ঋতু চাইনে,
আকাশ চাইনে
ফুল, ফুলের বন
কোকিলের স্বর,
বিড়ালের নরম দেহ
প্রশংসা-পুজারী বন্ধু প্রিয় এবং প্রিয়তমা,
আমি চাই—
আমি চাই
নদীতে হাঙ্গর এবং প্লাবন
মাটিতে খন্দক, বদর, তাবুক কিংবা কারবালা
ধূলিতে রক্তের হালুয়া
আকাশে মেঘদূত এবং
ঝঞ্ঝামুখী এক দুর্ধর্ষ কালবৈশাখ।

একটা কালজয়ী যুদ্ধবাজ বৈশাখ চাই
যার নতুন দুর্বার পদচারণায় বয়ে যাবে এক
দিগন্ত দুধারী পথ
কোনো এক ঝড়ো রাতে আমি হেঁটে চলবো
এবং গভীর বিশ্বাসে পৌঁছে যাবো
কালো কফিনে ঢাকা বন্ধুর সিঁথেন ছুঁয়ে
বিজয়ের তাঁবুতে।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের জরিন জায়নামাজ

আমার চারপাশে দেয়াল। সুউচ্চ প্রাচীর।
সূর্যালো আসার মতো এতটুকু জায়গা নেই
খালি, ফোঁকড়, ফাঁসা। কতদিন দেখিনি
তরঙ্গিত আলোর মুখ। দেয়ালের চারপাশে
সতর্ক প্রহরী। লোলুপ দৃষ্টি। যাদের জিহবায় ঝরে
নেড়ি কুকুরের মতো লালসার রস। অপেক্ষায়
তারা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। স্বজনহারা
বন্ধুহারা পড়ে আছি দেয়ালের ভেতর।

পৃথিবীতে কখনো কোনো সূর্য উঠেছিলো কিনা,
অজানা অচেনাই রয়ে গেল অতলান্ত সাগরের মতো
অভ্রভেদি পাহাড়ের মতো।
আমিতো অপেক্ষায় আছি
মেহদী আগমনের আগে শুনতে
আর আরেক প্রলয়ংকরী সিংগার ফুঁক। কখন
শুনতে পাবো পৃথিবীর সুউচ্চ মিনার থেকে
জীবনপ্রবাহ বিলালী আজান?
যে আজান হিন্দুকুশ থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারাটা পৃথিবী
সবগুলো প্রাচীর ভেদ করে আমার
কানে পৌছুবে ভাঙ্গনের মোহনীয় সুর।
আমিও তখন, ঠিক তখনই সটান নুইয়ে দেব
আমাকে
        বিশ্বাসের প্রশস্ত জরিন জায়নামাজে।

লাশ

মাংসহীন শরীর দেখে আঁত্‌কে ওঠে খোদার আরশ
অভিশাপ ছিটিয়ে
ওই যায় ক্ষুধার্তের অগণিত লাশ।
সুকঠিন মাটির মুখে বেদনার ছাপ, ব্যর্থতার শরম
অথচ শকুনেরা খোঁজে লাশের ভেতর মউজের উল্লাস।

www.pathagar.com

পৃথিবীতো জনাকীর্ণ নয়, ধু-ধু মাঠ—মানুষের সাড়া নেই
মূমূর্ষ সময়কূলে দাঁড়িয়ে আছি পাথর, আরুদ্ধশ্বাসে—
'হায়, মানুষের আসনে এ কার শংকিত মুখ ভাসে -
এ কোন্ শয়তান বিজয়ের গান গায় হিংস্র বিশ্বাসে?'

শয়তান নির্মূল হোক
ধসে যাক রাজ্যপাট—শোষণের ঘৃণ্য ইতিহাস,
ওই যায় ওই যায়—
অভিশাপ ছিটিয়ে ওই যায় ক্ষুধার্তের অগণিত লাশ।

আশ্চর্য এক স্বপ্নের মতন

মনে হয়
মানুষের জীবন আশ্চর্য এক স্বপ্নের মতন
মনে হয়
ধূমল নয়, যেন সে বেদনার বরফ
গলে গলে নদী হয় চোখে, চোখের বহতায়
তারপর ভেসে যায়
অনংগ-অতলে
সময়ের খোলামেলা
খামে,
উড়ন্ত পাখির মত উদগ্র
মনে হয় ভাটার দাপট কলকণ্ঠ জোয়ার
মনে হয়
আশ্চর্য এক স্বপ্নের মতন
মানুষের জীবন

www.pathagar.com

ঝড়

প্রলম্বিত ঝড়ই জীবনের সুন্দর মানে হতে পারে
ঝড়ই পূর্ণাংগ জীবনের শান্তির প্রতীক

পৃথিবীর সবগুলো মানচিত্রই এখন শীর্ণ নদী
সে সব নদী এখন প্রতিদিনের তাতানো রণক্ষেত্র
আর মানুষেরা জীবনের চেয়ে যুদ্ধের প্রতি
বড় বেশি লোভাতুর

ঝড় এবং মানচিত্র
জীবন এবং যুদ্ধ
না, ভিন্ন কোন অর্থ নেই বিশ্ব-অভিধানে
শতাব্দীর ইতিহাসে

ঝড় মানে যদিও কাল বৈশাখ
লণ্ড-ভণ্ড
ভাংচুর
ধ্বংস এবং ধ্বংস
তবুও এখন ঝড়ই জীবনের সুন্দর উপমা

আর তাই ঝড় আসুক
বার বার
ঝড় আসুক,
পৃথিবীর আগামী বংশধরদের জন্যেও
কল্যাণময়ী ক্ষুধিত এই ঝড়

এইরাত দীর্ঘরাত

এই রাত দীর্ঘ রাত
কালো আঁধারের সুদীর্ঘ রাত
নক্ষত্র-বিলাসী আমি
অথচ, নক্ষত্রহীন আকাশ দেখেই কেটে গেছে
ত্রিশটি বসন্ত

www.pathagar.com

চীনের প্রাচীর টপকে ইঁদুরেরা ঢুকে যাচ্ছে আমাদের বসত ভিটেয়
আর একটা বাজপাখির ডানার ঝাঁপটায় প্রকম্পিত এশিয়ার হৃৎপিণ্ড

সম্ভবত আমরাই একমাত্র হতভাগ্য জাতি, যাদের সামনে কোন ইতিহাস নেই

আর এজন্যেই পতাকার অপর পিঠে স্থান পায় ভিক্ষের দানা কড়ি, উচ্ছিষ্ট
এবং আরশোলা ও উঁইয়ের ঠোঁটে ঝাঁজরা হয় মানচিত্রের সুডৌল বুক

আমি জানি না স্বাধীনতার নাম শুনতেই হেসে ওঠে কেন বস্তির মানুষ ভিলেনের মত
আমি জানি না স্বাধীনতার পাঠ শুরু হলেই যুবকেরা কেন বেরিয়ে যায়
ক্লাস রুম থেকে এবং কেন তারা বেয়াদবের মত দাঁড়িয়ে যায় প্যান্টের চেইন খুলে
আমি জানি না স্বাধীনতার গল্প বলতে গেলেই কেন কিশোরীরা বেরিয়ে যায়
ঘর থেকে এবং তোয়ালে হাতে কেন ঢুকে পড়ে বাথ রুমে, শাওয়ারের নিচে
অথচ ঠিক এমনিই দিনে পৃথিবীর অন্যতম স্বাধনীতাপ্রিয় মানচিত্রগুলো
অন্তত একবার করে প্রতিদিন দুলে উঠছে কম্পমান মিছিলে, সুতীব্র প্রতিবাদে

না, লক্ষ-কোটি মুদ্রার বিনিময়েও স্বাধীনতা বিক্রি হতে পারে না কখনো

আমার এখন ইচ্ছে হয় একজন দেশদ্রোহীর মত বারুদ বিষাদে জ্বলে উঠতে
ইচ্ছে হয় আগুনের লাল শিখায় দগ্ধিভূত করে স্বাধীনতার আজন্ম নগ্নদেহ
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেই বেলুনের মত শূন্যে, ভাসমান বাতাসে, অদৃশ্য গোলকে
একটি স্বাধীনতার জন্যে, একটি পবিত্র মুখের জন্যে আর কতকাল অপেক্ষা করবো
আর কতকাল পুষে রাখবো আহিমাদ্রি স্ফুলিঙ্গ, শেকল ভাঙ্গার বাসনা
হে স্বাধীনতা
হে স্বকাল
তোমার দেহের অপবিত্র নগ্নতা ঢাকতে দেশদ্রোহী কিংবা নির্বাসনে যেতেও প্রস্তুত

আমি শুধু দেখতে চাই তোমার আবৃত বুকের ওপর গজিয়ে ওঠা সাদা গম্বুজ
যে গম্বুজের নিশান ছুঁতে পারে না কোন শকুন কিংবা বাজের নখর

www.pathagar.com

কাল রাতে

সারারাত কাল কেটেছে বিনিদ্রায়
জানিনে কখন চলে গেছে রাতের ট্রেন
সারারাত ছিল কাল বৃষ্টিমুখর।

স্মৃতিরা এসেছিল কাল রাতে চুপে চুপে
বলেছিল কানে কানে : চলে গেছে
সেই মেয়ে দূর দেশে, যে নাকি এসেছিল
এমনই শাওন রাতে হৃদয়ের টানে।

স্মৃতিরা এসেছিল কাল রাতে
চলে গেছে তারা সব এই জেনে; আমিও
যাবো চলে যন্ত্রণা বিহারে রাতের ট্রেনে
ঢাকা টু যশোর, যশোর টু খুলনা
সেই মেয়েটির খোঁজে।

সেই নদ কপোতাক্ষ
সেই নদী রূপসা
জনম জনম ধরে যে নদী খুব করে চেনা
না না—
আমার মানসীকে তারা কখনই লুকোতে পারে না।

দেয়াল

ওদের চোখে ভ্রান্তি দেখে আত্কে উঠি
শিউরে উঠি ভাবতে গেলে জাহান্নামী
কীট
ফিরে আসুক আজও ওরা আলোর পথে
নইলেতো ঐ ঠেকেই গেলো চার দেয়ালে
পীঠ।

www.pathagar.com

না, নেই

না, নেই। কিছুই নেই এখন ঘৃণার চেয়ে প্রিয়।

নীলিমার নীলার্দ্র রমণীয় ছবি প্রতিচ্ছবি
শোভনীয় প্রকৃতি উদ্যান উপত্যকা হ্রদ, শুভ্র
স্বপ্ন, হলুদ যন্ত্রণা প্রেম বিরহ কিংবা কষ্ট
ধূসর কেবল
ধূসর কুয়াশা যেন তমসাবৃত এক ব-দ্বীপ
আমি সেই ব-দ্বীপের এক অনিবার্য আগন্তুক।

শ্বেত মানুষের ভেতর কী এক অমানিশা বাস
করে! নিগ্র উপজাতীরা তার চেয়েও কী সুন্দর
নয়? আসলে মানুষের চেহারাটাই ইদানীং
কেমন যেন টর্নেডোর মতো ভয়াবহ, দুর্বোধ্য।

এইসব মানুষ নক্ষত্র জোছনা ঋতু বসন্ত
এবং সব আলোক, আলোক বিভা আমার চোখে—
আমার চোখে এখন কেবলই ধূসর
ধূসর—সাঁঝের দীঘির মতো ঝাঁপসা হয়ে গেছে।

আসলে সময় সমুদ্র
মানুষ মানুষের বন উপবন নারী নীলিমা
না, নেই। কিছুই নেই এখন ঘৃণার চেয়ে প্রিয়।

ভাঙ্গনের প্রলয়োল্লাস

যে হৃদয়ে ঝড় নেই সত্য প্রতিবাদের
সে হৃদয় ভস্ম হোক রক্তিম দাবানলে
যে হাতের শক্তি নেই শাশ্বত যুদ্ধের
উল্টাতে পারে না যে হাত বালুর সিংহাসন
সে হাত ভেংগে যাক ক্রোধের পাথর চাপে।

www.pathagar.com

হে উন্মাদ বৈশাখী
তুমিই কেবল পার
ভীরুর বুকে পা রেখে অসীম সাহসে গাইতে
যুদ্ধের গান

অতএব চলো—
চলো হে দুর্বার যোদ্ধা, উন্মত্ত বৈশাখী
সমান্তরালে গুঁড়িয়ে অহেতুক আবাস
ভাঙ্গনের মহা প্রলয়োল্লাসে।

স্বর্ণালী দু'টি চোখ

বিলের দুর্লভ কালো জলের মতো দু'বাহুতে মেখে নিয়ে সময়
আর নক্ষত্রের প্রদীপ্ত রশ্মি তীক্ষ্ম দু'চোখে সুরমার মতো এঁটে
নরোম ঘাসের গালিচায় বসে তুমি যখন আকাশের দিকে চাও
তখন আকাশ লজ্জিত হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চায় নাকি

ভাবতেও অবাক হই কি ভাবে একটা বিশাল মানচিত্র তুমি
ঝুলিয়ে রেখেছ তোমার কেশাগ্রে আঙুরের থোকার মতো

দেখ, মাথার ওপর কত শাদা শাদা মেঘপুঞ্জ, লাল নীল
আর খয়েরী প্রজাপতি, ঝির ঝির বাতাসে ঝরে পড়া
শিশু-শুমরালী
শুকনো বটের পাতা, এলোমেলো উত্তরে হাওয়া প্রভাবিত
করে কেমন দেখ

আর কপোতাক্ষ রূপসা কেমন লজ্জিত হয় বলো, যখন
দ্রব হয় তোমার চোখে এশিয়ার জলপ্রপাত কিংবা হৃদয়ে
দ্রবিভূত হলে নদী সাগর উপসাগর

তোমার সবুজাভ ধূলাকীর্ণ পা দু'টি যেন নিউ মার্কেটের
অভিজাত বিপণীর দামী মখমল কার্পেট, অনিন্দ্য সুন্দর
প্রতিচ্ছবি মোনালিসা পোট্রেট। ঠিক এমনি একটি ছবি

www.pathagar.com

প্রতিচ্ছবি অবয়ব দেখেছিলেন পৃথিবীর আদিমতম যুগে
কোন এক মহাপুরুষ শুদ্ধতম সময়ে

সেই ছবি আজো তুমি চিরঞ্জীব, তাই দেখ স্বপ্নেরা—
জাগতিক স্বপ্নেরা শার্টের বোতাম খুলে আন্দোলিত হয়
মুদ্রার তালে

কে বলেছে, একটি রমণী একটি পৃথিবী নয়

আমি পৃথিবী ও প্রকৃতির মাঝে তোমাকে দেখি মানসী
দেখি বারবার, প্রতিদিন শতবার অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি
এ্যালবাম। আর তোমার কথা মনে হলেই আমি —
এশিয়ার সব ক'টি নদী তাই
অন্তত সে সব নদীর দিকে একবার তাকাই। ভাবি
নদীর প্রধাবিত সেই স্রোত যেন তুমি,
তোমার স্বর্ণালী দু'টি চোখ

এইসব সড়কে

এইসব সড়কগুলো ভৈরব ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে বহুদূর
বনবীথি সড়ক গুরুদাশবাবু লেন ঢাকা রোড এবং কারবালা
সন্ধ্যার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে লাইটপোস্ট
ডাস্টবিনের ধারে ধারে জ্বলে কেবল সস্তা মোমবাতি
ওখানকার বাসিন্দারা প্রাণ খুলে দেখে আকাশ এবং তারা

এইসব সড়ক দিয়ে এক সময় হেঁটেছেন পিতামহ এবং পিতারা
পিতার পায়ে শিমুল কাঠের খড়ম ছিল, পিতামহের ছিল না
চশমাহীন চোখে তারা মামলার ফাঁকে ফাঁকে
তন্ময় হয়ে দেখেছেন সড়কের দুইধার

www.pathagar.com

তখন সড়কে কিছু কিছু ধুলো ছিল

এখন কালো পিচের সড়ক দিয়ে মানানসই লোকগুলো
ঘাড় গুঁজে চলে যায় প্রতিদিন
আধুনিক সভ্যতায় ডাস্টবিনে চোখ দেয়া নিষিদ্ধ
বন্ধুরা ওপাশে কারোর কারোর ঠোঁটে লিপেস্টিক ছোঁয়ায়
হোটেল রেস্টুরেন্ট নিরালা চিত্রা স্টেডিয়াম এবং
পার্কে বসায় রঙের বাজার
ছেঁড়া থলেয় সভ্যতা নিয়ে পাশ কেটে চলে যান পিতারা
কবি সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকও

মৃত সভ্যতা শিস দিয়ে ওঠে অকস্মাৎ বেহায়ার মত
আর ওদিকে নিষ্প্রাণ বাসিন্দারা ঘাড় তুলে খুঁজতে থাকে
একমুঠো শুদ্ধ প্রহর
কালো কালো পিচ ঢালাই সড়কগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে
কেবলই নির্বাক

অথচ পরিচিত বাসিন্দাদের কালো কালো লোনা পানি
প্রতিনিয়তই ঝরে যায় এই সব সড়কে...

ফণা

আমার হৃদয়ে জ্বলে দাউ দাউ করে
অনুভূতির জাহান্নাম
দেখতে পারিনে আর স্বাধীনতার
ছেঁড়াখোঁড়া ঝলসানো দেহ
শোণিতের উষ্ণ পাচিলে ধাককা দেয়
জাগরণের পাথুরে ঝামা
আর হাত! —

সেতো প্রস্তুতি নিয়েই বসে আছে দোর গোড়ায়
দু'বাহুর দু'মুঠিতে উদ্যত বিষধর ফণা তুলে।

www.pathagar.com

সমুদ্রগামী

সমুদ্রেই যাবো আমি। যদিও আমার কাছে
সমুদ্র এবং নারী প্রকৃতির মতো অনন্ত বিস্ময়!

একদিন ছিল মানুষেরা ধূসর সমুদ্রগামী
সমুদ্রতো ছিল তাদের আদিগন্ত বিস্ময়
আর একটি অমোঘ স্বপ্ন মানুষের চোখে
কিভাবে কম্পাসের কাঁটা হয়ে যায়, কিভাবে?

সমুদ্রতো নারী নয়
নারীও সমুদ্র নয়
তবুও সমুদ্র—হায় সমুদ্র কী অলৌকিক সম্মোহনে
টানে কেবল দৃশ্যত নীলের সন্দর্ভে। আর মানুষেরা
প্রতিদিনই সমুদ্রগামী হয়, কী আশ্চর্য!

যদি হয় উদারতা সমুদ্রের একান্ত ভূষণ, তবে
সমুদ্রেই যাবো আমি। যদিও আমার কাছে
সমুদ্র এবং নারী প্রকৃতির মতো অনন্ত বিস্ময়!

শিকার

[কবি হাসান আলীম বন্ধুবরেষুকে]

জীবনের বালিশ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রোধের তুলো
কোন কিছুই আর ধারণ করতে পারছিনে
না প্রেম না ভালোবাসা না মানুষ না জীবন
কোন কথাই আর শুনতে পারছিনে
না সুখের না দুঃখের না প্রেমের না বিরহের
শরীরের ঝর্ণা বহতায় গড়িয়ে পড়ছে কেবল অস্থির ধুলো
কেননা এখন আমি এক ষড়যন্ত্রের শিকার।

ষড়যন্ত্রকারী ভারত মহাসাগর থেকে ভক্ষণ করে বিষাক্ত কীট
সঞ্চয় করেছে রাক্ষুসে জিহ্বা

www.pathagar.com

সে এখন ভক্ষণ করতে চায় সত্যের হিমালয়
ভক্ষণ করতে চায় তাবৎ মানুষের রক্তনদী।

একজন ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক সহস্র বাঘের চেয়েও নাকি ভীষণ ভয়ংকর
আমার ছোট্ট আবাসটিও কাঁপিয়ে তুলছে সে বিষাক্ত হাওয়ায়
সুতরাং এখন আর কোন কিছুই ধারণ করতে পারছিনে
না প্রেম না ভালোবাসা না মানুষ না জীবন
কেননা আমি এখন এক চরম মুনাফিকের শিকার।

একজন ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক কেড়ে নিতে চায় আমার রাতের ঘুম
আহত করতে যায় মানস জীব
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার প্রিয়তমা কিশোরীকে কাঁদাতে চায়
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার মাকে কাঁদাতে চায়
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার বোনকে কাঁদাতে চায়
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার পরিবারকে কাঁদাতে চায় শ্রাবণের মত।

একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার পিতার দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ
একজন ষড়যন্ত্রকারী ক্ষুধার্ত ভাই-বোনের আর্তচিৎকারের কারণ
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার নির্বাসনের কারণ
ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলী ধোঁয়ায় আমার দু'চোখ এখন মেঘাচ্ছন্ন সাঁঝের মত ঝাপসা
কোন কিছুই আর দেখতে পাচ্ছিনে
না মানুষ না হৃদয় না পৃথিবী না জীবন
কেননা আমি এখন এক আত্মঘাতি মুনাফিকের শিকার।

একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার পবিত্র ভিটেটুকু কেড়ে নিতে চায়
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার সুখের ঘর জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ঝলসে দিতে চায়
একজন ষড়যন্ত্রকারী আমার স্বপ্ন সাধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে চায়
ভেঙ্গে দিতে চায় একজন সাধবীর স্বপ্ন নীড়
প্রেমিকার চোখের তারা থেকে খসে নিতে চায় নক্ষত্র-স্বামী।

আজ প্রত্যুষে আমি ষড়যন্ত্রকারীকে দেখেছি
হেঁটে গেছে আমার উঠোন দিয়ে বীরের মত ঘাড় উঁচিয়ে
সিংহের মত কেশর দুলিয়ে
ষড়যন্ত্রকারীকে দেখেছি এশিয়ার একটি ছোট্ট ভু'খণ্ডে
পবিত্র এক সুন্দর ভবনে

www.pathagar.com

খটাখট্ পায়ের শব্দে তার হাওয়ায় ভাসে বৃটিশ বেনিয়ার চাবুক
ঠোঁটের কার্নিশে ফেরাউনের যমকালো তিলক
চলোনে বলোনে নেচে ওঠে আবু লাহাবের কুটিলতা।

একজন ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিককে দেখে সবাই ভুলে যায় চন্দন হাসি
ভুলে যায় প্রেমের গান কিংবা কবিতা
সব সুরগুলো বেসুরো হয়ে শুধু ধ্বনি তোলে
ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক এখন দোর গোড়ায়।

আমিতো কোন নদীকে বলিনি
আমিতো কোন সাগরকে বলিনি
আমিতো কোন পাহাড়কে বলিনি সাহায্যের কথা, করুণার কথা!
শুধু বলেছি প্রভুর কাছে : প্রভু!
আমি এখন এক ষড়যন্ত্রের শিকার, মহা ষড়যন্ত্রের শিকার

আমি এখন এক ষড়যন্ত্রের শিকার
এবং আমি এখন এক যুদ্ধের মুখোমুখি
প্রেমিকেরা শোন, বন্ধুরা শোন, শিশুরা শোন
আমি এখন যুদ্ধের মুখোমুখি, ভয়ংকর এক যুদ্ধের মুখোমুখি।

আমি যখন দেখি আমার সন্তানেরা বুকে বালিশ রেখে কাঁদছে হৃদয় ফেটে
যখন দেখি ষড়যন্ত্রকারীর হাতের মুঠোয় মায়ের লাশ
বোনের চোখের জল
তখনই হয়ে উঠি অশান্ত এক যুবা
আর অসহায়ত্বকে প্রথমেই হত্যা করে
ষড়যন্ত্রকারীর ছায়ায় ছায়ায় বেজে ওঠে আমার যুদ্ধোসি, ক্ষিপ্ত মানস

ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক যতই নিকটে আসে ততোই উচ্চস্বরে
ধ্বনি ওঠে, ধ্বনি ওঠে—
দেখ, দেখ ছুটে আসছে শক্তিমান এক কাফেলা
ওদের হাতে দেখ সাহসী অস্ত্র, আঙ্গুলে বেষ্টিত বিষাক্ত নখর
ওরাও নিকটবর্তী হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীর মুখোমুখি।

আমি এখন এক ষড়যন্ত্রের শিকার
এবং ষড়যন্ত্রকারীও এখন শক্তিমান কাফেলার শিকার
অতএব দেখা যাক!

www.pathagar.com

একটা সাগর মৈথুনে ফুঁসে উঠছে দেখ প্রতিবাদ সয়লাব
পাহাড় চূর্ণে জ্বলে উঠছে দেখ প্রতিবাদের লাল শিখা
প্রতিটি যুবকের লোমকুপ থেকে নির্গত হচ্ছে দেখ ক্রোধের বারুদ
আর সব ক'টি ক্রোধসঙ্গমে জন্ম নিচ্ছে প্রতিশোধের বুলেট।

একটা ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি ছিলাম এতক্ষণ
একজন ষড়যন্ত্রকারীর ভারী হাত ছিল পৃথিবীর পিঠে
কিন্তু এখন!
শতেক সাহসী যুবার মুখোমুখি ষড়যন্ত্রকারী শয়তান মুনাফিক।

একটা সাহসের আগ্নেগিরির মধ্যে এখন ষড়যন্ত্রকারী
একটা ভয়াল যুদ্ধের সামনে ষড়যন্ত্রকারী
এখন একটা প্রতিশোধের শিকার একজন জালিম ষড়যন্ত্রকারী
সুতরাং আবারও দেখা যাক!

দেখ, দেখ অন্তিম আঘাতের বিষাক্ত শূলাগ্রে বিদ্ধ এখন এক ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক
একদল সাহসীর হাতে ষড়যন্ত্রকারী
এবং একদল কাফেলা ষড়যন্ত্রকারীর মস্তক নিয়ে প্রদক্ষিণ করছে
গ্রাম শহর নগর বন্দর।
একদল সাহসীর হাতে দেখ শক্তিমান ব্যানার, ব্যানারের বুকে স্বর্ণফলকে অংকিত

"হত্যা নয়, এটা পাপিষ্ঠের প্রতিশোধ।"

হে বন্ধুরা আমার হে তরুণেরা আমার হে শিশুরা আমার
ঐ শোন, কান পেতে শোন
ষড়যন্ত্রকারী লাশের দুর্গন্ধ থেকে ভেসে আসছে শাব্দিক ক্যানভাস :
শিকার শিকার
বাতাস মৈথুনে ভেসে আসছে : শিকার শিকার
সহস্র মানুষের বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে : শিকার শিকার!

বস্তুত কোন ষড়যন্ত্রই টিকতে পারে না সত্যের ঝলসানো সূর্যের কাছে
প্রতিবারই তা নমিত হবেই হবে অন্ধ গহবরে
এভাবেই তো সত্যের শূলে বিদ্ধ হয়েছে তাবৎ মুনাফিক এবং
কুটিল ষড়যন্ত্রকারীর ঘৃণ্য শিকার!

www.pathagar.com

ফেরাও কসম

'প্রবেশের অধিকার নেই'। —এ তোমার কেমন কসম?
বসন্ত বাসরে তবেকি হবে না জোছনা পাতন!

আলোকশূন্য পৃথিবী, বিভাশূন্য তমসিত রাত
দীপ্তিতে তৃষ্ণা উধাও। অস্তাচলে জাফরানী রোদ।
চারদিকে জ্বলে ওঠে লাল শিখা, জ্বলে বিভীষিকা;
মানচিত্র চেটে খায় ধূর্ত কাক, কালের ইঁদুর।

কেঁপে ওঠে দুলে ওঠে শংকিত জীবনের ভেলা
জীবন হারিয়ে গেছে। বানভাসী সবুজ নিবাস
কোথাও দেখিনা ঠাঁই, আশালতা, স্বপ্নালো সড়ক,
কোথায় যাবো এখন, কোন্‌দিকে মরু-যাযাবর?

একটু নিবাস দাও। পেতে চাই বিন্দু উপশম
হৃদয়ে উত্তাপ দাও অনুপমা, ফেরাও কসম।

আরেক বসন্তের অপেক্ষায়

দেখ, কোথাও আলো নেই। সূর্য নেই নক্ষত্র মিছিলে।
চৌচির আকাশ আর সুদৃঢ় মানচিত্র
ছেঁড়া মেঘের মত উড়ে যায়—দূর হতে দূরান্তে, বিক্ষিপ্ত,
ঠিকানাহীন মাটির মানুষ। খুলে গেছে নিঃসীম রাতের বেদনা।

'না, আর কোন বিকল্প নেই'—ডাক দিয়ে যায় অনন্ত সংগ্রাম।

আফগান, হে কিশোরী মেয়ে!
জলন্ত প্রলয়ে ভেঙ্গে গেলে প্রগাঢ় নিদ্রা, বেজে উঠলো
মর্মর ধ্বনি—আহ্ উহ্ আহ্!
আর তখন, ঠিক তখনই প্রথমবারের মত স্ফীত হলো
আমার মাংসপেশী দেহ।

তোমার চিঠির ভাঁজে ভাঁজে, বর্ণের গোপন অলিন্দে

www.pathagar.com

সেকি হা-হুতাশ, সেকি চিৎকার
কালো মেঘের কলজে ফেটে চোখের দীপ্তিতে ভাসো তুমি,
সহস্র মায়ের পাণ্ডুর মুখ
অবসাদ বাহুতে জড়িয়ে রেখেছে রক্তস্নাত কোলের শিশু
চৈত্রের তাপদগ্ধ সূর্য এখানে এক উদ্বিগ্নের লেলিহান।

আফগান, হে সোনালী মেয়ে!
তোমার চিঠি পেয়ে দ্বিতীয় বারের মত উড়াল দিল ঈগলডানা
দ্রুততার ভাঁজ ভেঙ্গে হিশ্ হিশ শব্দে মার্চ উঠলো দিগন্ত সুদূরে
তুমিও শোন এখন—
পাখির গানে গানে অগ্নি আহবান
ঝড়ের রক্তিম আঁচলে বিপ্লব সাইরেন
ঘোড়ার খটাখট শব্দে উলঙ্গ সংগ্রাম।

শোন হে আফগান মেয়ে!
শোনো—
আফগান সীমানা পেরিয়ে আজ ভালোবাসার কোরাস
যোজনের পর যোজন জুড়ে উত্তরণ প্রতিবাদ
সমুন্নত মিছিলে দুলে ওঠা আরশ
বাতাসে বাতাসে হাহাকার ধ্বনি
মাটির পাঁজরে থর থর কম্পন, কম্পন থর থর
কোথায় লুকোবে বলো তোমার দেহ?
পৃথিবীর সব ক'টি চোখেই ভাস্বর তুমি, জাগরুক।

সাহসী মেয়ে আফগান!
তোমার নদীতে আজ সেকি তুফান, সেকি গর্জন
আর তাই তৃতীয় বারের মত ছেড়ে এলাম ঘর
দেখ, ভালবাসার হাতে আজ গর্জে ওঠা আগ্নেয়াস্ত্র
দ্রিম দ্রিম যুদ্ধের হাতিয়ার
এইতো শুরু—শুরু হলো আকাশের বুক চিরে চিরে
রণ ঝন্-ঝন্ রক্তের খেলা
তাতা থৈ থৈ খুনের বদলা!

সোনার মেয়েগো আফগান!
এবার চাষ হোক শোকার্ত হৃদয়ে তোমার প্রেমের চাষ
আগামী বসন্তের অপেক্ষায় আছি প্রেমিক কোকিল।

www.pathagar.com

বৈরী বাতাস

ফিরে যাওহে বৈরী বাতাস, ফিরে যাও
বসন্ত এসেছে আজ নিপুণের সাথে
এই বেলা
ঝির ঝির মৃদু হাওয়ায় দোলায় সে
দোলায় সে
ফিরে যাও হে বৈরী বাতাস, ফিরে যাও।

খাল নদী বিল ঝিল প্রশান্ত স্থির
প্রশান্ত জলের চাতক সারসী বক
শাখপুঞ্জ পল্লবিত—সে কি সবুজ
সবুজ সতেজ কেমন ফসলের মাঠ
কিশোরী ওড়না যেন দেদোল দোলায়
দোলায় সে
ফিরে যাও হে বৈরী বাতাস, ফিরে যাও

বসন্ত এসেছে
ফুল ফসলে ঝরে পড়ে শুভ্র সুষমা
আহা সুষমা, কবির চোখে সে যেন চৈত্রের
অনন্ত তৃষ্ণার জল।

ফিরে যাও হে বৈরী বাতাস, ফিরে যাও
বসন্ত এসেছে আজ নিপুণের সাথে
এই বেলা, বসন্ত এসেছে। ...

মাকড়সা

[কবি মতিউর রহমান মল্লিক বন্ধুবরেষুকে]

বিষাক্ত মাকড়সার ত্রাসে ঘুমুতে পারে না একটি সমুদ্র মেয়ে
সুচারু মানচিত্রে তার পায়ের দাগ স্পষ্টহ্রদ হয়ে গেছে।

একটি রাতের পাঁজর কুঁই কুঁই করে কাতরে ওঠে

www.pathagar.com

লোমশহীন কুকুরীর মতো
কেঁপে ওঠে ঝিঁঝির ডানার মতো
পত্ পত্ শব্দে সমুদ্রপ্রহরী, সম্ভাব্য মৃত্যু স্মরণে।
হাত থেকে ছুটে যায় তার বেতের লাঠি, মাটির লণ্ঠন,
মাথা থেকে হেলমেট, গা থেকে ওভার কোট, আস্তিন,
তাবৎ গরম কাপড়।

সারারাত উম নেয় মাকড়সা সমুদ্র মেয়ের উষ্ণ দেহের।
নির্বিঘ্নে হেঁটে চলে পিলপিলে, কপাল ছুঁয়ে,
টসটসে ঠোঁট শুঁকে, অবিন্যস্ত কেশ বেয়ে
কামোত্তীর্ণ লালা ঝরিয়ে সমুদ্র মেয়ের তন্বী শরীরে।

ভেসে আসে আসমানের পর্দা ছিঁড়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে
সাগর পেরিয়ে—চৈত্রের ডানা ঝাঁপটানো ঝাঁজালো রোদ মাখা
বাতাসে, ভাঙ্গা বাঁশীর সুরে সমুদ্র মেয়ের শোকার্ত উচ্চারণ :
সব ভালোবাসা ঘৃণা হয়ে গেল!
সব ফুল কাঁটা হয়ে গেল!
সব নিঃশ্বাস আগুন হয়ে গেল!

প্রভাত প্রত্যুষে সমুদ্র উপকূলবাসী দেখলো মৃত্যু ঘটেছে সমুদ্র প্রহরীর
আর কিছু ভিন্ন বর্ণের মাকড়সা শুষ্ক পেলবতা লুটছে
সমুদ্র মেয়ের বিবর্ণ এবং বিবস্ত্র নিঃসাড় দেহের।

অথচ, কী আশ্চর্য!
এখনো চলছে গতানুগতিকভাবে সমুদ্রের বুকে
অবিশ্বাস্য রকমের শান্তির প্লাকার্ড উড়িয়ে সপ্তম নৌবহর
ভাষণের ব্যাসাতি নিয়ে।

www.pathagar.com

স্তোত্র

[কবি বুলবুল সরওয়ার বন্ধুবরেষুকে]

বুঝিনা তাসের খেলা, ছায়াবাজি চোখের ছলনা
ভালবাসা ভুল নয়, প্রেমে নেই পাপের নগ্নতা
কোথায় লুকানো তুমি, কোন্ দেশে? দোহাই বলো না
প্রেমের অধিক নয় জেনে রেখ চাঁদের উষ্ণতা।

এখনো তোমার ঠোঁটে শিস দেয় লাল কবুতর
এখনো তোমার হাসি ছুঁয়ে যায় আরশের নীল
অথচ আমার চোখে নেচে ওঠে সাহারার ঝড়
হৃদয়ের খরাবিলে ওড়ে আজ অশনির চিল।

ভুলের গণিত ধরে টোকা দেয় নিয়তির কুলো
নিদারুণ ভয়ে কাঁপে মাটি আর সবুজের আশা
সময়ের দেহভাঁজে ছোটে কার অহমের ধুলো?
কে যেন মাড়িয়ে যায় গোলাপের যত ভালবাসা!

সত্যের বেণীতে ঝোলে জীবনের দীর্ঘতম শ্লোক,
তুমি ছাড়া এই চোখে আর সব আঁধার গোলক।

আমার রক্তে এখন

আমি দেখেছি আমার জীবনকে
শোষকের রাজপ্রাসাদে লাশের মতো

অতঃপর বাঘের মতো

এখন আমার রক্তে তা দেয়
বিদ্রোহ
বিপ্লব
এবং যুদ্ধ

আমার রক্তে এখন
যুদ্ধ ছাড়া আর কোন প্রতিশব্দ নেই

www.pathagar.com

পবিত্র দাঁড়াবে কোথায়

[কবি আসাদ বিন হাফিজ বন্ধুবরেষকে]

জালিমের পদভারে নাপাক শহর
কোথায় দাঁড়াবে বলো পবিত্র এখন!

দেখ, চারদিকে গাঢ়, নিঝুম আঁধার
দেখ, শোষকের পেটে সোনালী প্রভাত
অসাড় পৃথিবী দেখ, বিমূঢ় নিথর
কোথায় দাঁড়াবে বলো পবিত্র এখন!

আলোকের সভাপতি, জানালেন তিনি—
পবিত্র তুলতে হবে সবুজ বিতানে
আগুন জ্বালো হে প্রিয়ে আলোর পিয়াসী
পাথরে পাথর ঘষে জ্বালাও আগুন।

বৃক্ষের মতো

হে আকাশ, নত হও তুমি আরও কিছুটা নত
লেখা হোক কাব্যগীতি, অমরত্ব, রঙিন কালিতে
নদীকে দেখেছ? যদিও তার স্ফীত বুক, তবু

সীমানার পলিতে পালন করে সেও বনফুল
পুষ্পে পুষ্পে ভরে যায় কূল নির্মল সৌরভে

তুষারকে দেখ, গড়িয়ে গড়িয়ে অবশেষে নীর
মিশে যায় বর্ণহীন, গোত্রহীন, তখন সে তরল

কেমন সুন্দর বলো আর অই প্রজ্জ্বল নক্ষত্র
মধু পূর্ণিমাতেও আসে কি তার এতটুকু শোক?
নদীকে বলো হে আকাশ : নত হবো বৃক্ষের মতো

আর নত হয়ে ছুঁয়ে যাবো হৃদয়ের কোমলতা
ছোবলে ছোবলে ঢেলে দেয় বিষ যদিও পৃথিবী।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত

অনেকদিন প্রদীপ্ত আলোর মুখ দেখিনি
তির্যক শিখা রশ্মিও আমার চোখে পড়েনি
প্রভাত আসবে কিনা তাও বলতে পারিনে
তবে রাত ও সূর্য্যকে বিদীর্ণ করে এবার
দেখতে চাই পৃথিবী— হোক না তার জ্বলন্ত
ঝলসানো পোড়া মুখ।

শকুন

পৃথিবীর পিঠে ঝরে যখন সোনালী রোদ
মানুষেরা চেয়ে চেয়ে দেখে আকাশের ছাদ
আনন্দের জোনাকিরা কিভাবে ছড়িয়ে যায়
উৎসবের শিশির সবুজের গালিচায়।

কী আশ্চর্য! শকুনেরা তখনো খুঁজতে থাকে
আঁধার ভাগাড়ে শব; শবের দুর্গন্ধ দেহ।

পৃথিবীতে আদৌ কোন সূর্য উঠেছিল কিনা
এক টুকরো রোদের দেখা পেয়েছিল কিনা;
জিজ্ঞেস করলে তারা অসহায় দু'টি চোখ
মাটিতে লুকোয়। যেন, এই সুন্দর পৃথিবী

আর এই
সূর্য সকালের অধিবাসী থেকে শকুনেরা
যোজন যোজন দূরে, আরেক গ্রহের কীট।

www.pathagar.com

অপেক্ষা

এখনো আছি আমি অপেক্ষায় রত।
বলো যদি ফিরে যাবো
শান্ত হবো—
মেঘহীন আকাশের মতো।

এখনো চেয়ে আছি মোহন অরণ্যে।
প্রসব করো যতো বুকের ঘৃণা
শুষে নিয়ে প্রেম দেবো
ভরে দেবো হৃদয়-নদী রক্তিম লাবণ্যে।

পথিক ছুটেছে কেবল দিগন্তের পিছে
দু'পাশে বিস্তীর্ণ বিশ্বাস চূড়া
কিভাবে ভাঙতে পারো তোমরা তাকে?
বিশ্বাস তো নয় এমন ঠুনকো, মিছে।

বস্তুত
এখনো আছি আমি অপেক্ষায় রত
স্বপ্নের স্রোতধারা
রূপসার জল হয়ে বহে অবিরত।

প্রার্থিত প্রভাত

রাত্রি শেষ। দুই চোখ তবুও ধূসর
জিজ্ঞাসার স্রোত বহে হৃদয় গভীরে,
আর কবে দেখা হবে আলোক প্রভাত?

সুরেলা পাখির গান শুনেছিতো কবে
লজ্জিত দেখেছি এক চাঁপালতা বন
তারও অনেক আগে ফুটেছিল কবে
নামহারা গন্ধফুল শোভিত বাগানে!

www.pathagar.com

ভালোবাসি আজো তাই মানুষ মৃত্তিকা
লোভাতুর বড় বেশি মাতাল সৌরভে
বাঁধা আছি চিরকাল সবুজের কাছে
সাধ্য কি ভুলতে পারি তোমার সুষমা?

নিরন্তর দুলে ওঠে প্রেমবাহী নদী,
ওগো প্রার্থিত প্রভাত: কতদূরে তুমি?

(এখনও খুঁজি শুধু তোমাকেই খুঁজি)।

কবিতা ৩.২.'৮৭

এতটুকু করুণায় বেঁচে আছো নারী।
তবুও ছলনা বলো আর কতকাল
আর কত শুষে নেবে ফুলের সুবাস?

দেখেছো প্রেম কেবল, দেখ নাই ঘৃণা
ঘৃণার অধিক তুমি, ঘৃণার অধিক
কবিরাও হতে জানে পাথর কঠিন।

ভুলে গেছি পেছনের যত ক্ষয় ক্ষতি,
কবিতা হারাম হলো দয়িতার প্রতি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আরাধ্য অরণ্যে

কবিতাসূচি

সন্ধ্যে শামাদান ৭৩/একাকী সন্ধ্যায় ৭৩/অবাক শহর ৭৫/উৎসব ৭৫
শিশুর জন্যে গদ্য ৭৬/মধ্যরাতের নদী ৭৭/হঠাৎ নিজেকে ৭৮
আদমের অস্তিত্ব ৭৯/মুহূর্ত এবং অমরতা ৮০/ক্ষত ৮১/বানের সংকেত ৮২
হরিণী ৮২/অসুন্দর উচ্চারণ ৮৩/পরাশ্রয়ে পরবাস ৮৪
রুশদীর কাছে খোলা চিঠি ৮৫/আগন্তুক ৮৫/সম্মতি ৮৭/বিনাশের আগে ৮৮
ঝিনুক বয়স ৮৯/সাপ ৮৯/ঘুণ ৯০/অলৌকিক পত্রবাহক ৯১/বাদুড়ের কঙ্কাল ৯৩
নদী : নারীর উপমা ৯৪/সাক্ষাৎকার ৯৫/আরাধ্য অরণ্যে ৯৬
পাথরে পাথর ভাঙ্গে ৯৭/নিরন্তর নীলিমায় ৯৮/যাত্রা ৯৮
বুমেরাং ৯৯/পকেট ১০০/প্রতিদিন ১০১/চরকি এবং অজগর ১০১
যুদ্ধের পর ১০২/আশ্চর্য অন্ধকার ১০৩/ধনেশের ঠোঁট ১০৩
মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি ১০৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সন্ধ্যে শামাদান

আমার বোধের পাখি নিঃশব্দে উড়াল দিয়ে এক
আলোক বর্ষ পেরিয়ে অবশেষে ফিরে এলো ক্লান্ত
ডানা ফেলে। মেঘ সেই কবে গেছে সমুদ্র দর্শনে
আবারো এসেছে ঋতু; আসেনি মৌসুমী শান্ত বায়ু।

অতীত কি এভাবেই গ্রাস করে মুহূর্ত ও কাল
পুলকিত চন্দ্র কিম্বা সূর্যের মহিমা, এই সব
অরণ্য সমুদ্র নদী শস্যদানা শষ্পের সঙ্গীত
অতীত কি টেনে নেয় ইতিহাস—স্বপ্নিল তুষার!

এখন পায়ের নিচে এ কোন্ ভয়ালো সর্প-শ্বাস
ফণা তোলে বারবার; তবে কি আমিও মোহময়
ধ্বংস ডাকে উড়ে যাবো অন্তরীক্ষে, মানুষ মৃত্তিকা
মহাকাল ছেড়ে অনন্ত ধূসর খয়েরী বিনাশে!

তিল তিল করে সঞ্চিত প্রেম ও প্রকৃতির টান
অন্তত অমর হোক আর এই সন্ধ্যে শামাদান ॥

একাকী সন্ধ্যায়

অপেক্ষা করতে করতে ইতিহাসের মতো
একটি পূর্ণাঙ্গ অন্ধকারকেই গিলে ফেললাম

চন্দ্রিমা নেই। সম্ভবত আকাশের রেলিংএ কালো পেটিকোট
ব্লাউজ এবং বেগুনি শাড়ি শুকাতে দিয়ে চলে গেছে
কোন পড়শীর ঘরে
শুধুমাত্র একটি নক্ষত্র—দলছুট গাঙশালিকের মতো
অসীম নীলের উঠোনে পায়চারী করছে
অপেক্ষায় থাকতে থাকতে সেও এক সময় নৈঃশব্দকেই

www.pathagar.com

আহার করলো আর তরলাকৃতির বিষাদের সাথে
এ্যালকোহল মিশিয়ে কেমন ঢক ঢক করে পান করলো
অবিরাম ধারায়

প্রভাতে যে ক'টি পাখি দেখেছিলাম ডুমুরের ডালে
যতগুলো মোরগের চিৎকার শুনেছিলাম এবং
যে ক'টি ফড়িং-এর ভ্রুভঙ্গি ওড়াউড়ি দেখেছিলাম
সারাদিন তারা কয়েকটি নদীর নাম মুখস্থ করতে গিয়ে
এক সময় নিজেরাই স্রোত হয়ে চলে গেছে ভাটির টানে

এখন স্রোত নেই মেঘের শাসানি নেই ঝড়ের যৌবন নেই
এখন নদীরাও কেমন অপেক্ষায় থাকে
অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় কেমন সহজ ভঙ্গিতে পান করে
অদৃশ্যমান ক্রেনের উদগীরিত ধোঁয়ার মতো ঝাপসা-আঁধার।

একটি ট্রেন যেমন অপেক্ষা করে যাত্রীর জন্যে
এবং যাত্রীরা যেমন অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্যে
তেমনি অপেক্ষা করতে করতে ট্রেনের মতো জীবন
কত সহজে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে আছে অ-স্টেশনে, দুর্গম জংশনে

রকেটের শব্দের মতো কিছুটা দ্রুত হৃৎকম্পন
তাতানো কড়াইয়ের মতো কিচুটা অস্থিরতা —

কখন আসবে ট্রেনের মতো জীবন, জীবনের মতো ট্রেন—কখন আসবে!

জানি না কার জন্যে এই বিনয়-ব্যাকুলতা
কার জন্যে এই অস্থিরতা, অপেক্ষায় থাকা
অথচ অপেক্ষা করতে করতে ইতিহাসের মতো
একটি পূর্ণাঙ্গ অন্ধকারকেই গিলে ফেললাম

www.pathagar.com

অবাক শহর

অনন্ত বিস্ময় ভরা এ নগর লোক-লোকালয়
আগুনের হল্কা ছোটে জনপদ, মানুষের চোখে
ভেঙ্গে যায় রুগ্ন সেতু, ছিঁড়ে যায় মোহন বলয়
স্বজন দুর্জন হয়ে উড়ে যায় দূর-শূন্যলোকে।

জ্বালাময়ী লাভা থেকে বেজে ওঠে মৃত্যুর নূপুর
কাকের নির্মম ধ্বনি ডেকে আনে ভয়ের সকাল
তেড়ে আসে নৃত্য তালে ভয়ানক আজব দুপুর
দুপুর করেছে গ্রাস ভিন্ন নামে সবুজ বিকাল।

অন্ধকার নেমে এলে এ শহর পাপের আগুন
দুর্ভার পাথর বুকে নড়ে ওঠে দূরের মিনার
মিনার চেয়েছে সুখ দিব্যলোকে সরব ফাগুন
ফাগুনতো চলে গেছে ঠোঁটে নিয়ে কালের দিনার।

ভাতের হাঁড়িতে ডাকে চিঁউ চিঁউ মৃত্যুর পহর
অনন্ত বিস্ময় ভরা এ নগর—পাপের শহর ॥

উৎসব

আমার ভেতরে তুমি; তোমার সৌরভ-আয়োজন
বিমুগ্ধ রাত্রি যাপন, নিঃশ্বাসের ভার ছেড়ে এক
অন্য পাথর—ভীষণ ক্লান্ত, অবসন্ন। তুমি জানো
এ-ভার তোমার সময়োচিত আনন্দ উৎসব।

পৃথিবী এখন অন্য প্রান্তে ঘুমাক প্রহরব্যাপী
শুধু জেগে থাকো তুমি আর জোসনার দিব্যলোকে
জেগে থাক রূপোলী কুয়াশা—যার নাম নিতে গিয়ে
কেটে যায় রাত—সেই নামের মাধুরী মাখা ছবি—

সেতো তুমি। এমন অসংখ্য ছবি, নাম তন্দ্রাহীনে

www.pathagar.com

মুখস্থ করেছি। যদি বলো দেখাতে পারি বৃক্ষের
পাঁজর ভেঙ্গে যে শব্দ ঢোকে অবিরত—রাত্রব্যাপী
যে নাম, যে শব্দ আনন্দ ও বেদনায় কম্পমান!

হে চঞ্চলা পাখি! তোমার কণ্ঠের স্বর-কলরব
বিস্ময়ে মুগ্ধ করেছে আর এক ভিন্ন উৎসব ॥

শিশুর জন্যে গদ্য

পৌষের শৈত্য প্রবাহ ডিঙ্গিয়ে আমার শিশু আসবে। ভূমিষ্ঠ হবে সে তাবৎ নিষেধ অমান্য করে। আমার শিশু আসবে ১০টি আঙ্গুলে থাকবে তার ১০০০টি অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। সে আসবে ঝড়ের সাথে। উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে। সে আসবে গোপন সুড়ঙ্গ ভেদ করে। তার আগমনে ৯৯৯টি নদীতে জোয়ার আসবে। তুফান উঠবে। পাঁচটি মহাসাগর আন্দোলিত হবে। থরথর করে কাঁপবে সাতটি মহাদেশ। আমার শিশু আসবে। তার আগমনে ফাঁক হয়ে যাবে পৃথিবীর লালাভা দ্বীপ। লবণ-তরঙ্গে দুলে উঠবে এক সিংহ-শাবক।

আমার শিশু আসবে উপেক্ষা করে জন্ম শাসন। তার জন্যে খুলে যাবে চিতানো গহনা নৌকোর মতো প্রকৃতির বুক। খুলে যাবে সক ক'টি নিষিদ্ধ দরোজা। আমার শিশু বেদুঈন দস্যুর মতো লাগাম ছেঁড়া অশ্বের খুরে প্রাচীর ভেঙ্গে ঢুকে যাবে অন্দরমহল। তার আগমনে লুটে পড়বে নর্তকীর নগ্নদেহ। ভেঙ্গে যাবে পানের পেয়ালা। রাজার প্রতিকৃতি। থেমে যাবে রঙমহলের রিনিঝিনি তান। নগরের নিয়ন বাতি। ১৪০০ প্রহরীর খণ্ডিত মস্তকের ওপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে ঘরমুখী হবে আমার শিশু।

আমার শিশু আসবে। পৃথিবীর গর্ভমূল এবং সমুদ্রের তলপেটে যে শিশু ক্রমাগত তড়পায়, সে আসবে। বৈশাখের তাণ্ডব ঝড়ো হাওয়ায় গাঙচিলের মতো যে শিশু উড়ে বেড়ায়, মেঘের ডানায় ভেসে বেড়ায়, সমুদ্রের তরঙ্গ জিহ্বায় খেলে বেড়ায়—সে আসবে। সে আসবে কোমল গ্রন্থি ছিঁড়ে, রক্তাক্ত লবণতরঙ্গ বেয়ে।

কা'কে বলে পরাজায়? না, জানে না সে। আমার শিশু আসবে। যার নিঃশ্বাসে অগ্ন্যুৎপাত। যার লোমকূপে স্তূপিকৃত লাভা। যার পায়ের শব্দে কম্পমান মহাদেশ। যার রেখাবলিতে মানচিত্র ভাঙ্গার দৃপ্ত শপথ—দুর্জেয় সেই অগ্নি শিশু সে আসবেই। তার জন্যে অপেক্ষা করছে ৭০ লক্ষ নক্ষত্র। ১০টি অমাবস্যা এবং ৫৯২টি জোসনা।

www.pathagar.com

আমার শিশু আসবে। প্রচণ্ড লু'হাওয়ার সাথে। ভূমিকম্পের সাথে। একটি অগ্নিময় চিৎকারের সাথে। একটি প্রজ্জ্বলিত লাভার সাথে। প্রসবিনীর শেষতম, অনিবার্য আর্তনাদের মাঝে। উত্তপ্ত, লাল লৌহদণ্ডের মতো সে ভূমিষ্ঠ হবে। সে আসবে।

আমার শিশু আসবে। সে আসবে সমুদ্রের তলপেট ভেদ করে। পৃথিবীর গর্ভমূল ছিঁড়ে। সে আসবে ১০০০ বছরের গ্লানি ঢাকতে আমৃত্যু সংগ্রাম নিয়ে। তার দু'বোগলে থাকবে দশটি মেশিনগান। দশটি এটোম। নখের ভেতর থাকবে তারকা যুদ্ধের নীল নকসা। সে আসবে বিজয়ের তিলক ঠোঁটে। এক মুঠো সুনির্মল বাতাস আর একটি প্রদীপ্ত সূর্যের জন্যে সে আসবে।

মধ্যরাতের নদী

পরস্পর মিলে মিশে আমরা দু'জন
গড়েছি রাতের দেহ—শোভন তুষার
তুষারে ঢেকেছে নদ—নদীর মোহনা
পরস্পর মিলে মিশে দেখেছি জোসনা।

জোসনা নেমেছে আজ কেশের ডগায়
সংগোপনে বৃষ্টি ঝরে গোপন লতায়
নামের মহিমা ধরে জাগায় সকাল
সকালে হয়েছে দূর শোভন তুষার।

পরস্পর মিলে মিশে আমরা দু'জন
গড়েছি মৃগের ছায়া চোখের ভাষায়
ভাষার আঁচলে তুমি—তোমার শরীর
সহসা খুলেছে বুক কপট নদীর।

অভিমানী কাকাতুয়া বসে আছে ঠায়
জাগাও রেসের ঘোড়া—পবনের নাও
বাঁধ ভাঙা যমুনার কামনার ঢেউ
উথাল-উদাস করা জোসনার মন।

জোসনা রমণী বুঝি—নারীর শরীর
কে যেন চেখেছে নুন কপট নদীর।

www.pathagar.com

হঠাৎ নিজেকে

মাথার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে বাতাস
প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা গজারী বন ছাড়িয়ে একটু বাঁয়ে
দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে তখন আরও একশো কিলো পথ।
বাতাস আমাদেরকে হালকা চালনে ফেলে ঝাড়তে লাগলো।
একটু একটু করে আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি। যেন কোন
দৈত্য তার সুবিশাল ডানার ঝাঁপটায় আমাদেরকে
ফেলে দিল এশিয়ার ভূমধ্যসাগরে।

রেডিয়ো ওয়েভে ভেসে যাচ্ছে কেবলই সতর্ক সংকেত।...

আজকে যখন সেই কথা মনে করে দাঁড়ালাম ঝুল বারান্দার
নিচে, দেখি উড়ে যাচ্ছে কয়েকটি কাকাতুয়া গভীর উল্লাসে।
এমন একটি সময় ছিল, যখন অনায়াসে ঠিক হতো হাতের নিশান
সেই হাত—কখনও ভাবি, আমারতো?

অথচ দাঁড়ালে পাশে
স্বাস্থ্যল পেশিতে চন্দ্র মল্লিকা, তখন তো জ্বলে ওঠে ঠিকই
নিজস্ব লাভা এবং যদি ছুঁয়ে দেয় সে শারীরিক দ্বীপ
তাহলে তো অবশ্যই লাফিয়ে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি!

এখন নিজেকে দাঁড় করি নিজের সম্মুখে। বলি, বেঁচে আছোতো?

উটপাখি তার ডানায় ছিটিয়ে যাচ্ছে কি সব যাচ্ছে তাই খবর
মাথার ওপর দিয়ে চিলের মতো উড়ে যাচ্ছে কপ্টার, বিমান
শুনতে কি পাও মিসাইলের অদ্ভুত গোঙানি?
তবে মল্লিকার দেহের অস্তিত্ব ভেবে টেনে ধরো দাহ্য ছিলো!

অন্তত প্রমাণ করো মৃত্যু দিয়ে, একদিন তুমিও বেঁচে ছিল!

www.pathagar.com

আদমের অস্তিত্ব

শহর দাঁড়িয়ে আছে অন্ধগলির যুবতীর মতো
কেঁপে ওঠে রাতের মাস্তুল। সিটি বাজিয়ে
ঢলে পড়ে আঁধার শহরের বুকে
নৃত্যের মল পরে কোমর দোলায় পাপের শকুন
শহর শহর নয়, যেন শুঁড়ির ভাগাড়!

হিংস্র চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় বিষের আগুন
ঘৃণার বৃষ্টি ঝরায় এক দুই তিন মুষল ধারায়
মানুষ পাথর হয়, পাথর—পাপের অধিক!

কুমারী গুহার মতো অচেনা শহর
লবণাক্ত জংঘার মতো
উটের গ্রীবার মতো ফুঁসে ওঠে হায়েনার শুঁড়
অনাবৃত গুহা দেখে মুখ ঢাকে শ্বেত কবুতর।

অপ্রয়োজনীয় টিকেটের মতো
ছুঁড়ে ফেলা ন্যাপকিনের মতো
পড়ে আছে মানুষের লাশ
বাসি পত্রিকার খণ্ডিত অংশের মতো বাতাসে ওড়ে মাথার খুলি
নরমাংসের গন্ধ শুঁকে ছুটে আসে ধূর্ত শিয়াল
শহর শহর নয়, যেন শুঁড়ির ভাগাড়!

হে অদৃশ্য হাত! আমাকে স্পর্শ দাও।
গিরগিটির আত্মার মতো কেঁপে উঠুক ধ্বংসের বুক
আর আমি দস্যি ছেলের মতো
গনগনে লোহার শলাকা হাতে এশিয়ার জরায়ু ছিঁড়ে
শহরের যোনিদ্বার ভেদ করে একবার দাঁড়াই।—

বলি :
দেখ, আমার পায়ের শব্দে এখনো খুলে যায়

www.pathagar.com

কিশোরীর কবন্ধ দরজা
আমার ভারে এখনো দুলে ওঠে মৃত্তিকার কোমল দেহ
আমার অস্তিত্ব পেয়ে এখনো
কুমারী মাতা হয়
নারীও গর্ভবতী হয়
হে অগ্নিময় শহর
হে অগ্নিময় পৃথিবী
বলো!
আদমের অস্তিত্ব এবং এই প্রলম্বিত ছায়াকে অস্বীকার
করতে পারে কে!

মুহূর্ত এবং অমরতা

আর যা যা হতে পারে, হোক। শুধু এটি মুহূর্ত
আমাকে দাও স্বরূপা। আকাশের নীল তুলে দেবো
সমুদ্রের ঢেউ তুলে দেবো, জোসনার উৎসব
দেবো, আর যতকিছু দেবো। শুধু একটি মুহূর্ত

আমাকে দাও স্বরূপা। হাতের কব্জিতে চোখ রেখে
অস্থির মৌমাছি সময়ের আগে ছোট কোন্ দিকে
কোন্ মোহনায় ভেড়ে আশ্চর্য খেয়ার স্বর্ণতরী
ওহে মাঝি, নির্বোধ যাত্রীর চোখে কাল-অমানিশা;

বসে আছে ঠায় সুদীর্ঘ পথের বাঁক বুকে চেপে
সম্মুখে তরঙ্গ এক মাথা তোলে, ক্রোধে উছলায়
দু'কূল প্লাবিত, চরাচর যেন ভয়ের কঙ্কাল
ফুরিয়ে যায় নিমেষে আয়ুর জীবন। যাক, তবু —

একটি মুহূর্ত শুধু দাও, খুঁজে নিই অমরতা
অন্ধকার গাঢ় হলে নামবে না হরিণীর দল ॥

www.pathagar.com

ক্ষত

ধীরে ধীরে কেটেছে ভেতর
আঙ্গিনার লাল ফুল, হলুদ উঠোন, বেগুনি বয়স
বয়সের শিরাগুলি কেটেছে ধীরে
তবু অই হাতের দশটি শিরা
সেই বালিকার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে

ধীরে ধীরে কেটেছে বয়স
মোজার ভেতর প্রখর সময়
প্যারাসুট দিয়ে নেমেছে আঁধার
চাঁদের জিহ্বা পড়ে আছে ক্লিনিকের ছাদে

মুরগীর প্রথম ডিমের মতো চক চকে ক্ষয়
ক্ষয়ের কুসুম, গাঢ় লালা
কালো ব্রেসিয়ার হয়ে
বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে সৌর তারে

একটি রাত অনুভব করে উদ্‌গত নাবিকের ভার
আদিম নিঃশ্বাসের দ্রুততম কম্পন
চড়ুই-এর সঙ্গম ক্রিয়ার মতো
শৈল্পিক বিনাশ
একটি রাত দীর্ঘশ্বাসে আরো দীর্ঘতম হয়
বৃদ্ধার স্তনের মতো ন্যুব্জ পৃথিবী
পৃথিবী জানে না সে তার যৌবন হারিয়েছে

ধর্ষিতা বালিকার মতো পা টেনে টেনে
ধীর লয়ে হাঁটে পৃথিবী
কোথায় রয়েছে পড়ে জামা শায়া শরমের কাপড়
দস্যুরা নিয়েছে কেড়ে যৌবনের প্রথম রক্ত
কেটেছে আমূল তারা
ধীরে ধীরে কেটেছে ভেতর

www.pathagar.com

বানের সংকেত

সূর্যের বারান্দা থেকে নেমে আসতে দেখলাম যুবতীদের। আর তখনই
নক্ষত্রের কামিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে যুবকেরা দু'ফালি আগুন স্পর্শ করলো।

জোছনা নেই। তবুও জোনাকীরা উৎসবে মুখর। প্রাগৈতিহাসিক নগ্ন ভাস্কর্যের
মতো যুবতীরা উদোম বুকে দাঁড়িয়ে। আষাঢ়ের বৃষ্টি ঝরা দীর্ঘ রাতের কান্নায়
উদ্‌ভ্রান্ত জলচৌকি। জলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আছড়ে পড়ে সবুজ উঠোনে।

বানের শব্দ! মরা শামুকের খোলের মতো টুংটাং শব্দে বাজে ধ্বংসের গীত!

গর্ভবতী গাভীর মতো কাজল টানা চোখে সিংহীরা এগিয়ে আসছে বানেরও আগে।
পৃথিবীর শেষ চিহ্নটুকুও বুঝি আর অবশিষ্ট থাকবে না। হে যুবতী, শান্ত হও।
কী হবে তরমুজের শাঁসের মতো ছন্দ তুলে? তিব্বতী ইঁদুরগুলোও আজ তোমাদের
ভয়ে শংকিত। মরুভূমির বালুতে মুখ ঢেকে কঁকিয়ে ওঠে ভেড়ার দল।

বাতাসে কান পাতো। তেড়ে আসছে দুর্বার সমুদ্র। শোনো, বানের সংকেত!

রাতের অভ্যাস মতো কৃষক দু'হাতে খামছে ধরে ক্ষেতের ফসল। তবু ফসল ভেসে
যায়। একটি ব-দ্বীপের জংঘা ফালি ফালি করে হারিয়ে যায় নাবিক তরল-সরল
দাঁড় টেনে। আমাদের নদীগুলোকে প্রায়ই কাঁদতে দেখি। হে যুবতী, উকুনের
আত্মার চেয়ে নিশ্চই এতটুকু অহংকারী নও তুমি! কী হবে কোমর দুলিয়ে
সর্বনাশী ঝড় তুলে? কোথায় যাবে? শোনো সমুদ্রের ডাক।—

বানের সংকেত! লাঞ্ছিত জাতির জন্যে আর কোন সুখবর নেই।

হরিণী

প্রতিবাদী হরিণীর শিঙে ঝুলে আছে সাদা চাঁদ
মৌসুমী বাতাস যেন ছুঁয়ে যায় তার শুভ্র দেহ
বাতাস দু'ভাগ করে ধীরে ধীরে হেঁটে যায় কেহ
জোসনার উষ্ণ ঠোঁটে কেঁপে ওঠে সুপ্ত আহলাদ।

www.pathagar.com

একাকী সমুদ্রচারী দু'হাতে ওড়াই তপ্তবালি
নিগূঢ় অতীত ফুঁড়ে ভেসে ওঠে বেদনার মুখ
পাষাণ পেরেক ঠোকা তবু যেন ভারাক্রান্ত বুক
জোসনা ঠেলে দাঁড়ায় সম্মুখে বেদনা এক ফালি।

কবেকার মেঘে ঢাকা সেই বর্ণ সেই ছবি
আসে নির্জন নিশীথে, একাকী সন্ধ্যায় বহুরূপে
ভাবায় বিরলে আজো রাত্রব্যাপী, ডাকে চুপে চুপে
উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে ছুটে আসে ক্ষুধার্ত ভূলোক।

হরিণী অরণ্য খোঁজে জানে সে চাঁদের মহামারী
আমিতো অরণ্য হ'তে পারি—না হ'য়ে সমুদ্রচারী!

অসুন্দর উচ্চারণ

'মানুষ' শব্দটি উচ্চারণে এক সময় যুবতী আঙুরের মতো
গর্বে ফুলে উঠতো বুক। বুকের ছাতিতে কম্পন তুলতো
দক্ষিণের হাওয়া। বঙ্গোপসাগর লেজ নেড়ে স্বাগত জানাতো।
হু-হু করে বেড়ে যেতো অরণ্যের সৌখিন সুখ।

'মানুষ' নামক শব্দটি কি
হঠাৎ উত্তেজিত—নির্ভার করা মুহূর্তের পিপাসা
শিশ্নাঙ্গের কৌতুক, লৌহদণ্ড পিছলে আসা পিচ্ছিল নদী?

বেহায়া বেশ্যার নিম্নাঙ্গের মতো
চারদিক থক থক করছে অবিশ্বাস, লালসার কীট
নির্বান্ধব এই শহরে আশ্রয়হীন, ভাসমান এক যুবক
কিভাবে কাটাবে অগ্নিময় প্রহর?

হায় 'মানুষ!'
'মানুষ' নামের এই তিনটি বর্ণ আজ বড় বেশি
অপ্রচলিত, অসুন্দর একটি অমার্জনীয় উচ্চারণ ॥

www.pathagar.com

পরাশ্রয়ে পরবাস

কী দুঃসহ অনুভূতি পরাশ্রয়ে কম্পমান!

এমনতো নয় পৃথিবীর কোন অর্থ নেই!
ছুটে যাচ্ছে সময়ের স্রোতে চলিষ্ণু পৃথিবী
হতে পারে আমি, কেবল আমিই পড়ে আছি
হাজার বছর পিছে পরাশ্রয়ে পরবাসে।
তবুও প্রত্যাশা সমর্পিত সন্ধ্যা থেকে রাত
রাত থেকে আরেক প্রভাত—প্রভাতের সূর্য!

এমনতো নয় পৃথিবীর কোন অর্থ নেই।
আমিই কেবল অচেনার কুয়াশায় ঢাকা
অবরুদ্ধ পরাশ্রয়ে। আর এক অনর্থক
জীবনের মানে খুঁজে হয়রান পয়ঃনালা
হতাশার ধূম্রজাল বিপণীতে। অনেকতো
বেলা হয়ে গেছে! হায়, এখন কয়টা বাজে?

কী দুঃসহ অনুভূতি পরাশ্রয়ে কম্পমান!

ছুটে যাচ্ছে সময়ের স্রোতে চলিষ্ণু পৃথিবী।
কখন পাখিরা ডাকে, কখন বসন্ত আসে
শুনতে পাইনি তারা ধাবমান কলধ্বনি
এ কেমন বেঁচে থাকা পরাশ্রয়ে পরবাসে!
তবুও প্রত্যাশা সমর্পিত—সন্ধ্যা থেকে রাত
রাত থেকে আরেক প্রভাত—প্রভাতের সূর্য—

আহ! একবার যদি নিজেকে দেখতে পাই
স্বাধীন সাম্পানে কল্লোলিত সমুদ্রের বুকে!

www.pathagar.com

রুশদীর কাছে খোলা চিঠি

তোমার পিতার অগ্নিময় বীর্যকে তুমি অস্বীকার
করেছ। তোমার মায়ের জরায়ু এবং যোনিদ্বার—যা
তোমার ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে একটি অসহনীয় যন্ত্রণার
মধ্যেও রক্তাপ্লুত হয়ে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল।

তুমি তোমার সেই নির্গমন পথকেও অস্বীকার
করেছ। অস্বীকার করেছ মাটিকে প্রকৃতিকে অস্তিত্বকে
এমন কি তোমার আচ্ছাদনকারী পৃথিবীকেও। তোমার
বুকের স্পন্দনরত হৃৎপিণ্ডে একবার হাত রাখো। বলো,
সে কার কথা বলছে!

তুমি তোমার স্পন্দনকে হৃৎপিণ্ডকে বস্তুত
তোমাকেই অস্বীকার করেছ। মানুষ মাটি প্রকৃতি
এমনকি তোমার প্রসবিনী—তোমার সেই মাতার
ব্যথিত যোনিদ্বার কেমন সংকুচিত হয়ে গেছে দেখ
শামুকের আহত ঠোঁটের মতো।

এখন কবরের মতো নিকষ অন্ধকার এবং
নিস্তব্ধতা তোমার সম্মুখে ধেই ধেই করে এগিয়ে
আসছে। তোমার মৃত্যুর দায়ভার নিতে পৃথিবীর
একটি কুকুরও আজ রাজি নয়। এমনকি তোমার
মদতদাতা দোসর জারজেরাও।

কী চমৎকার রুশদী, কী চমৎকার!

আগন্তুক

ঘুম থেকে জাগার পূর্বেই সৌরজগৎ ছেড়ে পৃথিবী
চলে গেছে বহু দূর
এতটা দূরত্বে এখন
হাজার আলোকবর্ষ হেঁটেও কিম্বা বিদ্যুতের পিঠে সওয়ার হয়েও

www.pathagar.com

যেন তাকে পারবো না ধরতে
অথচ এমনতো কথা ছিল না

এখন যেখানে আছি সেটা পৃথিবীর সীমারেখার একটি নগণ্য খণ্ডিত অংশ
সেটাকে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র জলজীব ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না
অর্থাৎ শামুক উদর
এই ক্ষুদ্রায়তনের ভেতর আমার জন্ম শৈশব এবং কৈশোর
আমি কি কোনদিন যৌবন বয়স পাবো না
কোনদিন কি চাঁদ-জোসনায় অবগাহন করবো না!

অথচ এমনতো কথা ছিল না

এখানে সূর্য নেই বাতাস নেই বৃষ্টি নেই
যেন আফগানের উদ্বাস্তু শিশু এক—যে কোনদিন মাতৃভূমির
আলো বাতাস পায়নি, যার চার পাশ কেবল পাথর প্রাচীর এবং
আকাশ ফাটানো মিসাইলের বীভৎস গোঙানি
আমিতো মিসাইলের শব্দের পরিবর্তে শুনছি কেবল শূকরের
অকাল প্রসব বেদনার প্রদাহমান চিৎকার, হাঙ্গরের উল্লম্ফন এবং
তিমিরের রতি বিলাসের ক্রমাগত শীৎকার

একবার মাত্র পায়ের নখ বিলোখনে শামুকের জরায়ু
ছিঁড়তে গিয়েছিলাম
একবার মাত্র মাথা উঁচু করতে চেয়েছিলাম
কিন্তু শামুকের জরায়ু এবং আচ্ছাদন এত কঠিন যে
আমার নখ ফিরে এলো
মাথা নিম্নগামী হলো

পৃথিবী চলে গেছে বহু দূর
তার গমন পথে রয়ে গেছে কেবল ধূলায় ধূসরের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
আমার অদূরেই জলগর্ভের নাড়ীর ভেতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে খাদ্য-বোঝাই
গহনা নৌকো, মাছের ডিঙি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ক্লান্ত নিকিরি
এবং হাঁটুজলে নেমে কলস ভরছে উপকূলীয় রমণী

www.pathagar.com

একটি নৌকো একটি ডিঙি অথবা একটি কলসই হতে পারতো আমার
একান্ত আরাধ্য
কিন্তু না!
আমিতো দেখতে চাই পৃথিবীর সর্বশেষ গন্তব্য, দেখতে চাই
কিভাবে অস্বীকার করে সে শামুকের এই ক্ষুদ্রায়তন জরায়ু
আমিতো নিশ্চিত জানি—

কোন এক ভরা মৌসুমে রৌদ্রদগ্ধ সময়ে
পাকা ফুটির মতো শামুকের জরায়ু ছিঁড়ে
ভূমিষ্ঠ হবোই এবং
তারপর
অতঃপর......

সম্মতি

শান্ত হও। নদী মানে ঢেউজল নারীর উপমা
হাতের তালুতে নাচে সোনারোদে জলের কোমর
নাসারন্ধ্রে চিকচিকে আমিষের সুষম খাবার
রাতের শরীর দ্যাখো লোনাজলে আরও কোমল।

বেহালার ছড় যদি ছিঁড়ে যায় কষ্টের মিথুনে
বীথিকার বন তবে রয়ে যাবে আঁধার নির্জনে।

প্রাণ থেকে জীবনের—এই যে স্রোতের তোলপাড়
নামের সারসী চলে সেই দিকে উড়িয়ে পেখম।
ধিককারও নমিত হোক তবে শোনো চন্দ্রাবতী,
কসম ভাঙ্গে না নদী—
কবিতাতে আছে তার সুন্দর সম্মতি।

www.pathagar.com

বিনাশের আগে

কতকাল হলো সূর্য এসেছে। পৃথিবীর বয়স বেশি নাকি সূর্যের?

একটিমাত্র সূর্য আশৈশব দেখেছে আসা আর যাওয়া
জন্ম এবং মৃত্যু, তবুও নিরুদ্বিগ্ন তার দু'টি চোখ।

তারকা যুদ্ধ কিংবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘণ্টাধ্বনিতে যখন
কম্পিত হয়ে মায়েরা ভুলে যান প্রসব বেদনা
শিশুরা যৌবন হারায়
তখন কি সমুদ্র একবারও নিঃশ্বাস ফেলে না!

পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, বিশ শতকের যুবকেরা যৌবন বোঝে না!

হে সূর্য
তোমার তেজটুকু দোয়ায়ে কুনুতের মতো পৃথিবীর বুকে ছিটিয়ে দাও
হে আকাশ
তোমার বিনম্র মেঘ হিমালয়ের পেটে চালান করে একটি প্রলয় দাও
আর হে সমুদ্র
তোমার যৌবনদীপ্ত ডানার একটি মাত্র বিস্ফোরণ দাও
সম্পূর্ণ বিনাশের আগে আমাদের সন্তানেরা যেন যৌবন বোঝে
বর্ণজ্ঞানের পিড়িতে বসে তারা যেন সাহসের নামতা শেখে
নির্মাণ করতে পারে যেন—
আজদহা মানচিত্র ফেড়ে অত্যাধুনিক নিবাস
বাঘের চামড়ায় ঢাকতে পারে যেন গ্লানির ছাদ।

হে পৃথিবী, বলো
আমাদের সন্তানেরা তোমার স্তন মুখে আর একবারও কাঁদবে না!!

www.pathagar.com

ঝিনুক বয়স

তুর পর্বতের মতো কেঁপে ওঠে বোধের মিনার!
কণ্ঠাগত প্রলম্বিত বিষধর সাপের ছোবল
দোর্দণ্ড চেঙ্গীস যেন ছুটে আসে জোয়ারের দেশে।

রঙ ধনু রঙ ভেবে স্বপ্নেরা বাড়িয়ে দেয় গ্রীবা
জানে না অবোধ স্বপ্ন—রঙ নয় মেঘের গুঞ্জন
টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে; রক্তলাল মুষল ধারায়।

হার্মাদ দস্যুর হাত ঢুকে গেছে স্বপ্নের কলসে
কেঁদো না যৌবন চেয়ে রমণীরা ঝিনুক বয়সে!

সাপ

স্পাইয়ের মতো ঘোরে কেবল বিষাক্ত সাপ মাটির ওপর
কোথায় বা কোন্ দেশে ওর অবস্থান
সে কোনো বজ্জাত নারী অথবা জ্বীনের খোলস হতে পারে
কোনো ইহুদী বা খৃস্টানের অধিবাসী হতে পারে
হতে পারে চীন মস্কো রাশিয়া বা ভারতের কোন গুপ্তচর

এই উত্তাল সমুদ্র আর আবর্তিত পর্বতশৃঙ্গ ডিঙ্গিয়ে
মানুষেরা আর কোথায় আশ্রয় নেবে

সাপের বিষ-ক্রীয়ায় আ-যোনি নীল হয়ে অবশেষে
ঢলে পড়ছে আমার স্বাধীনতা, আমার স্বদেশ
আর মানুষেরা ক্রমেই নির্লিপ্ত হচ্ছে
স্থির আকাশের প্রতি
শান্ত সাগরের প্রতি
নদী ও নারীর প্রতি

www.pathagar.com

আরজি কাকে জানাবো
সেদিন প্রত্যুষে সাপ সাপ বলে চিৎকার করতেই
কয়েকটি ডোরাকাটা কুকুর তাদের জীপের নিচে
আমাকে পিষ্ট করে দ্রুত ঢুকে গেল
সংসদ ভবনের ভেতর

হায় স্বাধীনতা, আমার স্বদেশ
তোমার ভুল প্রসবিত জারজেরা দেখ উৎসবে মুখর
জলসা ঘরে, পানীয় টেবিলে, নাচের মুদ্রায়
টু-ইন-ওয়ানে ফুল ভল্যুমে বাজে ডিসকো ক্যাসেট
নয়তো রবীন্দ্র সঙ্গীত ...

বলো, কে তোমাকে রক্ষা করবে বিষাক্ত ছোবল থেকে

ঘুণ

বেনোজলে ভিজে গেছে শ্যামলীর কেশ
কুমারী কাঁদেন একা; শব্দ ভেঙ্গে পড়ে
ঘন ঘোর কুয়াশায়, আঘাটার জলে

কুটিল কালের পিঠে অগণিত ঘুণ
আলস্যে জাবর কাটে বিরান বাথানে

আমার চৈতন্যব্যাপী ঘুণের করাত
নির্বিঘ্নে কাটে কেমন এক দুই তিন
মেধার মঞ্জুরি লতা শেকড় ও মূল

কুমারী কুয়াশা ভেঙ্গে বার বার আসে
মেধা মঞ্জুরিতে ঘুণ মৃত্যু সহবাসে

www.pathagar.com

অলৌকিক পত্রবাহক

পৃথিবীর নাক ফেটে রক্ত গড়াতে গড়াতে পাঁচটি মহাসাগর
মানুষের ফুসফুস, পাঁজর আলগা করে সাতটি মহাদেশ
মহাদেশের বাইরে কাদের বসবাস
অনন্ত সূর্যের আলো
লাভার আস্ফালন
লুহাওয়ার বসত
ভবিষ্যতের আপন সংসার
এ-সবের ভৌগোলিক ক্যানভাস এঁকে একটি পৃথক সৌরলোক
একজন অশরীরি নক্ষত্রাবিদ
উদার আকাশ প্রেমিক, প্রকৃতি এবং মৃত্তিকা বিশারদের কাছে
বর্ণহীন বর্ণে পত্র লেখেন
পত্রবাহক পৃথিবীর পেটিকোট ফুটো করে সিংহদ্বার পেরিয়ে
একটি অত্যাধুনিক কলিংবেলে হাত রাখেন
পৃথিবীর বয়সের চেয়ে অনেক বড় একটি অলংঘনীয় স্বপ্নদ্বীপ
আঠারো পেরুনো যুবতীর সৌন্দর্য বর্ধনকারী একটি তিল
লাফাতে লাফাতে
গড়াতে গড়াতে
এক রহস্যময়ী রাতের ভেতর আত্মমগ্ন হলে
অভ্রভেদী পর্বতের চূড়া
দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার দাঁত
সাইপ্রাসের ঝড়ের সাথে উড়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেও
পত্রবাহকের দীর্ঘ অপেক্ষমান অস্তিত্ব কোনো রকম কম্পন তোলেনি
চোখে পাথরের সখেদ পারঙ্গমতা নিয়ে ফিরে দাঁড়ান তিনি :
হে সমুদ্র
পৃথিবীর রমণীরা তোমাকে কতটুকুই বা ব্যবহার করেছে
তোমার অসীম জলরাশি কোথায় লুকোলে
সীমানা নিরূপণকারীরা দেখ পৌষের পাতিহাঁসের
বোগলের ওম নিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে বিনাশী রাত
মৃত চোখের মতন ঠাণ্ডা—নিরুদ্বিগ্ন তাদের হৃদয়
মহদেশের বাইরে অন্য ভূ'লোক

www.pathagar.com

মহাসাগরের বাইরে অন্য জলোধি
সড়কহীন অন্য সড়ক
সড়কভেদী অন্য পাখি
পত্রবাহকের প্রতি গভীর মনোযোগী :
তাহলে স্বপ্নের-বেঁচে আছে
বেঁচে আছে বীর্য, ভ্রুণ এবং স্বর্ণদ্বীপ
আহা, এ পৃথিবী বড় একা-নিঃসঙ্গ কুমারী
পৃথিবীর বয়স ধরে হাঁটছেন তিনি
প্রত্যাখ্যাত বুকে তার অসহ্য পিপাসা
সড়ক চলে গেছে সড়কের ভেতর সড়কহীন সড়কে
ঘূর্ণেয়মান সড়ক থেকে বেরিয়ে আসে গভীর কুয়া
তার ভেতর থেকে উঠে আসে রহস্যের হাত
নক্ষত্রেরা জানে :
দীর্ঘ অতীত ফেলে একটি কিশোর ভবিষ্যৎ
তির তির করে হেঁটে আসছে
হাঁটতে হাঁটতে কাংখিত মোহনায়
হে পিঁপড়ের জীবন দাতা
মানুষের অভিজ্ঞান এবং সংগ্রহশালা এতই ক্ষুদ্র যে
একটি নিজস্ব কেশাগ্রও তার তাবৎ জ্ঞানকে উপহাস করে
অবাক পৃথিবী থেকে পিঠটান করে ফিরে দাঁড়ান পত্রবাহক
কনে দেখা আলোয় তার সাহস ঝিলিক দিয়ে ওঠে
হাঁটেন তিনি
হাঁটতে হাঁটতে
হাঁটতে হাঁটতে
একটি সড়কহীন সড়ক
একটি পালকহীন পাখি
এবং একটি সীমাহীন মহাপৃথিবীর খোঁজ পেয়ে যান
অপেক্ষামান নতুন পৃথিবীর গলদেশের ঘাম মুছতে মুছতে তিনি
অন্তত কয়েকটি হাজার বছর বিশ্রামের জন্যে
একটি নিরাপদ অরণ্য
একটি ফলবতী বৃক্ষ
একটি রোদনহীন সমুদ্র

www.pathagar.com

একটি ফসলের ক্ষেত
কিছু তৃণলতা
কিছু পাখি
কিছু ফুলের প্রার্থনায়
অলৌকিক পত্রবাহক
মহাকাশের উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধের শেষ প্রান্তে পা ছড়িয়ে বসে যান :
হে যৌবন দাতা
সীমানার গুরুভার তুলে এ পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দাও
এই নতুন পৃথিবীকে তুমি পাপী শৌচকারীদের হাত থেকে রক্ষা করো
প্রার্থনার ঝড়ে পত্রবাহকের পত্রটি
উড়তে
উড়তে
উড়তে
উড়তে
দেখুন, আপনার সামনেই চড়ুইয়ের পালকের মতন আছড়ে পড়ছে
আগামী দু'হাজার
অথবা তিন হাজার সালের মধ্যভাগে পত্রের বর্ণগুলি
হাঁটতে
হাঁটতে
হাঁটতে
হাঁটতে
ঢুকে যাবে আপনার যান্ত্রিক কোটের পকেটে
হৃদয়ে
রক্তনালীতে—
সেই এক চূড়ান্ত বিপ্লবের উজ্জ্বল মেনুফেস্ট।

বাদুড়ের কঙ্কাল

ডানা ঝাঁপটিয়ে একটি বাদুড় পার হতে যাচ্ছিল
অচেনা শহর। সে জানে না পার হবার কূট-কৌশল।
নিরাপদ আশ্রয় ভেবে ক্লান্ত দেহখানা রেখে দিল
বিদ্যুতের তারে। সে জানে না বিদ্যুতের অনিবার্য গ্রাস

www.pathagar.com

সে জানে না বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-পরিক্রমা।
দ্যাখ, বাদুড়টি ঝুলে আছে সভ্য শহরের সুন্দর কালো তারে।

এখন পৃথিবীর যাবতীয় হালাল দ্রব্যও তার জন্যে হারাম।
তার চোখে এখন নিরালোক পৃথিবী, সূর্য এবং নক্ষত্র ধূসর।

দ্যাখ, বাদুড়টির নিষ্কম্প চোখের ভেতর মাছিদের ভীড়।

মাংসহীন দেহ ছুঁয়ে তবু বাতাস প্রবাহিত হয় নিয়মিত
আর বৈশাখের তাণ্ডব ঝড়ো আস্ফালনে দুলে ওঠে সে
পলকহীন চোখে অপেক্ষায় থাকে; কখন ছিঁড়ে যাবে লাইটপোস্ট
ট্রান্সমিটার, এইসব কালো কালো বিদ্যুতের তার এবং
কখন সে দ্রাক্ষালতার মতো ছুঁয়ে যাবে অস্তিত্বের সুখ!

না, দ্রাক্ষালতা নয়। বাদুড়টির ইচ্ছে—তার কঙ্কাল থেকে
উৎপন্ন হোক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলট্রাভায়ো এ্যাটোম
যেন আর কোনদিন বিদ্যুতের ফলায় কাউকে প্রাণ দিতে না হয়।

নদী : নারীর উপমা

তোমার নাম লেখার মতো অঢেল সময় কোথায়

তোমার নামের বর্ণ দিয়ে লিখে দিয়েছি
তৃতীয় বিশ্বের তারকা যুদ্ধের অশনি সংবাদ

কখনো বিমূর্ত অন্ধকারে ঢুকে গেলে তোমার নাম
রূপসার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় ভাটির দেশ
জোয়ার-যৌবনে ফুঁসে ওঠে কপোতাক্ষ
আর তুমি বৃষ্টির বিন্দুর মতো কড়ির দানা হাতে
এশিয়ার শেষ প্রান্তে বসে যাও
তোমার কোমল কোমরে ঝোলে নাকি মহাযুদ্ধের কবজ

www.pathagar.com

এভাবে যখন তোমাকে আবিষ্কার করি
তখন রেখাবিদের মতো দেখি তোমার নাভিমূল
হৃৎস্পন্দন এবং দু'টি অসামান্য মরুউদ্যানের
ক্রমাগত আস্ফালন

এখন নেমো না—অকালে যুদ্ধ আসবে
এখন ডেকো না—ক্ষুদ্র মানচিত্র বিনাশ হবে
অপেক্ষা করো—
কোন এক ঝড়ো রাতে মা-মা বলে যখন
দাঁড়াবে তোমার যৌবনদীপ্ত সন্তান রূপসার কূলে
তখন নেমে এসো
তখন ডেকো : প্রেম-প্রেম বলে চাতকী উল্লাসে

আর সেদিন এশিয়ার ঝড় শেষে
পদ্মা মেঘনা কপোতাক্ষর বহমান স্রোত
জলে-বৃষ্টিতে কিম্বা রোদে দাঁড় টানা মাঝিরা
উচ্ছল উদ্দীপনে ঢেউয়ের জিহ্বার ডগায়
লিখে যাবে তোমার নাম চিরকাল
হে ক্ষীণাঙ্গী নদী
নদীর মোহনা
রূপসার বাঁক

সাক্ষাৎকার

Δ আপনার জন্ম এবং বংশ পরিচয় দিন।

Δ সেই এক অন্ধ প্রকোষ্ঠ। যার চারপাশ পাথর প্রাচীর।
আমি বারুদের ধোঁয়া ঠোঁটে মেশিন গানের তলপেট
ভেদ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার পিতা তখন
চাবুকের কষাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে হৃদয় বিদারক
আহাজারী করছিলেন। ফলে প্রসবিনীর আর্তনাদ তিনি
শুনতে পাননি। ভূমিষ্ঠ হয়েই দুধ এবং মধুর পরিবর্তে
পান করেছি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সুপেয় আরক।
আর বংশ? মুসলমানের কোন বর্ণ বা বংশ থাকতে নেই।

www.pathagar.com

∆ আপনার প্রিয় বিষয় কি?

∆ মানুষ, মানুষ এবং মানুষ। মানুষ অর্থ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা
অর্থ মানুষ। মানুষ অর্থ আমি। আমি অর্থ তাবৎ বিশ্ব।

∆ আপনার ঘৃণার বিষয়?

∆ 'মানুষ', 'মানুষ' এবং 'মানুষ'।

∆ আপনার প্রিয় মুহূর্ত?

∆ পূর্ণ স্বাধীনতার উত্থানরত সূর্য সকাল, গোধূলি সময়,
গভীর রাত, প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টির মুহূর্ত।

∆ আপনার প্রিয় শব্দ এবং রঙ?

∆ ভাঙ্গন, ঝন্‌ঝা, গর্জন, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র,
যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ।
আর রঙ? সেতো রক্তের বর্ণ দিয়ে লেখা—
আমার স্বপ্নের 'স্বাধীনতার' মতো পবিত্র একটি শব্দ—'লাল'।

∆ পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশে আপনার শুভেচ্ছা দিন।

∆ তোমার ভেতর প্রবাহমান যে শোণিত ধারা
তা থেকেই উৎপন্ন হোক
পৃথিবী ধবংসকারী সাতটি এটোম ॥

আরাধ্য অরণ্যে

প্রতিদিন দরজায় টোকা দেয় বৈরী মাতাল
কেঁপে ওঠে শুকনো পাতার মতো ধ্যানস্থ কবি
দুর্মুখ সময়ে ঢেকে রাখে আবিরের স্মৃতি, স্মৃতির শৈশব—
কবে দেখা সেই এক মানব-মানবীর বাদামী ভাস্কর্য

সোলেমানী পাথরের মতো অলৌকিক বিষয়ী নক্ষত্র
আকাশ ধাবমান মেঘ
আমার চোখ থেকে ক্রমাগত অপসারণ করে
কে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে কাছিমের খোলসে
আর গারো পাহাড়ের মতো সম্মুখে দাঁড়িয়ে সীমানার শিঙ
ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের মতো আশৈশব ঝুলে আছি তীব্র যন্ত্রণায়

www.pathagar.com

তোমার আঙ্গুল স্পর্শ করলে সমুদ্রে সাঁকো হতে পারে
তোমার আঁচলে ধূলা ছুঁয়ে গেলে সুড়ঙ্গ পথ হতে পারে

সাঁকো হলে
পথ হলে
গরান বোঝাই করা পালতোলা নৌকোর মতো
নৌকোর মাঝির মতো
জলের দস্যুতা ভেঙ্গে, সীমানা ডিঙ্গিয়ে দ্রুত—
খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে পারি আরাধ্য অরণ্যে

পাথরে পাথর ভাঙ্গে

সঙ্কুল সময়ে কাঁপে জীবন কলস
স্বপ্নের জাজিমে নামে ক্লান্তি অবসাদ
শূন্য দেয়ালের চোখ ভিজে যায় জলে
কেঁদে ওঠে টেবিলের ভাঙ্গা এসরাজ।

যখন উদাস হয় বিবসনা রাত
জীর্ণ ফ্রেম থেকে নামে জলরঙা ছবি
অজানা অচেনা তবু যেন কত দেখা
পলকে পলক নেড়ে বোঝায় শরীরি :

রোদনে রোদন বাড়ে, আগুনে আগুন।

পাথর কাঁদে না তবু হয় না বিশ্বাস
এই এক অবিনাশী চোখের তিমিরে
হেঁটে যায় নগ্ন পায়ে আদিম গুহায়।

পাথরে পাথর ভাঙ্গে, সাহসে দ্বিগুণ
রোদনে রোদন বাড়ে, আগুনে আগুন ॥

www.pathagar.com

নিরন্তর নীলিমায়

না। নীলিমা কোন রঙ নয়
নাম নয়
ছবি নয়—
তবুও নীলিমা জেগে আছে আমার বুকে
মায়ের ভেজা শাড়িতে
পিতার ভাংগা চশমার ফ্রেমে
বোনের ছেঁড়া ব্লাউজে আর পৈতৃক ভিটেয়
আমার যে প্রেমটুকু মিশে আছে
          চোখের যে দীপ্তিটুকু আছে
সবটুকু তোমাদের হোক;
ঐ নীলিমাটুকু শুধু আমাকে দাও
          ফুলের সুবাসটুকু তোমাদের থাক
               ভোরের শিশিরটুকু তোমাদের থাক
                    নক্ষত্র বিলাসটুকু তোমাদের থাক
আমার জন্যে কেবল জেগে থাক ঐ-টুকু ধূসর
সুগভীর অরণ্যের মতো
বেদনা অমরতার মতো
ঐ-টুকু নীলিমা; নীলিমার কষ্ট পিপাসা—
          আকাশের কান্নাটুকু
               দিগন্তের শেষটুকু আর
ঐ নীলিমাটুকু কেবল আমার হোক
আহা নীলিমা
নীলিমার কাছে আমি ঢের বেশি
               ঋণী হয়ে আছি

যাত্রা

এই গভীর রাতে তার নামটি মেজেন্টার চেহারা
তার নামটি এলাচের দানা লবঙ্গের ঘ্রাণ
তার নামটি এই রাতে জিহ্বা হয়ে গেছে

www.pathagar.com

আমার পিতার পকেট কাতলার পেটের মতো বিশাল হয়ে আছে
পকেটে তার চারটি যুদ্ধের অসমাপ্ত খসড়া
পিতার এখন আশি
আমার এখন ত্রিশ
পঞ্চাশ পেরুলেই সমুদ্র দর্শন

পিতার পকেট আর
রাতের এই নাম—
তার নামটি এই রাতে মেজেন্টার চেহারা
তার নামটি এই রাতে বুকের পশম

আমার পিতা ভীষণ দরিদ্র
আলনায় ঝুলে আছে পুরনো পাঞ্জাবী
পকেটে রয়েছে পড়ে চারটি যুদ্ধের খসড়া
পিতার আমি উত্তরসূরি

মৌসুমী বাতাসকে বলেছি :
আমাদের এখন যাত্রা হবে না

পিতার আশি
আমার ত্রিশ
আর পঞ্চাশ পেরুলেই সমুদ্র দর্শন

বুমেরাং

কত দূরে গেলে আর ভুলে থাকা যায়
ভালো থাকা যায়

আমিতো সুদূর গ্রহে মেঘের শরীর
বরফ সিন্ধুতে এক ধীবর নাবিক
পথ ঘাট সব ভুলে অরণ্য মৌমাছি
হাওয়াই দ্বীপ ছেড়ে কুয়াশা সকালে
উড়ায়েছি ডানা এই দূর নীহারিকা

www.pathagar.com

পড়ে আছে নিচে তার অবাক পৃথিবী

বহু পথ এসে গেছি বহু দূরে তবু
ভুলে থাকা হল কই
ভুলতে গিয়েই
তাকে যেন অনেক বেশি মনে পড়ে গেছে

পকেট

মাঝে মাঝে এ রকম হয়
পকেট থেকে বেরিয়ে যায় অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস
ট্রেনের হুইসেলের মতো মৃত্যু সংবাদ
প্রশ্বাসে ক্ষুধার দানব
অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ে অফিস ব্যাগ থেকে
প্রজ্জ্বলিত লাভা

মাঝে মাঝে এ রকম হয়
ঘুণে ধরা চৌকাঠ গলিয়ে ঢোকে অবাঞ্ছিত বৃষ্টির ছাট
দেয়াল ভিজে যায়
নবীন বৃষ্টিরা বাজায় আনন্দের অর্কেস্ট্রা

মাঝে মাঝে এ রকম হয়
অন্ধকার দীর্ঘতম হয়
ইঁদুরের সংখ্যা বাড়ে

যখন এমনটি হয় তখন আমার চুলেরা বিদ্রোহে নামে
আর একটি সরীসৃপ আমার ভেতর
বড় হতে হতে ক্রমশ: সীমানা ছাড়িয়ে যায়
মাঝে মাঝে এরকম হয়; ব্যতিক্রম কিছু

যেমন আজ—
অফিসে ঢুকতেই একটি সাপ হঠাৎ বেরিয়ে গেল
আমার ছেঁড়া শার্টের পাঁচ ইঞ্চি পকেট থেকে

www.pathagar.com

প্রতিদিন

যাবে
যাও তবে
যাত্রা কালে আর
ডাকবো না ফিরে চাও
সবাইতো চলে যায় ছেড়ে
নদী মাঠ তৃণলতা প্রেমের বহর
দুর্দম বাতাসে ভেসে যায় কত যাত্রার খবর
কিযে অবুঝ হৃদয় কিছুই বোঝে না হায় সময়ের গতি
বোঝে না নিয়তি ভ্রান্ত স্রোত কালের করাল ক্রোধ
কঠিন চাবুক পড়ে তবু ডাকে প্রেম
কি এক বিশ্বাসে বারবার
ফিরে আসি এইখানে
তোমার হৃদয়ে
প্রতিদিন
প্রিয়ে

চরকি এবং অজগর

চরকির পেট জুড়ে শাদা চকচকে সুতো
ধবধবে মাখন চেহারা
খরগোশের চোখের মতো উজ্জ্বল সুতো
বিড়ালের গোঁফের মতো ব্যস্ত চরকি

ট্রাফিক জ্যামের বোগলে ঢাকা শহর সারাটি বিকেল
সারাটি বিকেল নয়টি গাড়ি
ইমিটেশনের গাড়ি চকচকে লাইট
লাইটের নাকের ফুটোয় ঘর্ ঘর্ চরকি
গাড়ির ভেতর অজগর
বাইরে ছয় ফুট অজগর, দীর্ঘ অজগর
খিল খিল করে হেসে ওঠে জুতোর শুকতলা

www.pathagar.com

অজগর বোঝে তার আলম্ব নগ্নদেহ
চামড়া খোলা টাঙ্গানো স্বাস্থ্যবতী পাঠী
পাঠী লেজ নাড়ে
শিক থেকে নেমে আসে থল থলে উরু
চরকি ঘোরে ঘর্ ঘর্ ঘর্

চরকির কান্না উথলে ওঠে সারাটি বিকেল

নয়টি গাড়ি বিমর্ষ নগরী
নগ্নদেহী দাঁড়িয়ে চরকির সম্মুখে
অসহায় বেশ্যার খসড়া জীবনের মতো
দীর্ঘদেহী নগ্ন অজগর
সভ্য শহরের বুকে
বিকেলের দরোজায়
নগ্নদেহী বিষাক্ত অজগর

যুদ্ধের পর

তোমার চোখের ইশারা পাবার আগেই
পেয়েছি আরেক ইশারা; কম্পিত পতাকা
তোমার পায়ের নিক্কন শোনার আগেই
শুনেছি আরেক নিক্কন; যুদ্ধের আহবান
তোমার ফুলের সুবাস শুঁকতে গিয়েই
দেখেছি বেহেড যবন—মাতাল নৃপতি :
দু'পায়ে মাড়ায় গোলাপ; শঙ্কিত পৃথিবী

সটান দাঁড়াও স্বরূপা জন্মের পোশাকে
যুদ্ধের পরেই পাবে হে প্রেমের কোরক
চুম্বনে কি স্বাদ—বুঝবে সেদিন ঊষাতে

www.pathagar.com

আশ্চর্য অন্ধকার

এত আলো—আলোকোজ্জ্বল শহর
তবুও এক আশ্চার্য অন্ধকার
শহরের আমূলে বেঁধেছে বাসা
সূর্যের পূর্ণ আলোতে
কিম্বা জোসনার রূপোলী রশ্মিতে
পিচঢালা কালো পথ
আরও উজ্জ্বল কালো
আরও তীর্যক অন্ধকার যেন
নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন—তমসাবৃত
সে এক আশ্চর্য অন্ধকার
শহরের আমূলে বেঁধেছে বাসা
গোরস্তানব্যাপী যে অন্ধকার
ঘিরে থাকে অবিরল
তার চেয়েও অধিক
অনেক বেশি অন্ধকার শহর এবং
এইসব মানুষের মুখ

ধনেশের ঠোঁট

একটি নৌকো চলছে দাঁড় টেনে উজান ভাটিতে।
নৌকোর গলুই ভাসে শাপলার মতো লোনা জলে
এক ঝাঁক কাকাতুয়া চরঝোপে নৃত্য পরায়ণা
কেবল একটি পাখি, ধনেশ; ঝরায় রক্ত ঠোঁটে।

যৌবনে প্রথম দেখা ধনেশের—কাংখিত রক্ত!
যৌবনে প্রথম লেখা ধনেশের—স্বপ্নীল পত্র—

ভেসে যায়। এইসব নদ-নদী বিস্ময়ে বিমূঢ়
স্তব্ধ আকাশের নিচে; নদীর চাতালে অগণিত
চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু আরক্তিম শিশিরের দানা
ছিটকে পড়ে। দুইটি চোখ তবু পাথর সমান।

www.pathagar.com

ধনেশকে দেখ। ভাবো, কিশোরী বৃক্ষের পল্লবিত
দেহ। ঘাতক কাঠুরি কাটে তার সন্ধিমূল. তন্ত্রী
কেটে যায় প্রতিদিন—এক দুই তিন ক্রমাগত...
থেমে যায় কুঠারের রক্ত নেশা, থামে না কাঠুরি।

একটি নৌকো চলছে দাঁড় টেনে উজান ভাটিতে।
হাত তুলে ডাকে মাঝি : ধনেশ—ধনেশ ফিরে আয়!
ধনেশ ফেরে না আর। একটি অসাধু ব্যাঁধচোখে
ঝুলে থাকে রক্ত-ঠোঁটে ধনেশের প্রথম যৌবন।

মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি

আর নয় মেঘ ডাকা, মেঘের গর্জন
মাটির হৃদয় ফেটে হয়েছে চৌচির
আর কত দগ্ধ হবে কোমল শরীর
আর নয় মেঘ ডাকা, মেঘের গর্জন।

তাতানো তৃষ্ণার কালে মেঘের আরক
হোক না সে ঘামে ভেজা তবুও কবুল
দাও যদি লিখে দেব দেহের আমূল
একান্ত নিজেরটুকু—কুমার কোরক।

অইতো নেমেছে বৃষ্টি : কেউ যেন ডাকে!
কে তুমি? চপলা এক মানবীর চুল
বৃষ্টির লোবান মেখে ছড়ায় দু'কূল
ফেনিল সমুদ্রে ভাসে জন্মের পোশাকে—

পাশ ফিরে বলে : প্রিয়ে, থেমেছে গর্জন?
এই বুঝি মৌসুমের প্রথম বর্ষণ!

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

কবিতাসূচি

লাশের কোরাস ১০৭/মধ্য যৌবনের কবিতা ১০৮/বীজের জীবন ১০৯
হঠাৎ মধ্যরাতে ১০৯/পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ১১০/যাতায়াত ১১১/দহন ১১২
মানুষ নক্ষত্র এবং গাংচিল ১১৩/ফেরেশতারা ১১৩/জীবন ও বৃক্ষ ১১৫
অনন্তের ছায়াপথ ১১৫/অলীক কংকাল ১১৬/প্রাচীন শ্যাওলার মস্তক ১১৭
ইতিহাসের বাড়ি ১১৮/দুর্বিনীত হরিণের শিং ১১৯/খসড়ার প্রতিবিম্ব ১১৯
মহা শূন্যের বারান্দা ১২১/এই সমতট সমুদ্র বিলাস ১২১
ঘুমিয়ে পড়েছে রাত ১২১/স্বপ্নের সড়কে ১২৩/বিম্বিত প্রতিভাস ১২৪
অচেনা আর্তস্বর ১২৪/প্রজন্ম এবং লাশ ১২৫/পাথর হাঁটছে ১২৬
জন্মান্তর ১২৯/পালক ছাড়ার সময় ১৩০/মৃদুল তুফান ১৩১
সময় ১৩১/ভিজে মাটির ঘ্রাণ ১৩২/পিতামহের চেয়ার ১৩৩
নিদ্রামগ্ন পংক্তি ১৩৪/কণ্ঠতালু ১৩৫/মৃত্যুর দিকে ১৩৫
বিরল বাতাসের টানে ১৩৬/শেষ রাতের জার্নাল ১৩৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাশের কোরাস

কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

বৃত্তাকারে ঘুরে আসে জলের মিছিল
অন্ধকার ফিরে আসে
জোছনারা মুছে যায়
কেঁদে ওঠে শোকার্ত হৃদয়
কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

বয়স নিঃশেষ হলে চঞ্চল হয় মাটির জিহ্বা
উদভ্রান্ত নিঃশ্বাসে টেনে নেয় শুভ্র কাফন
লেপের ভেতর টেনে নেয় রাত গহীন কবর
কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

অন্ধকার গাঢ় হলে
কাফন জড়িয়ে বসে থাকে নবাগত লাশ
কবর হাঁক দেয় :
আর কত জেগে থাকা, এবার ঘুমাও!

লাশের বিদ্রোহে সরব হয় গহীন কবর
শৈত্য প্রবাহে জেগে ওঠে লাশের কোরাস :

না, ঘুমাবো না আমি
নিঃসঙ্গ বুকে আমার পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাস।
সবাই ঘুমিয়ে যাক
আমি তবু জেগে রবো পৃথিবীর সমাপ্তিকাল
জেগে থেকে দেখে যাবো অনন্ত প্রহর :

কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

www.pathagar.com

মধ্য যৌবনের কবিতা

যৌবনের কি কাল থাকে? বয়স থাকে? সময় থাকে? যৌবন কোথায় থাকে?
কোথায় থাকে না? কবরের নিচে পাঁচটি পাঁজর ছুঁয়ে দশটি কংকাল
কথোপকথন করে। প্রত্যেক কবরের দূরত্ব তিন ফুট ছয় ইঞ্চি। কবরের
পচা খুঁটি ধরে বিশজন আলেম জীন এবং পঁচিশজন বিজ্ঞ ফেরেশতা
শোনেন দশটি কংকালের সঘন আলাপচারণ।

যৌবন কোথায় থাকে? হৃদয় কোথায় থাকে? ফেরেশতার
পকেট থেকে লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসার শেষ সংকেত। সংকেতের
গভীরে, পাঁচশো ফুট গভীরে, তাঁর চেয়েও গভীরে, পৃথিবীরও অতীত,
পৃথিবী সমাপ্তিরও পরে—দীর্ঘকাল, কালেরও অসীম যৌবনের বয়স!

আসলেই কি যৌবনের বয়স আছে? হৃদয়ের? মানুষের? কালের?
মহাকালের? প্রতিটি আত্মার ভেতর দিয়ে কি যৌবন হাঁটতে পারে? প্রতিটি
যৌবনের ভেতর কি আত্মা বসবাস করতে পারে? সমুদ্রের তলদেশে?
জেট বিমানের ধোঁয়ার ভেতর? অণুর শরীরে?

সম্ভবত যৌবনই পারে। অন্ধকার পারে না। কেননা সূর্য ওঠার
মুহূর্তেই তার বয়স ফুরিয়ে যায়। নিঃশেষ হয়ে যায়।

রাত গভীর হলে অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রাচীন গোরস্তান থেকে
হঠাৎ যে আওয়াজ শোনা যায়—সে কার চিৎকার? কোন্ দরবেশ? কার
যৌবন? তাহলে কি যৌবন মরে না কখনো? হাজার বছর? লক্ষ বছর?
সহস্র কোটি বছর? তাহলে কি বেঁচে থাকে আত্মা? হৃদয়—অনন্ত কাল?

কদম চেহারার—আসলে তার কোন চেহারাই নেই। ছায়াও নেই।
কেবল তাকে অনুভব করা যায় ঘুমের ভেতর। স্বপ্নের ভেতর। নিঃসীম অন্ধকারে
চোখ বন্ধ করে প্রচণ্ড ঝড়ের শাঁ—শাঁ শব্দের ভেতর। এমনই একজন
সোবহে সাদেকের পূর্ব মুহূর্তে অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। হাঁটতে
হাঁটতে তিনি আকাশচুম্বি দু'টি বাহু নেড়ে এই উপকূল বাসীকে,
এই মহাদেশ বাসীকে একবার—মাত্র একবার যৌবনের পাঠ শেখাতে গিয়ে
চিৎকার করে বলেছিলেন : না, যৌবনের কোন বয়স নেই।

জানি তার সে চিৎকরে দুলে ওঠে আগুনের পেণ্ডুলাম।
প্রতিটি গ্রহ এবং নক্ষত্র থেকে ঝরে বজ্রের প্রস্রবণ। তার সে চিৎকারে
আকাশ দু'ভাগ হয়ে মাঝখানে দাঁড় করান যৌবনের ফুলকি এবং অভিজ্ঞ
ফেরেশতারা মানুষের হৃৎপিণ্ড নিয়ে পুনরায় গবেষণায় মগ্ন হন। তবু
মানুষ—মানুষ কেমন বেখেয়াল—জিহ্বার মধ্যভাগে তার যৌবন লুকিয়ে
মোজার ভেতর বয়স রেখে এবং হ্যাঙ্গারে হৃদয় টাঙ্গিয়ে কঁকিয়ে
ওঠে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো : হৃদয়, হৃদয়—যৌবন কোথায় থাকে?

www.pathagar.com

বীজের জীবন

মৃত্যু ছাড়া পূর্ণ নয় বীজের জীবন

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে বয়স্ক শরীর
মৃত্তিকায় সমর্পিত
তারপর শুষে নিলে জীবনের ঘাম
তখনো কি বেঁচে থাকে অলীক হৃদয়

শুষ্ক ফল থেকে অসংখ্য প্রাণের উদ্‌গম
এভাবে জীবন থেকে আশ্চর্য মৃত্যুর দিকে
ক্রমাগত ঝরে ঝরে পড়া
আসা আর যাওয়া

মৃত্যু ছাড়া পূর্ণ নয় বীজের জীবন
বীজ তো মূলত মানুষ—শস্যের সুতীব্র শীষ

হঠাৎ মধ্যরাতে

মধ্য রাতে হৃদয়ের ভেতর ক্রীম কালার টেলিফোন
ফোনের তারের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে উৎকর্ণ ফড়িং
ডায়ালের ভেতর ক্রমাগত ক্রিং ক্রিং
নম্বরহীন টেলিফোন কেবলই জীবন

ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা নেমে আসে দেয়াল থেকে
পায়চারী করে আরশোলার সাথে
ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যায় ক্যালেন্ডারের তারিখ
হারিয়ে যায় বাইকালার ছাপা দিন ও সাল
ক্যালেন্ডার হাত রাখে ফোনের ওপর
ক্রিং ক্রিং নম্বরহীন টেলিফোন কেবলই জীবন

তারের ভেতর দিয়ে নম্বরহীন ক্যালেন্ডার যায়
ক্যালেন্ডারের মতো জীবন যায়
স্বজন হারা অতৃপ্ত কংকালের চিৎকার যায়
কেবলই যায়, ক্রিং ক্রিং জীবন যায়

www.pathagar.com

মধ্য রাতে হৃদয়ের ভেতর ক্রীম কালার টেলিফোন
ফোনের তারের ভেতর ক্যালেন্ডার
ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা ঝরে ঝরে পড়ে
আরশোলা খুঁটে খায় দিন তারিখ সাল
উৎকর্ণ ফড়িং জানালার শার্সি ধরে চন্দ্র ডোবা দেখে :
আহা, পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে আজ আর কোন
প্রজাপতি নেই

হৃদয়ের ভেতর নম্বরহীন ক্রীম কালার টেলিফোন
ক্রিং ক্রিং
ভুল করে তবুও যেন কার হৃদয়ে
একটি ডায়াল টোন বাজে হঠাৎ মধ্যরাতে

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে
নিঃসঙ্গ পৃথিবী তখনো কি জেগে রবে অমরতা বুকে

গাঢ় অন্ধকারে দুলে ওঠে কান্নারত শতায়ুর দেহ

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে
বাতাস মথিত করে ভেসে ওঠে নক্ষত্রের শিরা
নিভে যায় সন্তাপে জ্বলন্ত লাভা
একা হয়ে গেলে সোমত্ত পৃথিবী
কোথায় লুকোবে মুখ জোছনার হরিণ

কঠিন পাথর ফেটে উঠে আসে তরঙ্গিত ফেনা
ঝুলে থাকে শার্সিতে সূর্যের সুদীর্ঘ জিহ্বা
বিষণ্ণের মোড়ক থেকে ছিটকে পড়ে ভাগ্যহত শিশু :

www.pathagar.com

একা হয়ে গেলে ভয়ার্ত পৃথিবী আশ্রয় নেবে কি আশ্চর্য শামুকের পেটে
কিংবা অদৃশ্য ছায়াপথ হেঁটে হেঁটে
নিঃশেষিত হবে কি যৌবনের বাড়ন্ত বয়স

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে, ভীষণ একা

যাতায়াত

প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন
স্বপ্নের চোরাবালিতে নিমজ্জমান

দ্রুত তলিয়ে যাবার মুহূর্তে
কঠিন ধমকে ভেঙ্গে যায়
পৃথিবীর স্বপ্নাতুর কাচের চিমনি
চিমনির প্রগাঢ় ধোঁয়ার ক্যানভাসে
এখন প্রতিটি মানুষের মুখাবয়ব
মোহান্ধ পৃথিবীর মতো ঝাপসা—আঁধার

আরও প্রগাঢ় হলে আঁধারের চোখ
আরো নিবিড় হলে আঁধারের ছায়া
দরজায় অকস্মাৎ কড়া নড়লে
হঠাৎ নেমে এলে দস্যুর দল
যেভাবে আতঙ্কিত হয় বণিক বহর
ঠিক তেমনি জীনের বাদশার মতো
শক্ত করাঘাতের আওয়াজ শুনে
কে, কে : বলে দরাজায় হাত রাখতেই
শব্দ ভেসে এলো : মানুষ, মানুষ

ভাবছি প্রতিটি মানুষই আজ গন্তব্যহীন
তবে এইমাত্র যার আওয়াজ শুনলাম—সে কে
এতো গাঢ় অন্ধকারে নিজের ছায়াও কেমন অস্পষ্ট
তবুও চলমান হৃৎপিণ্ডে হাত রেখে বুঝলাম

www.pathagar.com

জীনের বাদশা নয়
যার আওয়াজ শুনেছি সে আমি
আমার আওয়াজই পদার্থের সকল স্তর ভেদ করে
দ্রুত গতিতে রহস্যের দ্বার উন্মোচনে সক্ষম
বুঝলাম—প্রকৃত অর্থে মানুষ ও তার শব্দপুঞ্জ
এখনো গন্তব্যহীন নয়

সুতরাং আমি আমার গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে
আপাতত অনুজ্জ্বল স্বপ্নহীন-স্বপ্নের ভেতর নিমজ্জিত হলাম

দহন

ভস্ম হোক তামাটে সময় দুর্বিষহ মহাকাল
ভস্ম হোক নিবীর্য প্রহর যন্ত্রণার কালনাগ।
কষ্টের কেশর থেকে ঝরে পড়ে আয়ুস্মৃতি বৃষ্টি।

বৃষ্টি দীর্ঘতর হোক। পাষাণে পাষাণ ঘষে যদি
জ্বলে ওঠে আরণ্যক শিশু—তবে হয়তো সেদিন
অরণীর দাহভস্মে বেঁচে যাবে ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী।

বৃক্ষ তুমি পুড়ে পুড়ে ভস্ম হও। ভস্মের শরীর—
বাতাস দু'ভাগ করে দুর্দিনের বাজু ধরে হাঁটো।
হুতাশনে পুড়ে যাক দেহ মন গ্লানির বাকল।
কত আর ভস্ম হবে, কতটুকু জঠরে আগুন?

বৃক্ষ তুমি পুড়ে যাও; তারপর কঠিন পাথর।
পাথরে পাথর ঘষে তারপর জ্বালাও আগুন।
জীবন তো মুহূর্তের জ্বালাময়ী বীর্যের প্রতিম
মৃত্যুই সত্য কেবল, অনিঃশেষ কালের প্রতীক ॥

www.pathagar.com

মানুষ নক্ষত্র এবং গাংচিল

রাত আরো গভীর হলে পৃথিবী নেমে আসে সংগোপনে।
জলসা ঘরে। কেবল তখনও একটি ঘর অন্ধকার।
নিঃসঙ্গ। কোন একদিন গ্রীবা নেড়ে ডেকেছিল সমুদ্র।
সে কি প্রেম নাকি ঘৃণা! তার হৃদয়ে এখন কার বসবাস?
কার যাতায়াত?
বহুদিন হলো গাঙচিল সমুদ্র তীর ছেড়ে
চলে গেছে নিরুদ্দেশে। বাচ্চার খোঁজে। মানুষ তো নিজেই
তার সন্তান হন্তারক। গাংচিলের খবর আর কে রাখে?
কিন্তু নক্ষত্রেরা রাখে। তারা নেমে আসে আসমান থেকে।
গভীর মমতায়। সমুদ্র তীরে। গাংচিলের খোঁজে তারা
এখনো সারাটি মওসুম কাটায় নির্ঘুম, চরে চরে, বনঝোপে।
মানুষের প্রতি সম্ভবত আর কারুরই সমবেদনা
নেই। মমত্ব নেই। গাংচিলের খোঁজে নক্ষত্রেরা দরজায় টোকা
দেয়। মানুষের গন্ধ পেয়ে দ্রুত হারিয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে
তাদের ঘৃণার পালক। আশ্চর্য! তবু তারা ভালো বাসতে
জানে। কিছু মমত্ব তাহলে ছিল নক্ষত্রের চোখে!
মমত্বের কথা কাল সকালে কোন মানুষ আর
ভাববে না। শুধু জানবে—গাংচিল কিংবা নক্ষত্র—মানুষের
চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল। মানুষেরা দেখবে—আরও
তীর্যক তীক্ষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে মৃত্তিকা, বন এবং প্রকৃতিগত
সৌন্দর্য নিয়ে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এ পৃথিবী কেবল
ধাবমান—মানুষের জন্যে নয়; সমুদ্র নক্ষত্র বন এবং গাংচিলের
জন্যে সে অপেক্ষায় প্রহর গুনছে ॥

ফেরেশতারা

দীর্ঘ বিরতির পর। সমুদ্রপাড় থেকে উঠে আসার সময় একবার তিনি
ঊর্ধে তাকালেন। রাত তিনটে বত্রিশ মিনিট। সমুদ্রের জলরাশি পূর্ণ
জোছনার সাথে মিলে মিশে রূপোলী মুদ্রা। পশ্চিম আকাশের
দিকে দু'হাত তুলে তিনি অপেক্ষমান ফেরেশতার সাথে সালাম বিনিময়
করলেন। তারপর আশ্চর্য সফেদ হাত বাড়িয়ে পরস্পর মোলাকাত করলেন।

www.pathagar.com

লোকটি কুশলাদি বিনিময়ের পরিবর্তে ফেরেশতার ধবধবে আলখেল্লার দিকে তাকিয়ে বললেন : আল হামদুলিল্লাহ্! নিশ্চয়ই মহান প্রভু মানবজাতিকে উচ্চ—পৃথক সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন! ফেরেশতারা, আমাকে নয়; সমগ্র মানব জাতিকেই সম্মান দেখানো উচিত। ফেরেশতারা আর একবার মানবজাতির উদ্দেশে উচ্চ কণ্ঠে সালাম বললেন।

লোকটি এবার দু'হাত তুলে বললেন : হে আশরাফুল মাখলুকাতের মালিক! মানুষের ওপর থেকে তুলে নাও তাবৎ অভিযোগ।

ঝুলন্ত রেশমী আচকান দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ফেরেশতারা লোকটির পরিচয় জানতে চান। তিনি সমুদ্রের রূপোলী
জলরাশির দিকে রহস্যময়ী দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আকাশের দিকে।
লোকটির চাহনীতে সমুদ্র এবং তার জলরাশি হাঁটতে হাঁটতে বিশাল ঈদগাহে জমায়েত হন। আসমান থেকে বিছানো গাঢ় সবুজ রঙের গেলাফে আবৃত সেই এক আশ্চর্য ভাসমান ময়দান।

লোকটি মেহ্‌রাব থেকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করলেন ঐশীবাণী।
তাঁর সে আওয়াজ পৃথিবীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে ঢুকে গেল অলিন্দে অলিন্দে।
ফেরেশতারা একমাত্র মগ্ন শ্রোতা।
ঠিক এ সময়ে একটা প্রচণ্ড লু-হাওয়ায় সমস্ত ময়দান কেঁপে কেঁপে উঠলো।
গেলাফ ফাঁক হয়ে গেলে ফেরেশতারা আতংকিত হলেন।
কেবল মানুষ—মানুষই পদার্থের স্তর ভেদ করে মাথা উঁচু করে
সোৎসাহে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন :

বস্তুত যুদ্ধ মানে রক্ত। আর রক্তই একমাত্র ফয়সালা।

লোকটি মোনাজাতের মধ্যে কাঁদো স্বরে বললেন : হে আশরাফুল মাখলুকাতের মালিক! আমাদের বাহুতে শক্তি দাও। আমাদেরকে শৃংখলমুক্ত করো।
তার প্রার্থনার ঝড়ে সমুদ্র দ্বিগুণ হলো। আকাশ বিশাল হলো। আর পৃথিবীর মানচিত্র উড়তে উড়তে অসীমের পাদদেশে লুটিয়ে পড়লো। যেখান থেকে দেখা যায়
আর এক বিশ্ব
আর এক বিশাল মানচিত্র। সম্মানিত ফেরেশতারা চোখের জল ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন : আমীন, আমীন।

প্রার্থানা শেষ হলে একটি রহস্যময়ী রাতের আচ্ছাদনে
ঢাকা পড়ে গেলেন তিনি এবং পৃথিবীর বিচরণকারী আগন্তুক
মানুষের কল্যাণকামী সেইসব ফেরেশতারা ॥

www.pathagar.com

জীবন ও বৃক্ষ

গ্লাসে অনেক বেদনা
গ্লাসটি উপুড় করে দিন

বাতাসের পর্দা ফাঁক করে ওপরে উঠুন
আর একটু ওপরে
অদৃশ্য গোলকে দণ্ডায়মান এক আশ্চর্য বৃক্ষ
বৃক্ষের শেকড়-বাকলে অজস্র স্বপ্ন
বৃক্ষের প্রতিটি পাতা—সজীব জীবন

বৃক্ষটিকে নাড়া দিন
মানুষেরা স্বপ্ন পাবে
বৃক্ষকে স্পর্শ করুন
মানুষেরা অনন্ত যৌবন পাবে

জীবনেরা বড় ক্লান্ত কাচের বোতলে
বোতল ভেঙ্গে ফেলুন

গ্লাসে অনেক বেদনা
গ্লাসটি উপুড় করে দিন
বৃক্ষকে স্পর্শ করুন

স্বপ্নের পারদ থেকে মানুষ জেগে উঠুক
জেগে উঠুক জীবন বৃক্ষ এবং অনন্ত যৌবন

অনন্তের ছায়াপথ

মৃত্যুর পর কোথায় যায় আত্মারা

মৃত্যুরা থামছে ধরে স্বপ্নের জিন
তারপর কেশর দুলিয়ে উঠোন পেরিয়ে
অরণ্য পেরিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে হেঁটে চলে
প্রতিদিন কোথায় যায় আত্মারা

www.pathagar.com

জনপদে সওয়ার হলে মৃত্যুরা
ভেড়ার পশম থেকে ঝরে পড়ে ভয়ের বৃষ্টি
তারপর খেলা কেবল
তারপর হাঁটা চলা
তারপর ঘুম ঘুম

আত্মারা ঝুলে থাকে অদৃশ্য বৃক্ষে
মৃত্যুরা জিভ ঘষে তারপর বাকল কাটে
বৃক্ষ কাটে তারপর আত্মা
আত্মা নিয়ে প্রতিদিন সে কি উল্লাস মৃত্যুর বাড়ি

সারাটি প্রহর
আত্মার উঠোনে মৃত্যুর পায়চারী
তারপর অশ্ব সওয়ার
তারপর গভীর রাতে হাঁক দেয় মৃত্যু-প্রহরী
তারপর যেতে যেতে খুঁটে খায় আত্মার ফল

তারপর কোথায় যায় আত্মারা
কোথায় যায় মৃত্যুরা
সব শেষে কোথায় যাবে আত্মারা
কোথায় যাবে মৃত্যুরা

রাখাল বালক বোঝে না কিছুই

অলীক কংকাল

প্রতিটি আবাস যেন একেকটি অমাবস্যা গোর
গোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মহান কংকাল
কংকাল থেকে অসংখ্য ক্রীড়াবিদ অজগর

ঝিনুক ফেটে ছিটকে পড়ে বিস্ময়কর পুরুষ
তীর্যক বারুদে জ্বলে ওঠা গোপন আগ্নেয়গিরি

www.pathagar.com

অবাক ঝরনা দিয়ে ঝরে পড়ে তেজদীপ্ত ধারা
অদৃশ্য বোগল থেকে খসে পড়ে নাক্ষত্রিক উল্কা
সাহসের জিন ধরে ছুটে চলে দুর্দান্ত যৌবন

দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে
প্রতিটি আবাস ছুঁয়ে হেঁটে যান অলীক কংকাল

প্রাচীন শ্যাওলার মস্তক

তোমাকে লিখতে না পারার লজ্জা আমাকে আর পীড়া দেয় না
ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। কেননা জেনেছি, পুরুষের
যৌবন হিমালয় পর্বতকে পকেটে রেখে ভাটিয়ালির সুর
টেনে হেঁটে হেঁটে সমুদ্র পাড়ি দেয়। অশ্ববেগ যৌবনের
কাছে বিনম্র জোছনা কোনদিন প্রার্থিত হতে পারে না।
আমি জানি, একদিন যেখানে ছিল আমাদের
বসত ভিটে এবং দুধাল গাভীর যেখানে ছিল চারণভূমি
সেখানে আজ অস্ত্রের কারখানা। শত্রুদের ঘাঁটি। আর
কবরস্থানে বসেছে তাদের জলসা-বাজার।

সময় তো এমনই। তুষারাবর্তে ঢেকেছে নিয়ম। প্রকৃতির
চোখে মাকড়সার জাল। পাখির নীড়ে সরিসৃপের বাস।
দিনে দশবার পৃথিবী ধাবিত হয় আত্মহননের দিকে।
একটি নিয়তির সাঁকোর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মহাকাল।
আমি অদূরেই। সাঁকোর নিচে কাদাজলে মাখামাখি করে
বেঁচে আছে প্রাচীন শ্যাওলার দল। কে বলেছে শ্যাওলার প্রাণ
নেই? বহু যুগ আগে বাস্তুহারা অসহায় মানুষেরা—তাদের
আত্মাগুলো ঐ শ্যাওলার মস্তকের ভেতর গচ্ছিত রেখে যাযাবরের
মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আহা অশান্ত, অতৃপ্ত আত্মা!
ভরাট অন্ধকার ফেটে চকচক করে ওঠে মৎস্য শিকারীর
হাতের কোচ। শ্যাওলার আর্তনাদে জীন এবং পশুরা সন্ত্রস্ত। কেবল

www.pathagar.com

মানুষই শুনতে পায় না সে আওয়াজ। বৃক্ষরা শুনতে পায়। তারা জানে, শ্যাওলার মস্তকের ভেতর রক্ষিত আত্মাগুলোই আগামী কালের বিদ্রোহ। পৃথিবীর অন্তিম স্ফুলিঙ্গ।

ভাবছো, মৎস্য শিকারীর কোচে বিদ্ধ হবে আত্মাগুলি। ভাবছো, বেদখল হয়ে যাবে ভিটে, কবরস্থান এবং গোচারণ ভূমি। ভাবছো, এই অন্ধকার, এই সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এবং ঐ মৎস্য শিকারীই পৃথিবীর সর্বশেষ প্রজন্ম! অনিবার্য নিয়তি!

কিন্তু, না। অন্ধকার বিদীর্ণ করার সাহস আমার আছে। তুমি কেবল অপেক্ষায় থেকো ॥

ইতিহাসের বাড়ি

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ঐ বাড়িটা দাঁড়িয়ে একা, ভীষণ একা
ঐ বাড়িটা পাঁচশো আঁধার

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন প্রাচীন কুঁচ
কুঁচের ভেতর প্রাচীন মানুষ
ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
আরো প্রাচীন হাঁড়ি পাতিল
কাঠের খড়ম প্রাচীন পেরেক

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ঐ বাড়িটা লাটাই ঘুড়ি শূন্য বাতাস
ঐ বাড়িটা সন্ধ্যা সন্ধ্যা
ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ডাবের ভেতর পাঁচটি ছায়া দুইটি ঘুড়ি
ঐ বাড়িটা বয়স ছাড়া স্বপ্ন ভাসা রঙিন চুড়ি

www.pathagar.com

দুর্বিনীত হরিণের শিং

পায়ের কাছেই হাঁটু ভেঙে বসে আছে ঝড়
মাথার শিথানে দাউ দাউ জ্বলন্ত আগুন
ভেন্টিলিটারে ঝুলন্ত মানুষের গলিত শরীর—
এসব নির্মম খবর শুনেও এক আশ্চর্য পারদে
জ্বলতে থাকে নির্মোহ সময়ের বৃদ্ধ অর্বাচীন

হাতের তালুতে সুস্পষ্ট ভাঙনের রেখা
মৌসুম ফুরালে শেষ মানবিক দ্যুতি
এমন দুঃস্বপ্নে দীর্ঘতর হলে রাত
সূর্য ম্লান হেসে দূরে চলে যায়
সমুদ্র পেছনে হাঁটে
বসন্ত ফিরে যায়
কেবল তখনো জেগে থাকে কোনো এক ক্রোধের ধিক্কার :
চারদিক দুর্বিষহ কি এক ক্ষতের চিহ্ন
তবু বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে
শালবৃক্ষের মতো বিশাল
দুর্বিনীত হরিণের শিং

খসড়ার প্রতিবিম্ব

নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে মেঘালয় থেকে দমকা বাতাসে ছিটকে পড়া
বৃক্ষের কাণ্ডের মতো তোমার আওয়াজ এখন দৃশ্যমান বজ্রের প্রস্রবণ।

মৌসুমের হাতে এখন অসমাপ্ত কবিতার খসড়া। খসড়ার পাতলুনে
প্রতিবাদের ভোনা খিচুড়ি। কবিতার শরীরে যুদ্ধের মেশকী সুবাস।
টগবগিয়ে বলক তুলছে সমরাস্ত্রের উপমা। পাতিলে অর্ধসিদ্ধ
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুস্বাদু ছালুন।
পাশে দণ্ডায়মান অসহায় বিমর্ষ রাত। পিপাসার পানি। বাসি খাবারের
বিকট গন্ধ। এ সবই আজ অস্পৃশ্য। গ্রাহ্যের অতীত।
এমন কি বামপাশে শায়িতা হালাল শরীর।

www.pathagar.com

দুর্বিনীত সময়ের শিঙে ঝুলে আছে অনাগত ভবিষ্যৎ। শরবিদ্ধ স্বপ্নের হরিণ।
তীব্র বাতাসের গন্ধ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আশ্চর্য হরিয়াল। উড়ে যাচ্ছে
ফসলের ক্ষেত। খাদ্যের গুদাম। কারখানার ভোজ্য পণ্য। দিনান্তের আহার।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে।
কবিতা থেকে জন্ম নেবে অলৌকিক বৃক্ষ। বৃক্ষের প্রতিটি শাখায়
বিকশিত হবে যৌবনের সবুজ পল্লব। বৃক্ষকে স্পর্শ করলেই টুপটাপ
ঝরে পড়বে তেজদীপ্ত সাহস।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে।
তারপর বহমান সমুদ্র। জাফরানী মহাকাল। গগনবিদারী সোনালী
গম্বুজ। উন্মুক্ত হাওয়া। প্রভাতের সীমাহীন আলোক প্রসূন।

বৃষ্টির পেখম বেয়ে ঝরে যাচ্ছে দুঃসংবাদ। মড়ক মহামারী। ধ্বংসের
সুতীব্র চিৎকার। ঝড়ের আস্ফালনে কাত হয়ে পড়ে আছে সময়ের শালবৃক্ষ।

ভেঙ্গে গেছে সূর্যের ডান বাহু এবং জোছনার বেড়ে ওঠা কাণ্ড। চলমান
মেঘের আড়ালে বিরুদ্ধ শিবির। অশ্বের হ্রেষা ধ্বনিতে পর্বত প্রকম্পিত।
লু হাওয়ায় পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ঈর্ষার আগুন।
তবুও গ্রহের তাঁবুতে জ্যোতির্ময়ী হৃৎপিণ্ড। পবিত্র পৃষ্ঠার ভেতর অসম্ভব
অমিত তেজ। বাতাসের বিরুদ্ধে অগ্নিপ্রবাহ। তরঙ্গিত সমুদ্র লেজ
নেড়ে অলৌকিক শব্দপুঞ্জকে স্বাগত জানাচ্ছে :

কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে। তারপর প্রভাতের সীমাহীন
আলোক প্রসূন।

তোমার আওয়াজ এখন নিদ্রাহীন রাতের বুকে শব্দহীন ছায়ার প্রতীক।
তোমার আওয়াজ এখন শূন্য চায়ের কাপে নিস্তরঙ্গ অসীম শূন্যতা।
কেবল ধিক্কার ও গ্লানির আস্তরণ ফাঁক করে ভেসে যাচ্ছে
সমুদ্রগামী সৌখিন পাখি :

মৌসুমের হাতে এখন অসমাপ্ত কবিতার খসড়া। খসড়ার বর্ণগুলো
উত্তর প্রজন্ম। অলৌকিক যৌবন। মহাকাল- কালজয়ী শালবৃক্ষ।
প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধ শিবির। ঈর্ষার আগুন। অসমাপ্ত খসড়া ফেলে
এখন তো যাওয়া চলে না।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে।
সুতরাং তোমার আওয়াজ আরও দীর্ঘতর হোক। আরও কিছুটা প্রলম্বিত।

www.pathagar.com

মহা শূন্যের বারান্দা

সেই এক অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে হাজার কিলো পথ নিচে নেমে গেছি
সেখানে ঝুলন্ত এক সাঁকো
তার নিচে নদী নেই সমুদ্র নেই স্থল নেই পাহাড় নেই
তার ওপরে কোন ছাদ নেই আকাশ নেই মেঘ নেই রোদ নেই
সিঁড়ির দু'পাশে কোন অরণ্য নেই মহাদেশ নেই
তবুও কেউ যেন ডেকেছিল
কার আওয়াজে যেন সিঁড়ি হয়েছিল
সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছি
এখন পায়ের নিচে সিঁড়িও নেই
মহা শূন্যের বারান্দায় প্রাতঃভ্রমণের মতো পায়চারি করছি
হে অদৃশ্য আওয়াজের মালিক
সে যেই হোক না কেন
হোক না কোন অশরীরি, অস্তিত্বহীন
জিঘাংসার পর্বতশৃঙ্গ নড়ে ওঠার আগেই তাবৎ আচ্ছাদন ফেড়ে
আমি তাকে আবিষ্কার করবো এবং
তার জিহবার অগ্রভাগ কেড়ে নেবো
সমস্ত নৈঃশব্দ চিরে যেখানে কেবল উচ্চারিত হবে
আমার নাম—
মানুষ

এই সমতট সমুদ্র বিলাস

এই সমতট সমুদ্র বিলাস একদিন ছিল মানুষের হাতে
মানুষের ভবিষ্যৎ ছিল—উপকূল নদী গভীর অরণ্য
মানুষের স্বপ্ন ছিল—পাথর বরফ ফুঁড়ে বৃক্ষ রোপণ

এখন মানুষ অর্থ—অনড় পাথর
পাথর ফেটে ছিটকে পড়া আতীব্র তুষার

www.pathagar.com

এখন আয়না অর্থ—বিকৃত চেহারা
এখন পকেট অর্থ—অসম্ভব অন্ধকার
এখন জীবন অর্থ—পুঞ্জিভূত দীর্ঘশ্বাস

মানুষের হাতে উঠে এলে সমুদ্র বিলাস
জলের তরঙ্গ হবে অমর সঙ্গীত

এখন মানুষ অর্থ—অনড় পাথর
পাথর ফেটে ছিটকে পড়া আতীব্র তুষার
এখন মানুষ অর্থ—ভাঙ্গা এসরাজ

একদিন মানুষের স্বপ্ন ছিল পাথর বরফ ফুঁড়ে বৃক্ষ রোপণ
একদিন মানুষের হাতে ছিল এই সমতট সমুদ্র বিলাস

এখন মানুষ অর্থ—দীর্ঘশ্বাস, অসম্ভব অন্ধকার

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত
কেঁদো না যৌবন
পৃথিবীর অমঙ্গল হবে

কাছিমের পেটে বিপন্ন মানুষ
পাতিলে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চামচ থেকে ছলকে পড়ে সজীব রক্ত
তবুও মেঝেতে
ঘুমিয়ে পড়েছে

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত
কেঁদো না যৌবন
পৃথিবীর অমঙ্গল হবে

www.pathagar.com

স্বপ্নের সড়কে

এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

এই সড়কগুলো কল্লোলিত ঝরনার গান প্রপিতার কাঠের খড়ম
গড়গড়ায় স্বাদু তামাকের মৌ মৌ ধোঁয়ার কুণ্ডলী
নববধূর রঙিন পালকি ভাটিয়ালী সুরের মূর্ছনা
ঢেউ ভেঙ্গে ছুটে চলা কাঠ বোঝাই গুণটানা গহনা নৌকা
এই সড়কগুলো লাটাই ঘুড়ি ঝমাঝম বৃষ্টি বসন্তের মাতাল হাওয়া

এই সড়কগুলো জোতদার মহাজন বৃটিশ বেনিয়া চাবুকের কষাঘাত
এই সড়কগুলো মৃত্যু ব্যাধি ক্ষুধার দানব ক্রীতদাসের দগদগে ক্ষত

এই সড়কগুলো ঈসা খাঁ বখতিয়ার শরিয়াতুল্লাহ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা
এই সড়কগুলো শায়েস্তা খাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলা
অশ্বের খুরধ্বনি কামান গোলা ধনুকের টংকার
এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

এই সড়কগুলো বঙ্গোপসাগর সাগরের তুফান
তুফান ভেঙ্গে ছুটে চলা দুরন্ত হাঙ্গর
হাতীর দাঁতের তীক্ষ্ণ শাণিত তলোয়ার
গভীর অরণ্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আদিম সাহস
এই সড়কগুলো রক্ত ঘাম দাঙ্গা যুদ্ধ দ্রোহের আগুন
এই সড়কগুলো নির্ভীক চিরকাল রোদনহীন—
দেশ মহাদেশ কাল মহাকাল অগ্নিপুরুষ

এই সড়কগুলো পাথর আগুন তাম্রলিপি কঠিন শৃঙ্গ
এই সড়কগুলো শহীদ গাজী মানুষ মৃত্তিকা অসম্ভব যৌবন
এই সড়কগুলো যুদ্ধাক্রান্ত তবুও বারবার অজেয় পর্বত

এই সড়কগুলো নদী সমুদ্র ঝরনার কল্লোলিত স্বপ্নের সঙ্গীত
এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

www.pathagar.com

বিম্বিত প্রতিভাস

মানুষের চোখ থেকে উড়ে আসা ভাসমান ভালোবাসা
সে এক প্রাচীনতম দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক ক্যানভাসে আঁকা প্রকৃতির অমর পোট্রেট
মানচিত্রের কারুকাজ
মানুষ অর্থ—বাদামী তিল থেকে ছিটকে পড়া
অসম্ভব সম্মোহনী আহবান

শাদা পৃষ্ঠা অর্থ—মানুষের উজ্জ্বল হৃদয়
হৃদয়ের অসংখ্য কবুতর, শাদা পালকের ছড়াছড়ি
পালকের ভেতর তোমার উপমা, চিত্রকল্পব মহান দ্যুতি
শাদা পৃষ্ঠা অর্থ—আতীব্র স্বপ্নের প্রতীক

স্বপ্নের ভেতর তুমি আছো
তুমি অর্থ—মানুষের কার্বন পেপার
তুমি অর্থ—ফটোস্ট্যাট মেশিন, টাইপ রাইটার
তুমি রূপান্তরিত হচ্ছো মানুষের ভেতর, মানুষ মানচিত্রে
মানচিত্র—মহাবিশ্বের একক প্রতিকৃতি

শাদা পৃষ্ঠা অর্থ—তুমি, অসংখ্য ভাসমান আত্মা হৃদয় কবুতর
শাদা পৃষ্ঠা অর্থ—মানুষ মানচিত্র ভাষা এবং
একটি অখণ্ড ভালোবাসার বিম্বিত প্রতিভাস

অচেনা আর্তস্বর

একটিও জানালা নেই দরোজা নেই সারা রাত সারা দিন
এঘর ও ঘর তারপর লাইটপোস্ট গভীর ম্যানহোল
তারপর সমুদ্রের গভীরে জলের পেখমে বাতাসের ওড়নায়
অসম্পূর্ণ মানুষ এক বিকলাঙ্গ ভাসমান মেঘ বেয়ে অদৃশ্য
গোলকে কায়াহীন অসংখ্য গোলক তার বুকে পাঁচটি পৃথিবী
ষাট কোটি মানুষ অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ খাদ্যহীন বস্ত্রহীন
নক্ষত্রের পিঠে পাথরের চাষাবাদ পাথরের ফুল পাথরের পাখি

www.pathagar.com

সবুজহীন অরণ্য অরণ্যের ভেতর ডোরাকাটা সৌখিন হরিণ
ভরা বসন্তে নির্জন দুপুরে জোছনার উদোম শরীরে একান্ত পাহাড়ে
জলশূন্য যে ভূমি তাকে কেনো জলাভূমি বলা এসব অলীক প্রশ্ন
সত্য কেবল স্নানরত একজন অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মানবী আর
তার অশরীরি দেহ থেকে কেশ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া
জলের ফোঁটা আতীব্র হংকার হুংকারের ভেতর থেকে একদিন
আরশোলা হাঁটতে হাঁটতে ইতিহাসের বুকে আশ্রয় নিয়ে তারপর
প্রগাঢ় ঘুমে সহস্র বছর প্লাস্টারহীন পড়ো দালানের পেটে
গভীর রাতে অন্ধকার ফেটে গমগম করে ওঠে ইটের হৃদয়
হৃদয়ের ভেতর আছড়ে পড়ে পৃথিবীর জমাটবদ্ধ কান্নার ঢেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মানুষের আত্মা
আহা পৃথিবী তোমার মতো একাকী নিঃসঙ্গ অসম্পূর্ণ মানুষ এক
বাতাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে কেবলই কাঁদে আর মানুষের
জন্মের ইতিহাসের প্রতি বারবার ধিককার এবং অভিসম্পাত
ঝরায় কেন পৃথিবীতে একটিও জানালা দরোজা নেই কেন

প্রজন্ম এবং লাশ

ব্যক্তিগত উচ্চারণযোগ্য শব্দগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে
বারুদ-বিশ্বাসে বেলুনের মতো শূন্যে উড়িয়ে দাও
তাহলে বিষয় হতে পারে
নির্মিয়মান পৃথিবীর বাসযোগ্য জনপদ

খাটিয়াতে যে লাশ গোরস্থানমুখি
তিনিও ঘুরে দাঁড়ান
মুখ ফেরান স্বপ্নাতুর প্রভাতের দিকে

আমাদের শব্দপুঞ্জে লাশটির চোখের দীপ্তি কি
ফিরে আসতে পারে
একটি জাফরানী প্রভাত

তা না পারুক
তবুও আগামী লাশগুলি

www.pathagar.com

যেন সন্ত্রস্ত হৃদয়ে গোরস্থানমুখি না হন—
অন্তত এই প্রত্যয়টুকু লাশটি পৃথিবী থেকে
নিয়ে যেতে চান
তাকে বললাম :
হে সম্মানিত লাশ
গভীর রাতে আপনি মাঝে মাঝে এসে
আপনার ইচ্ছের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবেন

পাথর হাঁটছে

বিষণ্ণের বোতলে অসহায় পৃথিবী
ক্রন্দনরত বৃষ্টিমুখর রাত
কুণ্ডলী পাকানো বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দের ভেতর
আশ্চর্য কোরাস :

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপিণ্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার

ঈষাণ কোণে প্রতিবাদী সোলেমানী পাথর
চলমান পাথরের বুকে অসম্ভব যৌবন
পায়ের পাতার নিচে অবিশ্বাস্য অন্ধকার
মাথার ওপর কাকের বীভৎস পালক
শকুনের চিৎকার
তবুও পাথর হাঁটছে
হাঁটতে হাঁটতে এশিয়ার পূর্ব গোলার্ধে

পাথর হাঁটছে
পাথরের বুকে অলৌকিক যৌবন
হাতের আঙ্গুলে মানচিত্রের কারুকাজ
পাথর ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
জ্বলে ওঠে লাভার ফুসফুস
অদৃশ্য গোলক বেয়ে হাঁটছে পাথর
রহস্যের আড়াল থেকে ফেরেশতারা পাঠায় সালাম

www.pathagar.com

পাথর হাঁটছে
যতদূর পাথর যায় ততদূর দুরন্ত যৌবন
যতদূর যৌবন যায় ততদূর দ্যুতিময়
দুগ্ধবতী গাভীর ওলান
কলাবতী ঢেউয়ের উৎসব

যতদূর পাথর যায় ততদূর অমর ভাস্কর্য
ভাস্কর্য ঝরনা হয় ঝরনা নিসর্গের নারী
পুলকিত শিহরণে দুলে ওঠে অচেনা বন্দর
অনাবৃত গুহার ভেতর শির শির হাওয়া
মাতাল বাতাসে পাক খায় স্বপ্নের ঝিনুক

পাথর হাঁটছে
পাথর সম্মুখে পর্বতশৃঙ্গ
শৃঙ্গের জিহবায় ধ্বংসের ঘণ্টাধ্বনি
চারদিক হতাশার ধূলি
পাতিল থেকে লাফিয়ে পড়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
মাতৃগর্ভে নির্জীব শুক্রকীট
আগত শিশুর শংকিত চিৎকার :

অভিশপ্ত পৃথিবীতে যাবো না আমি

সাহসী বারুদজলে মুখ ধুয়ে
সামনে দাঁড়ায় তীব্র পাথর
পাথর ঘর্ষণে খুলে যায় পর্বতের গুহা
রেকাব উপচে পড়ে দ্রোহের আগুন
ঝড়োকায় উড়ে যায় কঠিন ধমক :

সাহসের জিন ধরে
উল্কার মতো বেরিয়ে এসো পাথর-সন্তান

মাতৃগর্ভে শংকিত শিশু
পিপাসায় চেটে খায় চাপ চাপ রক্ত লালা
জঠরের খুঁটি ধরে কেঁদে ওঠে কোমল হৃদয় :

www.pathagar.com

অভিশপ্ত পৃথিবী তো ভয়ের কারাগার

পাথর ভেদ করে উঠে আসে ক্রোধের ধিক্কার :
সাহসের জিন ধরে লাফিয়ে পড়ো শ্বাপদ শিশু
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপিণ্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার

ধিক্কারে শিউরে ওঠে রোমশ গুহা
দু'দিকে সরে দাঁড়ায় পাললিক শিলা
চিৎ হয়ে প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে অবসন্ন কাতর নদী
রক্তের তরঙ্গ বেয়ে
সাঁতরে সাঁতরে কূলে উঠে আসে পাথর শিশু

পাথর কাঁদে না কখনো

পাতর হাঁটছে
পাথরের বুকে অলৌকিক সাহস
যৌবনের নিঃশ্বাসে বহমান সুদীর্ঘ চুম্বন
চুম্বন নিঃশেষ হলে পৃথিবীতে থাকে না কিছুই

পাথর হাঁটছে
বিষণ্ণের বোতল ভেঙ্গে
অন্ধকারের লাগাম ছিঁড়ে
প্রাচীর পর্বত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে পাথর হাঁটছে
পাথরের বুকে অসম্ভব যৌবন

পাথর হাঁটছে
পাথরের সাথে সাথে যৌবন হাঁটছে
ক্রন্দনহীন জোছনাপ্লাবিত রাতে
অলৌকিক পাথর থেকে ভেসে যাচ্ছে আশ্চর্য কোরাস :

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপিণ্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার
কার
কার
কার

www.pathagar.com

জন্মান্তর

পাতার শরীরে তুমি
পাতার শরীরে ঢাকা চন্দ্র-সাঁকো
সাঁকো বেয়ে পার হয় রাত্রব্যাপী অচিন মানব

জলপরী স্বপ্ন দ্যাখে জলের ফোঁটায়
পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে—টালমাটাল
না চেনে সাঁকো সে—অবোধ বালক

পাতার শরীর থেকে নেমে এলে তুমি
ঝরে পড়ে একে একে প্লাস্টিক কভার
দুরন্ত বালক ছোটে আলগা গুহায়
পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে
টালমাটাল রাত্রব্যাপী চন্দ্র-সাঁকো

পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে—টালমাটাল
রাত্রব্যাপী
তারপর
সাঁকো চেনে গুহা চেনে
তারপর
ঘুম যায় দিনভর মোমের ছড়ি

পাতার শরীরে তুমি
পাতার আড়ালে চন্দ্র-সাঁকো কোমল কুটির
রাজকুমার সাঁকো চেনে গুহা চেনে
রাত্রব্যাপী
তারপর
দিবালোকে হয়ে যায় বংশীবাদক, কলের মানব

www.pathagar.com

পালক ছাড়ার সময়

এই মধ্য রাতে ঝরে পড়ে শীতল হাওয়া
তন্দ্রাহীন বিছানায় জেগে থাকে শাদা কবুতর
এই রাত—কোন এক পালকহীন জোছনার শরীর

নামহীন গন্ধহীন কোন এক জোছনা
পালকহীনে নেমেছে বৈরাগ্য পৃথিবীতে
পৃথিবী দেখেছে তার ক্ষুধাতুর চোখে :
পালকহীন জোছনা কী মোহময়

তন্দ্রাহীন বিছানায় জেগে আছে কবুতর
টুপটাপ ঝরে পড়ে শীতল হাওয়া
ঝরে ঝরে ঝরনা হয়
ঝরে ঝরে নদী হয়
নদী থেকে উন্মত্ত ঢেউ

সমুদ্রের বুকে ভাসমান নাবিক
অনন্ত বিস্ময়ে দেখে—
পৃথিবী পালক ছেড়ে সমুদ্রের কাচ-জ্বলা পানিতে
দাঁড়িয়ে একা

কবুতর জোছনা এবং পৃথিবী
এই মধ্য রাতে
এই তন্দ্রাহীন বিছানায় নাবিকের চোখে
সান্ধ্য প্রদীপের মতো জেগে থাকা
এক টুকরো স্বপ্নের মিছিল
সহসা মিছিলে জেগে ওঠা খোলস ছাড়ানো আমার
আমগ্ন উচ্চারিত যৌবনের প্রিয় নাম—
'মানুষ'—এবং এক ফালি জ্বলন্ত 'বিপ্লব'

www.pathagar.com

মৃদুল তুফান

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে ফিরে দাঁড়ায় বিষণ্ন ঝড়
টান টান রগের শিরায় নড়ে চড়ে বসে প্রখর সময়

সিল্কের পর্দার মতো ঝুলে আছে আধেক জোছনা
রাতের শরীর থেকে খসে পড়ে পিঙ্গল বসন
বৃষ্টির সম্ভাবনায়
রক্তের নদীতে লাফায় মাছের পোনা

চাপ চাপ বৃষ্টি পেলে রাত হবে পূর্ণ নারী
জোনাকিরা নিমগ্ন পাঠক
করাত কলের মতো একটানা সারারাত
সারারাত ভেজা ভেজা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

বৃষ্টির প্রবল প্রার্থনায়
হাঁটু গেড়ে বসে আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় নিপুণ কৃষক
চাপ চাপ বৃষ্টি পেলে রাত হবে পূর্ণ নারী
তারপর করাত কলের মতো সারারাত
সারারাত ভেজা ভেজা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
ঢেউ ঢেউ মৃদুল তুফান

সময়

এই কি তোমার নাম—বেদনা
ফুস ফুস বেয়ে নামে, ধীরে নামে সন্তর্পণে
নাভির নিম্নভাগে, অবশেষে
ফুলে ওঠে ফুঁসে ওঠে প্রচণ্ড আক্রোশে
ইথারে ইথারে ভেসে যায় চিৎকার—
এই কি তোমার নাম বেদনা
উৎকণ্ঠা উলকি আঁকে
হৃদয়ের তন্ত্রী কাঁপে
কাঁপে থর থর, দিনভর

www.pathagar.com

জীবনের ভাঁজে ভাঁজে একোন্ শব্দ বাজে
শুকিয়ে যায় কুপির সলিতা
জীবন জীবন বলে আজ
এই ভরা সাঁঝ
ডেকে ডেকে ফিরে গেছে
রেখে গেছে ঝুলিকাঁথা অঢেল ঘৃণা
এই কি তোমার নাম—বেদনা
কতটা সময় গেছে, বেড়ে গেছে বেলা
সায়াহ্ন সিঁথানে ঝোলে নিরস মৃত্যুর ফিতা
শুকিয়ে যায় কুপির সলিতা
মৃত্যু নিয়ে কে কবে করেছে খেলা
কেটে যায় কালবেলা
কতটা রয়েছে পথ, কত কিছু রয়ে গেছে বাকি
ছলো ছলো আঁখি
গোধূলি সময়ে নড়ে, চেতনার নড়ে পাতা
সায়াহ্ন সিঁথানে ঝোলে নিরস মৃত্যুর ফিতা
এক দুই করে ঝরে যায় পাতা
ঝরে বার বার
এই কি তোমার নাম—বেদনা

ভিজে মাটির ঘ্রাণ

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে
বোগলে তার জমাট অন্ধকার

অন্ধকার ভেদ করে
নেমে আসেন উজ্জ্বল ইতিহাসসম দীর্ঘ পুরুষ
তার আগমনে ভারী হয় পৃথিবীর ওলান
সমুদ্র লাফিয়ে ওঠে
বারুদ ফেটে জেগে ওঠেন বিপ্লবী

অকস্মাৎ ফেটে যায় সমুদ্র ঝিনুক

www.pathagar.com

পাখির পালক থেকে খসে পড়ে সাহসের বৃষ্টি :
ওরা শহীদ নয়—
পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘের পারদ
ওরা অদৃশ্য গোলকে ভাসমান বাতাসের হাঁস

তীর্যক চঞ্চু থেকে ঝরে পড়ে আশার বরফ :
পৃথিবী শীতল হবে

ভিজে মাটির কোমল ঘ্রাণে বেড়ে ওঠে বীজের জীবন

পিতামহের চেয়ার

এ চেয়ারখানা মূলত শূন্যেই ছিল।
ভাসমান নক্ষত্রের উপশিরা থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘের নলকূপ বেয়ে
ঝরতে ঝরতে একদিন সমুদ্রের
নীলাভ তরঙ্গে আছড়ে পড়লো। তারপর
শূন্যে, অদৃশ্যে, অলক্ষ্যে গোলকহীন।

এ চেয়ারখানা মূলত শূন্যেই ছিল।
এ চেয়ারখানা মূলত টর্নেডো ছিল।
তারও অনেক পূর্বে মূলত মানুষ ছিল।

সময় নির্মোহ হলে তারপর একদিন
এ চেয়ার অদৃশ্য হলো অন্তিম গোলার্ধে।
তারপর মানুষ হলো
তারপর অরণ্য হলো
তারপর সমুদ্র হলো
তারপর একদিন পৃথিবী থেকে দূরে।

এ চেয়ার একদিন মূলত পৃথিবী ছিল।

www.pathagar.com

চেয়ার অদৃশ্য হলে মানুষ অরণ্যে গেল
সমুদ্রে গেল পাহাড়ে গেল
উদভ্রান্ত নক্ষত্রের বাহু থেকে মুক্ত হলো
সতেরো জোছনা
তারপরন খণ্ডিত হলে চেয়ার
যুদ্ধ এলো, মহামারী এলো
মানুষ বিপন্ন হলো অরণ্য বিলীন হলো
সমুদ্র তরঙ্গহীন হলো।

এ চেয়ারখানা মূলত মানুষ ছিল।
অরণ্য ছিল। সমুদ্র ছিল।
এ চেয়ারখানায় আমার কথা লেখা ছিল।

তারও পূর্বে এ চেয়ারখানায়—
পিতামহের এবং পৃথিবীর ইতিহাস ছিল ॥

নিদ্রামগ্ন পংক্তি

নিদ্রার কাফন ছেড়ে উঠে এসো রাত
পৃথিবীর হাড় থেকে ছিটকে পড়ুক উত্তপ্ত শিশির

মানুষ তো ভুলে গেছে ছায়ার সংলাপ
থেমে গেছে টুংটাং মানবিক সারগাম
নিদ্রার কাফন ছেড়ে উঠে এসো রাত
নিরালোক গহ্বরে সভ্য হোক ক্ষুধিত পাষাণ

নিদ্রার বাঁধন ছিঁড়ে উঠে এসো রাত
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়ে
নেমে এসো তপ্ত পিঠ বেয়ে সন্তর্পণে
জনপদে স্পন্দিত শস্যের ক্ষেতে
গভীর বনারণ্যের সুদীর্ঘ সীমায়

বেদনার ঝাঁপ ফেলে উঠে এসো রাত
সুন্দর আঁধারে সভ্য হোক বিমর্ষ পৃথিবী

www.pathagar.com

কণ্ঠতালু

কণ্ঠতালু ঘেমে ঘেমে অবিরাম বৃষ্টি
হলুদ বৃষ্টিতে যায়—উড়ে যায় সবুজ চিরনি
জীবনের চুলগুলো বড় এলোমেলো
বৃষ্টিরা হয়েছে আজ বিউটি পার্লার

কণ্ঠতালু ঘেমে ঘেমে সাতটি সরব নদী
নদীর চিতল আজ নিপুণ মাঝি
গোলাপের থরে থরে খোড়ল গহ্বরে
বেঁধেছে সুখের নীড় চতুর শকুন

কণ্ঠতালু বেয়ে বেয়ে উড়ে যায় ধূমল কসমেটিক
ঝিনুকেরা মুখ দেখে সিরামিক, কাঁসার বাটিতে
আঙুলের কাণ্ড বেয়ে আনত লতায়
জিভ ঘষে মৃত্যুদূত অদৃশ্য উঠোনে

সারাদিন জীবনেরা ক্লিনিক চত্বরে
সারাদিন কণ্ঠতালু পথে ঘাটে
অবশেষে অচেনা বন্দরে

মৃত্যুর দিকে

জীবনের মতো ভালবেসে মৃত্যু
পার হতে হয় সময়ের সাঁকো

মৃত্যু কি সন্ধ্যার রং
কিম্বা জীবনের মতো
তমসিত বাতাসের ঘোড়া

তবুও জীবন—
ভালবাসি মৃত্যুর মতো
ভালবেসে ক্রমাগত হেঁটে যাই
জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

একটি বৃক্ষের কাণ্ড থেকে আর একটি বৃক্ষের জন্ম হলে
অবাক পাখিরা এই অরণ্যের সৌখিন বাসিন্দা হবে
অথচ পৃথিবীর সম্মানিত বন-বিড়াল বিপর্যস্ত সময়ের শিঙে
ঝুলতে ঝুলতে আরব্য রজনীর ঐতিহাসিক সভ্যতা
নির্মাণে ব্যস্ত

রাজপথ ফুঁড়ে বেড়ে উঠলে শকুনের অশ্রাব্য গোঙানি
মৃত্তিকা সংলগ্ন হাড়গুলি সচকিত হন
প্রাচীন হাড়ের চাহনীতে সাতটি দোজখের কপাট ফাঁক হয়ে যায়
আর তখন শহরের সব ক'টি অট্টালিকা
হ্যামিলনের ইঁদুরের মতো কপাট ভেদ করে
দ্রুত ঢুকে যায় দোজখের গুহায়

প্রাচীন হাড়গুলি একত্রিত হয়ে জনসভা ডাকেন
শাদা শাদা হাড়ের গায়ে ফেরেশতার স্বতন্ত্র আচকান
পরনে পায়জামা
দ্রোহের সুগন্ধি মেশ্‌ক ফুর ফুর করে উড়ে যায়

একটি অরণ্যের জন্যে, একটি সমুদ্রের জন্যে, নিষ্পাপ পাখির জন্যে
একটি পৃথিবীর জন্যে প্রাচীন হাড়গুলি জমাটবদ্ধ হন রক্ত এবং মাংসে
তাঁদের শরীর থেকে বিদ্যুতের বেগে ছিটকে পড়ে
ঈসা খাঁর তরবারি
তরবারি এবং অশ্বের খুরের ধ্বনিতে
খুলে যায় দুর্গম আকাশের সর্বশেষ খিড়কি

প্রাচীন হাড়গুলির অগ্নিময় কলস্বরে নফল নামাজ ভেঙ্গে
আমার পিতার অশীতিপর দেহ এখনো মধ্যরাতে যুদ্ধের মাদকতায়
অকস্মাৎ ধনুকের ছিলার মতো খাড়া হয়ে ওঠে
বিরল বাতাসের টানে

www.pathagar.com

শেষ রাতের জার্নাল

এই রাত কুমিরের মতো। সমুদ্র উপকূলে উঠে পিঠটান করে রোদ পোহাবে। আগামীকাল। আগামীকাল হবে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সরব এসরাজ। হারিয়ে যাবে দিনের সূর্য। অনন্ত গুহায়। আগামীকাল। আগামীকাল মৃত মানুষের জনসভা হবে। জীবিত মানুষ হবে টেবিল ডায়াস।

সাড়ে তিন ফুট মানুষের পিঠ বেয়ে চলমান সড়ক। মহাসড়ক। কাঁধ বরাবর গিয়ে মৃত্যু সেতু। সেতুর ওপর অটোমেটিক গাড়ি। মানুষ ছাড়া গাড়ি। আগামীকাল। আগামী কাল সমুদ্রের জলরাশি উজ্জ্বল রক্ত। চন্দ্রডোবা। অমাবস্যায় শশ্মান-গোরস্থানে লাশের মহোৎসব।

আগামীকাল কোনো ভালোবাসা জন্ম নেবে না। কোনো ফুল। কোনো কুঁড়ি। কোনো শস্য। বৃক্ষরা কেঁদে কেঁদে নিরাশ হবে। মৃত্তিকা পাথর হবে। নক্ষত্র হারিয়ে

যাবে। পাখিরা পথ হারাবে। আগামীকাল। আগামীকাল শরণার্থী পিপিলিকা সাতটি মহাদেশের কোথাও কোনো আশ্রয় পাবে না।

এই রাত কুমিরের মতো। হা করে বসে থাকবে। তার ভেতর গমনাগমন করবে মানুষের দুঃসংবাদ। ধ্বংসের চুরুট জ্বলবে। এইরাত। আগামীকাল। আগামীকাল পৃথিবী দুমড়ে মুচড়ে চার ভাঁজ হবে। ঝড়ের দৈত্য চালিয়ে যাবে সহস্র ট্যাংক। লক্ষ মিসাইল। খইয়ের মতো ফুটবে আগ্নেয়াস্ত্র তা তা থৈ থৈ।

আগামীকাল। আগামীকাল পাল্টে যাবে জিওগ্রাফী। পাল্টে যাবে এ্যানাটমী। ইতিহাস। অমর সঙ্গীত। আগামীকাল জন্ম নেবে অন্তিম ক্রোধ। জিঘাংসার জেট বিমান। আগামীকাল হবে ডবল ডিমাই অফসেট মেশিন। হোয়াইট প্রিন্ট। বাইকালার ছাপা। ভেতরে কংকালের সাক্ষাৎকার। আগামীকাল। রক্ত বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাবে দুইশো পয়েন্টের ব্লাক হেডিং। কিছু স্ক্রীন। কিছু শাদা-কালো ছবি। অস্পষ্ট। ঝাপসা। অগণিত ভুল মুদ্রাক্ষর। তারপর।—

তারপর অশরীরি নিমগ্ন পাঠকেরা অরণ্যহীন পৃথিবীহীন মানবহীন এক ভাসমান পাতালে অবগাহন করবে। ক্লান্তিহীন। আগামীকাল। আগামীকাল সকাল হবে না। সূর্য উঠবে না।

কিন্তু তার পরদিন? তারপর? তারপর? তারপর?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে

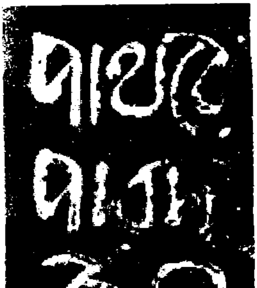

কবিতাসূচি

শতাব্দীর পিঠ থেকে ১৪১/পাষাণী প্রলয় ১৪২/দ্রোহের প্রশ্বাস ১৪২
কালস্রোত ১৪৩/অগ্নিগর্ভা বসনিয়া ১৪৪/আগুনের টিলা ১৪৬
রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায় ১৪৭/গভীর রাত্রিতে নামে ১৪৭/দরোজা খোলার পর ১৪৮
চেচনিয়া '৯৫ ১৪৯/ভূমিপুত্র ১৫০/পাথরে পারদ জ্বলে ১৫১/বিপন্ন নগরী ১৫৭
প্রতিকূলে ১৫৮/গ্রহের প্রান্তর ১৫৯/পোড়োবাড়ির শব্দ ১৬০
তুচ্ছের পারাপার ১৬১/শিলান্তর কেটে কেটে ১৬৪/ব্রাজক ১৬৫
ঘুমের ভেতরে ঘুম ১৬৬/হাড়ের মাস্তুল ১৬৭/অলৌকিক ঘোড়া ১৬৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শতাব্দীর পিঠ থেকে

বামপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে শতাব্দীর মহাকাল
ডানপাশে দীর্ঘতম সিঁড়ি, অসীম শূন্যতা
মাঝখানে ঝুলন্ত প্রহর, সময়ের পেন্ডুলাম

ভয়ংকর ঘণ্টাধ্বনি বেজে যায় এক দুই তিন
ঝরে যায় কালের শরীর থেকে নিয়মের পাতা
কাঠুরিয়া কেটে যায়
কাটতে কাটতে যায়...
আসলে কাটে না কিছুই; ঝরে না পাতা, ঝরে না জীবন
মূলত বীজের দেহ অবিনাশী ভ্রূণ, ভ্রমণ বিলাসী
ঝরে পড়ে, বৃক্ষ হয়; পুনরায় সমুদ্রে গমন

তারপর হেঁটে যায়—
হেঁটে যায় গতির সুড়ঙ্গ বেয়ে
শতাব্দীর পিঠ থেকে আর এক শতাব্দীর ফুসফুসে

পৃথিবীর চোখ থেকে নিভে গেলে মোমের শিখারা
তখনো আশ্চর্য পারদে জ্বলতে থাকে সূর্যের প্রতিম
তখনো ভাস্বরে বাঙ্ময় মানুষ, ইতিহাস, আর এক অদৃশ্য পৃথিবী
মানুষ মরে না কখনো
শতাব্দীর পর
শতাব্দীর প্রান্তে
তখনো সরব যেন সঙ্গীত মুখর, তরঙ্গের প্রতীক
তখনো সজীব কালের অক্ষরে
তখনো অমর আমি—সে কেবল মানুষের দ্যুতি

মূলত মানুষ আমি
শতাব্দীর শীর্ষচূড়া—সীমাহীন জ্যোতির উদ্ভাস

www.pathagar.com

পাষাণী প্রলয়

এখনো হৃদয় ছুঁয়ে বয়ে যায় পাষাণী প্রলয়
পাপের ছেনিতে কাটে অগ্নিময় পাথর সময়।
বৃষ্টির বেনিতে দোলে স্বপ্নহীন ক্ষয়িষ্ণু বয়স
মৃত্যুর উঠোনে হাঁটে পৃথিবীর বিষণ্ন বিলয়।

আঁধার সমীপে নতজানু চাঁদ—চাঁদের ক্রন্দন!
নিথর তরঙ্গ যেন, থেমে গেছে দ্রোহের স্পন্দন।
বিনাশে বিনাশে বারবার ধসে গেছে দীপ্ত সূর্য
অভয় অরণ্য নেই, নেই আর সবুজ প্রাঙ্গণ!

ক্রোধের সমুদ্র নেই। থেমে গেছে ঝড়ের উল্লাস।
কোথায় হারিয়ে গেছে পৃথিবীর প্রবীণ উদ্ভাস!
কেবলই ধু ধু, মরুময় প্রান্তরের পদরেখা
বিপুল বিনাশে ঝরে ঝরে পড়ে সোমত্ত উচ্ছ্বাস!

এখনো হৃদয় ছুঁয়ে বয়ে যায় পাষাণী প্রলয়
এক জীবনে কিভাবে শুষে নেব এতটা বিস্ময়!

দ্রোহের প্রশ্বাস

নৈঃশব্দের কোমর পেচিয়ে ঝুলে আছে
বিধবা প্রহর
মাথার ওপর বাস্তুহারা মেঘ
সমুদ্র উপচে পড়ে বৃষ্টির ক্রন্দন

ধ্বংসের ভাঁজ ভেঙ্গে ছুটে চলে বিভীষিকা
চারদিক শাঁ শাঁ দাঁতাল প্রবাহ
থিরথির কম্পমান মৃত্যুর গোড়ালি
উৎকণ্ঠার পাঁজর খুলে বসে আছে
পাথর বালিকা

www.pathagar.com

পাতালের নখের ওপর
কাত হয়ে পড়ে আছে শীতল কফিন
বেয়াড়া আঙুল বেয়ে ঝরে পড়ে দাহ্যের পরাগ
স্তব্ধতার বুক চিরে জেগে ওঠে—
জেগে ওঠে ফালি ফালি শৈল্পিক ক্ষতের মতো
দ্রোহের প্রশ্বাস

কালস্রোত

এখানে অশেষ ঘৃণা, চকচকে ধাতব কৃপাণ
এখানে অশেষ পাপ, ক্ষুধা মৃত্যু বিষাক্ত-বিষাণ।
কোথায় এনেছে টেনে কালস্রোত! বালুর ওপর—
তাপিত বুকের পরে হাল টানে জীনের কিষাণ।

মানব হৃদয় আজ ধু ধু বালু—চরের প্রান্তর
মানব হৃদয় তো তুচ্ছ নয়, তাদেরও রয়েছে অন্তর—
একথা ভুলেছে কাল-মহাকাল। উজানের স্রোত—
কোথায় এনেছে টেনে এ কোন্ দুর্গম তেপান্তর!

আমি তো মানুষ বটে, আমারও ক্ষুধা-দ্রোহ জাগে।
আমি তো পৃথিবী বটে; ভুলে গেছো বহুকাল আগে—
দু'হাতে প্রভাস নিয়ে পলিমাটি ঝর্ণা নদী জলে
ডেকেছিলাম প্রকৃতি-প্রবাল সবুজ অনুরাগে।

হে পৃথিবী, পড়ে আছো বুকে নিয়ে দগদগে ক্ষত
ধাতব কৃপাণ দেখো কেটে যায় এক দুই-অবিরত।
বলো, থামো হে ধাতব! যুদ্ধ, ক্ষয়, রক্তের সহিস!
আমাকে বাঁচতে দাও শঙ্কাহীন অরণ্যের মতো।

আমি তো পৃথিবী বটে তরঙ্গিত কালের তুফান,
হে অবোধ! থামাও ধাতব নেশা, থামাও কৃপাণ।

www.pathagar.com

অগ্নিগর্ভা বসনিয়া

আইদা—আট বছরের ধর্ষিতা বোন আমার
নাদিয়া—নির্যাতিতা প্রিয়তমা
তোমাদের মতো সহস্র শরীরে সার্বিয় হায়েনার ক্রোধের বিষ
তবু ভয় পেয়ো না
ওই ক্রোধ থেকেই হয়তোবা ভূমিষ্ঠ হবে
মূসার মত কোনো বিদ্রোহী বীর
ওই ক্রোধ থেকেই হয়তোবা সহসা পাথর ভেদ করে
লাফিয়ে উঠবে সহস্র সালাহউদ্দীন

অগ্নিগর্ভা বসনিয়া—
তোমার অর্থ এখন—সবুজহীন ধু ধু প্রান্তর
মানবতাহীন হায়েনার অট্টহাসি
রক্তের প্লাবন
বন্দী শিবিরে শিশুর ক্রন্দন
বোনের চিৎকার
মজলুমের আর্তনাদ
বসনিয়ার অর্থ এখন—শ্বেত ভল্লুকের নির্লজ্জ পদধ্বনি, লাশের স্তূপ

ক্রোশিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে এ কোন্ রোদনের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
হায় বসনিয়া
সার্বিয় দস্যুরা এখন ঘৃণার উপমা

'তুজলা' এখন উৎক্ষিপ্ত লাভা, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি
'তুজলা' এখন সম্ভ্রমহারা রমণীর শোকার্ত অভিশাপ
'তুজলা' এখন নৃশংসতার দাবদাহ, গলিত পর্বত

ব্যর্থ জাতিসংঘ পারেনি ফিরিয়ে দিতে তোমার সম্ভ্রম
তবু ভয় কি স্বদেশা—
তোমার সম্মুখে জেগে আছে শতকোটি প্রাণ
সম্মুখে যুদ্ধ

www.pathagar.com

পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র
এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রজ্জ্বলিত হবে বিজয়ের সোনালী সূর্য

হে পৃথিবী, অশান্ত পৃথিবী
আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি চূড়ান্ত যুদ্ধের মুখোমুখি
আমাদের পায়ের নিচে জ্বলন্ত লাভা
সম্মুখে সার্বিয় মাতাল ভল্লুক
বর্বরতার আদিম প্রশ্বাস
হায়েনার অট্টহাসি
পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র
হে পৃথিবী, অশান্ত পৃথিবী
যুদ্ধ ছাড়া তোমার জন্যে আর কোনো সুখবর নেই

হে অনন্ত
হে অদৃশ্যের মালিক
বসনিয়ার প্রতিটি শহীদের হাড়কে বানিয়ে দাও তুমি
একেকটি লক্ষ্যভেদী কামান
বন্দী শিবিরের প্রতিটি মজলুমের নিঃশ্বাস যেন হয়ে যায়
একেকটি গ্রেনেড
ধর্ষিতা রমণীর প্রতিটি অশ্রুকণা যেন হয়ে যায়
একেকটি এটোম
বসনিয়ার ক্রন্দনরত প্রতিটি অসহায় শিশুকে বানিয়ে দাও তুমি
ধ্বংসের মিসাইল, অদৃশ্যের আবাবিল

বসনিয়ার জন্যে আর কোনো শোক নয়
এখন আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি
সম্মুখে যুদ্ধ
পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র

আইদা—আট বছরের ধর্ষিতা বোন আমার
নাদিয়া—নির্যাতিতা প্রিয়তমা
বসনিয়া—হে অগ্নিগর্ভা বসনিয়া

www.pathagar.com

তোমাদের শরীরে সার্বিয় হায়েনার ক্রোধের বিষ
তোমরা এখন প্রসব করো মূসার মতো কোনো বিদ্রোহী বীর
তোমরা প্রসব করো সহস্র সালাহউদ্দীন

যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীর জন্যে আর কোনো সুখবর নেই

বসনিয়া—হে অগ্নিগর্ভা বসনিয়া
এশিয়ার প্রান্ত থেকে
বাজের চঞ্চুতে পাঠালাম সার্বিয় হায়েনার জন্যে ঘৃণার এটোম
আর ঈগলের ডানায় পাঠালাম
তোমার বিধ্বস্ত ছতর ঢাকার জন্যে একখণ্ড সান্ত্বনার বস্ত্র
এবং চেয়ে দেখ—
উন্মাতাল ঢেউয়ের গম্বুজ ভেঙ্গে আমরা এখন
তোমার পাশাপাশি
হারজেগোভিনার পাহাড়ের পাদদেশে
আমরাও এখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত

আগুনের টিলা

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া

বারুদের শিঙে ঝুলে আছে বিপন্ন পৃথিবী
রোমশ গ্রহের ভেতর প্রাচীন পুরুষের চিৎকার
আগুনের টিলার ওপর—
তবুও বেঁধেছে বাসা মোমের পাখিরা

সৌরতাপে গলে পড়ছে মেঘের চর্বি
নির্মম পাতিলে পোড়ে জোছনার দেহ
পুড়ে যায় ইতিহাস কালের মাংস

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া
বারুদের শিঙে ঝুলে আছে বিপন্ন পৃথিবী

www.pathagar.com

পৃথিবী মুছে যায়
মুছে যায় কুষ্টিনামা—প্রান্তরের পদচিহ্ন

কি আশ্চর্য
বহমান প্রশ্বাসও বিনাশের চাকতির মতো
পরিহাস করে যায় অবিরত

রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায়

কী এক
দুর্বিষহ দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ সাঁকোর ওপর
দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ পৃথিবী
ভয়ংকর প্রহরগুলো হেঁটে যায় দৈত্যের মতো সমুদ্র
মাড়িয়ে
প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুর্ভাগ্যের এক ধূর্ত দূত
মানুষের চোখ থেকে নিভে গেলে স্বপ্নের প্রদীপ
তখন কি অবশিষ্ট থাকে কেবল ধূসর এক স্মৃতি
তখন কি কেবলই ক্ষয়, অনন্তব্যাপী ধ্বংসের ধূম

শতাব্দীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছো কে তুমি
নির্বাক
উঠে এসো বিলয়ের গহ্বর থেকে
এবং দাঁড়িয়ে যাও
প্রশান্তির পাখা হাতে রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায়

গভীর রাত্রিতে নামে

গভীর রাত্রিতে নামে অদৃশ্য ঘোড়াটি।
ঝরে পড়ে অরণ্যের শষ্প তরু পাতা।
সৌর থেকে নেমে আসে মৌনতার ছাতা।
নির্জন রাত্রিতে বেঁধে তীরের ফলাটি—

www.pathagar.com

ঠিক এইখানে—পর্বতের মাঝখানে।
ছলাৎ ছলাৎ ভাঙ্গে দিব্য জলচিত্র;
চিত্রের মানুষগুলো ছিল সবখানে।
এখনতো লাশ হয়ে ঘোরে কি বিচিত্র
ভঙ্গিতে—বৃষ্টিতে; নদী ও মেঘের রাজ্যে
ঘোরে খুলিহীন লাশ—হাওয়ার সাম্রাজ্যে।

চুলার ওপরে আসিদ্ধ লাশের মাংস।
ওপাশে জমাট রক্ত, পরিপূর্ণ বাটি।
'লাশগুলো অভিজাত, অনিবার্য খাঁটি'—
বাঘিনীর চোখে ভাসে তৃপ্তির প্রশ্বাস।
এ কেমন রাত—কি ভয়ঙ্কর প্রার্থনা!
কবরের চারপাশে ফেরেস্তা নামে না!

হাওয়ার প্রান্তর কেটে অদৃশ্য ঘোড়াটি
লোকালয়ে বিঁধে যায় তীরের ফলাটি ॥

দরোজা খোলার পর

দুঃসহ নীরবতার মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় আলম্ব আঁধার
উন্মুখ ছায়ার মাঝে পড়ে থাকে ক্লান্ত জিহ্বা
জিহ্বার সড়ক বেয়ে হেঁটে যায়—
শাদা বরফের মতো পর্বত সময়

শরাহত কংকাল যেন ডেকে যায় বারবার
ডেকে যায় জীনের রাখাল—
মৃত্যুর গোড়ালি যেখানে রয়েছে জেগে
যেখানে ছড়িয়ে রেখেছে কাফন ডানা

ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো দু'হাতে পেঁচিয়ে
গৃহের ভিতর থেকে কেশে ওঠে প্রাচীন পাথর :

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে কেটেছে সহস্র সকাল
এইতো জেগে ওঠার প্রদীপ্ত প্রহর

অকস্মাৎ জেগে ওঠে বৃক্ষের প্রতীক
তারপর নিরালোকে খুলে ফেলে তাপিত বসন
তারপর একে একে খুলে যায় কালের কপাট

আঁধার দু'ভাগ করে ভেসে ওঠে অলৌকিক সিঁড়ি
সিঁড়ির মাস্তুলে আর এক শোভিন প্রচ্ছদ
ঘৃণার পালক ফেলে উড়ে যায়—
আনগ্ন পৃথিবী ছেড়ে মাতিসের হাঁস

দরোজা খোলার পর—
বৃক্ষের প্রতীক হয় পর্বত শিখর, সমুদ্র স্বভাব
তারপর আশ্চর্য মস্তক বেয়ে ঝরে পড়ে প্রবল প্রশ্বাসে
দাহ্যের দহন

তারপর রহস্যের তোরণ পেরিয়ে
অনন্তের পথ বেয়ে ছুটে চলে—
ছুটে যায় কালজয়ী দুর্বিনীত চিত্রল যৌবন

চেচনিয়া '৯৫

চেচনিয়া জ্বলছে!
পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চেচনিয়া পৃথক কোনো উপগ্রহ নয়।
সেটাও স্বাধীন মানুষের আবাসস্থল এবং তারা মুসলমান।

ইয়েলৎসিন!
তোমার প্রেরিত রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুকেরা
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ধ্বংস করতে চায় স্বাধীন চেচনিয়া।
ইয়েলৎসিন!
তুমিতো জানো না—

www.pathagar.com

লক্ষ শূকরের প্রমত্ত উল্লাসেও গ্রাস করতে পারে না
বিশ্বাসের এতোটুকু ভূ'ভাগ।

চেচনিয়া জ্বলছে!
যদিও তাদের নেই মার্কিন স্টিঙ্গারের মতো ক্ষেপণাস্ত্র।
তবুও তাদের হাতে আছে এমন এক অদৃশ্য অস্ত্র—
যা সহস্র ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও হতে পারে ভীষণ ভয়ংকর।
সেই অলৌকিক অত্যাধুনিক অস্ত্রের নাম—বিশ্বাসের দাবানল!

দ্যাখো, চেচনিয়ার সকল উপত্যকা থেকে আজ
জ্বলে উঠছে সেই বিশ্বাসের আগ্নেয়গিরি।
গ্রোজনি এখন সাহসের স্তম্ভ, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

চেচিন থেকে—ক্রেমলিন
বাংলাদেশ থেকে—পৃথিবীর শেষ অবধি
যতোদিন না হয় প্রশান্ত—বিশ্বাসের অধিগত
দ্রোহের আগুনে ততোদিন জ্বলতে থাকবে—
পাহাড় সমুদ্র এবং প্রতিটি অজেয় পর্বত।

চেচনিয়া কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপের নাম নয়।
বিশ্বের সহানুভূতিশীল প্রতিটি মানুষের
প্রজ্জ্বলিত হৃৎপিণ্ডের নাম—চেচনিয়া।

ভূমিপুত্র

মনে আছে, একদিন রাতের গভীরে
নেমেছিল মৃত্যু, আর বৃক্ষের শরীরে
বিঁধেছিল ভূমিপিতা আগুনের তীরে।
মনে আছে, একদিন বৃক্ষের শরীর—
রক্তাক্ত নদীর পাড়ে পড়েছিল একা
জানো নাকি ভূমিপুত্র—এখনো সে কথা
বাতাসে ফেরারী; এখনো হয়নি লেখা
ইতিহাসে—অরক্ষিত ভূমির মমতা।

www.pathagar.com

বাতাসে বাতাসে ছিলে ভাসমান তুমি
ভ্রূণের অতলে ছিলে দৃশ্যমান তুমি
হাওয়ার বাকল ফুঁড়ে নেমে এলে তুমি
লোকালয়ে রটে গেল পুরাণ প্রবাদ।
অবিরত রক্তপাত—বিষাদে বিষাদ।
চেয়ে দেখ ভূমিপুত্র, তোমারই ভূমি—
অকর্ষিত, মৃত আর গুল্মের গহন
জলাভূমি—আগ্নেয়গিরি দাহনে দহন।
ভূমিপিতা তীরবিদ্ধ; অরক্ষিত ভূমি
ভূমিপুত্র—এই ভূমির মালিক তুমি ॥

পাথরে পারদ জ্বলে

পাথরে পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ

১.
আদিতে কোনো মৃত্তিকা ছিল না
হয়তো ছিল না
আদিতে কোনো পৃথিবী ছিল না
হয়তো ছিল না
পাহাড় পর্বত সমুদ্র ছিল না
আদিতে এসব ছিল না কিছুই
হয়তো ছিল না

তবুও আমি ছিলাম :
আমি ছিলাম—অনন্ত হাওয়া
আমি ছিলাম—অসীম নীলাকাশ
আমি ছিলাম—সূর্যের উদ্ভাস
আমি ছিলাম বিস্মিত বিস্ময়
আমি ছিলাম তোমার ভেতর—
রহস্যের বুদ্বুদ

www.pathagar.com

আমি ছিলাম
এবং তারপর...........

২.
তারপর একদিন হাওয়ার পাল ছিঁড়ে নেমে এলাম
আমার পিঠের ওপর জেগে উঠলো
সাতটি মহাদেশ পাঁচটি মহাসাগর
অদৃশ্য ফলকে লেখা হলো আমার নাম
একেকটি রহস্যের তোরণ পেরিয়ে আমি
প্রবেশ করলাম বিস্ময়ের গভীরে

তারপর প্রকৃতির বাহন হয়ে নামতে নামতে
বৃষ্টি হয়ে ঝরতে ঝরতে
একদিন আমার থেকে বিযুক্ত হলাম
শীর্ণ নদীর মতো শুকাতে শুকাতে অবশেষে একদিন
নিঃশেষ হলাম

আমাকে ডেকে নাও সমুদ্র শরীর
আমাকে ডেকে নাও হাওয়ার মেয়ে
আমাকে ডেকে নাও মেঘের পালক
আমাকে সম্পূর্ণ হতে দাও
হতে দাও সম্পন্ন বায়ুর বালক

আমাকে ডেকে নাও অনন্ত মহাকাল
ডেকে নাও ক্ষয়িষ্ণু প্রহর থেকে
অনিঃশেষ জীবনের দিকে

আমাকে ডেকে নাও সবুজ অরণ্য
আমাকে ডেকে নাও অলীক উদ্ভিদ
আমাকে ডেকে নাও বাষ্প হাওয়া
প্রতিহিংসার উপত্যকা থেকে ডেকে নাও
আমাকে কাটাতে দাও প্রশান্তির বিছানায়
বৃষ্টির বালিশে

www.pathagar.com

৩.

কোথাও বৃষ্টি নামছে
অগ্নি-বলাকার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে ঘৃণার বৃষ্টি
কোথাও আগুন জ্বলছে
পৃথিবী জানুক আর না জানুক
কোথাও যুদ্ধ চলছে

টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে অশেষ বিষণ্নতা
বিষণ্নতা—কপোতাক্ষর ছেলে
বিষণ্নতা—রূপসার মেয়ে
বিষণ্নতা—পৃথিবীর মানচিত্র
বিষণ্নতা—ঝুলে আছে—
সূর্যের শার্শিতে, সময়ের কানকিতে

টেবিলের নিচে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছে ব্যর্থতা
ব্যর্থতা—চন্দ্রলোকের আমৃত্যু শৈশব
ব্যর্থতা—প্রকৃতির আজন্ম কৈশোর

ব্যর্থতা—সূর্যের দুরন্ত যৌবন
অনন্ত সংগ্রাম
দাউ দাউ রাজপথ
ব্যর্থতা—প্রভাতের তীব্র কণ্ঠস্বর
বিপ্লবের মেনুফেস্ট

কোথাও বৃষ্টি নামছে
কোথাও আগুন জ্বলছে
পৃথিবী জানুক আর না জানুক
কোথাও যুদ্ধ চলছে
রক্তবৃষ্টির ভেতর জেগে উঠছে কোথাও প্রান্তরের পদরেখা
জেগে উঠছে বিপুল বিস্ময়কর শ্যামলিমা
দ্বীপের কন্যা

www.pathagar.com

৪.

—অনিঃশেষ অন্ধকারে বিস্তীর্ণ দ্বীপের বুকে
দাঁড়িয়ে আছি একা। তুমি কি আমার
অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছো? তুমি কোথায় এখন?
কত দূরে?

—এইতো আমি হাওয়ার ফুসফুস। এইতো আমি
তোমার কাছে। জোছনারোদে চুল শুকাচ্ছি।
আর একটু কাছে এসো। আমাকে স্পর্শ করো।

—আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে।
কিভাবে স্পর্শ করবো?

—কেন পারবে না? আরও কাছে এসো। মাত্র
দু'ইঞ্চি। মাঝখানে বহমান নদী সমুদ্র দেশ
মহাদেশ পাঁচটি মহাসাগর। আরও কাছে এসো।
মাত্র দু'ইঞ্চি। এইতো আমি তোমার কাছে
জোছনারোদে চুল শুকাচ্ছি।

—কোথায় কাছে? কোন্ পাশে? [আমার কণ্ঠস্বরে
কোমর দুলিয়ে হেসে উঠলো রাতের দেহ।
কেঁপে উঠলো অন্ধকার। কেঁপে উঠলো শীতল
হাওয়ায় মেঘের পালক।]

—এইতো আমি এখানে। মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে।
মাঝখানে বহমান নদী সমুদ্র দেশ মহাদেশ
পাঁচটি মহাসাগর। এইতো আমি তোমার
সম্মুখে। জোছনারোদে চুল শুকাচ্ছি।

—জোছনা কোথায়? অন্ধকার ছাড়া আমি তো আর
কিছুই দেখি না। আজ কি প্রভাত হয়েছিল?
সূর্য উঠেছিল?

—কেন উঠবে না! তবুও তারা বারুদের গন্ধে
কম্পমান ছিল। তুমি আমাকে স্পর্শ কর।
আমরা যুদ্ধ বারুদ আর রক্তের উপত্যকা
পেরিয়ে চলে যাবো গ্রহের প্রান্তর।
হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আমরা বানাবো
আর এক পৃথিবী। আমাদের বুকের ওপর

www.pathagar.com

সমুদ্র হবে। অরণ্য হবে। নবান্নের উৎসবে
মুখর হবে প্রকৃতি। আমরা গড়ে যাবো
স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত। তারপর শুদ্ধ হবো অলৌকিক
ঝরনাধারায়। তারপর জোছনারোদে চুল শুকাবো।
আমরা পৃথিবী হবো—বিস্তীর্ণ বিশাল। এ
পৃথিবী তো অনেক প্রাচীন, ঝিনুক আধার।

তন্দ্রার আচ্ছাদন ছিঁড়ে এসো আমরা জেগে উঠি।
এসো আমরা গড়ে যাই আর এক পৃথিবী। গড়ে যাই
প্রজন্মের সাহসী তুফান। এ পৃথিবী অনেক প্রাচীন
ঝিনুক আধার। এ পৃথিবী ভাঙতে ভাঙতে হয়েছে
নিঃশেষ।

৫.
তবুও পৃথিবী। মায়াবী পৃথিবী কাঁপছে কেমন।
ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তার প্রাচীন দেহ।
গুটিয়ে নিচ্ছে জল-বায়ুর ডানা।
অস্বীকার করছে আমাকে।
অথচ আমিই পৃথিবীকে ফুল ফসল আর
প্রাকৃতিক ভারসাম্যে গড়ে তুলেছিলাম।
আমাকে অস্বীকার করলে পৃথিবীর
থাকে না কিছুই।

আমি তো বহন করেছি পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধ
মড়ক মহামারী দুঃসহ মহাকাল।
আমি তো শুষে নিয়েছি পৃথিবীর সকল সন্তাপ।
আমাকে অস্বীকার করলে পৃথিবীর থাকে না কিছুই

আমাকে অস্বীকার করলে সূর্যকে ঘুম ভাঙাবে কে?
আকাশ থেকে মেঘ কুড়িয়ে কে আর বৃষ্টি ঝরাবে?
প্রকৃতির উনোন জ্বালিয়ে কে আর রান্না বসাবে?
আমাকে অস্বীকার করলে

www.pathagar.com

সমুদ্রের তলদেশে কে আর শস্য ফলাবে?
কে আর গ্রহলোকে তোমার জন্যে বসত বানাবে?

পৃথিবী সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে
তবুও পৃথিবী—মায়াবী পৃথিবী,
আমাকে অস্বীকার করলে তোমার থাকে না কিছুই।

যদিও জানি আমি—মৃত্যু রহস্য
যদিও জানি...

৬.
চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। তেজদীপ্ত সূর্য। সম্মুখে সহস্র সন্ধ্যা।
অঢেল অমানিশা। গভীর রাত। নিস্তব্ধ গোরস্থান। সম্মুখে
সহস্র কাল বৈশাখ। দুর্বার তরঙ্গ। অজস্র তুফান।

সম্মুখে বিশাল পর্বত। উত্তপ্ত লাভা। পেছনে সমুদ্র। দশ হাজার
মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে বিনাশের দুঃসংবাদ। পরিচিত মুখগুলো
অস্পষ্ট-ঝাপসা দীঘি যেন আঁধারের প্রেত। বাণিজ্য বাতাসে
ভাসমান পাতিহাঁস। ঝিনুক-জলে মুখ ডুবিয়ে সমুদ্র খোঁজে
অন্ধ সওদাগর। ভয়ানক শরীর থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে
আগুনের বৃষ্টি। শয়তানের পেচ্ছাবে দূষিত প্রকৃতির জল-হাওয়া।

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। কুটিল ষড়যন্ত্র। হিংসার দাবদাহ।
পেখম তুলে ধেই ধেই করে নেচে যাচ্ছে চতুর শকুন।
অন্ধ-গুহা থেকে ফুঁসে উঠছে বিষের ফণা। বাজের নখর।

ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক।
রুদ্ধশ্বাস সময়ের পিঠে সওয়ার আমি বাতাসে।
তবুও আমার হৃদয়ে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি। পায়ের নিচে
প্রজ্জ্বলিত দাবানল। অলৌকিক কলস থেকে ক্রমাগত ঝরে
পড়ছে দুর্বিনীত মাথার ওপর সাহসের বৃষ্টি।

www.pathagar.com

আমি তন্দ্রার কাফন ছেড়ে জেগে উঠছি এবং
এভাবে বিস্তারিত হচ্ছি। দু'হাতে ভেঙ্গে যাচ্ছি বিনাশী প্রহর।
আমার চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি—বিশাল হিমালয়।
তবুও টানটান—অসীম পর্বত।
তবুও ফলবান বৃক্ষ আমি আশ্চর্য পৃথিবী।

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। হিংসার দাবদাহ। তবুও
সকল রক্তচক্ষু ভেদ করে
প্রতিকূলের ছাদ ফুঁড়ে
আমার বাহু দু'টি স্পর্শ করেছে
সীমাহীন সীমানা।
এবং দেখ বৈরী হাওয়া, দেখ পৃথিবী—
সকল বিরুদ্ধতার আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার বিদ্রোহী কেশরাশি
কিভাবে আকাশ ছুঁয়ে যায়।

বিপন্ন নগরী

সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর।

পাপের ছেনিতে কাটে বিষাক্ত জীবন
রক্তের নদীতে ভাসে স্বপ্নের ফানুস
ত্রাসের নগর যেন ক্ষুধার্ত কুকুর।

পাপিষ্ঠ নগর থেকে পালাও মানব
চলো যাই লাভা ছেড়ে অরণ্যের কাছে
যেখানে রয়েছে জেগে মমতার চাঁদ
যেখানে রয়েছে প্রাণ—প্রেমের স্বভাব।

www.pathagar.com

নিরন্ন নগর যেন কুষ্ঠের বাহন
পালাও নগর থেকে পালাও মানব।

হায় বিপন্ন নগরী,
এখানে রুটির চেয়ে সুলভ রমণী ॥

প্রতিকূলে

চারপাশে দাবদাহ, শকুনের চিৎকার
নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত পৃথিবী
অস্তিত্বের প্রলম্ব স্মারক
পালাও পালাও বলে
নিয়ত শাসিয়ে যায় দাঁতাল প্রবাহ

আমি তো গ্রহের ওপর বেঁধেছি বাসা
ধারণ করেছি বুকে সকল পর্বত
পাঁজরে নিয়েছি তুলে ঝড় আর দুর্ধর্ষ প্লাবন
এইতো দাঁড়িয়ে আছি
আগ্নেয়গিরির চূড়ার ওপর

প্রশ্বাসে লাফিয়ে ওঠে আর এক সাহসের ঢেউ
ক্রোধের গম্বুজ ফেটে জেগে ওঠে বজ্রের কোরাস :
আয়নায় দ্যাখে না ভয়ে যে নিজের চেহারা
কখনো ভাঙ্গতে পারে কি সে কালের গরাদ

বাতাস দু'ভাগ করে চলেছি দুরন্ত নক্ষত্রের ঘোড়া
কেটেছি দু'হাতে সহস্র আঁধার, তীব্র অমানিশা
আমি তো পালাতে জানি না

ভাঙ্গনই আরাধ্য আমার, আতীব্র তৃষ্ণার পানি
পেছনে ফেরার জন্যে
আমি কোনো দরোজা রাখিনি

www.pathagar.com

গ্রহের প্রান্তর

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
বাতাসের পর্দা ছিঁড়ে ভেসে যায়
পোড়ামাটির ধূপের ঘ্রাণ
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রাখাল বালক
ধূসর প্রান্তর

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
স্বপ্নাতুর হৃদয় এখন বিষাদের প্যারাসুট
মানুষেরা কলের বেলুন
নদীগুলো ভেঙ্গে যায়
পৃথিবী গড়িয়ে যায়
গড়াতে গড়াতে অবশেষে সমুদ্র কাছিম

তিমি'র কানকি ধরে
বুক টেনে হেঁটে চলে সমুদ্র কাছিম
পৃথিবীর ঠোঁট থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে রক্তবৃষ্টি
ঝরে পড়ে বিষাদের বেদনার ক্ষয়ের সন্তাপ
রাখাল কাঁদে না তবু

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
নদীগুলো ভেঙ্গে যায়
পৃথিবী গড়িয়ে যায়
গড়াতে গড়াতে অবশেষে সমুদ্র কাছিম

রাখাল কাঁদে না তবু
হাওয়ার জিন ধরে ছুটে চলে রাখাল বালক
ছুটে চলে পৃথিবীর বুক চিরে সমুদ্র কাছিম ছেড়ে
অন্য এক গ্রহের প্রান্তর

www.pathagar.com

পোড়োবাড়ির শব্দ

প্রকৃতির অভিশাপে যে পোড়োবাড়িটি জীনের দখলে
তারও ইটের ভাঁজে বিঁধে আছে পরিশুদ্ধ কান্নার ঢেউ
নিস্তব্ধ-গভীর রাতে কখনো বা কেঁদে ওঠে প্রাচীন পাঁচিল

এইসব কক্ষের ভেতর একদিন ছিল ক্রীড়াবিদ অজগর
ছিল রক্ষিতা দাসীর দীর্ঘশ্বাস
সেই শব্দগুলো ফিরে আসে—
ফিরে আসে মৌসুমী বায়ুর মতো বেগবান
পুঁথির ভেতর থেকে উঠে আসে বীরাঙ্গনা সোনাভান

পোড়োবাড়ি থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো
মহোত্তম মৃত্যুর প্রশ্বাস
অতীতের দীর্ঘতম ছায়ার ভ্রমণ
এই শব্দগুলো অরণ্যের—বয়স্ক বৃক্ষের রোদন

এই শব্দগুলো বিষণ্ন প্রবীণ
অজগর বেষ্টিত বিপন্ন পৃথিবীর চিৎকার
অতীতের দীর্ঘতম ছায়ার ভ্রমণ
কখনো বা মৃত্যুগুলো বিষাদে দ্রবণ

মৃত্যুও ব্যথিত হয়
অকস্মাৎ কেঁদে ওঠে বৃষ্টির অধিক

www.pathagar.com

তুচ্ছের পারাপার

বিশুষ্ক ভ্রূণগুলি পড়ে আছে। পড়ে আছে বহুকাল। ভ্রূণের ওপর ভ্রূণ। ভ্রূণের ওপরে পৃথিবী এবং মহাকাশ। মহাশূন্যের বাগানব্যাপী সমুদ্রের তলদেশে, হাওয়ার গভীরে ভ্রূণের স্তূপ। অদৃশ্য ঝাড়ুর ডগায় উড়ে যায় প্রভাতে। উড়ে যায়। পুনরায় বাতাসের ডানার ঝাপটায় আছড়ে পড়ে গুল্মহীন উত্তপ্ত বালুর ওপর। মস্তকহীন ভ্রূণগুলি বিকলাঙ্গ। বস্ত্রহীন ভ্রূণগুলি নারী-পুরুষ শিশুর জ্যোতি। ভ্রূণের হাত পা ছড়িয়ে আছে চারদিক। ছড়িয়ে আছে চোখ মুখ শিশ্নাঙ্গ এবং মাথার খুলি। ভ্রূণগুলি যুবক যুবতী নবীন প্রবীণ। বিশুষ্ক ভ্রূণগুলি উড়ে উড়ে পাক খায় শূন্যের গভীরে।

সর্দার কহিল :

মহাশূন্য এবং সমুদ্রের তলদেশে যাও। ভ্রূণের
অঙ্গগুলি কুড়াইয়া আনো গভীর মমতায়।
অত:পর তাহাদের শরীরে গাঁথিয়া দাও।
অত:পর কুটিরে কুটিরে যাও। অত:পর—
অত:পর খুলিয়া দাও প্রসবের দ্বার। অত:পর—
ফুঁ দাও। হাওয়া দাও। বাষ্প দাও। অক্সিজেন
দাও। অত:পর কথা কহিতে কহো। কহো।

শ্রমিকগণ কহিল :

কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। ভ্রূণগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
কুড়াইয়া আনিয়াছি। কিন্তু পৃথিবী তো বাঁকিয়া
বসিয়াছে। উহারা নাকি বিদ্রোহ করিতে পারে।
তবুও চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আলো পাইবো
কোথায়? সূর্য তো হারাইয়া গিয়াছে। থামিয়া
গিয়াছে হাওয়ার চলাচল। অক্সিজেন পাইবো
কোথায়? ভ্রূণগুলি নড়িতে পারিতেছে না।
কহে না কথা। উহারা পড়িয়া রহিয়াছে
পূর্বের মতো। এখন কি হইবে! কি হইতে পারে!

সর্দার কহিল :

হতাশ হইও না। চেষ্টা করিতে থাকো। বারবার।
কহিবে। কহিতে হইবে কথা। উহারা মৃত নয়।
নৃশংস যাদুর শিকার। পুনরায় চেষ্টা করিতে থাকো।

www.pathagar.com

উহাদের কানে কানে পিতা ও পিতামহের
কথা কহো। কহো ইতিহাসের কথা।
কহো স্বপ্নের কথা। কহো কানে কানে
কহো। উহারা জাগিয়া উঠিবে। কহিবে কথা।

শ্রমিকরা ঘেমে উঠলো। ঘামে ঘামে জলপ্রপাত। ঝরনার ধারা। ঝরনার সাথে সাথে ভেসে আসে পাথর নুড়ি। পাথরের আঘাতে পৃথিবী চৌচির। পৃথিবীর ফাঁকে ফাঁকে নেমে আসে ভ্রূণেরা। নেমে আসে সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। তারপর পুষ্ট হয়। তারপর হাই তুলে জেগে ওঠে রক্তাভ উপকূলে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খোলে। চোখ খুলেই বিস্ময়ে হতবাক। তারপর কাঁদতে কাঁদতে—

কহিল ভ্রূণ :
হায়! কোথায় আসিয়াছি আমরা! এ কোন্
পৃথিবী! হায়! সবুজ কোথায়! পাতার শব্দ
কোথায়! কোথায় নদী এবং পাখির
কলরব! কোথায়! সূর্য কোথায়! কোথায়
সবুজ! কোথায় বৃক্ষ পুষ্প শস্পের সংগীত!
কোথায়! কোথায় মানুষ! দোহাই! আমাদের
চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ছুড়িয়া দাও পৃথিবীর বাহিরে!
আমাদেরকে ছুড়িয়া দাও সমুদ্রের তলদেশে!
হাওয়ার গভীরে। ছুড়িয়া দাও শূন্যের উপরে।
দেখিতে চাহি না আর অন্ধকার পৃথিবীর মুখ!
যুদ্ধে রক্তে পাপে আর পাপে ভরিয়া গিয়াছে
মৃত্তিকার শরীর। ভূপৃষ্ঠ বায়ুহীন! উত্তপ্ত!
তাতানো কড়াই! কুটিরে কুটিরে নিষেধের
তালা! আমরা যাইবো কোথায়! দাঁড়াইবো
কোথায়! দোহাই! আমাদেরকে পুনরায় ব্যবচ্ছেদ
করিয়া ছুড়িয়া দাও মহাশূন্যের গভীরে!
দেখিতে চাহি না আর পরাজিত পৃথিবীর মুখ!
দেখিতে চাহি না! চাহি না! না! না! না—

বলতে বলতে তারা চোখ বন্ধ করলো। এবং ভ্রূণে পরিণত হলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মস্তকহীন ভ্রূণেরা পুনরায় পড়ে আছে। ছড়িয়ে আছে পৃথিবী এবং মহাশূন্যের বাগানব্যাপী। উড়ে উড়ে পাক খায় হাওয়ার গভীরে। সমুদ্রের তলদেশে। এখন পা রাখার জায়গা

www.pathagar.com

নেই। নেই আর দেখার মতো দৃশ্য। এখন চোখ খুললেই খামছে ধরে ক্ষুব্ধ অজগর। আর চোখ বন্ধ করলেই কানের ভেতরে আছড়ে পড়ে বিশুষ্ক ভ্রূণের জমাটবাঁধা ফোঁপানো কান্নার ঢেউ। তারপর ঘৃণার বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দেয় ছেঁড়াখোড়া ভগ্ন দেহ। নিশ্চল নদীর পাড়ে বাকরুদ্ধ এক পারের যাত্রী। পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাসে চেয়ে থাকে বিশুদ্ধ ভ্রূণের দিকে। চেয়ে চেয়ে দেখে কড়িহীন অসহায় বেদুঈন : ভ্রূণের ওপর দিয়ে হাওয়ার গতিতে ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত স্বার্থের ঘোড়া। ছুটে যাচ্ছে পাশবিক লালা ঝরিয়ে ধ্বংসের দানব। ছুটে যাচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বেদুঈন আঁধারের দিকে। আঁধারের ভেতর দিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে কারা যেন ছুটে যায় ঘৃণার ওপার। ছুটে যায়। পুনরায় ফিরে আসে পাপের কলস ভরে। নিশ্চল নদীর পাড়ে বাকরুদ্ধ এক পাড়ের যাত্রী চেয়ে চেয়ে দেখে এইসব ঘৃণ্য তুচ্ছ পারাপার। চেয়ে চেয়ে দেখে এক কড়িহীন রুগ্ন বেদুঈন। দেখে আর ভাবে :

আহ!
অদৃশ্য ভাসমান ভ্রূণেরা যদি জেগে
উঠতো একবার। অন্তত একবার। একবার
যদি উঠে দাঁড়াতো মাথা উঁচু করে।
একবার যদি স্মরণ করতো অতীতের
ইতিহাস। পিতা এবং পিতামহের কথা।
যুদ্ধের কথা। একবার যদি তারা স্মরণ
করতো যুদ্ধ বিজয়ের কথা। একবার যদি
ভ্রূণেরা হাঁটতো পৃথিবীর বুকে স্রোতের
বিরুদ্ধে—তাহলে মৃত্তিকা হতো সবুজের
ক্ষেত। সমুদ্র হতো অনন্ত যৌবনাদীপ্ত। অরণ্য
পেত বৃক্ষের শাবক। সূর্য এবং নক্ষত্র
দিত অজস্র আলো। মেঘ দিত প্রশান্তির
বৃষ্টিধারা। হাওয়া এবং রাত দিত স্বপ্নের
মুহূর্ত। কাল হতো মহাকাল। প্রহর
হতো স্বর্ণের শিশির। ভ্রূণেরা যদি দাঁড়াতো
একবার স্রোতের বিরুদ্ধে—তাহলে থেমে
যেত ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি। যুদ্ধের দাবানল।
থেমে যেত—অন্ধকারে এইসব দানবীয় স্বার্থের

www.pathagar.com

কেনাবেচা, তুচ্ছের পারাপার। একবার—
যদি একবার জেগে উঠতো। একবার। অন্তত একবার।
আহ!
বাতাসে কান রাখো। শোনো ভ্রূণের আর্তনাদ। শোনো হাওয়ার ফুসফুস
থেকে উত্থিত কান্নার শব্দ। তরঙ্গমালায় দোল খাওয়া বিষাদের
আর্তি শোনো : পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ
ভ্রূণের। ভ্রূণ থেকে শিশু। শিশু থেকে যৌবন। যৌবন থেকে দেশ।
দেশ থেকে মহাদেশ। মহাদেশ থেকে জন্ম হবে আর এক নতুন পৃথিবীর।
ভাসমান শুষ্ক ভ্রূণের জন্যে; বস্তুত নতুন পৃথিবী নির্মাণের জন্যে অন্তত একবার
হাতগুলি উর্ধ্বমুখি হও। ডেকে নাও গভীর মমতায়। ভুলে যাও তুচ্ছের পারাপার।

শিলান্তর কেটে কেটে

শিলান্তর কেটে কেটে রাত্রি নামে; শোণিতাক্ত রাত্রি
বাতাসের ফুসফুসে জমে ওঠে ব্যর্থতার ঘাম

বৃক্ষের পাঁজরে বাজে পাতাহারা শোকের মর্মর
শোকের পিছনে কাঁদে আর এক ক্ষয়িষ্ণু নগর

শিলান্তর কেটে কেটে রাত্রি নামে; ঘন গাঢ় রাত্রি
রাত্রির সুড়ঙ্গ বেয়ে তবু হাঁটে সূর্যের শাবক

রাত্রি নামে; সূর্য জাগে—জেগে ওঠে পর্বত শিখর
রাত্রির সম্মুখে সূর্য—হেঁটে যায় অশেষ জীবন

পাতা ঝরে, পুনরায় বৃক্ষ ধরে সবুজ বসন
শিলান্তর কেটে কেটে সূর্য আনে গুহার মানব

www.pathagar.com

ব্রাজক

দৃষ্টির শৈশব ছিঁড়ে ছিপছিপে বৃষ্টির ভেতর
নিজেকে ভাবেন তিনি ভ্রূণের সঙ্গীত
তারপর হয়ে যান বর্ণালী ব্রাজক

ভ্রূণ থেকে সম্পূর্ণ শরীর হলে
দো'আঁশ গহ্বর ভেঙ্গে
নেমে আসেন আতীব্র চিৎকারে
পৃথিবীর বুকে তখন শিশুর উৎসব

প্রাচীন পুঁথির ভেতর ছিলেন তিনি মগ্ন দ্রষ্টা
স্বপ্নভার শব্দের ছুতার
শতাব্দী পেরিয়ে দাবড়িয়ে দেন কালের অক্ষর

রৌদ্রের জিহ্বা ছুঁয়ে ভেসে গেলে বাঙ্ময় বাতাস
শাবেকী শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি
তারপর মৃত্যুর আঙুল বেয়ে চলে যান বহুদূর
স্টেশন ছাড়িয়ে নতুন আর এক অচেনা প্রান্তর

কি দু:সহ এই উদাস ভ্রমণ

সামনেই মেধাবী পর্বত
ঝুঁকিপূর্ণ রাত

ইচ্ছের শরীর থেকে খসে পড়ে বৃক্ষের বয়স

আশ্চর্য আঁধার থেকে আলো কুড়াতে কুড়াতে
ক্লান্তির প্রহর ভেঙ্গে তিনি
অবশেষে একদিন যাত্রা করলেন
ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী থেকে অনি:শেষ জীবনের দিকে

www.pathagar.com

ঘুমের ভেতরে ঘুম

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
বাষ্পে বাষ্পে উড়ে যায় জীবনের জলাশয়

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
ঘুম বেয়ে নেমে যায় মানুষেরা স্বপ্নের ভেতর
মৃত্যু বেয়ে উড়ে যায় দৃশ্যের অতীত
তুষারে তুষারে ঢাকে গহীন জীবন

নেমে গেলে ঘুমের গভীরে
উড়ে গেলে মৃত্যুর ভেতরে
মানুষ থাকে না আর শরীরি মানুষ
জীবন থাকে না আর জীবনের ঘরে
ঘুম এসে ডেকে নেয়
মৃত্যু এসে বলে যায় :
ঝরে পড়া পাতাগুলি পায় না প্রহর

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
ঘুম বেয়ে নেমে যায় মানুষেরা স্বপ্নের ভেতর
মৃত্যু বেয়ে উড়ে যায় শূন্যের গহীন
উড়ে যায় কায়াহীন ছায়াহীন দৃশ্যের অতীত

www.pathagar.com

হাড়ের মাস্তুল

প্রগাঢ় প্রশ্বাসে দুলে ওঠে ত্রিকোণ হাড়ের মাস্তুল

মাংসের গভীরে আর এক দীর্ঘশ্বাস
বালির ভেতর মুখ লুকিয়ে ডুকরে কাঁদে উদভ্রান্ত উটপাখি

মস্তকহীন আশ্চর্য আঁধারের পেটে আবদ্ধ পৃথিবী

আত্মার শিশুরা নেই সরব পাতিলে
নেই আর সমুদ্রের চলিষ্ণু প্রদাহ

মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে সূর্যের অস্তিত্ব
বাষ্পের শরীর বেয়ে উড়ে গেছে
মানুষ হৃদয় আর আত্মার শৈশব

পৃথিবী শূন্য এখন—
কাঁকড়ার খোলস যেন নিস্তব্ধ গোরস্থান—অসীম আঁধার
তবুও বিস্ময়কর
অলৌকিক ঘন্টাধ্বনিতে কাঁপছে পাথর সময় :

আঁধার দু'ভাগ করে
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে
উঠে আসবে পর্বত—পর্বত সমান
কালজয়ী মস্তকের দুর্বিনীত শীর্ষচূড়া

একদিন পৃথিবী বিস্তীর্ণ হবে

আর বিস্তারিত হলে পৃথিবীর বুক
থেমে যাবে শোকার্ত প্রকৃতি এবং
উটপাখির ফোঁপানো কান্নার ঢেউ

www.pathagar.com

অলৌকিক ঘোড়া

সূর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান অলীক বৃক্ষ
চারপাশে সভাসদ, অগ্নি-ফেরেশতা
আশ্চর্য বৃক্ষের নতহীন কাণ্ড যেন ডোরাকাটা সৌখিন হরিণ

বৃক্ষের অদৃশ্য কাণ্ডে ঝুলে ছিল অভিজাত লাশ
এখন সুদীর্ঘ ছায়াপথ মোমের কঙ্কাল
প্রতিটি কঙ্কাল যেন আধুনিক লিফলেট, জ্বলে ওঠা লাভা

শহর পেরিয়ে ছুটে যায় অলৌকিক ঘোড়া
খুলে যায় শহরের কবন্ধ কপাট
তারপর মানুষের হৃৎপিণ্ড খুঁড়ে, তৈরি করে হাওয়ার আস্তাবল
তারপর অন্তহীন গ্রহের বাহন

হাওয়া থেকে অন্তহীন হাওয়ায় ভেসে যায় ঘোড়ার সুদীর্ঘ ছায়া
তারপর বৃষ্টির বোরখা পরে নেমে আসে সবুজ উপত্যকায়
তারপর নেমে আসে মানুষের পিঠ বেয়ে
রোদ হয়ে
            বৃষ্টি হয়ে
                        ঝঞ্ঝা হয়ে
নেমে আসে বারবার বাষ্প হাওয়ায় ঘোড়ার সুদীর্ঘ ছায়া

সূর্যের বোতল থেকে পান করে বৃক্ষ সাহসের জল
বৃক্ষের বাকলে জিভ ঘষে তৃষ্ণার্ত আশ্চর্য ঘোড়া
তারপর মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে পাশাপাশি হেঁটে যায়
হেঁটে হেঁটে পাড়ি দেয় মধ্যরাতে
বনান্তর নদী সমুদ্র দেশ মহাদেশ
বেদনা-বিষাদে জ্বলে ওঠা এই লোকালয়—
                                        এশিয়ার কঙ্কাল তোরণ

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ

কবিতারসূচি

তোমার নামের ঢেউ ১৭১/পবিত্র আলিঙ্গন ১৭২/ঘুমুতে যাবার আগে ১৭৩
অনিদ্রায় কেটে গেছে ১৭৪/মুহাম্মাদ [সা] ১৭৫/মহাপুরুষের ডাক ১৭৬
মাস্তুল ১৭৭/শাদা পাগড়ির শিষ ১৭৮/রাসূলের প্রতি ১৭৯
স্থবিরতার মুহূর্তে ১৮১/তিনি নেমে এলে ১৮২/জিহাদ ১৮৩
শহীদ ১৮৫/আরাধ্য কাফন ১৮৬/জিহ্বার অন্তরালে ১৮৮
ক্রীতদাসের চোখ ১৮৯/ইহুদী ১৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তোমার নামের ঢেউ

পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলম হয় আর যত সমুদ্র আছে তার সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র কালি হয় তাহলেও আল্লাহর গুণের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। —সূরা লোকমান

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজনে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত নব মহিমায় বিরাজ করেন। —সূরা আর রহমান : ২৯

তোমাকে দেখিনি। তবু জানি তোমার অস্তিত্ব ভাসে।
যত দূরে যাই কিম্বা যেদিকে ফেরাই দুটি চোখ
সেখানেই আছো তুমি, মিশে আছো ভূলোক-দ্যুলোক।
তোমার নামের জ্যোতি আঁধারেও অবিরাম হাসে।

দিয়েছো অঢেল তুমি হে মালিক! শীতল বাতাস,
বৃক্ষলতা, জমিনের জরিপাড়, ঘাসের বিছানা—
আমাকে দিয়েছো খুলে রহমের দিগন্ত সীমানা।
মাথার ওপরে ছাদ, কারুকাজ—সুনীল আকাশ।

যতটুকু জানি তার চেয়ে তুমি অনেক মহান।
সমুদ্রের তলদেশে, আছো তুমি অণুর শরীরে,
অন্তরীক্ষে, দৃশ্যের অতীতে আর ভিতর বাহিরে।
সর্বত্র তোমার ছায়া, কী বিশাল দীপ্য জ্যোতিষ্মান!
আমার ভিতরে হে অনন্ত! তোমার সহস্র নাম—
ঢেউ তোলে বারবার, গেয়ে ওঠে তোমার কালাম।

www.pathagar.com

পবিত্র আলিঙ্গন

তিনিই [ঐ সত্তা] ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি আরশের ওপর বসলেন। যা কিছু জমিনে ঢুকে আর যা তা থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে নাজিল হয়, আর যা সেখানেই উঠে যায় সে সবই তাঁর জানা আছে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখছেন। আসমান জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনি। সব বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁরই কাছে নেয়া হয়। —সূরা আল হাদীদ : ৪-৫

প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রায়, তোমাদের রবের নিকট থেকেই, সেই অত্যন্ত দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের এবং এর মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একমাত্র মালিক, যার সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই। —সূরা নাবা : ৩৬

এখানে এসেছি কবে। কেটে গেছে অজস্র রজনী।
কতবার কতভাবে ডেকেছি গভীর অনুরাগে।
তোমাকে পাবার প্রত্যাশায় এখনো হৃদয়বাগে
দোলা দেয় বারবার খরস্রোতা রক্তের ধমনি।

ঘুরেছি অনেক দেশ। একে একে করেছি ভ্রমণ—
হাওয়ার স্তর কেটে ঊর্ধ্বাকাশে—শূন্য তেপান্তর
পৃথিবীর প্রান্তসীমা—অসীমে ছুটেছি অনন্তর।
তোমার প্রেমের নুনে স্বপ্নগুলো করেছি দ্রবণ।

কোথায় বা আর যেতে পারি, বলো প্রভু কত দূরে!
অনন্ত অসীম তুমি। সুবিশাল তোমার পরিধি।
অধমের সাধ্য নেই—ছুঁতে পারে জনম অবধি
হৃদয়ের কান্না তাই বেজে ওঠে প্রকম্পিত সুরে।
তোমার সমীপে দেখ কবি এক নতজানু আজ
আলিঙ্গনে ডেকে নাও—সর্বব্যাপী হে রাজাধিরাজ।

www.pathagar.com

ঘুমুতে যাবার আগে

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ সেই মহান সত্তা সম্পর্কে, যিনি আকাশে রয়েছেন! তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করে দেবেন এবং ভূতল সহসা হ্যাচকা টানে টালমাটাল হয়ে কাঁপতে শুরু করবে। —সূরা মুল্‌ক : ১৬

ঘুমুতে যাবার আগে আর একবার
তোমাকে ডাকি—হে প্রভু! যেন এই রাত—
তোমার স্মরণে কাটে, যেন শতবার
তোমার দিদার হয় আমার বরাত।

পৃথিবী কলুষময়, পুঁতিগন্ধে ভরা,
রহস্যের ছায়াবৃত্তে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
যদিও চলছে সীমাহীন ধ্বংস খরা
হারিয়ে যায়নি তবু প্রগাঢ় বিশ্বাস।

আকাশের কাছে নেই কোনো ফরিয়াদ।
সাগরকে বলবো না—পিপাসা মেটাও।
কেবল তোমার কাছে তুলেছি দু'হাত—
বলেছি সকল কথা, অব্যক্ত যেটাও।
তুমিতো মালিক; হে রহীম রহমান!
আমার জীবন হোক আলোক সমান।

www.pathagar.com

অনিদ্রায় কেটে গেছে

আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দিই। আর আমার দিকেই সবাইকে ঐদিন ফিরে আসতে হবে—যেদিন জমিন ফেটে যাবে এবং মানুষ তার ভেতর থেকে বের হয়ে দৌড়াতে থাকবে। এইভাবে হাশরে [সবাইকে একত্র করা] আমার জন্য খুবই সহজ। —সূরা কাফ : ৪৩-৪৪

হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের রবের দিকেই যাচ্ছো এবং তাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করবে।

—সূরা ইনশিকাক : ৬

অনিদ্রায় কেটে গেছে কত শত রাত।
বেদনায় ভিজে যায় বুকের পশম।
প্রার্থনায় তুলে ধরি এই দুটি হাত
এতটুকু পেতে চাই শান্ত উপশম।

আঁধার বিদীর্ণ করে নেমে এসো তুমি।
আমাকে দেখাও আলো, ছুঁয়ে দাও বুক।
তোমার আলোতে যেন হেসে ওঠে ভূমি—
হাসে যেন চারদিক—অনন্তের সুখ।

আমাকে ভাসিয়ে দিলে অকূল পাথার
কীভাবে উঠবো কূলে উজানেতে ভেসে?
আমিতো জানিনা প্রভু সঠিক সাঁতার!
কোথায় বা যাবো বলো, কোন নিরুদ্দেশে?
আমার প্রেমেতে নেই এতটুকু খাদ,
তুমি ছাড়া এই মুখে সকলি বিস্বাদ।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা]

হে নবী! তাদের বল ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী আসে যাতে বলা হয়েছে তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। অতএব তোমরা সোজা তাঁরমুখী হও। তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। —সূরা হামীমুস সাজদাহ

কেউ যেন ডেকে বলে শব্দহীন রাতের গভীরে ঃ
'জেগে আছো? শোনো, বাইরে ভীষণ ঝড়, অনিঃশেষ
সময়ের কার্নিশে ঝুলে আছে আঁধার অশেষ
কীভাবে ঘুমাও তুমি শঙ্কাহীনে উত্তপ্ত তিমিরে'?

মেঘের গম্বুজ ফেটে নেমে আসে আলোর মিছিল।
আকাশ নীলিমা আর পৃথিবীর সবুজ উঠোন
শিহরিত তাঁর স্বরে। পাহাড় সমুদ্র উপবন
একে একে খুলে দেয় দীপ্তিমান জোছনার খিল।

মুহাম্মাদ! ঐ নামটি মিশে আছে আমার হৃদয়ে—
জানুক প্রকৃতি আর জানুক সকলে। তাঁর নামে
সর্বক্ষণ ফেরাই সালাম আমার ডানে ও বামে।
অনুভবে ভেসে যায় প্রেম এক প্রশান্ত নিলয়ে।
শোনো, আমার প্রেমের পরখ করতে চাও যদি
তবে দেখো, খোলা আছে হৃদপিণ্ড—প্রেমভরা নদী।

www.pathagar.com

মহাপুরুষের ডাক

বল ঃ ওহে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যেই আল্লাহর জন্য আসমান ও পৃথিবীর রাজত্ব, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। অতএব ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর উম্মি নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখে। তোমরা তাঁর আনুগত্য কর যাতে সঠিক পথের দিশা পেতে পার। —সূরা আল আ'রাফ

খুরমা বীথিকা দিয়ে বয়ে যায় ঝির ঝির ধারা
জয়তুনের সুগন্ধি মেখে ক্লান্ত মরুর কাফেলা—
লোহিত সাগরে ফেলে যায় তারা ক্রুদ্ধ অভিশাপ
নিরুত্তাপ পৃথিবীতে আবারো এলো কি দীপ্ত তাপ?

হেজাজের রমণীরা চেয়ে দেখে ধুলিময় পথ
কে যেন যায় ঐ, ডাকে যেন কারা পথের মানুষ!
নক্ষত্র-পাখিরা ওড়ে, উড়ে যায় দূর নীহারিকা
শয়তানের আত্মারা খুঁটে খায় গুগলি শামুক।

গ্রহের তাঁবুতে যারা মুখ ঢেকে কাটায় প্রহর
তারাও শুনেছে সেই কবে মহাপুরুষের ডাক
জেগেছে দীপালোকের পথঘাট আদিম শহর
বন্দরে এসেছে কারা দেখ, ভিড়েছে সূর্যবহর।
খুরমা বীথিকা দিয়ে বয়ে যায় ঝিরঝির ধারা
কে যায় কে যায়? প্রদীপ হাতে কে যায় ওগো, কারা!

www.pathagar.com

মাস্তুল

[হে রাসূল!] আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। —সূরা সাবা

জেগে ওঠে মানুষের জ্যোতির্ময়ী কালো দুটি চোখ
জেগে ওঠে দ্বীপপুঞ্জ। সহসা আগুন নিভে যায়।
এভাবে যখন ভেসে যায় শূন্যে অনন্ত আলোক—

নেচে ওঠে কারুময় শব্দরাজি সফেদ সংজ্ঞায়।
দগদগে ক্ষতপুঁজ যা ছিল লজ্জার তন্ত্রীমূলে
যা ছিল ত্বকের ভাঁজে—রক্ত শিরা জানু ও শংকায়—

তা সব বাতাসে ভাসমান। আর আঁধার সমূলে
পাক খায় বানভাসি স্রোতে। ঐতো আদমের ঠোঁটে
হাঁটে যেন কারা! ওগো কারা হাঁটো সুস্থির মাস্তুলে?

সবাই এসেছে। অধম করেছে দেরি—তাই ছোটে
দুরন্ত অশ্বজোয়ান। কোনদিকে গন্তব্য আমার?
কোন্ পথে যাবো? ধুলায় আকীর্ণ চোখ, তবু বলো—

পথের সীমানা। চেয়ে দেখ এই হৃদয় খামার
বিবর্ণ হয়েছে কত! বেদনায় বাজে ছলো ছলো
সোমত্ত ভরাট নদী। ডুবে যায় দেহের আমূল!

আরতো পারিনে প্রিয়ে, বলো তবে কোথায় মাস্তুল?

www.pathagar.com

শাদা পাগড়ির শিষ

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে এক রাসূল; তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াশীল।

—সূরা আত্ তাওবা : ১৮

আপনি জানেন, কতোটা উত্তপ্ত এখন আনগ্ন পৃথিবী
ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, গহীন গহ্বরে
পৃথিবীর সামনে এখন আর অবশিষ্ট নেই—
আশা স্বপ্ন অথবা পবিত্রতার কলস্বরা ভূমি

পূত ঝর্ণাবাহী দ্বীপ কোথায় পেছনে ফেলে
ভুল করে ছুটেছি বন্ধুর গিরিপথে
পিপাসার পানি নেই
ছায়াদার বৃক্ষ নেই
অগ্নিদগ্ধ ঠা ঠা রোদের ভিতর
ছুটে ছুটে ক্লান্ত এখন, ভীষণ ক্লান্ত

সামনেই যুদ্ধ, ধ্বংসের এক উল্লম্ফ ঢেউ
মাথার ওপরে শাঁ শাঁ দাঁতালো প্রবাহ
বয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত আতঙ্কের নদী
চারপাশে ক্রুদ্ধ ভয়ানক আগ্নেয়গিরি, দুর্ভেদ্য পর্বত
কোন দিকে যেতে পারি বলে দিন হযরত

বিশ্বাসের পাড় ভেঙ্গে দু'কূল প্লাবিত, থই থই বিষ
দুর্বিষহ এই অশান্ত সময়ে
পৃথিবী সম্পূর্ণ বিনাশের আগে
পুনর্বার উঁচিয়ে ধরুন আপনার
দুর্বিনীত শাদা পাগড়ির সহনীয় শিষ

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] প্রতি

তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করতেই থাকে এবং যারা রাসূলকে [সা] দেশ থেকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছিল, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। —সূরা আত্ তাওবা : ১৩-১৪

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
পৃথিবীর মানচিত্র এখন দুমড়ে মুচড়ে চারভাঁজ

ফিলিস্তিনীরা নিজগৃহে পরবাসী
রোহিঙ্গারা উদ্বাস্তু, দিশেহারা
সোমালিয়া আতংকে কম্পমান
মিশরেও আগুনের লেলিহান
ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এখন দস্যুর দখলে

আর বসনিয়া!
হায় বসনিয়া—
বন্দী শিবিরে ধর্ষিতা বোনের চিৎকার
শিশুর ক্রন্দন
সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ
পরিত্যক্ত লাশের ওপর শকুনের উৎসব

পৃথিবীর চারপাশে ধ্বংসের ঘণ্টাধ্বনি
পায়ের নিচে দাবদাহ, সর্পিল প্রশ্বাস

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
তোমার অসহায় উম্মাতের আর্তি শোনো—
একবার, অন্তত একবার প্রভুর কাছে ফরিয়াদ জানাও ঃ
হে প্রভু! অগ্নিময় পৃথিবীকে প্রশান্ত করে দাও
প্রতিটি জনপদকে করো শংকাহীন, নিরাপদ

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
উপদ্রুত উপকূলে তোমার সান্ত্বনার উচ্চারণ শুনতে চাই

www.pathagar.com

তুমি বলো—
হে অগ্নিময় পৃথিবী প্রশান্ত হও
দেখ, রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে
মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে নেমে আসছে ইমাম মেহেদী
বলো, বিধ্বস্ত সময়ের তরঙ্গ ভেঙ্গে
চৌঠা আসমান থেকে নেমে আসছে হযরত ঈসা
তোমরা অপেক্ষা করো—
অপেক্ষা করো নির্যাতিত হে আমার প্রিয়তম উম্মাত

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
সংকুল পৃথিবীতে দাউ দাউ আগুনের ভেতর বসেও আমরা
তোমার প্রর্থনার অপেক্ষায় আছি

তুমি প্রার্থনা করো
আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য
অলৌকিক পাথর ভেদ করে খুলে দাও
সাহসের অজস্র ঝরণা
যেন প্রতিটি মুমিনের প্রচণ্ড করাঘাতে খুলে যায়
একেকটি মহাদেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ
একেকজন মুমিন যেন হয়ে যায় একেকটি ওহুদ পর্বত
হে রাসূল! আমরা পেতে চাই আর একটি বদর

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
একটি বদরের জন্য
একটি চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য
একজন মেহেদী এবং ঈসার জন্য
কতকাল! আর কতকাল আমরা অপেক্ষা করবো
হে রাহমাতুল্লিল আলামিন

www.pathagar.com

স্থবিরতার মুহূর্তে

হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী; সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর নির্দেশ সাপেক্ষে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। —সূরা আহযাব ৪৫-৪৬

একটি অসম্ভব ভারী পাথর তখনো চেপে বসেছিল মাথার ওপর।
আর কোনো পথও অবশিষ্ট ছিল না আমার সম্মুখে।
এমনি এক স্থবিরতার মুহূর্তে কে যেন অভয় দিয়ে বললো :
'উর্ধে তাকাও'।
আমি উর্ধে তাকালাম-এবং দেখলাম
বাতাসের প্রবল ঘূর্ণিতে উড়তে উড়তে কালো পাথরখণ্ডটি
এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল শূন্যের গভীরে।
তারপর সূর্য উঠলো।
এবং তারপর সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হলাম।

গভীর রাত। একাকী দাঁড়িয়ে আছি বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে।
জানিনা কোথায় যাবো!
আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বললাম :
'আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও'।
রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে আমাকে বললো :
'তার আর দরকার নেই'।
'কে তুমি'?
জিজ্ঞেস করতেই প্রশান্ত বাতাসের সাথে ভেসে এলো
একটি শীতল জবাব :
'আমি মুহাম্মাদ'।

মুহাম্মাদ!—
তাঁর নামটি উচ্চারণ করতেই স্থবিরতার সকল আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার পাঁজর ভেদ করে হু হু শব্দে প্রবেশ করলো
সাতটি মহাদেশ আর পাঁচটি মহাসাগর।

www.pathagar.com

তিনি নেমে এলে

হে রাসূল! আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করেন। আপনার ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দেন, আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখান এবং আপনাকে বলিষ্ঠ বা অতুলনীয় সাহায্য দান করেন। —সূরা আল ফাত্‌হ : ১-৩

মেঘের কুয়াশা ছিঁড়ে
রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে
তিনি এলেন। তিনি এলেন
আঁধার দুভাগ করে অলৌকিক সিঁড়ি বেয়ে।

তিনি নেমে এলে
পৃথিবীর বুকে হেঁটে যায় আলোক প্রসূন।

তাঁর আগমনে সাগরও গেয়ে ওঠে আল্লার কালাম।
থেমে যায় দাবদাহ, গ্লানির সন্তাপ।
জোয়ার যৌবনে দুলে ওঠে নীলাভ সাগর।
ফেরেশতারা নবীর নামে পাঠায় সালাম।

তিনি নেমে এলে
আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্ব বিলীন করে
হেসে ওঠে সূর্য নক্ষত্র এবং মায়াবী হুদহুদ।

মুহাম্মাদ!
অসীম সাগর যেন তাঁর নামে একফোঁটা বুদ্‌বুদ্‌।

www.pathagar.com

জিহাদ

লোকেরা কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো দেখতে হবে [ঈমানের দাবীতে] কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

—সূরা আনকাবুত

হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কটোর নীতি অবলম্বন কর। —আত্ তাওবা : ৭৩

ঠিক এই মুহূর্তে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো
ভূমিষ্ঠ হলো একটি শিশু
বারুদের তলপেট ভেদ করে
কামানের উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়ার ভেতর

শিশুটি বেড়ে উঠছে
বিস্তারিত হচ্ছে আকাশের ব্যাপ্তি নিয়ে
বুকে তার সহস্র আগ্নেয়গিরি
চোখের ভেতর প্রজ্জ্বলিত লাভা, প্রতিশোধের লেলিহান
তার প্রশ্বাসে দুলে ওঠে সাতটি জাহান্নাম

ভূগোলের মানচিত্র ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে সে
ছুটে যাচ্ছে ইহুদীর পাঁজর গুঁড়িয়ে
খৃস্টানের মস্তক মাড়িয়ে
কাফেরের ব্যুহ ভেদ করে
ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ-সওয়ারী আগুনের ঘোড়া

ক্রোধের সমুদ্র পান করে সে এখন
ক্রোয়েশিয়ার পাদদেশে
বসনিয়ার উদ্বাস্তু জনপদে
সে এখন গাজা উপত্যকায়
ইসরাইলের সমর ক্ষেত্রে
আফগান সীমান্তে
ভারত এবং কাশ্মিরে দস্যুর মুখোমুখি

www.pathagar.com

তার নিঃশ্বাসে কাফের বিধ্বংসী সহস্র মিসাইল
ভূগোলের মানচিত্র ছিঁড়ে
রক্তের তরঙ্গ পেরিয়ে
ছুটে যাচ্ছে বারুদ-স্ফুলিঙ্গ, আগুনের ঘোড়া

সাধ্য কি রুখতে পারে তাবৎ কাফের
দুরন্ত অশ্বারোহীর দুর্বার যাত্রা

হে রাসূল দেখ—
বারুদ থেকে উৎক্ষিপ্ত
তোমার উম্মাতের সর্বশেষ শিশুটিও এখন
শত্রুর সম্মুখে জ্বলন্ত লাভা, অনড় পর্বত
তোমার প্রতিটি যুবকই এখন
কাফেরের জন্য অভ্রান্ত কামান

এবং দেখ—
আমাদের মায়েরা কোমল শিশুর পরিবর্তে
প্রসব করছে এখন একেকটি লক্ষ্যভেদী এটোম

পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র নাম—
জিহাদ।

www.pathagar.com

শহীদ

ঈমান আনার কারণে যারা নির্যাতিত হয়েছে, ঘরবাড়ি ছেড়েছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কঠোর কষ্ট স্বীকার করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে তারে জন্য তোমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান। —সূরা আন্ নাহল

আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত।

—আল বাকারা : ১৫৪

যাদের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করেছো
কিংবা মস্তক কেটে দ্বিখণ্ডিত করেছো
চেয়ে দেখ, তারা সবাই নক্ষত্র হয়ে গেছে।

খণ্ডিত মস্তকগুলো বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে আসে পৃথিবীতে।
খণ্ডিত মস্তক থেকে উৎসারিত হয় ভোরের সূর্য
এবং সূর্যের উত্তাপে পুনরায় জমাটবদ্ধ হয় খণ্ডিত দেহ।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়।
ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের ঘুমের দরোজায় অনড় পর্বত।

ঐ হিংস্র চোখে তোমরা আর ঘুমুতে পারবে না কখনো।
ঐ পাষণ্ড হৃদয়ে আর কখনো দেখবে না সবুজ স্বপ্ন।
আর কখনো পাবে না তোমরা প্রশান্তির আরাম।

তোমাদের অনুভবে, ভাতের থালায়, দৃষ্টির সীমানায়,
ঘুমের বিছানায় শহীদের অগ্নিময় প্রশ্বাস।
ইলেকট্রিক করাতের মতো তারা এখন তোমাদের মাথার ওপর।
এবং চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের মুখোমুখি প্রজ্জ্বলিত লাভা।

www.pathagar.com

তোমাদের পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে যে দুর্ধর্ষ বাতাস
সেই বাতাসের সাথে মিশে আছে
শহীদের ঘৃণার থুথু, দর্পিত প্রশ্বাস
তোমাদের হলকুমের ওপর একটিই মাত্র অস্তিত্ব —
সেটা হলো শহীদের অকম্পিত পা।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়।
ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

কাদেরকে পরাজিত করবে?
দেখ, পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র প্রার্থনা—শহীদ।
শহীদ হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো প্রার্থনা নেই।
এবং দেখ—
সমুদ্রের বুকে যে দুর্বিনীত ঢেউয়ের গম্বুজ
ওটা ঢেউ নয়, শহীদের অন্তিম ক্রোধ।

কাদেরকে পরাজিত করবে?
রক্তের তরঙ্গের ওপরেও বেঁচে থাকে
শহীদের যৌবনদীপ্ত প্রাণ।
শহীদেরা মরে না কখনো।

আরাধ্য কাফন

বল ঃ আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। —সূরা আল আনআম

হৃদয়ের উষ্ণতার কাছে শীতার্ত আবহাওয়া বরাবরই পরাজিত

এজন্যে দুঃসাহসী মুহাম্মাদ [সা] বরফগলা রাত্রিতেও হেঁটেছিলেন
নিঃসঙ্গ একা বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে
আমরা তাঁর কাছেই সবক নিতে পারি নির্ভয়ে পথ চলার

www.pathagar.com

ইদানীং কেউ কেউ সঙ্গীর আবশ্যকতা তুলে হাত রাখেন
কাল মার্কসের ঘাড়ে, কেউ কেউ হেগেল এবং মাও-এর মাথায়
মুসলমান হিসেবে বায়েত গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন ভেবে
অনেকে পীরের পাগড়ি ধরে আত্মসমর্পণ করেন
আবার আরেক গোষ্ঠী পীরের আদৌ কেয়ার না করে
মসজিদে ধ্যানমগ্ন
বস্তুত এরা কেউ ওমরের ধারালো তরবারিতে বিশ্বাসী নন
এমনকি ইসলামের জন্যে যুদ্ধ ও রক্তদান—এদের কাছে
কুইনাইনের মতো অপছন্দ এবং শরীয়ত বিরোধী

সাফ কথা বলতে আমি জিহাদে বিশ্বাসী
ধরেই নিয়েছি, খন্দকের মতো মরিচা খুঁড়ে যুদ্ধের কলা-কৌশল
রপ্ত করতে হবে এবং বহমান রক্তসাগর থেকে
মৃত লাশ সরিয়ে পবিত্র আবাসটুকু রক্ষা করতে হবে

এই বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারা ঈমানের সবর তাজল্লিতে
বুঁদ হয়ে হেরেমের অভ্যন্তরে বেহেশত খোঁজেন না
বরং সাহস এবং বলিষ্ঠ বাহুর জন্যে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করেন
তাছাড়া রণবিদ্যায় অধিক কুশলী হবার জন্যে
ওমরের উগ্রতা হামযার দৃঢ়তা খালিদের যুদ্ধ নিপুণতা এবং
মুহাম্মাদের [সা] সৈনিক জীবন থেকে অস্ত্র চালানোর
কলা-কৌশল করায়ত্ত করেন

সঙ্গত কারণে আমারও মনে হয়
গভীর ধ্যানের চেয়েও আজ বেশী প্রয়োজন যুদ্ধের জন্যে
প্রস্তুতি নেবার এবং প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ সালাত শেষে
সম্পদ কিংবা সহি সালামতের জন্যে প্রার্থনা না করে মোনাজত করা :
প্রভু!
কাল প্রভাতেই যেন আমার ছেলেকে শহীদি রক্তে হেসে উঠতে দেখি
এবং কোমল কাফনে ঢেকে তাকে যেন পৌঁছে দিতে পারি
জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে

www.pathagar.com

জিহ্বার অন্তরালে

হে রব! আমাকে যেখানেই প্রবেশ করুন সত্য সহকারে করুন, যেখান থেকে বের করুন সত্য সহকারে করুন, আর আপনার নিকট থেকে একটি আশ্রয়শক্তি আমার জন্য বানিয়ে দিন।

—সূরা বনী ইসরাইল

মজবুত ঈমানদারদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে। আর তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও [নিদর্শন রয়েছে] তোমরা কি বুঝতে পার না? —সূরা আয্ যারিয়াত : ২০-২১

কি কথা ছিল ওখানে, জিহ্বার অন্তরালে

বিষাদের মেঘ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টি
লম্বমান বৃষ্টি যেন জিরাফের গলা
পর্বত ডিঙ্গিয়ে ছুঁয়ে যায় বিষাদের ঢেউ
কি কথা ছিল ওখানে, বাষ্পের গহীনে
কি কথা ছিল জলীয় বুদবুদে, অন্তরীক্ষে
ভাষাহীন জিহ্বার অন্তরালে
কি কথা ছিল

জিহ্বার অন্তরালে হেঁটে যায় এ কোন স্বপ্নের মাছ
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত বুঝি নিঃসঙ্গ প্রচ্ছায়া
ছায়ার কঙ্কালব্যাপী অন্য এক যাযাবর ছায়া
রোদনে রোদনে লম্বমান শোকের সড়ক
কি কথা ছিল ওখানে, শোকের সড়কে
কি কথা ছিল
পৃথিবীর পূর্বে—ভূমিষ্ঠ হয়নি যখন
সূর্য নক্ষত্র মানব কিম্বা কালের স্বজাতি

এই এক মহা জিজ্ঞাসার বৃষ্টি ঝরে অবিরত
লম্বমান বৃষ্টি যেন জিরাফের গলা
প্রশ্বাসে দুলে ওঠে সমুদ্র বাতাস
কালের গতির পিঠে এ কোন সহিস
সময়ের ঢেউ ভেঙ্গে ছুটে চলে রহস্যের তেপান্তর

কে যায় কোথায় যায়
কষ্টের তরঙ্গ ফুঁড়ে
কে যায় পৃথিবী ছেড়ে মহা পৃথিবীর দিকে

www.pathagar.com

কে যায় কোথায় যায়
মহাকাল পার হয়ে রহস্যের দিকে
কার অস্তিত্বের ঘণ্টা বাজে এক দুই তিন
ঘণ্টা বাজে অদৃশ্যে, অনন্তে—জিহ্বার অন্তরালে

মহাসমুদ্রের বুকে পড়ে কার ছায়া
এ কোন নিঃসঙ্গ ব্রাজক
কালের তরঙ্গ ভেঙ্গে ছুটে যায় ক্রমাগত
ছুটে যায় ধূসর-ধূসর থেকে অনিঃশেষ জীবনের দিকে

কার অস্তিত্ব ছিল অদৃশ্যে, ছায়াপথে, শূন্যের গভীরে
সেকি আমি—মহা পৃথিবীর জ্যোতি
নাকি অন্য কোনো গ্রহের দ্যুতি

কি কথা ছিল অদৃশ্যে মানুষের জন্যে
হে অনন্ত
কি কথা ছিল ওখানে, জিহ্বার অন্তরালে

ক্রীতদাসের চোখ

আল্লাহ আসমানের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীরও। তিনি সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি—যাঁর মুঠোতে আসমান পৃথিবী এবং এই দুই-এর মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব।

—সূরা আয্ যুখরুফ

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মান-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।—সূরা আত্ তাওবা : ১১১

টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা 'রুটসের' ক্রীতদাস।
ওদের শরীরে দগদগে ক্ষতের স্মারক।
কী ভয়ংকর, কী বীভৎস অসহায় করুণ চাহনি।

হতভাগ্য ক্রীতদাস!

হোক না সে আফ্রিকান কিংবা অন্য যে কোনো দেশের
তবুও ওরা মানুষ। মানুষ এবং আদমের উত্তরাধিকার
ওরা আমার ভাই।
কেনো না সমগ্র পৃথিবীতে আমার নিজস্ব অধিবাস
অস্তিত্বের বাস্তুভিটা।

www.pathagar.com

হতভাগ্য ক্রীতদাস!

ক্রীতদাসের কাতারে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে আছে তরুণ—আর এক বিদ্রোহী যুবক।
চোখে তার ক্রোধের বারুদ।
যুবক তো নয় যেন আগুনের লেলিহান!
যুবক ছুটছে প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করে
সে ছুটছে ক্রীতদাসের শৃংখল ভেঙ্গে জীবনের প্রত্যাশায়।

ঐ যুবক যেন প্রাণাধিক আনোয়ার।
ঐ যুবক যেন টগবগে শওকত।
ঐ স্ফুলিঙ্গ যেন স্বাধীন সিরাজ।

কী করে ভুলবো বলো তোমাদের নাম?
মানুষ কি হতে পারে মানুষের দাস?
দাস নয়। দেখ—প্রতিবাদী কণ্ঠগুলো মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে
ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে উঠে গেছে সীমাহীন সীমানায়।
আমাদের হাতগুলো আজ কঠিন প্রস্তর।
ঐ বিক্ষুব্ধ চোখগুলো দুর্ধর্ষ এটোম।

আনোয়ার অর্থ এখন একটি প্রজ্জ্বলিত লাভার প্রপাত।
শওকত—একটি দুর্ভেদ্য পর্বতের নাম।
সিরাজ—একটি ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ডাক।
এবং আমরা এখন একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের টিলায়
সম্মিলিত উল্কাপিণ্ড, নক্ষত্রের ঘোড়া।
চেয়ে দেখ, আমাদের দুর্বিনীত মস্তকের চূড়া স্পর্শ করে গেছে
ভোরের সাহসী সূর্য।
ঐ মস্তকগুলো আর পরাজিত হবে না কখনো।

আমাদের হাতগুলো আজ কঠিন প্রস্তর।
ঐ বিক্ষুব্ধ চোখগুলো দুর্ধর্ষ এটোম।

কী আশ্চর্য!
মানুষ কি হতে পারে মানুষের দাস?
দাসের শৃংখল ভাঙ্গার জন্যই তো আমরা—
আমাদের শাণিত সংগ্রাম।

www.pathagar.com

ইহুদী

তাদের অন্তর আছে কিন্তু চিন্তাভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তাকিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত।—সূরা আল আ'রাফ

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

—সূরা আল মায়েদা : ৫১

ইহুদী!
যে বুলেট নিক্ষেপ করছো মুসলমানের বুক তাক করে
চেয়ে দেখ, সে বুলেট ফিরে গিয়ে বিঁধে যাচ্ছে
তোমাদের পাপিষ্ঠ পাঁজরে।
তোমরা জানো না, কাদের বুক নিশানা করে বুলেট ছুঁড়েছো!

হেবরন কোনো ইহুদীর সম্পদ নয়।
হেবরন কিংবা ফিলিস্তিন বিশ্বের সকল মুসলমানের।
তোমাদের এমন কী শক্তি আছে, যাতে ধ্বংস করে দিতে পারো
মুসলমানের বিশ্বাসের ঘর?
কেউ বিশ্বাসকে হত্যা করতে পারে না কখনো।

ইহুদীরা এখন আর কোনো মানুষকেই সহ্য করতে পারে না।
না কোনো স্বাধীন মানচিত্রকে।
যেমন সহ্য করতে পারে না উঁইপোকা আলোর উত্তাপ।

ইহুদীকে দেখ,
তাদের শরীর থেকে মানবীয় আচ্ছাদন খসে গিয়ে
কুষ্ঠরোগীর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে তাদের হিংস্রতার
দগদগে ক্ষত।
'মানুষ' নামক শব্দটিও এখন ইহুদীর বিপরীত।

যারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রশান্তির দরোজায়
ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো

www.pathagar.com

রক্তের নীল নকশা নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে
তাদেরকে কোন্ নামে ডাকবো?
না, ইহুদীর জন্যে আর কোন শোভন শব্দ নেই
সভ্য অভিধানে।

তবে কি পশম ওঠা একপাল বন্য শূকরের নাম ইহুদী?
যারা বিষ্ঠার ভেতর মুখ লুকিয়ে
বিশ্বের মানচিত্রে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?

ইহুদী!
ইহুদী মানেই যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ
পশম ওঠা একপাল হিংস্র বন্য শূকর,
বেহুঁশ বেঈমান।

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

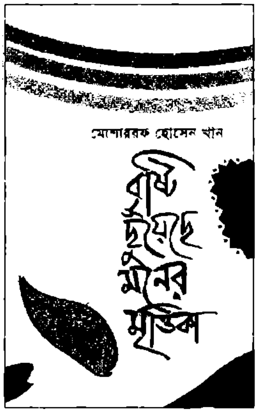

কবিতার সূচি

বৃষ্টির প্রার্থনা ১৯৫/বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা ১৯৫/বৃষ্টিভেজা পংক্তিমালা ১৯৬
বৃষ্টির সাথে কথোপকথন ২০১/শ্রাবণ এখন ২০৩/উত্তর-বর্ষায় ২০৫
কোথায় থেমেছে নদী ২০৫/ঘূর্ণি ২০৫/নদীর মরণ ২০৬/প্লাবন ২০৭
শৈশবের পথে ২০৮/ধলপহরে ২০৯/জীবনের পোড়ামাটি ২০৯
বিরান প্রহর শেষে ২১০/এইতো ভিড়েছি কূলে ২১১/একাকী মানব ২১১
হতাশার রাত শেষ ২১২/নিয়তির দণ্ড ২১৩/গ্রহের প্রাসাদ ২১৪
কালযাত্রী ২১৫/প্রবল প্রশ্বাসে ২১৬/ক্লান্তিরেখার পাদদেশে ২১৬
ঘরহীন ঘরে ২১৭/ঘৃণার উপত্যকা ২১৮/হেমন্তে জাগাও তুমি ২১৯
নিগৃহীতার বাহুডোরে ২১৯/মুহাম্মদ আসাদ ঃ জন্মশত বর্ষে ২২১
বীজতন্ত্র ২২২/দশ দিগন্তের অন্তরেখা ২২৩/আঁধারসঙ্গীত ২২৪
কাঁদো মন-ক্রন্দসী ২২৫/বরফের পিঠে ২২৬/খোয়াব ২২৬
রক্তভেজা হাতের বদল ২২৮/লজ্জার আলো ২২৯/প্রণয়ের হাঁস ২২৯
এপিটাফ ২৩০/শীতের দরোজা ২৩১/ডামি ২৩২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৃষ্টির প্রার্থনা

ঐখানে নামুক বৃষ্টি আফগান উদ্বাস্তু শিবিরে
তোরাবোরা পর্বতগুহায় আর ধু ধু কান্দাহার
নামুক সুস্থির বৃষ্টি কারগিল বিরান প্রান্তর
নামুক অঝোর ধারে, একটানা শঙ্কিত অন্তরে।

নামো বৃষ্টি কোটি ফুয়ারায়, নেমে এসো ফিলিস্তিন
দজলা পেরিয়ে এসো হেবরন, ফোরাতের তীর
এসো তুমুল তাণ্ডবে চেচনিয়া, রক্তিম কাশ্মীর
আল কুদ্‌সের ভেজাও জমিন, পবিত্র আস্তিন।

বসনিয়া এসো বৃষ্টি, এসো কোহকাফ পার হয়ে
কসোভা মাটির বুকে পশলা প্রশান্তি দাও বয়ে।
তার থেকে আর কিছু ঢেলে দাও আমার এদেশে
সবুজ বাঙলা দেখ শুষ্ক হলুদ পাতার বেশে—
কীভাবে মুষড়ে পড়েছে এক প্রচণ্ড পিপাসায়,
মৌসুম কাঁপিয়ে এসো বৃষ্টি খরা-দগ্ধ সীমানায় ॥

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

গভীর রাতের বৃষ্টি; বৃষ্টির ছোঁয়ায়—
প্রকৃতি উঠেছে জেগে, জেগেছে সবুজ
নদীও মুখর যেন— চলেছে নায়র!
বৃষ্টিতে হয়েছে মন— উতলা, অবুঝ।

পেছনে রয়েছে পড়ে ক্লেদের শহর।
বিষাদের স্মৃতিগুলো ধূসর-অতীত
কী হবে যাতনা পুষে! তার চেয়ে ভালো—
বরষায় ভেসে যাক শোকের নহর।

রিমঝিম জাগে বন, স্বপ্নের বীথিকা
বৃষ্টিতো ছুঁয়েছে মন— মনের মৃত্তিকা ॥

www.pathagar.com

বৃষ্টিভেজা পংক্তিমালা

০১. বানভাসী

এখান থেকেই বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ পথটি
ঠিক কোন দিকে, বোধের অগম্য
দৃষ্টির সীমায় কেবল কয়েকগুচ্ছ অন্ধকার
আর শ্রবণইন্দ্রিয়ে ট্রেনের হুইসেলের মত
কিছু অদ্ভুত গোঙানি।

মাছের পেটের ভিতর যে রকম পিচ্ছিল অন্ধকার
সে রকম আর এক অন্ধকারে ঢেকে গেছে
বানভাসী পৃথিবীর মুখ
যাক, তবু মানুষের চেয়ে অবিমৃশ্য আঁধারের
আপাতত অন্য কোনো অর্থ নেই।

০২. শ্রাবণের এই ধারা

শ্রাবণের এই ধারা জীবনের চেয়েও দুর্বিষহ!
উন্মাতাল ঝিলটি এখন লাফিয়ে উঠেছে দোতলায়।
পানি আর পানি! তবু পানি নেই পিপাসার।
জীবন-জীবন! তবুও জীবন নেই তোমার-আমার।

০৩. বৃষ্টিস্নাত

রাত দশটায় বেইলী রোডও আজ বৃষ্টিস্নাত।
টাঙ্গাইল শাড়ির আড়ালে তুমিও কি ভিজেছো আমার মত?
ছাতাটা হারিয়ে ফেলেছি অন্য কোথাও
তোমার ঐ ফিনফিনে আঁচলে কি রক্ষা পাবে শীর্ণ দেহ!
বন্যার তাণ্ডবে ভেসে গেছে সকল সড়ক
তবুও হাঁটতে থাকি—
যদি পার চলে এসো তের বাই সি'র বাসাটিতে
বর্ষণমুখর শ্রাবণে চলবে রাতভর সেখানে শব্দের মহোৎসব।

০৪. তুমিও জানতে

তুমিও জানতে এমনটি হবে।
শ্রাবণ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের, বহুদূরে।

www.pathagar.com

আর উপহাস করবে বনানী, ধানমণ্ডি, পাঁচতারা শেরাটন।
তুমি কি উদ্বিগ্ন?
এই দেখ, আমার সকল লজ্জা পলিথিনে মুড়ে
ছুঁড়ে দিয়েছি বানের জলে, তাদের দিকে।
আমার মুঠোয় এখন উদ্বেগহীন ঘৃণায় পাথর।
তোমার?

০৫. সারারাত

সারারাত একটানা বৃষ্টি
তোমার চোখের মত ভারাক্রান্ত মেঘ।
শীঘ্র কান্না থামারও কোনো আলামত নেই।
চিন্তাক্লিষ্ট কপালের মত কুঁচি কুঁচি ঢেউয়ের দোলা।
বানভাসী লাশগুলো হয়ে গেছে একেকটি তারা।
শ্রাবণের শোভা নিয়ে এখন কে আর ভাবে!

০৬. মৃত্যুর সোপান

শ্রাবণ শ্রাবণ! শ্রাবণের এই বান।
বানভাসী এলোকেশী—বাঁচে না তো প্রাণ!
আমার প্রশ্বাস হলে বায়ুর তুফান,
তুমিও কি হতে বলো মৃত্যুর সোপান?

০৭. মানচিত্রের দিকে

তুমি শুয়ে আছো, আধশোয়া
চোখদুটো বুজে আছে ঝিনুকের মত
মাথাটা পড়েছে ঝুঁকে বালিশের নিচে
এভাবেই কি বৃষ্টিতে ধুয়ে নিচ্ছ তোমার সকল গ্লানি?
আমি অনিমেষ চেয়ে আছি
তোমার বিধ্বস্ত মানচিত্রের দিকে।

০৮. গৃহবন্দি

যে যার মত সবাই লিখে গেছে দাসখত
যারা দাসানুদাস—তারাই আছে বেশ সুখে
পোড়ামুখি এই দেশে।

www.pathagar.com

শান্ত সময়ের তারা শ্রেষ্ঠ দাসের সন্তান।

আজকাল অনেকেই বলে :
'ভীষণ নির্বোধ তুমি
অনর্থক পড়ে আছো নিজের ভিতর
ধরতে পারোনি সময়ের মাছ
কিংবা পরতে পারোনি কালের পোশাক
তাইতো কাটাচ্ছো তুমি
দুঃসহ—একাকী গৃহপালিত জীবন'।

সাত্যিই তো
অন্য এক বানে ভাসিয়ে সব করেছে একাকার,
আমি আছি নিজের ভিতর গৃহবন্দি, নির্বিকার।

০৯. বৃষ্টির মহিমা

সারা রাত একটানা বৃষ্টি
একাকী গুমরে কাঁদে বিষণ্ন বিছানা
জানালার পর্দা উড়ে ওপাশের ঘরে
স্পষ্ট করে তুলেছে তোমার
হলুদ শরীর।
তুমিও বৃষ্টির মত ছুঁয়ে যাও
আমাকে
যদি তুমি পড়ে থাকো বড়ুচণ্ডিদাস
আর যদি বুঝে থাকো
রিমঝিম এই বৃষ্টির মহিমা

১০. বৃষ্টির বিস্ময়

তারপর একদিন বৃষ্টিহীনে
শস্যগুলো ঝরে গেল
বৃক্ষের শিশ্নাঙ্গ থেকে
ছিটকে পড়লো বীজের উত্তপ্ত বীর্য

এভাবে আদিতে
বৃষ্টিহীন পৃথিবীতে

www.pathagar.com

চাষ হলো নতুন ফসল
একদিন
মেঘের প্রাচীর ভেঙ্গে বৃষ্টি এলো
মৌসুমের
প্রথম বৃষ্টিতে শুদ্ধ হলো
যূথবদ্ধ আদিম শরীর

সেই থেকে একে একে বেড়ে যায়
বসন্তের
অনন্তের
মানব মুকুল
অতঃপর বৃষ্টির শরীর পায় বৃক্ষের বয়স

হাওয়ার উপকূল থেকে বৃষ্টির শিশুরা
মেঘালয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যায়
হেঁটে যায় জলীয় জোছনা
পৃথিবীর আদি থেকে
শুদ্ধতম অনন্তের দিকে

১১. বৃষ্টি ও বিপ্লবী

এইভাবে ভিজে ভিজে এলাম
বাইরে কি তুমুল বৃষ্টি
কোথাও আলো নেই
তেজ নেই সূর্য-মানবের

দূরে ডাকে দুষ্টু শৃগালিনী
বহুকাল—গুহাবাসী যেন কাহাফের সাথী
দেখিনি পৃথিবী আর সোনালী সবুজ
রূপালী মাছের ডিঙ্গি হারিয়ে গেছে কবে
হৃদয় থেকে অদৃশ্য সমুদ্রে

তোমার হৃদয়ে জানি বসবাস করে নাক্ষত্রিক অভিলাষ
ওটা জ্বেলে দাও
দেখ, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে আছি অবরুদ্ধ দরোজায়

www.pathagar.com

ডেকে নাও
অন্তত একটি রাত কাটাতে দাও কোমল নিবাসে
পৃথিবীকে দেখ
চোখের কার্নিশ বেয়ে ঝরে কেমন রক্তগোলাপ
বর্ষার পূর্বেই বহমান রক্তে লেখা হয়েছে—বিপ্লব
আর একজন বিপ্লবী কিভাবে বর্ষার বিরোধী হবে

বহুকাল অনিদ্রায় আছি
আজ, এই একটি রাতের জন্যে অন্তত বিছিয়ে দাও
তোমার বাদামী আঁচল
পান করাও স্নিগ্ধতার কোমল পর্বত
কাল প্রভাতেই ছড়িয়ে দেব শহরময়—
ফলসা গ্রাম, কস্তুরী হাওয়া
সঘন বর্ষায়

১২. সেতু

সে আর আমি চলেছি পাশাপাশি
এবং হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিচ্ছি সুষমা যমুনা
পড়ন্ত বিকেল
নীল যমুনার চোখের ভেতর মুখ লুকিয়ে
বিশ্রামে যাচ্ছে বর্ষীয়ান সূর্য

আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে
প্রজাপতি মেঘ, ঝির ঝির বাতাস
আবার কখনো বা ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টির দুহিতা
তুমি তাকিয়ে আছ আকাশের দিকে
আর আমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি
এক অপার্থিব রহস্য গভীরে
আহ! কবে যে গর্ভবতী ইলিশের মত
তোমার চিতানো বুকে হামাগুড়ি দিয়ে
পার হয়ে যাব সুনয়না পদ্মা !

হে সুজলা,
তুমি কি হতে পারো না আমার জন্য
বৃষ্টিভেজা সেতুর উপমা?

www.pathagar.com

বৃষ্টির সাথে কথোপকথন

এক.
সবাই ঘুমিয়ে গেছে, যাক।
এই বরং ভাল হলো—
এসো, তুমি আর আমি গল্প করি রাতভর
বৃষ্টির দুহিতা!

দুই.
মাঝে মাঝে এরকম হয়।
হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠি।
তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিশে যাই
আকাশের সাথে
আর তুমি কাশ্মীরী রমণীর মত নেমে আসো
মেঘালয় থেকে।
দেখ, আমাদের হাওয়ার কার্পেটটি আজ
কেমন ফুলে উঠেছে!
আর আমাদের মাঝখানে দুয়োরানীর মত
পা এলিয়ে বসে আছে শ্রাবণীর মেয়ে।
শ্রাবণী তো আর কেউ নয়,
সে কেবল তোমারই রোদনের ধারা!

তিন.
চেয়ারে বসে আছ তুমি।
চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পায়া অবধি।
তুমি তাকিয়ে আছ আমার দিকে
আর আমি শূন্যের দিকে।
অবিরাম বর্ষণই যেন আমাদের সালিসি বৈঠক।

চার.
তোমার আঁচলটি দুলছে হাওয়ায়।
কোথায় চলেছো মেঘ-ময়ূরী?

www.pathagar.com

আর কিছুটা ভিজিয়ে যাও আমাদের পোড়া বাংলা
দেখ, দারুণ তৃষ্ণায় কাতর—
ব্যথিত কৃষক।

পাঁচ.
যারা পেরেছে তারা তোমার সমগোত্রীয়
যখন পারার ছিল, তখন পারিনি
এখন কি আর পারবো?
তবুও কেন যে ডাকো এভাবে, বারবার!

ছয়.
যত পার ঝরে যাও।
ভাসিয়ে নাও তোমার কাছে
আমি তো হতে চাই শুচিশুদ্ধ
কিন্তু জানি না—
কতটুকু পরিশুদ্ধ হবে অশান্ত পৃথিবীর
কালশিটে প্রান্তর!

সাত.
এই দেখ, যখন তোমার সাথে করছি
দীর্ঘ আলাপন
ঠিক তখনই কারগিল ভাসছে রক্ত-বন্যায়।
দোহাই বৃষ্টিকুমারী !
পিপাসা মেটানো থেকে তাদেরকে
বঞ্চিত করো না।

www.pathagar.com

শ্রাবণ এখন

এক.

বৃষ্টিতে ভিজে প্রতিদিন ঘরে ফিরি চব্বিশ পৃষ্ঠার বিষাদ আর দুর্ভাবনা নিয়ে।
সংবাদপত্রের প্রতিটি বর্ণই যেন একেকটি বিষধর অজগর।
ভয়ে আজকাল জানালা দরজা দিয়েও ঢুকতে দেই না সূর্যকে।
না জানি আবার কোন্ অছিলায় প্রবেশ করে ভয়ানক হন্তারক!
হে শ্রাবণ! হে প্রবল বৃষ্টি!
তুমিই কেবল পার ধুয়ে সাফ করে দিতে নোংরা প্রকৃতি!
দোহাই বৃষ্টি!
বাংলাদেশকে গোসল করিয়ে এক টুকরো আবরণে অন্তত ঢেকে দাও
তার ছতর। বড়্ডো দগদগ করছে বিষাক্ত ক্ষতগুলো!
দেশটির দিকে আর তাকাতে পারছি না!

দুই.

বাইরে তুমুল বৃষ্টি।
কোথায় বৃষ্টি?
জানালা খুলে দেখি রক্ত-বমন করছে আজাজিল
আর আকাশের কোণা ধরে প্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে আছেন ইসরাফিল।
আমাদের মেঘগুলো কোথায় গেল?
নাকি তারা আশ্রয় নিয়েছে আজ মানুষের হৃদয়ে!
তাহলে এতক্ষণ যাকে বৃষ্টি বলে ভেবেছি, সে কেবল
মানুষেরই রোদন?
মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি—
ঝিঁঝির খণ্ডিত ডানার মত একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে
এশিয়ার মানচিত্র। আর তার পাশেই গড়াগড়ি খাচ্ছে ওস্তাদ
আলাউদ্দিন খাঁর ভাঙ্গা এসরাজ!
আফসোস! আজ আর কোনো বৃষ্টির সঙ্গীতই বাজবে না—
'এমন দিনে তারে বলা যায়'—
না! কিছুই বলা যায় না।—
শুধু জিজ্ঞেস করা যায়— আর কত কাঁদবে হে বিপুলা পৃথিবী!

www.pathagar.com

তিন.

আশা ছিল, এবার বৃষ্টিতে ফুটে উঠবে ঘুমন্ত বীজগুলো
মৃত্তিকা ভেদ করে মাথা উঁচু করে বুঝাবে কচি প্রাণ;
'আমরা এসেছি, এইতো এসেছি আলোর উদ্ভাসে।
আমাদের দেখাও তবে নদীর মোহনা।'

কীভাবে বুঝাবো তোমাদের, আমাদের আজ আর কোনো নদীই নেই!
বরং তোমরা ফিরে যাও পুনরায় বীজের আধারে
যেমন ফিরে গেছে আমাদের স্বপ্ন-সম্ভাবনার সকল স্তর।
দেখো, এই বর্ষা ঋতুতে ফলবতী শস্যক্ষেতও কেমন ফেটে
দু'ভাগ হয়ে গেছে!
তার হা-এর ভেতর থেকে এখন কেবল অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাসের উদ্গীরণ!
আমরা তো হয়ে গেছি আফ্রিকার কৃষ্ণমৃগ।
বৃষ্টির সপক্ষে আজ আর একটি পয়ারও রচিত হবে না।

চার.

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে'—
কোথায়?
এখানে আষাঢ় আসে না, আসে না আর কোনো বর্ষা ঋতুই।
এ কেমন বন্ধ্যা প্রহর!
এ কেমন নাগিনী নিঃশ্বাস!
বৃষ্টিও উধাও হয়ে গেছে এশিয়া থেকে!
আর মেঘগুলো হিমালয়ের পাদদেশে উপুড় হয়ে কেবল
আর্তনাদ করছে।
তবে কি বঙ্গোপসাগরও হয়ে যাবে বিমান বন্দর!
পাশ ফিরে দেখি, লজ্জায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন নজরুল,
আর রবীন্দ্রনাথ হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বজরা হাঁকিয়ে
ছুটে চলেছেন দক্ষিণের ভাটিতে!
হায়রে শ্রাবণ!
শ্রাবণ এখন আশ্রয় নিয়েছে 'রেখানীড়ের' চারতলায় রাজহাঁসের পালকের নিচে
বৃষ্টি বৃষ্টি বলে আর কেউ কোনোদিন প্রার্থনা করো না।
বৃষ্টি মানেই তো এশিয়ার রক্তবন্যা!

www.pathagar.com

উত্তর-বর্ষায়

উত্তর-বর্ষায় জেগেছে নতুন ভোর। শরতের
স্নিগ্ধ শিশিরে আবৃত। কৃষকের ভারী পদছাপ
পড়ে আছে নরোম ঘাসের বুকে। অবিকল যেন
ভেজা মাটির শরীরে পাঁচটি আঙুল এঁকে গেছে
কোনো এক মহৎ শিল্পের সুষমামণ্ডিত ছবি।

এ আমার সবুজ ফসল আর সিক্ত মৃত্তিকার
নিজস্ব অর্জন। ঘুঘরো বা কেঁচো-আঁকা চিত্রকর্ম,
প্রচ্ছদও—কী বিস্ময়কর! পৃথিবীর আর কোন্
শিল্প আছে এর সাথে তুলনীয়? ভ্যানগগ নন,
নন লিউনার্দো কিম্বা এনজেলো, এ আমার দেশ—
বৈচিত্র্যে ভাস্বর—জগৎ-বিখ্যাত এক স্থির চিত্র॥

কোথায় থেমেছে নদী

পেছনে আঁধার নামে। বৃষ্টি ঝরে। সম্মুখে তুফান।
হাতের তালুতে স্থির তবু এক শাদা কবুতর।

পালকের গন্ধে তার ভেসে যায় মুক্তির আখ্যান
কোথাও নেমেছে ঢল, ভেঙেছে স্বপ্নলোকের ঘর।

হীরক বয়স থেকে ঝরে গেছে মোহন দুপুর
কোথায় থেমেছে নদী—এলোকেশী জলের নূপুর?

ঘূর্ণি

[illegible] কুয়াশা ঘিরে অবাক পুরুষ
হাঁটু গেড়ে বসে গেছে কাকের শহরে।

www.pathagar.com

উল্টো দিকে ঘুরে গেছে সময়ের মুখ।
ভেসে গেছে স্বপ্নসুখ গর্ভের লালায়।

জীবন যেন বা অচেনা খেয়ার তরী
আধেক আলোয় তার আধেক আঁধার।

পথের সমাপ্তি ভেবে বসেছি যেখানে
অবশেষে জেনে গেছি সমাপ্তি সে নয়।

মহাকাল আছে বেশ দারুণ ফূর্তিতে
আমি শুধু পাক খাই প্রবল ঘূর্ণিতে ॥

নদীর মরণ

স্বপ্নের দৌড়ের মত থেমে আছে বিস্ময়ের কাল।
প্রতীক্ষায় কেটে গেছে কপোতাক্ষে অঢেল প্রহর
ভাতের থালায় উড়ে বসে কাক, চিলের বহর
প্রবল প্রশ্বাসে ছিঁড়ে গেছে উজানী নৌকায় পাল।

বেদনায় ভিজে যায় কৃষকের বুকের পশম।
বৃক্ষের রোদন দেখে কেঁদে ওঠে জননীর প্রাণ।
নেতিয়ে পড়েছে আহা দুগ্ধহীনে গাভীর ওলান
দুখিনী নদীর জন্যে এতোটুকু নেই উপশম!

পানির কলসে একি! বিষধর কেউটের ফণা!
খরতাপে পাথরও হয়ে গেছে রোগাক্রান্ত ফিকে
ভয়ংকর মৃত্যুর ছোবল হেনে যায় চারদিকে।
সীমার দেবে না পানি? তবে নাও বারুদের কণা!

চারদিকে মরুময় কেবলই ভস্মের ক্ষরণ
থমকে দাঁড়িয়ে দেখো আমাদের নদীর মরণ!

www.pathagar.com

প্লাবন

অবিকল মানুষের মত একটি ছায়ার কংকাল
প্লাবিত মানচিত্র ব্যাপী একটি ছায়া আমার মুখোমুখি।
ত্রাণশিবিরের চারপাশ কেবল রোদনের হাহাকার
জলমগ্ন মানচিত্র যেন পরিত্যক্ত ট্রেনের বগি।
আমার মুখোমুখি উদ্বাস্তু মানুষ আর ছায়ার কংকাল
প্লাবিত অসহায় শহরের মত ক্লিষ্ট, বেদনাহত।
বিষাক্ত পানিতে ভাসিয়ে দেয়া লাশগুলি
কোনোদিন পাবে না আর মাটির নাগাল!
আমার স্মরণদ্বীপে ভয়াবহ প্লাবন, মৃত্যুমুখি ছায়ার কংকাল!
পানিবন্দি আতঙ্কিত মানুষ থেকে ত্রাণশিবির যোজন দূরে।
ত্রাণশিবিরেও ছুঁই-ছুঁই পানি।
পানিবন্দি মানুষের চোখে ধেই ধেই নেচে ওঠা মৃত্যুর নূপুর।
কায়াহীন ছায়া, ছায়ার কংকাল।
ঠিক মানুষের মত কথা বলে, কেঁদে ওঠে প্রচণ্ড ত্রাসে!
আমার অস্তিত্বের দুর্ভার কবুতরের হাল্কা পালকের মত
ঝরে গিয়ে ক্রমশ কোষা হয়ে গেলেও
ফুলে ওঠা বিষাক্ত পানি গ্রহণ করেনি বেওয়ারিশ লাশ!
উদ্বাস্তু মানুষগুলো আজ
জলগ্ন মানচিত্রের বিবস্ত্র সেনাপতি।
আমার অস্তিত্বের আচ্ছাদন নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নির্লজ্জ প্লাবন।
আমার বিবস্ত্র দেহের দুর্ভার লজ্জা ভেসে যাচ্ছে,
আছড়ে পড়ছে বিষাক্ত পানিতে।
আমার অস্তিত্বের সমাধি নিয়ে চলে যাচ্ছে দুর্দমনীয় বেগবান স্রোত।
ত্রাণশিবিরেও ছুঁই-ছুঁই পানি।
বিষাক্ত পানির মুখে লাশের মিছিল।
লাশগুলি কোনোদিন পাবে না আর মাটির নাগাল!
অস্তিত্বহীন আমি এখন বিষণ্ন, জলমগ্ন বাংলাদেশ!
আমার কেশরাশি প্রতিটি লাশের জন্য
একেকটি শোকাবহ মিনার!
বানভাসী জলমগ্ন উদ্বাস্তুর চোখে অনিশ্চিত সকাল।
সহস্র সূর্য চূড়ান্তভাবে জ্বলে উঠলেও যেন

www.pathagar.com

উষ্ণ হবার নয় জলমগ্ন ভয়ার্ত হৃদয়।
উদ্বাস্তু মানুষের চোখে কেবল মৃত্যুর উৎসব!
আফসোস!
আজ আর কোনো হুতাশনেই
এশিয়ার জলবায়ুতে একবারও কম্পন ওঠে না!

শৈশবের পথে

ঘুমিয়ে পড়েছো কপোতাক্ষ
নাকি জেগে আছো আমার মায়ের সাথে!

স্মৃতির গভীরে টোকা দিয়ে যায় জাগ্রত প্রহরী;
মনে পড়ে? হেঁটে যাচ্ছো খালি পায়ে বাঁকড়ার হাটে।
ধুলায় ধূসর চারদিক। পড়ন্ত বিকেল—
উদোম শরীরে শাঁ শাঁ গতিতে চলেছে
গাঁয়ের কৃষক। বোগলে গুটানো মলিন থলে!—
তবুও প্রতিটি পদক্ষেপ সুদৃঢ়, কঠিন—
যেন দুর্বিনীত এক বাতাসের ঘোড়া, কিংবা
লকলকে বেড়ে ওঠা সোনালি ধানের শিষ!

ধুলি-কাদা রাস্তা মাড়িয়ে সেই তো কবে—
বহুকাল আগে গিয়েছি সেখানে;
যেখানে একাকী বসে থাকেন মমতাময়ী আমার জননী!—
সেই প্রশান্ত পুকুর— মায়ের উষ্ণ প্রশ্বাসে
ফ্যাকাশে হয়েছে যার সবুজ চাতাল,
পুকুরের পানিও হয়েছে লাল— মায়ের অশ্রুতে!
কতকাল চলে গেল, সে পথে হয়নি হাঁটা!
এখনতো ভরেছে উদর দূষিত বাতাসে,
আর অজগর বেষ্টিত এই পাথর শহরে
কীভাবে যে বন্দি হলাম নিষ্ঠুর নিগড়ে!

www.pathagar.com

তবুও ফিরতে চাই—
হাঁটতে চাই শৈশব মাড়ানো ঐসব পথে,
ভরে নিতে চাই বুক—
কপোতাক্ষ আর মায়ের নিবিড় পরশে।

তুমি কি নেবে না মাগো! তোমারই বুকে টেনে—
চুয়াল্লিশ ছুঁয়ে যাওয়া এই অবোধ শিশুকে!

ধলপহরে

ধলপহরে বিরান মাঠে একলা আমি
মাথার পরে আগুন ঝরা দহন তাপ।

সামনে ধূধূ কেবল শুধু তেপান্তর
একটু বাঁয়ে বনের ধারে ক্রুদ্ধ ডাক
পায়ের নিচে শিয়ালকাঁটা ফোটায় হুল
বিষের বানে বাঁধ ভেঙেছে জীবনকূল।

দীঘির জলে যেমন দোলে পদ্মপাতা
যেমন ফোটে ঘাসের নাকে শিশির কণা
তেমন করে কষ্টগুলো দিচ্ছে দোলা
চিটাভস্মে উঠছে ভরে আমার গোলা।

ধলপহরে শিয়াল ডাকে হুক্কা-হুয়া
হাঁড়ির পেটে মোচড় মারে মস্ত কূয়া ॥

জীবনের পোড়ামাটি

নদীতে সাঁতার কেটে কেটেছে কৈশোর
যৌবন নিয়েছে বাঁক সমুদ্রের দিকে
ক্রমশ হয়েছে চাঁদ—আলোহীন ফিকে,
উত্তর-যৌবন আজ মরুর ঊষর!

www.pathagar.com

স্বপ্নের ছালুনগুলো হয়ে গেছে বাসি
ঝড়ের দাপটে কম্পিত ঘরের চাল
প্রবল তাণ্ডবে ওড়ে নিয়তির পাল,
মাস্তুলে হাসে কে নর-পিশাচের হাসি!

শস্যহীন মাঠ যেন শবের কাফন!
দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে গেছে সবুজের নাভী,
জলহীন নদী আর দুগ্ধহীন গাভী—
শুষ্ক বালির বসনে হয়েছে দাফন!

ভিতর বাহিরে দাহ, আগুনের পাটি
পুড়ে পুড়ে খাক—জীবনের পোড়ামাটি ॥

বিরান প্রহর শেষে

এটা হলো বৈশাখের কাল। তুমি কি পড়তে পার
ডুবন্ত সূর্যের ভাষা আর নীড়হারা পাখিদের
রোদনের দীর্ঘশ্বাস? এখন সাগরমুখী নদী।

ভাটির উচ্ছিষ্টগুলি শামুক পড়ে আছে স্থির
চিকচিক বিশুষ্ক বালিতে। মাথার ওপরে, শূন্যে
আর কোনো গাঙচিল দেখি না। শুনি না আর কোনো
ডাহুকের ডাক। প্রকৃতি এখন আর উপমেয়
নয়। এমনকি নয় তোমার চোখের মত। এই
গাঙ্গেয় বদ্বীপে একদা যা ছিল কাব্যের প্রতীক।

এটা হলো ক্ষরণের কাল। কেউবা বলেন, চৈত্র।
তবে কি বৈশাখ খুলে দেবে তার রহস্যের দ্বার?
যেখানে রয়েছে জমা স্বপ্ন আর বিপুল বিস্ময়!

ধরিত্রী, প্রশান্ত হও। থেমে যাবে সকল প্রলয়
বিরান প্রহর শেষে পেয়ে যাবে আপন নিলয়।

www.pathagar.com

এইতো ভিড়েছি কূলে

কঠিন শিলার স্তর, তীব্র বজ্রাঘাত
তুফান তরঙ্গ আর মরুঝড় সয়ে
এখনো চলেছি কালের সুড়ঙ্গ বেয়ে।

আমি তো জানি না পথ—পথের দূরত্ব
জানিনা বরফ ঢাকা নদীর ঘনত্ব!
এতটুকু জানি শুধু গন্তব্যের বাড়ি—
যতই হোক না দূরে, দিতে হবে পাড়ি।

কেটে গেছে জীবনের দুইভাগ কাল,
এক ভাগে জাগে তবু স্বপ্নের প্রবাল।
যতটুকু আছে পথ, আছে অভিঘাত
ততোটুকু পেরুলেই—নবীন প্রভাত!

ঘুরেছি গিরি-গুহা, কঠিন প্রান্তর
পেরিয়ে এসেছি শৃঙ্গ, প্রমত্ত সাগর,
এইতো ভিড়েছি কূলে, ফেলেছি নোঙ্গর ॥

একাকী মানব

এই মহাকাশ, এই অতলান্ত মহাকাল আর
এইসব মহাদেশ, পাহাড় সমুদ্র উপকূল
কোথাও প্রশান্তি নেই, নেই এতটুকু উজ্জ্বলতা,
বাঁশের কাণ্ডের মত নুয়ে আছে কেবলি শূন্যতা।

কতো কাল হলো—মানুষের বিপরীতে চলে গেছে
মানবতা, বোধ আর যত আছে সুকুমার শব্দ।
অশুদ্ধ আগুনে পুড়ে গেছে শিল্পের দীপ্ত সুষমা,
উড়ে গেছে বাষ্পের শরীর বেয়ে সৌখিন উপমা।

www.pathagar.com

মহাদেশ, মহাকাল ছেয়ে আছে চতুর শকুন
সময়ের গ্রীবাদেশ ছুঁয়ে আছে সুতীক্ষ্ণ নখর।
'বাঁচাও বাঁচাও'—কে আর আসবে বলো মৃত্যুদ্বীপে?
যারা পারে—তারাও ভিড়েছে আজ শকুনের দলে।

শকুন শকুন! চারদিকে নৃত্যরত শকুন-দানব,
অগ্নিকূলে বসে আছি এই আমি—একাকী মানব।

হতাশার রাত শেষ

হতাশার রাত শেষ। ঝলমলে সূর্য
হাসে নিকানো উঠোনে। কৃষক ছুটেছে
মাঠে। সবুজ ফসলে ভরে যাবে আজ
পুবের খলেন। দিনশেষে রাত এসে
পুনরায় জ্বেলে দেবে জোছনার আলো,
দূরে যাবে যত আছে বিষাদের কালো।

আঁধার আঁধার বলে করো না বিলাপ
মেঘের আড়ালে আছে চাঁদের গিলাফ!

স্বপ্নগুলো তুলে নাও আমনের মত
ভরে তোলো বুক আর হৃদয়ের গোলা;
আসুক খরার কাল, ঝড়-ঝঞ্ঝা শত
তবুও হৃদয়ে ভরো সাহসের দোলা।

তবে আর শঙ্কা কেন! শুধু বরাভয়—
সাহসী মানে না কোনো বাধা-পরাজয়॥

www.pathagar.com

নিয়তির দণ্ড

এই রাত—নিস্তব্ধ গভীর রাত জেগে আছে
পরিত্যক্ত প্লাটফর্মের মতন।
আমি তার একমাত্র সহযাত্রী।

বয়সী কাকের মত ঝিমুচ্ছে পৃথিবী।
চোখ তার ঢুলুঢুলু—ক্ষুধার উপমা।
মালবাহী ট্রেনের মতন চলে যাচ্ছে পাংশুটে প্রহর।

হঠাৎ কান্নার শব্দ!
চোখ মেলে দেখি—
পায়ের নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পৃথিবী।
পাশে তার ভাঙ্গা বেহালার ছড়
আর সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতন উড়ে যাচ্ছে শূন্যে
ছতরের রক্তাক্ত কাপড়।

হাঁটুর ভিতর মুখ লুকিয়ে কাঁদছে সে।

কাঁদো পৃথিবী—কাঁদো অনন্ত কাল....
কেননা তুমিই তো স্বপ্নের খোড়ল থেকে
আমাকে অপসারণ করে ঢুকিয়ে দিয়েছো
বিষধর অজগর।

তুমি কেঁদে যাও—
তোমার চোখের পানিতে ভিজে যাক মাটির হৃদয়।
আর আমি হব কৃষকের তরবারির মতন চকচকে
স্বপ্নভার লাঙলের ফলা।

আমি ছাড়া তোমার কান্না শোনার মত
আর কে আছে পৃথিবী, বলো!
তোমাকে বহন করাই যে আমার পাল ছেঁড়া নিয়তির দণ্ড।

www.pathagar.com

গ্রহের প্রাসাদ

তুমি বসে আছ গ্রহলোকের একটি সুনসান বারান্দায়।
বসন্তের ঝাউয়ের মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে
তোমার সুগন্ধি ঘনকাল দীর্ঘ চুল।

তুমি বসে আছ অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে।
হাতে এক অনাস্বাদিত কফির উজ্জ্বল পেয়ালা।
গভীর আগ্রহে চোখ রেখেছ ইন্টারনেটে।
কফিতে চুমুক দিতে দিতে আনমনে দেখে যাচ্ছ
গ্রহবাসীর বিচিত্র সব খবরা-খবর।

খুব যত্নে সাজিয়েছ তুমি গ্রহরে প্রাসাদ।
পশ্চিমে ঝুলন্ত বর্ণিল পর্বত।
পেছনে বাঁধানো লেক, সুইমিংপুল।
স্বচ্ছ পানিতে নীরবে হেসে হেসে দোল খাচ্ছে
শাপলা-শালুক আর অজস্র ফুটন্ত তারার প্রতিচ্ছায়া।

বরফের সিঁড়ি ভেঙ্গে আয়েশী ভঙ্গিতে তুমি নেমে যাচ্ছ
পড়ন্ত বিকালে সামনের পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগানে।
একাকী হাঁটছো আর গুণগুণ করে গেয়ে যাচ্ছ নজরুল সংগীত।
একটু গভীর হলে রাত—
খুব কাছ থেকে ঘ্রাণ নিচ্ছ পূর্ণিমা চাঁদের।

বেশ কেটে যাচ্ছে তোমার সময়।
ইচ্ছে হলেই ছুটছো স্বয়ংক্রীয় যানে অন্য গ্রহে।
কিংবা যাচ্ছ পশ্চিম গোলার্ধে বিপণী বিতানে।
কখনো বা হাওয়া বদল করতে ছুটছো পৃথিবীর দিকে।

গ্রহপথে হেঁটে হেঁটে কখনো বা ক্লান্ত হলে
কিংবা কোনো এক উদাস বিকালে
হয়তো বা মনে পড়বে পুরনো এক পৃথিবীর কথা।
হাজার বছর আগে যাকে ফেলে এসেছ অনেক অবহেলায়।

www.pathagar.com

যেখানে মুখর ছিল মানুষ আর পাখির কলরবে।
ঠিক সেই বিষণ্ন সময়ে—
হয়তো বা হঠাৎ করে তোমার খুব ইচ্ছে করবে কবিতা পড়তে। তখন—
ঠিক তখনই তুমি অনুভব করবে তোমার বাম পাঁজরে আমার
সরব উপস্থিতি।

হাজার বছর পরে
আমাদের দেখা হবে হয়তো বা এইভাবে।
তোমার সাজানো গ্রহের প্রাসাদে হবো মুখোমুখি।
আর খুব কাছ থেকে পরস্পর করবো স্মরণ,
হে অনন্তিকা! তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি আজ
মাটির পৃথিবী থেকে কয়টি চরণ।

কালযাত্রী

শস্যের ক্ষেত মাড়িয়ে সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায়।
ক্লান্ত গলায় ঢালছে তারা জমাটবাঁধা রক্তের গ্লাস
আর মানুষের চামড়ার তৈরি ন্যাপকিনে
মুছে নিচ্ছে বিলাসের ঘাম।

দৌড়াও খরগোশ!
ছোটো, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।

সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায় উন্মাদ মোষের মত
কে ছুঁয়ে যাবে স্বার্থের নিশান, কতটা আগে—

নামুক। আমার কোনো দৌড়ের ইচ্ছাই নেই।
এইতো আমি দাঁড়িয়ে আছি এইখানে—
উত্তপ্ত গ্রহের পাদদেশে।
বহু আগেই টপকে এসেছি কান্নার নদী
এখন তো কেবল কালের পিঠে ঠেস দিয়ে দেখে যাওয়া—
চতুর খরগোশের হাস্যকর ঊর্ধ্বদৌড়।

www.pathagar.com

সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায়।
নামুক। আমি এখন সময়ের পলিথিনে
কিছু স্বপ্ন ভরে মুখ ফিরিয়েছি বিক্ষুব্ধ পৃথিবী থেকে
আর এক মহাপৃথিবীর দিকে।

প্রবল প্রশ্বাসে

তুমি জাগো! জেগে ওঠো সমুদ্রের ডাকে
জেগে ওঠো সময়ের শ্রান্ত চোখ মেলে,
মৃত্যুর শিখর থেকে জেগে ওঠো তুমি—
জেগে ওঠো স্বর্ণশীর্ষ—পর্বতের ভূমি।

শিরায় শিরায় বয়ে যাক দীপ্ত তেজ
বয়ে যাক স্বপ্নধারা—বিপুল ঝরনা,
জেগে ওঠো গুহা থেকে আমূল নবীন—
ভেঙ্গে আনো শঙ্কাহীন সবুজের দিন।

তুমুল তাণ্ডবে ওড়ে সাহসের ঘুড়ি
উড়ে যায় ফুঁড়ে যায় সুনীল আকাশ,
জেগে ওঠো! —শোনো চাতকের ডাক
তোমার দৃষ্টিতে বেদনারা দূরে যাক।

তোমার উত্থানে হোক অন্ধকার শেষ,
প্রবল প্রশ্বাসে তুমি জাগাও স্বদেশ ॥

ক্লান্তিরেখার পাদদেশে

সহস্র বাঁক পেরিয়ে আমি এখন এখানে—
ক্লান্তিরেখার অসম পাদদেশে।

মাথার তালুতে বাজের ছোবল আর

www.pathagar.com

অবাঞ্ছিত এক ঘূর্ণিতে কেবলি
কেঁপে উঠছে আমার স্বাপ্নিক হৃদয়!

মানুষের উৎপত্তি কি ঘৃণার জঠরে?
নাকি কোনো নাগিনীর দীর্ঘশ্বাসে?

ভবিষ্যৎ শুয়ে আছে সাপের গুহায়
বর্তমান কম্পমান!
অথচ আমারও অতীত ছিল—
অতীত ছিল—
মহান ইতিহাসের মত মধ্য এশিয়ার।

অবশেষে তুমি এলে—
তুমি এলে এমনি এক সময়
দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যখন আমি মুহ্যমান।

ঘরহীন ঘরে

আর কতভাবে ব্যবচ্ছেদ করবে আমাকে? করো।
প্রতিটি প্রহর চলে গেছে নিয়তির প্রতিকূলে,
এইতো রেখেছি খুলে অকাতরে দেহের আমূল—
আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে আর মহাকাল? চলো।

সান্ধ্যখেলা শেষ হলো, এবার ফেরার পালা ঘরে।
গ্রাস করেছে সে ঘর দৈত্য আর বানভাসি চরে।
দূরে আছে প্রতীক্ষায় হায়েনার বিষাক্ত বদ্বীপ,
ফেরার তো তাড়া নেই, চোখে নেই স্বপ্নের প্রদীপ।

পেছনে রাজ আসন, সম্মুখে কেবলি দীর্ঘশ্বাস!
শকুন-মানুষে যুদ্ধ! এই এক দীর্ঘ ইতিহাস—

www.pathagar.com

সান্ধ্যখেলা শেষ হলো, এবার ফেরার পালা ঘরে।
আমার তো ঘর নেই! আছে কিছু ঢেউয়ের মালা,
এশিয়ার সিংহদ্বারে ঝুলে আছে নিষেধের তালা।—
ফেরার এ বৃথা চেষ্টা, প্রতিদিন—ঘরহীন ঘরে॥

ঘৃণার উপত্যকা

কতো আর উপেক্ষা করতে পারো?

বৃষ্টির সপক্ষে ছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা
আর তোমরা এখন বৃষ্টির বিরোধী।
তবু সহস্র উপেক্ষা পেরিয়ে—
এখনও বৃষ্টি নামে মুষলধারে।

আমিও পেরিয়ে এসেছি ভ্রুক্ষেপহীন
উপেক্ষার পর্বত।
এইতো দাঁড়িয়ে আছি প্লাবিত শহরে
আর সময়ের শিং-এ ঝুলে আছে কেবল অনিষ্ট—
তোমার ব্যর্থতার প্রলম্ব স্মারক।

কোনো অগ্নিময় প্রশ্বাসও আর
স্পর্শ করতে পারে না আমাকে।
ভুলে গেছি দীর্ঘশ্বাসের বিকট গন্ধ।
ক্যাঙ্গারুর মত আমিও পেরিয়ে এসেছি
শৈশব রোদন।

কতো আর উপেক্ষা করতে পারো? করো
আমার পকেটে আছে—
টপকে যাবার মত দুরন্ত সাহস
এবং হাতে আছে একটি ঘৃণার উপত্যকা।

www.pathagar.com

হেমন্তে জাগাও তুমি

এখানে আসে না ঋতু—ঋতুর স্বভাব
এখানে ঘাসের বুকে পড়ে না শিশির
এখানে জাগে না প্রাণ— প্রেমের তিতির
এখানে রয়েছে জমা অশেষ অভাব।

কি এক ব্যথার নদী চলে বাঁকে বাঁকে
মরা নদী, ঝরাপাতা, খরাভারা বুক
শোকের বসনে ঢাকে লাঞ্ছনার মুখ
এশিয়ার বুক জুড়ে শকুনেরা ডাকে।

মানুষ কেবলি আজ মৃত্যুর সোপান!
এই দেশ, এই ক্ষেত—আমার ভূ-ভাগ
মাটির গভীরে আছে যত অনুরাগ—
তোমার প্রশ্বাসে তবু ক্ষুধার লোবান!

শরৎ সে এসেছিল, রেখে গেছে বান
হেমন্তে জাগাও তুমি—শত কোটি প্রাণ।

নিগৃহীতার বাহুডোরে

[ঢাকার চারশো বছর পূর্তিতে]

উত্তর বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ঢাকার অসংখ্য মিনার
মগবাজারের সুউচ্চ ওয়ারলেস টাওয়ার, রামপুরার টিভিকেন্দ্র,
পশ্চিমের ঝিল, এদোডোবা, কলমিফুল কিংবা
জীবনের মত আঁকা-বাঁকা মাজাভাঙ্গা অগণিত গলিপথ।
আর বিশ্বরোডের দুপাশে বেড়ে ওঠা অবহেলিত—
ভাসমান মানুষের বস্তিগুলো যেন তিলোত্তমা নগরীর অনিবার্য পোশাক।

রাত যখন ধাবিত হয় গভীরের দিকে
রাজধানী যখন মাতাল আর খুনীর দখলে

www.pathagar.com

লাইটপোস্টের পিলারগুলো যখন বেদনায় মুহ্যমান,
তখন, গভীর রাতে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকি একা।
বারান্দার গা ঘেঁষে কয়েকটি নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে সটান
এলোকেশী পাহাড়ী মেয়ের মত ছড়ানো সবুজ পাতায় গর্বিনী
একেকটি গাছ যেন—বৃটিশ সম্রাজ্ঞী।

আরও গভীর হলে রাত, রাজধানী হয়ে ওঠে রহস্যের ডেরা।
তখন তাকে কী যে অচেনা লাগে!
যেন নিজেরই পৃষ্ঠদেশ—যাকে সম্পূর্ণ যায় না দেখা।

প্রতিটি গভীর রাতে, খুব বেশী একা হয়ে গেলে নেমে আসি বারান্দায়।
দেখি, ট্রেনের স্লিপারের মত চিতানো নারকেল ডাঁটার ওপর
পালকের নিচে দীর্ঘশ্বাস চেপে বসে আছে একটি বয়সী কাক।
অমাবস্যা কিংবা জোছনা রাত, ঝড়ো-বৃষ্টি কিংবা শিলার প্রপাত—
সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকে কাক—নিদ্রাহীন কালের দোসর।

জানি না ঢাকার বয়স বেশী, নাকি কাকের!

কখনও মনে হয়—কাক নয়; অন্য এক ক্যানভাস।
আর তখনই রাতের নিঃসঙ্গ অসহায় কাক হয়ে যায়
পালক খসা বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড ঢাকা কিংবা বাংলাদেশ।

২.
জোছনাপ্লাবিত রাতে আজ চেয়ে আছি অজস্র স্বপ্নের দিকে।
আর ভাবছি, এইতো—এই শহরেই প্রবাহিত হয়েছিল একদা দর্পিত প্রশ্বাস।
এইতো দাঁড়িয়ে আছেন ঈসা খান, সম্রাট জাহাঙ্গীর কিংবা মুরশিদকুলি খান।
তাদের স্মরণে এখনো কি বুড়িগঙ্গায় কম্পন ওঠে না?
এখনো কি কাঁপে না বাতাস তাদের সাহসী অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে?
তবে আর কোন্ তস্করের সাধ্য আছে হাত বাড়ায় দুর্গের দিকে!

৩.
আজ প্রত্যুষে যখন বেরিয়ে পড়েছি শায়েস্তা খানের স্বপ্নের শহরে
আর তখনই পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো সেই অতি চেনা

www.pathagar.com

কাকটির খণ্ডিত মুণ্ড!
কী নিদারুণ অসহায় ভঙ্গিতে সে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।
আশ্চর্য! কীভাবে ঘটে গেল মুহূর্তেই এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড!
তবে কি নগর ফটকে কোথাও ঘাপটি মেরেছিল সাবলীল অস্ত্রহাতে
রক্তপিপাসু কোনো হন্তারক!
মুণ্ডহীন কাকটির দিকে তাকাতেই মনে হলো—
কাক নয়, যেন আমারই বুক থেকে ক্রমাগত ঝরে যাচ্ছে
পতাকার বৃত্তের মত টকটকে লাল রক্ত।
আর আমি পড়ে আছি চারশো বছর ধরে।
আমারই সমবয়সী— ডানাভাঙ্গা, স্মৃতিভ্রষ্ট এক নিগৃহীতার বাহুডোরে।

হায়! ঢাকা তো কেবল স্বপ্ন কিংবা মসজিদের শহরই নয়,
সে এখন রীতিমত বহমান রক্ত এবং ত্রাসের নগরী!

মুহাম্মদ আসাদ : জন্মশত বর্ষে

রাতটা গভীর ছিল এবং প্রগাঢ় অন্ধকার।
ঝড়ো হাওয়া ছিল, ঝড়ের তীব্রতা ছিল।
পথটি ছিল দীর্ঘ এবং বন্ধুর।

সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি হাঁটছেন উর্ধ্বশ্বাসে।
কোথায় গন্তব্য?
হঠাৎ থামলেন তিনি।—
তারপর মুখ ফেরালেন ধূসর দিগন্তের দিকে।

এবার চললেন তিনি 'মক্কার পথে'।
হাঁটছেন ক্রমাগত।—
হাঁটতে হাঁটতে দু'পায়ে ভেঙ্গে যাচ্ছেন আঁধারের ছায়া।
ভেঙ্গে যাচ্ছেন বিরুদ্ধ বাতাসের দর্পিত প্রশ্বাস।

মক্কার পথ—
ঐখানে জমা হয়ে গেছে যত সূর্যের আলো।

www.pathagar.com

ঐখানে গোল হয়ে বসে গেছে জোসনার মেলা।
ঐখানে তশতরী উপচে পড়ে যত কল্যাণের ফল।

তার পথটি চলে গেছে অজস্র আলোকিত স্বপ্নের ভেতর।
চলে গেছে সমুদ্রের কল্লোলিত ধ্বনির গভীরে।

আসাদ!
আপনার বাহনের রশিটা একবার আমার দিকে ছুড়ে দিন।
আমিও যে 'মক্কার পথের' এক দারুণ পিয়াসি পথিক!

বীজতন্ত্র

তোমাকে খুঁজেছি সহস্র বছর ধরে
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে গ্রহের প্রান্তরে।
যা কিছু দেখিনা কেন তারই ভিতরে
তোমাকে দেখি শুধু স্বপ্নের বিবরে।

কোথায় লুকিয়ে ছিলে? রহস্য গভীরে
নাকি এই মরুবুকে— আমার অন্তরে?
নদীকে ডাকি যখন তুমি শোনো ডাক
শরীরে শরীর ছুঁয়ে দাঁড়াও সবাক।

বীজের শরীরে দেখ আমার সুঘ্রাণ
ভ্রূণের ভিতরে আছে লক্ষ কোটি প্রাণ।
ঝিনুক দু'ভাগ করে জেগে ওঠো তবে
এবার কর্ষণে ক্ষেত শস্যভারা হবে।

জন্মের অতীতে আমি চেয়েছি যে ভূমি
সে তো আর কেউ নয়, তুমি শুধু তুমি ॥

www.pathagar.com

দশ দিগন্তের অন্তরেখা

তেপান্তর পার হয়ে আমি যাচ্ছি তোমার কাছে।

দিগন্তের বিস্তার আমি দেখেছি
আমি দেখেছি শস্যভার ক্ষেতের গর্বিত মস্তক
কোমল শিশিরে ঢাকা দুর্বাঘাসের আনত দেহ
আর পাখির কলরবে মুখরিত বিয়াল্লিশটি প্রভাত।
তুমি কি ছিলে না কখনো আমার স্বপ্নের দোসর?
আমি এখনো আছি কৃষকের মত ক্লান্তিহীন।
এখনো মধ্যরাতে নাও ছেড়ে দেই বিরুদ্ধ বাতাসে, দর্পিত ভাটিতে
আর আদমসুরাত দেখে ঠিক করে নেই গন্তব্যের নিশান।
যদিও মানুষই আজ বড় বেশি গন্তব্যহীন!

ভাবতে পার, রাজ্যির বাঁদরগুলো যখন আজ খেয়ার মাঝি
আর যাবতীয় বিবাদ-মীমাংসার একচ্ছত্র অধিপতি মূর্খ শিয়াল পণ্ডিত
তখন কোন্ ভরসায় আর সাত পহরের উজান ভেঙ্গে পৌঁছুতে চাই
তেভাঙ্গা উপকূলে!
তুমি তো জানই—
আমার যাত্রা সর্বদা গতির বিপরীতে, অজ্ঞেয় বিদারী।

প্রত্যেকটি ফসলেরই মৌসুম আছে, পৃথক।
আছে ঋতুর কিছু নিজস্ব স্বভাব।
কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর যেমন থাকে না কোনো মৌসুম
ঠিক তেমনি আমি আর প্রতীক্ষা করি না কোনো নির্বিরোধ বসন্তের।
আমি তো জেনে গেছি, কোনো রাস্তাই এখন আর রাস্তা নেই।
কোনো আবাসই নেই নিরাপদ, শঙ্কাহীন।
পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন সবচেয়ে পূতিগন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর ডাস্টবিন।
হত্যা, খুন এবং অবিরাম রক্তবমন ছাড়া এখানে আর কীইবা
সঞ্চয় আছে?

যারা বিশ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়—
আমি তাদের মধ্যে নেই।

www.pathagar.com

যারা মিথ্যার আবর্তে ক্রমাগত ভাসমান—
আমি তাদের মধ্যে নেই।
এমনকি যারা উর্বর শস্যভূমি মাড়িয়ে দাবড়িয়ে নিয়ে যায় লালসার ঘোড়া—
আমি তাদের মধ্যেও নেই।

খ্যাতি কিংবা অখ্যাতির রশিটাও ছুড়ে ফেলেছি দূরে।
দ্বিধার পোশাকে আবৃত হবার লজ্জা এবং লাঞ্ছনা
বয়ে বেড়াবার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।

তেপান্তর পার হয়ে আমি যাচ্ছি তোমার কাছে।
তুমি প্রশান্ত হও।
যদি সুযোগ পাই, সেলাই করে রেখে যাব
একটি নতুন নকসিদার পৃথিবী।
আমাদের আগত বংশধর যেন তিষ্ঠতে পারে অন্তত কয়েকটা শতক।

আমার যাত্রার কোনো বিশ্রাম নেই।

দশ দিগন্তের অন্তরেখায় লিখে দিয়েছি আমার নাম।
হে আগুনের জঠর! আমাকে আর কিসের ভয় দেখাও?

আঁধারসঙ্গীত

এতো আঁধার, তবুও তোমাকে চেনা যায় অবিকল।
এইতো তোমার আঁচলে ঢেকে গেছে
বাংলাদেশের সকল লজ্জা।
উদ্বেলিত কপোতাক্ষ আর উদভ্রান্ত মাস্তুল।
তোমার প্রার্থনা—মেহগনি দাঁড়।
আর আমার প্রর্থনা—একটি গহনা নৌকা।
আজ আর কোনো বেদনার গান নয়।
আজ আর কোনো আলোকিত রাত নয়।
বরং দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হোক নিগূঢ় আঁধার।
আমরা স্বপ্নকে প্রলম্বিত করতে চাই।

www.pathagar.com

কেনোনা স্বপ্ন এবং প্রেমের চেয়ে
এমন কী আর আছে অমর-অক্ষয়?

নিভে গেছে শিয়রের বাতি। যাক।
আজ রাতে বেদনার গান ছেড়ে
শুনবো কেবল ফেনায়িত নদীর
ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়ভাঙ্গা তরঙ্গের শব্দ।
রাতভর গেয়ে যাও তুমি—
ফাতেমাতুজ্ জোহরা।....

কাঁদো মন-ক্রন্দসী

কোনো উৎপীড়নই এখন আর আমাকে
বিচলিত করে না। কারণ এতদিনে জেনে গেছি
প্রতিটি বিষাক্ত সাপ— সে যত বড় সুন্দরই হোক না কেন
তার চকচকে ফণার ভেতর লুকিয়ে আছে
জীবনঘাতী বিষ।
বাতাসটা বয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। যারা সাথী হবে বলে
একদা কসম খেয়েছিল, তারা দরিয়ার ডাক শুনেই
দরোজায় খিল এঁটে কেবল লাভ-লোকসানের হিসাব কষে
বিনিদ্র রজনী পার করে দিচ্ছে।
ছেঁড়া পালের ফুটো দিয়ে তাদের বৈষয়িক চেহারা
দেখার ক্লান্তিতেই আমার এখন যত অরুচি।
তবুও উজানে নাও বেয়ে যখন হৃদস্পন্দন বন্ধ হতে চায়
তখন অভ্যাসবশত জোরে হাঁক মারি....
পরক্ষণে চোখ মেলে দেখি উন্মাতাল ঢেউয়ের গায়ে
ঠেস দিয়ে নিজের হাতের কব্জি ধরে
নিজেই রক্ত চলাচল পরীক্ষা করছি।
দরিয়ার ওপারে কেউ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
কে কাঁদো অস্থির প্রহরে?
কান্নার স্বাধীনতা আর অফুরন্ত সময় কি তোমার আছে?
তাহলে কাঁদো, অন্তত আর একবার কাঁদো মন-ক্রন্দসী!

www.pathagar.com

বরফের পিঠে

ভবিষ্যৎ শুয়ে আছে জীবনের অপর পৃষ্ঠায়
বর্তমান পাক খায় সন্দেহের সিংহদ্বারে
আমি পড়ে আছি—
পড়ে আছি জেব্রাক্রসিং-এর মত নিয়তির বালুচরে।

গলার ওপরে ঝুলে আছে দণ্ডের করাত
পাঁজর মাড়িয়ে শামুকের মত হেঁটে যায় হিংস্র হাঙর
কানে ভাসে বন্য শূকরের বীভৎস চিৎকার
তবুও ঝিঁঝিরা নূপুর বাজিয়ে হেসে খেলে গেয়ে যায়
বিরুদ্ধ সময়ে!

হাজার বছর আগে, যখন ছিলাম মহাশূন্যে ভাসমান
কিংবা বৈশাখী ঝড়ের মত পায়চারী করতাম
সময়ের বেলাভূমে
তখনো শুনেছিলাম তোমার তৃষ্ণার্ত ব্যাকুল রোদন।
তাহলে তুমিই কি সেই স্বপ্নোত্থিত ঝিঁঝিদের রানী?

বেতস পাতার মত ক্রমাগত দুলে যাচ্ছে মেঘের পালক
তুমিও দুলছো তৃষ্ণার দোলায়
তোমার চোখের গভীরে লুকিয়ে আছে প্রতীক্ষার নদী!
তবে এসো—
পর্বত টপকে আসার সাহস যদি থাকে, এসো—
এসো আগুনের সমতটে,
দেখ, আমার পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে বরফের পিঠে।

খোয়াব

আজকাল আর খোয়াবেও ভাল কিছু দেখতে পাইনে।
কী যে দুঃসময়!
যেন একটা পাথরখণ্ড সীলগালার মত আঁকড়ে রেখেছে

www.pathagar.com

শতাব্দীর শেষ কটা প্রহর।

আজকাল প্রতিটি রাতেই ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে।
দেখি, একটি নেড়িকুত্তা—লোম নেই শরীরে তার
লেজটাও খসে গেছে, বামপাশে দগদগে ক্ষত—
বসে আছে সময়ের সিংহদ্বারে।
আমাকে দেখেই নেড়িটা কেমন ভয়ংকর দানবীয় দাঁত বের করে
তেড়ে আসে ক্ষিপ্রগতিতে
আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে গিয়ে আমার হাত থেকে
পড়ে যায় চাল ডাল এবং তরতাজা সবজির প্যাকেট।
ও কি জানে, ঐ প্যাকেটে রয়েছে আমার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার
জীবন ধারণের ডানোর কৌটা!

লোম ওঠা নেড়ির দাপটে আমাকে দৌড়ুতে হয় ঊর্ধ্বশ্বাসে!
আর আমার বাজারের প্যাকেটের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন ঠ্যাং উঁচু করে
পেচ্ছাব করে দেয় কুত্তাটা।

প্রতিটি রাতে, খোয়াবের মধ্যে এভাবে দৌড়িয়ে
আমি এখন ক্লান্ত।

আজকাল আর একটুও ঘুমুতে পারিনে।
চোখ বন্ধ করলেই দেখি—
হিংস্র দাঁত বের করে তেড়ে আসছে সেই কুত্তাটা।
তেড়ে আসছে তার পিছে পিছে একপাল দাঁতাল শুয়োর।
আর আমি ওদের ভয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পার হচ্ছি
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।
কিন্তু আর কত দৌড়াবো? কোথায় যাব?
সামনেই সীমানার দেয়াল।

আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।
কেনই বা যাব?
এই আবাসটুকু যে আমার দশপুরুষের বাস্তুভিটা!

www.pathagar.com

না! কোথাও যাব না আমি,
এমনকি দৌড়াবো না আর এতটুকু।
আমি এখন সীমানার পিলারে পিঠ ঠেকিয়ে
ঘুরে দাঁড়িয়েছি এক হিংস্র প্রতিপক্ষের মুখোমুখি।

কী যে দুঃসময়!
আজকাল আর খোয়াবেও ভাল কিছু দেখতে পাইনে।

রক্তভেজা হাতের বদল

কী আর বদল হবে! দৃশ্যপট অবিকল তাই।—
যেমনটি ছিল বিশ শতকে : সূর্য দিন রাত—
অবিরাম হানাহানি, সংঘর্ষ আর রক্তপাত
সাতভূতে ভাগাভাগি, অবশেষে পাথরের ঘাই।

কী আর বদল হবে! হতে পারে হাতের বদল।—
ম্যাজিকও রয়ে যাবে, রয়ে যাবে রুমালের খেলা
যথারীতি লাল হবে রাজপথ, ঢেউয়ের মেলা।—
হতে পারে যুদ্ধের কৌশল আর রিমোট বদল।

কী আর বদল হবে! রয়ে যাবে পশুর স্বভাব—
অনাহুত খরতাপে মাটি হবে কেবলি চৌচির
স্বপ্নভাসা চোখগুলো পূর্ববৎ হয়ে যাবে স্থির,
পতাকা খামচে ধরে কেঁদে যাবে পুরনো অভাব।

কী আর বদল হবে! থেকে যাবে আগের আদল
একুশ শতক! সেতো রক্তভেজা হাতের বদল।
১.১.২০০১

www.pathagar.com

লজ্জার আলো

আমার সম্মুখে কেবল নিঝুম কবরভূমি।
থুতনির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হিরন্ময় অন্ধকার।
মৃত্যুকে পেছনে ফেলে তবু ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছি
ধাবমান বাতাসের মত।

এমনই দুঃসময়!
পৃথিবীর কোনো গোলার্ধই এখন আর আমার জন্য
সহনীয় নয়।
অথচ কত সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে মানুষ।
এমন কি তারাও—
শত চেষ্টাতেও বাজে না যাদের প্রাচীন জাদুর দণ্ড।
বারুদহীন কার্তুজকে তপ্ত স্টেনগান ভেবে
পুরনো অভ্যাসে আড়মোড়া ভাঙ্গছে উর্ধমুণ্ড!
আর প্রৌঢ়া গণিকার মত প্রার্থনা করছে কিছু নাগরিক সহানুভূতি।

পেছন থেকে কে যেন গেয়ে উঠলো হেঁড়ে গলায়:
'যারাই ছিল চতুর নাইয়া
তারাই গেল বাইয়া.....'
গানটি শোনার পর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হবার আগেই
আমার সম্মুখে জ্বলে উঠলো
এক ফালি লজ্জার আলো।

প্রণয়ের হাঁস

বয়স বেড়েছে মিশোরী মমির চেয়ে
কত কী যে ঘটে গেছে মধ্যাঙ্গ জমিনে!
হাজার বছর ধরে এই উপকূল
জ্বলে পুড়ে খাক—নিদারুণ সূর্যদাহে।

শস্যহীন ক্ষেত এখন ক্লান্তির ভার।
জরাগ্রস্ত ঘরবাড়ি, শোকের পাতিল—
পুরনো তৈজস ঘিরে প্রাচীন রোদন।—

www.pathagar.com

এসব পেছনে রেখে হঠাৎ কখনো
সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায় ধূসর অতীত।
থেকে থেকে ভেসে ওঠে দ্রাবিড় সময়।....

পথ চলে যায় দ্রুত—পথের গভীরে
অবগাহনের দিকে। তবুও ওপাশে—
সময়ের কাকশীর্ষে প্রণয়ের হাঁস
ক্রমাগত ভেঙ্গে যায় বঙ্গেয় বাতাস ॥

এপিটাফ

যখন কিছু সময় ছিলো
ফেরার ছিলো দারুণ তাড়া
তখন তুমি মুখ ফেরালে
করলে কী যে ছন্নছাড়া!
ভয় কি তাতে হায় পিশাচী
কষ্টগুলো নষ্ট ভোর,
তাই বলে কি বন্ধ হবে
সূর্য ওঠার সকল দোর?
প্রেমের ছলে খুব খেলেছো
ঘর ভেঙেছো নেইতো শোক,
জীবনটা যে জ্বলেই গেছে
আর কী আছে কষ্টভোগ?
ছুটছো তুমি ছুটতে থাকো
শেষটা আমি দেখতে চাই
হায় ডাকিনী তোমার জন্য
ঝাঁপ দেবো না সাগর বায়।
এখন বলো : কাল কাটে না
পাথর যেন সময়গুলো
চোখের পরে উড়ছে সদা
বিষাদভরা মরণ তুলো।
যতই ডাকো হাত বাড়িয়ে
যতই ফেলো চোখের জল
ফল কি তাতে? কাজ হবে না

www.pathagar.com

যতই নাড়ো যাদুর কল।
তোমার খেলা শেষ হয়েছে
এবার হলো আমার কাল।
শোধ নেবো কি বৈঠা বেয়ে
ছিঁড়বো নাকি নায়ের পাল?
ওসব খেলা ভাল্ লাগে না
খুব খেলেছি জীবন ভর,
এখন আমি ভিন্ন গাঁয়ে
ঘর বেঁধেছি হাওয়ার পর।

শীতের দরোজা

এই যে মধ্যরাতে ঘুমটি ভেঙে গেল
সে কেবল তোমারই জন্য।
তুমি যদি অমন করে না ডাকতে স্বপ্নে, সঙ্গোপনে
তাহলে বলো, আমিও কি দেখতে পেতাম
আবছা কুয়াশাচ্ছন্ন এমন ঈষদোষ্ণ কপোতাক্ষ?

জানালার পর্দাটা আর একটু সরিয়ে দাও।
আরও ভাল করে দেখে নিই অদূর-সুদূর তেপান্তর।
ওপাশে কি আছে? ওই কিনারে? তোমার পেছনে?

ওই যে পাখিটা উড়ে গেল
সে কি বয়ে নিয়ে গেল আমাদের যাবতীয় ভবিষ্যৎ?
কোনো অশুভ ঝুলে নেই তো তার চঞ্চুতে? —

এসব প্রশ্নই বড় বেশি অলীক এখন।
তার চেয়ে এই ভাল—
এসো শীতের দরোজা খুলে অবগাহন করি
বর্তমানের বনেদি কুয়ায়।
দেখ, কবুতরের হাল্কা পালকের মত কেমন শাদা শাদা
শিশিরের কুঁচি ছড়িয়ে আছে চারপাশ।

এসো, আমরা এখন নির্মাণ করি একটি সেতু, আগামীর জন্য।

www.pathagar.com

দুই শতকের ঠিক মাঝখানে,
চুলের সিঁথির মত যেখান থেকে চলে গেছে দুদিকে মহাকাল।
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তুমি আর আমি, মুখোমুখি—
শীতের দরোজা খুলে
এই মধ্যরাতে।

ডামি

এটা হল সূচিপত্রহীন এক জীবনের ডামি।—
চব্বিশ পয়েন্টে স্বপ্নহীন হেডিং
আঠার পয়েন্টে তাবৎ দীর্ঘশ্বাস
আর সাবহেডিংগুলো বেদনার,
চৌদ্দ পয়েন্টে।

ডামিটা নির্ভুল হল কি?
ও, হ্যা। এইখানে—
বিধ্বস্ত এই মানচিত্রের মাঝখানে স্কেচ হবে—
অগণিত কঙ্কাল আর তার চারপাশে
ধূর্ত শিয়াল ও শকুনের নিখুঁত স্কেচ

স্কেচটা কে করবেন?

জয়নুল হলে ভালই হত।
সুলতানের আঁকা সুঠাম দেহের মানুষ
এই উপমহাদেশে কোথায় পাব?

ডামিটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল।

এক পাশে জীবন
অন্য পাশে ডামি
মাঝখানে উল্টে যাওয়া ট্রেনের বগির মত
আমি এক মানুষ বটে!

www.pathagar.com

দাহন বেলায়

কবিতাসূচি

পাতালের গুহা থেকে ২৩৫/মধ্যপুরুষের প্রার্থনা ২৩৫/সবুজ উত্থান ২৩৭
এ-ভূমি সেনের নয় ২৩৭/কাবিলের উত্তরাধিকার ২৩৮/যাত্রানাস্তি ২৩৯
হাঙর ২৪০/অনাবৃত অনাদিকাল ২৪১/কালপুরুষ ২৪১/উদ্বাস্তু শকুন ২৪২
পূর্ণিমা ২৪৩/বনমানুষের ডেরায় ২৪৩/স্বপ্নবিলাস ২৪৪/শহীদ মালেক ২৪৫
কালের বিদ্রূপ ২৪৬/যৌবনতরঙ্গ ২৪৭/ইকবাল ২৪৮/নজরুল ইসলাম ২৪৯
ফররুখ আহমদ ২৪৯/সৈয়দ আলী আহসান ২৫০/নক্ষত্রের ফণা ২৫১
পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু ২৫২/দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস ২৫৩/নখের বিস্তার ২৫৩
নির্মাণ ২৫৪/ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ২৫৫/কসোভা ২৫৬
একুশের কবিতা ২৫৭/দাহন বেলায় ২৫৮/গন্তব্যের দিকে ২৫৯
সমুদ্রের কাছাকাছি ২৬০/ফাটা কপালের দাগ ২৬০
অবাক কাশ্মীর ২৬১/গুজরাট এবং রক্তাক্ত শ্রাবণ ২৬২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাতালের গুহা থেকে

পৃথিবী উপচে পড়ে বিষণ্নতা, শকুনের ডাক
চোখের ওপরে মেঘ, মাথার ওপরে কালো কাক।
দূর থেকে ভেসে আসে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গীত
জনপদ-লোকালয়ে ছেয়ে যায় শোকের ইঙ্গিত।

শাণিত প্রহর ভেঙ্গে তবু এসো দীপ্র মহাকাল
রক্তের তরঙ্গ ফুঁড়ে জেগে ওঠো সমুদ্র উত্তাল।
পাহাড় টপকে এসো দুর্বিনীতি সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ-লোকালয়, পর্বতের চূড়া।

থাক না শোকের নদী, আসমুদ্র হৃদয়ের জ্বালা
তবুও ক্রন্দন নয়। শুরু হোক হিসাবের পালা।
পাতালের গুহা থেকে জেগে ওঠো সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ—হিমালয়, পর্বতের চূড়া।

মানুষ তরঙ্গ হও, মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও, ভেঙ্গে চলো কালের কপাট ॥

মধ্যপুরুষের প্রার্থনা

এই দিন কিংবা এই রাত—না, কোনটার ভেতর আমি নেই।
আমি কেবল উড়ে যাচ্ছি তন্দ্রার তেপান্তর পার হয়ে।
উড়ে যাচ্ছি পৃথিবী ছেড়ে—শূন্য থেকে মহাশূন্যের গভীরে।
ভাসমান মেঘ আমার চোখের পাপড়ি।
বাতাস—আমার দুর্বিনীত দু'টি ডানা।
সূর্য এবং প্রতিটি গ্রহ—আমার বিদ্রোহী কেশরাশি।
আমি ভেসে যাচ্ছি এবং অতিক্রম করছি
যুদ্ধ মড়ক মহামারি এবং দুর্ভিক্ষের কঠিন স্তর।
আমি ভেসে যাচ্ছি। আমার সাথে ভেসে যাচ্ছে অতীত এবং বর্তমান্।

www.pathagar.com

ভেসে যাচ্ছে বাতাসের বহুস্তর পার হয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ।
আমার ডানার ঝাঁপটায় খসে পড়ছে রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে
একেকটি কাল-মহাকাল।

আর এভাবে ভাসতে ভাসতে, আবর্তিত হতে হতে এক সময়
আবিষ্কার করলাম আমার আদি পুরুষের বাস্তুভিটা

এই আমার পিতৃ পুরুষের আবাসস্থল!
এখানেই জমে আছে ক্ষমার ক্রন্দন!
এখানেই প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ প্রশ্বাস!
এখানেই তটস্থ ছিল ব্যাকুল হৃৎপিণ্ড!
এই আমার অতীত, এই আমার ভবিষ্যৎ!

আমিও আমার পাঁজরের হাড্ডি খুলে গেড়ে দিলাম পর্বতের চূড়ায়।
এবং কি আশ্চর্য! পাঁজরের সূঁচালো অগ্রভাগ স্পর্শ করে গেল
অদৃশ্যের ছাদ!

হে আমার পাঁজরের হাড্ডি! তুমি এখানেই থাকো!
তুমি বৃক্ষ হও।
তুমি ফুল ফল আর সবুজ পল্লবে ভরে তোলো নতুন পৃথিবী।
পাঁজরের হাড্ডি! তুমি আরও প্রশস্ত হও।
তোমার বুক চিরে প্রবাহিত হোক দশটি মহাসাগর।
সাগরের বুক চিরে জেগে উঠুক মহা পৃথিবীর মানচিত্র।

হে আমার পাঁজরের হাড্ডি! তুমি অমর অক্ষয় হও।
পৃথিবীর সর্বশেষ সন্তানও যেন ভূমিষ্ঠ হয়েই বুঝতে পারে—
এখানে এসেছিল এক মধ্যপুরুষ এবং রেখে গেছে
হন্তারকের হলকুম চিরে একটি প্রশান্ত আবাসস্থল
আর পিতৃত্বের শনাক্তকারী এই পাঁজরের হাড্ডি—
অস্তিত্বের প্রলম্ব স্মারক।

www.pathagar.com

সবুজ উত্থান

আমার এ চোখ দেখতে অপারগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ
অথচ প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে বীভৎস কংকাল

ঘুমুতে যাবার আগে প্রার্থনায় নত হই :
প্রভু, তোমার অলৌকিক ফুঁৎকারে
এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে দাও
কাল প্রভাতেই যেন দেখতে পাই মানুষের উত্থান

হা হতোস্মি!
প্রভাতের আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায় শূকরের চিৎকারে
আর চোখ খুলে দেখতে পাই
হাবিয়া দোজখের মতো এক ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি
এবং তার মুখের ভেতর কেবলই দগ্ধ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী

মানব জন্মের এই এক করুণ পরিণতি
জানি না, কতোকাল আর দেখে যেতে হবে দুঃসহ রক্তনদী

আমার এ চোখ দেখতে অপরাগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ
অথচ প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে বীভৎস কংকাল
তবুও আমি অপেক্ষায় আছি
আমিতো দেখে যেতে চাই—
উৎসবমুর পৃথিবী
আর মানুষের সবুজ উত্থান।
১৭.২.১৯৯৬

এ-ভূমি সেনের নয়

এ নয় চোখের দেখা—দেখার অধিক।
পাতার মর্মর ধ্বনি, মৃত্যুর নূপুর
ক্ষুধার ক্রন্দন আর দহন-দুপুর—
এ নয় জীবন খেলা—বীজের অলীক!

www.pathagar.com

চোখের ভিতরে বিষ-বিষাদের ছায়া!
কখন যে খসে গেছে তালুকের তাজ,
সবুজ মথিত করে উড়ে গেছে বাজ—
মথিত করেছে আর মাতৃত্বের মায়া।

রক্তে ভেজা মেজরাফ—মূর্ছনায় নীল!
উধাও সঙ্গীত-সুর, বেড়েছে রোদন—
ঘাতক কেড়েছে সুখ-সুখের বোধন,
পৃথিবীর মুখে দেখ কালিমার তিল।

শিয়রে শকুন ওড়ে, ধূসর খামার!
এ-ভূমি সেনের নয়—তোমার-আমার।

কাবিলের উত্তরাধিকার

পৃথিবী নামক গৃহটি এখন ভীষণ নড়বড়ে, জরাজীর্ণ।
আর এর অধিবাসীরা যেন ভয়তাড়িত উদ্বাস্তু শালিক।

পোড়োবাড়ির ওপাশে ফ্যাক্টরীর সারাক্ষণ একটানা ঘরঘর শব্দ।
কখনো মনে হয় সতরের কাপড় নয়, ওখানে উৎপন্ন হচ্ছে
অগণিত সন্তান।

হে কাবিলের ভগ্নিরা
তোমরা কি জানো—পৃথিবীর তিনভাগ অর্থ এখন
খরচ হয়ে যায় তোমাদের সন্তান হত্যার জন্য?
এখানে নুনের চেয়েও খুন বড় সস্তা, এমন কি মূল্যহীনও বটে।

হত্যা এবং খুনের চেয়ে অধিক কোনো প্রিয় খেলা
পৃথিবীতে এখন আর নেই।

কেনই বা হবে না?

www.pathagar.com

কাবিলের হাতই তো প্রথম রঞ্জিত হয়েছিল ভায়ের রক্তে!
এরাতো সেই হন্তারক পিতারই ঔরসজাত সন্তান!

এত হত্যা, এত রক্ত আর ভাল লাগে না।
ঘৃণা এবং লজ্জায় এখন ইচ্ছে হয়
বাম্পের শরীরের ভিতর ঢুকে যাই।
কিংবা পৃথিবীর উল্টো পিঠে বসত গড়ি।
এই নোংরা পচা লাশের
পেট ভেদ করে ঘর বাঁধি অন্য কোনো গ্রহলোকে।

আহ! সাইপ্রাসের হাঁসের মত আমারও যদি দুটো ডানা থাকতো!

আশরাফুল মাখলুকাতের এই করুণ পরিণতি দেখে
আমার এখন কবরের নিস্তব্ধতাকেই অধিক শ্রেয় বলে মনে হয়।
ইচ্ছে হয়, কবরের খুঁটি ধরে অন্তত কিছুক্ষণ কেঁদে নিই।
মানুষের দুর্ভাগ্যে নীরবে ক্রন্দন এবং কিছু শোকগাথা রচনা ছাড়া
কবিরা আর কিইবা করতে পারে?

ক্ষতিগ্রস্ত পোড়োবাড়ির ভেতর থেকে এখন
মেশিনের ঘর ঘর আওয়াজ শুনতেই বুকটা শিউরে ওঠে ভয়ে।
মনে হয়, না জানি আবার কোন্ কাবিলের সন্তান
রক্ত-পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ ভেদ করে এই মাত্র কূলে উঠলো!

যাত্রানাস্তি

কোথাও যেন যাবার কথা ছিল।
কিন্তু যাবো না কোথাও।
অবশেষে বেদনার বৃষ্টিতে ভিজিয়ে
ফিরে গেছে দয়ালু বাতাস।
প্রতিকূলে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত এখন, ভীষণ ক্লান্ত।

কোথায় বা আর যেতে পারি?

www.pathagar.com

স্বপ্নের সমুদ্র ছিল একদা যেখানে
যেখানে ছিল অনন্ত শীতল প্রবাহ্
সেখানে কী এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা
মরু প্রান্তরের ধূধূ শূন্যতা অথবা
মরীচিকার ক্ষয়িষ্ণু ধূসরতা ছাড়া
এখন আর কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই।

কী ভীষণ ক্লান্তিকর এই যাত্রানাস্তি!

কেন যে এমন হলো, কোন্ সে ইঙ্গিতে
তুমিও ডাকো না আর সঘন সঙ্গীতে!

হাঙ্গর

লাভামুখে দাঁড়িয়ে একাকী। বাইরে লাশের গন্ধ।
শরীরে শরীরে ছুঁয়ে বললো সে ঃ 'চলো স্নানে যাই।
খুলে দেব এই আমি অক্লেশে নদীর মুখ। তুমি—
আবেগ-আক্রোশে কেটে যাবে জলে বিমুগ্ধ সাঁতার।'

তাকে বলি ঃ একুশ বছর পর হাঙ্গরের দল
আবার উঠেছে জেগে। খরা-বানে ভেঙেছে কপাল।
নদীর উৎসমুখ যতই করুক তোলপাড়—
নাভীর ওপরে এখনতো কেবল পেটের ক্ষুধা।

নাভীর ওপরে কামহীন ক্ষুধা বিশুদ্ধ আগুন।
যে আগুনে ভস্ম হয় শতশত দেশ-মহাদেশ!
তোমার দাবির চেয়ে বেশি দাবি সুষম খাবার,
ভাতের গন্ধের চেয়ে দামী নয় দেহের সাঁতার।

হাঙ্গরের মুখে রেখে বারকোটি ক্ষুধার্ত মানব
স্নানে যাবো না, কসম! ছোঁবনাকো তোমার পশম ॥
২৩.৬.১৯৯৬

www.pathagar.com

অনাবৃত অনাদিকাল

হন্তার দাঁতের নিচে কাঁপে আয়ু কাঁপে মহাকাল

দেয়ালের ভাঁজে ভাঁজে বেড়ে ওঠে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
সময়ের শিঙে ঝুলে আছে এ কোন্ রূঢ় চাবুক
রক্তাক্ত পৃথিবী আর জনপদ—ভয়াল সঙ্কুল

ধুলায় ধূসর করে ছুটে যায় বিনাশের ঘোড়া
কাতরে ছলকে পড়ে পাতিলের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

হন্তার দাঁতের নিচে কাঁপে আয়ু কাঁপে মহাকাল
পৃথিবী নীরব তবু—মৃত মাছ যেন পড়ে আছে
জলহীন চরের ওপর আনগ্ন অনাদিকাল

কালপুরুষ

কতো কাল হল—আমি আর স্বপ্ন দেখি না।

এ রকমতো হয় না কখনো?
যে মুখের আদলে নির্মাণ করেছিলাম
কোমল মানচিত্র
সে মুখও এন অশীতিপর বৃদ্ধার মতো
কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
তাকেও এখন আর স্মৃতিতে ধরতে পারি না
এমনকি তোমাকেও
যে তুমি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে
শুষে নাও আমার তাবৎ ক্লান্তির ভার।
তাহলে কি আমি কোথাও হারিয়ে ফেলেছি
আমার গন্তব্যের সমূহ ঠিকানা?

www.pathagar.com

কতো কাল হল—আমি আর স্বপ্ন দেখি না।
অথচ আমি তো নিশ্চিত জানি—
একমাত্র স্বপ্নের জন্যই
জন্ম হয়েছিল আমার
এবং আমি ভূমিষ্ঠ হবার পরই
এ পৃথিবী প্রথম অনুভব করেছিল
কালপুরুষের এক কালজ কাঁপন।
২৫.১২.১৯৯৫

উদ্বাস্তু শকুন

অনিবার্য পতন ভেবে
হলুদ বৃষ্টির ভেতর পালিয়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তু শকুন
সমুদ্র ডাকে ঃ
হে নাবিক!
সঙ্গীতের স্বরলিপি বন্দি দ্যাখো আগুনের অস্ত্রাগারে

নাবিক দাঁড়িয়ে যায় উত্তাল সমুদ্রে
আর অরণ্যগামী বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দের ভেতর
ঢেউয়ের বিপরীত দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে নেয়
ধাতব কুড়াল

তারপর পৃথিবীর সুবৃহৎ পর্বতে দাঁড়িয়ে
অবাক বিস্ময়ে দ্যাখে ঃ

মধ্য এশিয়ার নাভীমূল থেকে জ্বলে উঠছে আগ্নেয়গিরি
এবং অনিবার্য পতন ভেবে
হলুদ বৃষ্টির ভেতর পালিয়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তু শকুন

www.pathagar.com

পূর্ণিমা

এখানে অশেষ ক্লেদ, ঘৃণা আর অজস্র আঁধার
এখানে শোকের স্রোত, রক্তঝরা বাধার পর্বত,
তবুতো কখনো দেখা দেয় ভোর, ফুলের বাহার
অধর পল্লব থেকে বেজে ওঠে মিহি নহবত।

আছে শোক-তাপ, দুঃখ জরা, বানভাসী অশ্রুধারা
কখনো বা দাবদাহ, বৃষ্টিহীন, পোড়ামাটি-প্রাণ
অশেষ খরার মাঝে—তবুও হৃদয় স্বপ্নভারা—
নতুন আবেশে টেনে নেয় চাষীমন ফসলের ঘ্রাণ।

শত ঝঞ্ঝা, শত বাধা—পথ চলে যায় বহু দূর—
তবুও আরেক প্রান্তে দেখি মুখরিত পরিবেশ
কান পেতে শুনি—কার যেন বেহালার সুর—
বিপুল বিস্ময়ে বাজে; জেগে ওঠে সবুজ স্বদেশ।

এভাবেই কাটে দিন, অগণন তারাহীন রাত,
অমাবস্যা শেষে হাসে ঝলমলে পূর্ণিমার চাঁদ ॥
২৪.৮.২০০২

বনমানুষের ডেরায়

কীভাবে যে এই দুর্গম সংকুল অরণ্যে এলাম!
অথচ সমুদ্রে যাবো বলে রওয়ানা দিয়েছিলাম।

ভয়ংকর অরণ্য নামক এই হিংস্র জনপদে
বনমানুর ভৌতিক উল্লাস
প্রশ্বাসে বিষাক্ত দাবানল
ভাতের লোকমার সাথে প্রবেশ করতে চায়
ধুরন্ধর শকুনের র'ওঠা বীভৎস গলা
নিরাপদ কালযাপনের জন্যে একটি আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে
কীভাবে যে প্রবেশ করলাম তস্কর ডাকাতের ডেরায়?

www.pathagar.com

নির্বান্ধব এই হিংস্র নগরে বনমানুষেরা এমন ক্রুদ্ধভাবে তাকায়
যেন আমি প্রবেশ করেছি কোনো নিষিদ্ধ ঘরে।
অথচ আমার পকেটে রয়েছে অবাধ বিচরণের জন্মগত টিকেট।
শিকড় ছেঁড়া নড়বড়ে প্রবীণ বৃক্ষরাও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রদাহে প্লেগের রোগীর মতো
কেন জানি অকারণে কেবলই তড়পায়
অথচ আমি তো কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি না!

সবাই জানে—এক ফুলকি দ্রোহ, এক ফালি দুর্বিনীত
সাহসের ঢেউ এবং একগুচ্ছ অমিত প্রত্যয় ছাড়া
পার্থিব সম্পদ বলতে আমার আর কিছুই নেই।
তবু কেন চারপাশে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ ঈর্ষার আগুন?

এখন অশান্ত এক তরঙ্গের মাস্তুলে বসে প্রার্থনা করছি ঃ
প্রভু, আমাকে দু'টি অলৌকিক ডানা দাও।
ঘৃণা আর উপেক্ষা করার মতো ভ্রুক্ষেপহীন প্রচণ্ড গতি দাও।
যেন এইসব বনমানুষ আর ধূর্ত শকুনের
অন্যায় অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে মুক্ত বাতাসের মধ্যে
ছড়িয়ে দিতে পারি আমার স্বপ্নভার পালকের বিদ্যুৎ।
আমার সকল রোদন, রক্ত আর দ্রোহের বিনিময়ে
অজগর বেষ্টিত এই ভয়ংকর নগর এবং অস্থির পৃথিবীকে তুমি
মানুষের জন্যে বাসযোগ্য করে দাও।

প্রার্থনার শেষ রাতে এর বেশি তোমার কাছে
আমার আর কিছুই চাইবার নেই, প্রভু!

স্বপ্নবিলাস

এখানে, নদীর ধারে বসেছিল সে, চুপচাপ।
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল
বিশ হাজার মাইল বেগে স্বপ্নের কবুতর।
আর তখন, হতাশারা হামাগুড়ি দিয়ে
এগিয়ে আসছিল আমার দিকে, সন্তর্পণে।

www.pathagar.com

আমার সামনে তখন অনিকেত অন্ধকার!
তাকে বললাম ঃ
হাত দুটো ধরো!...
নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে গেল তার
রহস্যপূর্ণ হাসির ছটা। আর কেমন
সহজেই বললো সে ঃ
এখনো সময় হয়নি।

আজ আমি বসে আছি সেখানেই, চুপচাপ।
আমার দৃষ্টিতে উদাস ভ্রমণ।
হঠাৎ গুমরে উঠলো মেঘের মেয়ে।
কোমর ভেঙ্গে আছড়ে পড়লো নর্তকী ঢেউ।
নদীকেও মনে হলো জনম দুখিনী!
আলোর ওপাশ থেকে নিচুস্বরে বললো সে ঃ
এবার এসো—

তার সময় হয়েছে!
কিন্তু আমার যে আজ আর ফেরার কোনো
ইচ্ছে নেই।
এমনকি সময়ও!.......

শহীদ মালেক

জীবন যেখানে মুষড়ে পড়েছে আজ
পৃথিবী হয়েছে বেদনায় চার ভাঁজ
চারিদিকে বিভীষিকা, মরুময় গ্রাম
তখন পড়েছে মনে স্বজনের নাম—
শহীদ মালেক।—সে তো নাম নয়;
উত্তাল তরঙ্গ, কেবলই বরাভয়।

দাঁড়িয়ে আছেন সাগরের রূপকার
এবং হাত তুলে ডেকে যান বারবার ঃ

ঘুমায় কে আজ দরোজায় খিল দিয়ে
কে আছো আরুদ্ধ প্রবল প্রশ্বাস নিয়ে

www.pathagar.com

ছুটে চলো রুদ্ধতার আবরণ ছিঁড়ে
ফেলো নোঙর তোমার সাহসের ভিড়ে।
পায়ে পেশো শোকতাপ দুর্বার কিষাণ
মুক্ত বিহঙ্গের মত ওড়াও নিশান।

কে তিনি কে তিনি? কোন সেনাপতি?
রক্তপাথারে কে থামিয়ে দিলেন গতি?
কে বলেন ঃ দাঁড়াও! দাঁড়াও তুফান ফুঁড়ে
তোমার উত্থান হোক মহাকাল জুড়ে।
হাঁকিয়ে চলেন তিনি বাতাসের ঘোড়া
ডানা তার স্বপ্নমাখা তেপান্তর জোড়া।

কে ডাকে, কে ডাকে শঙ্কাহীন কণ্ঠ কার?
শহীদ মালেক! ডেকে যান বারবার।—
১.৭.২০০২

কালের বিদ্রূপ

এমন একটা সময় ছিল, যখন ভাবতাম আমার মতো
এক নিরীহ কবির জন্যে কোথাও কোনো খড়্গ-কৃপাণ
তাক করে নেই।
এবং অজাতশত্রু জোছনার মতো আমিও আমার
স্বপ্নচারিতার ডানায় ভর করে অন্তত স্বাধীনভাবে
বিচরণ করতে পারি।

কিন্তু এখন ভাবছি, বয়স এবং কালটাই
বোধ হয় আমার ভাবনার বিপরীতে।
তা নাহলে একদা যেখানে আমি, ঘুটঘুটে অন্ধকারেও
কোনো শংকার ছায়ামাত্র দেখিনি
আজ সে পথে দিনের আলোতে হাঁটতে গেলেও
কেন জানি শরীরটা বিদ্যুৎচমকের মতো ভয়ে
শিউরে ওঠে।

ভাবি, হয়তো বা পেছনে কোনো তস্কর আমাকে
তাড়া করে ফিরছে।

www.pathagar.com

গভীর রাতে, যখন একান্তে
নিজের ক্লান্তির ভার রেখে একটু স্বস্তি পেতে চাই
তখনো কেমন এক ধরনের ভয় এবং হিংস্রতা আমাকে
অক্টোপাশের মতো খামচে ধরে।
আর আমি বল্লমবিদ্ধ হরিণের মতো পালাবার জন্যে
কেবল উর্ধশ্বাসে ছুটতে থাকি।

কিন্তু কোথায় বা আর যেতে পারি? কতো দূরে?
চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, আমার জন্যে এই শহর
এমন কি বাংলাদেশের কোনো গ্রামের একটি দরোজাও
আর অবশিষ্ট নেই।
'হায় হতভাগ্য কবি!
রাশি রাশি শব্দের স্তূপও তোমার জন্যে এতটুকু আশ্রয় এবং
ভালোবাসার মুদ্রা কোথাও খুঁজে পেল না!'—
কালের এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর উপহাসের ঘূর্ণাবর্তে ভাসতে ভাসতে ভাবছি—
তাহলে এখন আমি আর কোথায় যেতে পারি?

যৌবনতরঙ্গ

বেশতো কানকি দুটো ধরে ঘোরাতে চেয়েছো মৃত মছের মতো।
পেরেছো কি? তোমরা জানো না—যৌবন কাকে বলে।
জানো না তারুণ্যের তেজ।

আমার চলার পথে ছড়িয়ে রেখেছো ঈর্ষার আগুন।
করতলে বিষাক্ত ফণা। দক্ষ সাপুড়ের মতো খেলে যাচ্ছো দারুণ।
আর আমার জন্য বন্ধ করছো একেকটি দরোজা।
কী যে হাস্যকর!
পথের কি কোনো শেষ আছে?

তোমরা জানো না—আমার ফুঁৎকারে এখনো চাঁদ ফেটে
জোছনা গড়ায়। পাথর ফেটে ঝরনা হয়। গ্রহলোকে

www.pathagar.com

ঘটে যায় কতসব কাণ্ড। আর আমার চাহনীতে
এখনো গর্ভবতী হয় নদী এবং হাওয়ার মেয়েরা।

আমার জন্য এখনো দরোজার চৌকাঠ ধরে প্রতীক্ষায়
থাকে দুখিনী বাংলার মতো শ্যামাঙ্গী চাতকী।
এইতো উড়িয়ে দিয়েছি আমার দুরন্ত সাম্পান।
সূর্যের দোসর আমি। কি করে পরাজিত হবো ঈর্ষার কাছে?
সূর্যকে রুখতে পারে—সাধ্য আছে কার?
শেষ পর্যন্ত যৌবনেরই জয় হয়।

ইকবাল

মধ্যাহ্নে শুকিয়ে যায় পাললিক দ্বীপের শরীর
নদীর নিতম্ব জানে দেহে তার আরেক সন্তান
বেড়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে। তারপর নদী ও উদ্যান
হাত নেড়ে সেই নামে বারবার ডেকেই অধীর!

ভারী হলে মেঘ-বায়ু মাটি পায় মাতৃত্বের সুখ
নদীও রমণী হয়-কুলু কুলু স্রোত বহতায়
নবীন দীপ্তিতে দুলে ওঠে চাঁদ। ঘোর তমসায়
কার নামে ডাকে পাখি, জলমগ্ন পাথরের বুক?

নক্ষত্র চিনেছে তাকে— শতাব্দীর শুদ্ধতম চোখ!
ধূসর কুহেলি ছেড়ে আদিগন্ত ঊষার স্বপন
জ্বলে ধিকি ধিক বুকে তার। যার উল্লাসি চরণ
সমুদ্রের তলদেশ থেকে পরিব্যাপ্ত ঊর্ধলোক—

কী নামে ডাকবো তাকে? নাম তার খুঁজি অবিরাম
শব্দেরা বলেন ঃ থাক না সে, 'পৃথিবী'ই তার নাম ॥

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম

আকাশে তখন দূরাগত মেঘমালা অদৃশ্য স্টেশন থেকে
সবেমাত্র ওড়া শুরু করেছে। এখন পাহাড়ের চূড়া যদি
দীঘির জলের মতো ঢেউ তুলে ক্রমাগত সম্মুখগামী
হয়; তবুও তা আমাদের দৃশ্যাতীত। একটি কবুতরকে
উড়ে যেতে দেখলাম পাহাড়ের দিকে। পাহাড় তাকে স্বাগত
জানিয়ে এক অসম বারান্দায় পিঁড়ি পেতে দিল। তারপর—

কবুতরকে আকাশ দেখিয়ে বললো ঃ আকাশের মতো হও।
নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ সমুদ্রের মতো হও।

কবুতর কোনোদিন সমুদ্র হবে না। এমনকি আকাশের
বুকও স্পর্শ করতে পারবে না—এই ভেবে মাটির সবুজে
নীড় বেঁধে নিল। তার প্রসবিত ডিম থেকে এখন প্রত্যহ
বেরিয়ে আসে সহস্র চকচকে বাচ্চা। সূর্যের মতো লাল ঠোঁটে
ওড়ায় তারা অদ্ভুত নক্ষত্র আর গোলাপী পায়ের পাতায়
হাওয়ায় দোল খায় বৈশাখী ঘুড়ির মতো শুভ্র মহাদেশ।

এখন উর্ধে তাকাও। দেখ, অদৃশ্য হাতের এক কারুকাজ ঃ
কবুতরের রূপোলী ডানা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না ॥

ফররুখ আহমদ

সমুদ্রের নাভি থেকে উত্থিত প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে
কমে যেতে পারে পৃথিবীর আয়ু

সহসা ফিরে দাঁড়ান সমুদ্র নাবিক
হাতের মুঠোয় তার সামুদ্রিক রূপোলী ঝিনুক
ঝিনুকের পেটে অপেক্ষমান অদৃশ্য এক সাহসী ঈগল
সাতটি সাগর—চলমান পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাস

মাস্তুলে দাঁড়িয়ে ‘সাত সাগরের মাঝি’

www.pathagar.com

পাটাতনে ঘাই মারে আরণ্যক ভয়
কেউ যেন ডাকে ঃ
থামো মাঝি, দেখ ঝড়ের উল্লাস

ঝড়! ঝড়তো উজ্জ্বল সাহসের প্রতীক, সমুদ্র স্বভাব
নাবিক ফিরে দাঁড়ান উন্মত্ত ঝড়ের মুখোমুখি
বিস্মৃতির সীমানা পেরিয়ে অসীমের দিকে

নাবিকের চাহনিতে ফাঁক হয়ে যায় দরিয়ার নোনা পানি
পানির গভীর থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল পাথর
বস্তুত কবি তিনি—
অনন্তের শুদ্ধতম কবি

সৈয়দ আলী আহসান

বহুকাল দিয়েছেন আলো-ছায়া শিল্পের সুষমা
সিক্ত করেছেন এই বাংলার আবাদের জমি
সে ছিল তৃষ্ণার বৃষ্টি। হতে পারে উপল উপমা
কিম্বা তারও অধিক—বহুবর্ণ, অনির্ণীত ছবি।

বহুদর্শী কালবৃক্ষ। আর এই উপমহাদেশে
পৃথক প্রবর। যেন তিনি অরণ্যের সেনাপতি,
দাঁড়িয়ে আছেন সম্রাট এক স্বতন্ত্র, রাজ বেশে।
নাকি বিশাল জলধি—তীরভাসা স্রোতোবাহী নদী!

প্রজ্ঞার বিভায় দীপ্তিমান, সীমাহীন অভিজ্ঞান।
বৈশ্বিক ব্রাজক বটে, কণ্ঠে তবু স্বদেশী সঙ্গীত।
সর্বত্র সুদৃঢ় পদক্ষেপ, সুশোভন অবদান—
কোন্ নামে ডাকি তাকে? আপতত ব্যাখ্যার অতীত।

বিপুল বিস্ময়কর! আমৃত্যু ছিলেন বেগবান
ইতিহাস, নাকি প্রবাদ-পুরুষ আলী আহসান!
২৫.৭.২০০২

www.pathagar.com

নক্ষত্রের ফণা

সমুদ্র হাঁটছিল নক্ষত্রের দিকে
নক্ষত্র সমুদ্রের দিকে

ঝড়ের দাপটে তীব্রবেগে উড়ে যায় পৃথিবীর পালক
জোসনার শরীর থেকে খসে পড়ে হলুদ চাদর
অকস্মাৎ বিদ্যুতের ফলায় চমকে ওঠে আরণ্যক শিশু
পৃথিবী প্রথম দেখেছে সেই এক শাণিত বিপ্লব

নক্ষত্র হাঁটছিল পৃথিবীর দিকে
চারপাশে তার তুষার পর্বত
পর্বত ভেদ করে আছড়ে পড়ে জমাটবাঁধা কান্নার ঢেউ

পেছনে অদৃশ্য ছায়ার শরীর
জীনের চিৎকার
ফেরেশতার ফিসফাস

গ্রহের প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে সাহসের বারুদ
জ্বলতে জ্বলতে তারপর—
অশান্ত দুর্বিনীত চুল ঝেড়ে আশ্চর্য গ্রহের মানুষ
ফিরে দাঁড়ায় পৃথিবী নক্ষত্র এবং সমুদ্রের দিকে

নিদ্রার কাফন ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে দুলে ওঠে মহাদেশ
মাহাদেশ মাড়িয়ে দুর্বার বেগে ছুটে চলে অলীক পাথর
মার্বেলচোখে জেগে ওঠে ডোরাকাটা হরিণ, নক্ষত্রের ঘোড়া
ঘোড়ার খুরের ধ্বনিতে ভেসে যায় আশ্চর্য কোরাস ঃ

'এ পৃথিবী আর কোনোদিন পরাজিত হবে না'

www.pathagar.com

পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু

জল-ঝর্ণা থেকে উঠে আসা কচ্ছপের মতো
পৃথিবীর দিকে পিঠ টান করে বসে আছি
অস্থির সূর্যের চারপাশ
বৃত্তাকারে ঘুরে আসে দাবদাহ কাল

শাদা শাদা মেঘের অস্তি কিশোরীর ওড়নার মতো
উড়তে উড়তে কেমন নির্বিঘ্নে ঢুকে যায়
নীলিমার নীলছায়া প্রকোষ্ঠে
সেদিকে তাকাতে গিয়ে সাঁটলিপিকার
ভুল মুদ্রাক্ষরে লিখে ফেলে পৃথিবীর নাম

আমি গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা এবং
প্রকৃতির পশমী আলোয়ান থেকে
রেশমী পশম তুলে তুলি বানিয়ে
অঝোর ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ করে লিখি
পৃথিবীর নাম

আমার তুলিতে বিশুদ্ধ দ্রোহের সাবান

সাবানের ফেনিল বুদ্বুদে ভাসমান অশুদ্ধ বর্ণের দিকে
তাকিয়ে থাকে পাথরের মতো নির্বাক পৃথিবী
পৃথিবীকে শুচি-শুদ্ধ করে অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে নেড়ে দেখি ঃ

আহ কি সুন্দর মায়াবী পৃথিবীর মুখ
সেই মুখ—সুদর্শন পৃথিবীর হাত ধরে
দুর্বিনীত ঝড়ো হাওয়া আসার পূর্বেই যুদ্ধ ও রক্তের মধ্য দিয়ে
বয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গ বন্ধুর পথ বেয়ে
দুঃসাহসী ক্যাঙ্গারুর মতো দ্রুত লাফিয়ে চলি সম্মুখে

আমার হাতের তালুতে সুন্দর শিশুর মতো
নিরাপদে হেসে ওঠে উজ্জ্বল পৃথিবী।

www.pathagar.com

দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস

চারদিকে ধ্বংস ক্ষয় মৃত্যুর কোরাস।
শূন্য ভাতের পাতিল, ধূসর কলস—
নাগিনী নিঃশ্বাসে গেয়ে যায় অবিরাম।
এই যাতনার গান, বিষাক্ত অনল
দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস, অমল-ধবল—
কেবল কবির জন্যে এ ব্যথার ভার।

তাপিত বসন ছেড়ে সূর্যের শাবক
কখন উঠেছে! অথচ আমার ঘরে—
এখনো হাঁটে একোন্ মাতাল আঁধার!

ধানের শীষের বুকে চতুর শকুন
ডানা ঝাড়ে; উড়ে যায় ক্ষেতের ফসল
পড়ে থাকে হাহুতাশ, ক্ষুধার ক্রন্দন!

তোমার জানুর পরে বিশাল সাগর
পিপাসায় তবু কাঁদে তৃষিত নাগর ॥

নখের বিস্তার

ভেবেছিলাম মানুষ দেখার মত তৃতীয় একটি নয়ন
এতদিনে অর্জন করেছি।
এখন দেখছি, মূলত কোনো দৃষ্টিই আমার আয়ত্তে আসেনি।

যে গৃহকে এতদিন মনে করেছি গৃহ
টেবিলকে টেবিল
চেয়ারকে চেয়ার
মানুষকে মানুষ—
এখন দেখছি, এর প্রত্যেকটিরই রয়ে গেছে
একেকটি রহস্যপূর্ণ গোপন সংজ্ঞা।

www.pathagar.com

প্রতিদিনের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলিও এখন বিপরীতার্থক।
দেশকে এখন মনে হচ্ছে মৃত্যু-গহ্বর
আর মানুষগুলিকে বিষধর অজগর!

মূসা কালিমুল্লাহর জাতি তাদের পাপদগ্ধ চোখে দেখেছিল
উকুন, পঙ্গপাল, ব্যাঙ এবং রক্তের উপদ্রব
আর আমরা দেখছি নখের বিস্তার!
কী ভয়ঙ্কর, কী নির্মম—
পর্বতসমান একেকটি হিংস্র নখ!

মূলত কবরকেই এখন নিরাপদ আবাসস্থল বলে মনে হয়।
মানুষ দেখার ইচ্ছা এবং খায়েস—
কোনোটিই আমার এখন আর অবশিষ্ট নেই,
এমন কি রুচিও।

নির্মাণ

বাহুলগ্ন দুঃখজরা বেদনার অনন্ত সাগর।
পাঁজর উপচে পড়া আর এক বিষাদের ঢেউ
আছড়ে পড়ে দু'কূলে। মানব জন্মের আমি যেন
সর্বশেষ ভাগ্যহত দ্রষ্টা।
সকল বেদনা তাই শীর্ণ এই হৃদয় চাতালে
ঘন বরষার মতো কেবলই ঝরে ঝরে পড়ে।
অদৃশ্যের সিঁড়ি থেকে ডেকে বলে কুমারী বাতাস ঃ
নির্মাণ জানো হে যুবক? তাহলে এসো, চলো এসো
আঁধার দু'ভাগ করে শঙ্কাহীনে আমার ভিতর।

রক্তাক্ত করেছে যে বিনাশ আমাকে নিয়ত
আমি তবু তার কাছে যাবো
ফিরে যাবো তার কাছে অনন্তের পথ ধরে
বেদনার ওপারে, যেখানে—
ঘন কুয়াশারা আরো ঘন হয়ে যায়

www.pathagar.com

বিভেদেরা মিলে মিশে সব একাকার।

আমি ফিরে যাবো বিনাশের কাছে
ফিরে যাবো
দয়াবতী, দুরন্ত কুমারী বাতাসের কাছে
ক্ষয়ের উনুনে বসে যদি পারি রেখে যেতে
শোকাহত পৃথিবীর জন্যে নতুন নির্মাণ—
দীপ্ত স্বপ্ন কিংবা অন্তত একটি বীজের হৃদয়।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে

ঘাত ঘুমিয়ে আছে খাটের ওপরে
বিছানা-বালিশে, তোষক তুলায়
স্বপ্নের কোঠরে, দেয়াল মেঝেতে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে বিবর্ণ ছবিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে শাওয়ার, বাথরুমে
ভাতের পাতিলে, পানির কলসে
চায়ের চামচে, চিনির বোয়ামে
তেলের শিশিতে, দুধের ফিডারে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে কিডনি, লিভারে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে কলম দানিতে
কালির দোয়াতে, লেখার কাগজে
বই-এর অক্ষরে, চেয়ার টেবিলে
টিভির পর্দায়, জামার আস্তিনে
জুতার ফিতায়, সচল আনিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ব্যস্ত সড়কে
উলঙ্গ বস্তিতে, নোংরা সময়ে
নগর বাজারে, অফিস ভবনে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে অন্ধ গলিতে।

www.pathagar.com

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সরব আড্ডায়
বন্ধুর জানুতে, কোমল পানিতে
গল্পের আসরে, গোপন সন্ধিতে
শাড়ির আঁচলে, রাতের শয্যায়
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে নারীর হাসিতে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সুউচ্চ টাওয়ারে
ফ্যানের সুইচে, ব্যাংকের লকারে
কারেন্ট-মিটারে, ফোনের ভিতরে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ক্যাসেট, বেতারে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ঘুমের গহীনে
ছায়ার ওপাশে, আত্মার গভীরে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে তোমার ভিতরে।

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে সামনে পেছনে
উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে পৃথিবীর সবখানে।

১লা বৈশাখ, ১৪০৭
১৪.৪.২০০০

কসোভা '৯৯

উপমাহীন এক বিধ্বস্ত ভূখণ্ডের নাম—কসোভা!

বলকানের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লু-হাওয়া
প্রিস্টিনা এখন লাশের নগরী
পাহাড়ী ঝরনার মত গড়িয়ে পড়ছে কেবল রক্তবৃষ্টি!

কসোভার জীবন এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর!

www.pathagar.com

কসোভা মানেই যেন সার্বিয় হায়েনার হিংসার দাবানল!
কসোভা মানেই আমার সূর্যের সমান দীর্ঘশ্বাস!

মিলোসেভিচ!
তোমার জন্ম কোনো মানবীর গর্ভে নয়
বরং অন্য কোনো অভিশপ্ত শূকরীর জঠরে
তুমি কীভাবে বুঝবে মানবশিশুর নাড়িছেঁড়া আর্তনাদ!

হে কসোভা!
আর কোনো দীর্ঘশ্বাস নয়।
দেখ, রক্তে নেয়ে তোমার যেসব শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল
মেসোডোনিয়া এবং আলবেনিয়ার সীমান্তে
তাদের নিঃশ্বাস থেকেও প্রবাহিত হচ্ছে আজ আগ্নেয় প্রপাত।
আমাদের বঙ্গোপসাগরও এখন ফুঁসে উঠছে জোয়ার যৌবনে ঃ

না, কোনো মুসলিম ভূ'খণ্ডই আর পরাজিত হবে না কখনো।

একুশের কবিতা

অনেকবার ভেবেছি, আর নয়।
এবার ঠিকই চলে যাব সুদূর কোথাও।
যতবারই ভেবেছি আর গুছিয়ে নিয়েছি
হৃদয়ের যত তৈজস, পুরনো স্বপ্নদানি
ততবারই কী এক মাতৃঋণে
ফেরাতে হয়েছে মুখ, উঠোনের দিকে।
কাকে ফেলে যাব, কাকে নিয়ে যাব?
কোন্ গোপন সিন্দুকে রেখে যাব মমতার ভাষা?

চালের ফোকর দিয়ে উঁকি মারে আমারই সূর্য।
চড়ুই-এর মুখেও ভাসে প্রেমের সঙ্গীত
ধানের শরীর ছুঁয়ে নেচে নেচে খেলা করে হাওয়ার মেয়ে।

www.pathagar.com

আর একুশের সেই তুমি—
অবাক বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হয়ে গেছ মোহনীয় নদী।

কোথাও যাব না আর তোমাকে একাকী ফেলে।
যাব না কোথাও আর
যতদিন দেহে আছে প্রাণ
পাখির ভাষায় গেয়ে যাব ততদিন
একুশের স্রোতস্বিনী সেই মোহিনী নদীর গান।

দাহন বেলায়

বুনো বাতাসের চোখে ভয়াবহ ক্রোধ ঃ
সমুদ্র প্রহরগুলি বেয়াড়া তার্কিক
কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বুকে অসুখী ময়ূর

কোথায় লুকিয়ে আছে হিরন্ময় ইস্পাত

উপত্যকার শিখর থেকে উড়ে যায় অবাধ্য বালক
বালক ছড়িয়ে যায় দু'হাতে বারুদ
বারুদের গন্ধে জেগে ওঠে লাশের যৌবন

যখন যৌবন জাগে—
দাহ্যের পশমে উল্কি আঁকে সুঁচের নখর
হ্রদের অতল থেকে উঠে আসে বজ্রের কোরাস
থেমে যায় দাবদাহ, দাঁতালো প্রবাহ

যখন যৌবন জাগে—
তখন আশ্চর্য অন্ধকার ফুঁড়ে পৃথিবীর উঠোন পেরিয়ে
কবরের পর কবর মাড়িয়ে ছুটে চলে নক্ষত্রের ব্যাধ
ছুটে চলে—
বৈশাখী ঘোড়ার পিঠে অবাধ্য বালক
জলহীন দাহন বেলায়

www.pathagar.com

গন্তব্যের দিকে

সারারাত যার সাথে করেছি দীর্ঘ আলাপ
রাত শেষে চেয়ে দেখি সে কেবল আমারই সাথে।
কী নির্বোধ আমি!
ভাবতেই ভাঁজপড়া দু'চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো
দু'ফোঁটা ঘৃণার কষ।

সবাই যখন তোষামোদী ব্যবসায় রাতারাতি আকাশ ছুঁয়েছে
পকেটে ভরেছে সুবিধার মুদ্রা
কিংবা পেয়ে গেছে ঝলমলে তখ্ত আসন,
ঠিক তখনও কতটা অবৈষয়িক আমি
দিব্যি মালকোশ বাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছি
শব্দের মতো এক অদরকারি তৈজস!
কেন যে এমনি একটি সুবিধাবাদী মূর্খদের
সঙ্গীত শুনিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবার দায়ভার সেধে কাঁধে তুলে নিলাম!
যাদের হৃদয় বলতে কিছু নেই, যাদের বসবাস মানবতার
ঠিক উল্টো পিঠে!

অযাচিত এই পাহরাদারের জন্য সম্ভবত ঘৃণা এবং
উপেক্ষাই যথেষ্ট!

হরিতের চাষ হবে ভেবে মাথায় কাফন বেঁধে যেখানে কোদাল চালিয়েছি
কয়লা খনির শ্রমিকের মতো
আর বহন করে চলেছি বীজতলার জন্য বাছাইকৃত স্বাস্থ্যবান স্বপ্নবীজ,
এতোটা বছর পর—
আজ অবসন্ন-ঘর্মাক্ত শরীরে যখন মহাকালের পিঠে
ঠেস দিয়ে কর্ষিত ক্ষেতের দিকে একটু তাকাই—
দেখি, আসলে সেটা মরুভূমির চির অজন্মা
বন্ধ্যাত্বের ভারে ক্লান্ত এক ধূসর প্রান্তর।

ঝড় আগত। অথচ আসন্ন ঝড়ের জন্য আমার কোনো প্রস্তুতি নেই!

বয়সের সূর্য এখন হেলে পড়েছে কিছুটা পশ্চিমের দিকে।
আজ যখন আগত ঝড়ো রাতের চিন্তায় শংকিত

www.pathagar.com

তখন দেখছি, আমার সাথী কেবল
আমারই জরাগ্রস্ত একটি নড়বড়ে ক্লিষ্ট দেহ
আর কামারশালার হাফরের মতো কিছু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

গোধূলির এই সন্ধ্যায় উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মহাশূন্যের দিকে।
হা-হতোস্মি! মরুভূমির বালির উপর আমার কয়েকটি পদচিহ্ন ছাড়া
আর কিছুই চোখে পড়ছে না!

সমুদ্রের কাছাকাছি

সমুদ্র সমুদ্র বলে জেগে উঠি
কোথায় সমুদ্র?
অকস্মাৎ নেমে আসে সমুদ্রের দ্যুতি
তোমার ভেতর।
তারপর বহুবার
বহুবার হয়েছে আমার দীর্ঘ আলাপন।
সমুদ্র যেন বা এক দুরন্ত ঘোড়া।
ছুটে যায় বিদ্যুৎ গতিতে দূর সীমানায়।
হাঁটু ভেঙ্গে নুয়ে পড়ে সময়ের গতি।
ক্লান্তির প্রহর ভেঙ্গে
তুমিতো দিয়েছো বেশ ধূসর সমুদ্র পাড়ি।
কীভাবে স্পর্শ করবো তোমার প্রতীতি!
বলোহে, কীভাবে যেতে পারি
সমুদ্রের কাছাকাছি,
গ্রহান্তর কিংবা নক্ষত্রের বাড়ি?

ফাটা কপালের দাগ

অবাধ্য কপালে নয় রাজটীকা রাজার আসন
কপালতো ফেটে গেছে সেই কবে পাথরের চাপে
ভেঙ্গে গেছে বুকের পাঁজর, শীর্ণ কঙ্কাল কাঁপে
কাঁপে নিরন্তর ভাগ্য—অনাগত অস্থির বাসন।

www.pathagar.com

বেদনা পাখির পালক ভাসে বাতাসে, ভাসে শোকে
ভাগ্যেরও ইতিহাস অতীত যেখানে—তার পিছে
পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে নামে ক্রমাগত আরো নিচে
সমুদ্রের নীলাভ—নীলার্দ্র উধাও ধূসর চোখে।

শোকের মিছিলে দেখ ভেসে যায় আদিম মানুষ
মানুষের আগে আর এক সূর্য আর এক গ্রহ
গ্রহের ভেতর থেকে উঠে আসে অনন্তের দ্রোহ
লবণ-নদীতে ওড়ায় কে আজ স্বপ্নের ফানুস?

চরের মতো উঠেছে জেগে ফাটা কপালের দাগ
কপালতো ফাটা নয়, ফাটা যেন এশীয় ভূ'ভাগ ॥

অবাক কাশ্মীর

ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছো বারবার
তবুও দাঁড়িয়ে আছো! সম্মুখে চলেছো দুর্নিবার!
বিষাক্ত ছোবলে কতবার আক্রান্ত হয়েছো তুমি
তবুও ছাড়নি এতটুকু তোমার নিজস্ব ভূমি!

কত না হয়েছে পাশাখেলা, কত না ফানুস ছল
কত যে উঠেছে ফুঁসে নরপশু, হায়েনার দল।
কতভাবে হয়েছো ঝাঁঝরা, তবু স্থির আছো তুমি,
তবুও ছাড়নি এতটুকু তোমার প্রাণের ভূমি।

এখানে ঝরেছে কত প্রাণ—হিসাব রাখেনি কেউ
আছড়ে পড়েছে রক্তবন্যা—ঝিলাম নদীর ঢেউ!
শহীদের খুন মেখে সবুজ হয়েছে গাঢ় লাল,
কাফনের পতাকায় লিখে গেছো নাম—চিরকাল।

আসুক তুফান আরো! তবু পাহাড়ের মত তুমি
আগলে রাখো তোমার ইতিহাস, অস্তিত্বের ভূমি ॥

www.pathagar.com

গুজরাট এবং রক্তাক্ত শ্রাবণ

পৃথিবী চলেছে মৌসুমী বায়ুর পিঠে।

এখন শ্রাবণ।
মেঘগুলো যাযাবর বেদের বহর।
গুণটানা মাঝির মতো আমরা ক্লান্ত যখন
যখন ঘরে ফিরছি প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে,
গুজরাট তখন ফুঁপিয়ে উঠছে প্রচণ্ড পিপাসায়।
রক্তবৃষ্টি ছাড়া সেখানে আসে না শ্রাবণ!

আমাদের ফসল-ছোঁয়া বাতাসের ঘূর্ণি
আর শালিকের ঝাঁক কোন্ বার্তা নিয়ে পাড়ি দিল
সীমান্ত আকাশ? জানি না।—
কেবল দেখছি, মায়ের ভেজা শাড়িতেও জড়িয়ে আছে
অশেষ বেদনা।

বৃষ্টি ঝরছে মুষলধারায়।—
আর আমাদের স্বপ্নগুলো থমকে আছে নখের ডগায়।
বৃষ্টির ছাঁটগুলো রোদনভরা অবাক দৃষ্টি।
পৃথিবীর তাবৎ দীর্ঘশ্বাস আর বহমান রক্তই যেন
বৃষ্টির সমষ্টি।

তবে ঝরো বৃষ্টি!—
ঝরো নিয়মের প্রতিকূলে, অঝোর ধারায়।—

সারারাত বৃষ্টি। শ্রাবণের কী বাহার!
হে বৃষ্টি প্রশান্ত প্রস্রবণে ভেজাও তবে
গুজরাট, কান্দাহার ॥

২২.৭.২০০২

www.pathagar.com

নতুনের কবিতা

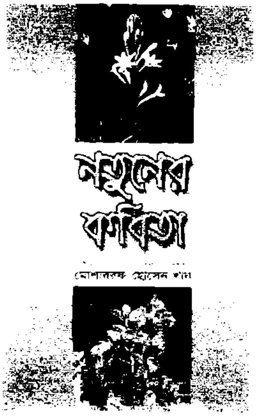

কবিতাসূচি

তোমার নামে ২৬৫/সকল নামের সেরা ২৬৫/শতাব্দীর কান্না ২৬৬
নতুনের কবিতা ২৬৭/বাংলা আমার ২৬৮/বোশেখ ২৬৯/বৃষ্টি ২৬৯
কপোতাক্ষ ২৭০/আমার দেশ ২৭১/পাখি ২৭১/বাদলা দিনে ২৭২
শীতের ভোর ২৭৩/তেল সমাচার ২৭৪/এইযে শহর ২৭৪/গরম ২৭৫
ফারাক্কা ২৭৫/মনটা আমার ২৭৬/ক্ষুধা ২৭৬/ঈদ মানে ২৭৭
টাকা ২৭৭/বাজাও বাজাও বাঁশি ২৭৮/আঁধার চলেছে অই ২৭৯
ফুলকুঁড়ি ২৭৯/সিয়ামের মাসে ২৮০/ভাঙতে হয় ভাঙো ২৮১/ভাবনা ২৮২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তোমার নামে

হৃদয় কাঁপে তোমার নামে
তোমার নামে হই পাগল
তোমার নামে ঝরনা কাঁদে
যায় খুলে যায় রুদ্ধ আগল।

ছুটছে পাখি হাওয়া কেটে
ছুটছে যত সাগর নদী,
তোমার নামে চন্দ্র সূর্য—
ছুটছে তারা নিরবধি।

পাইতে তোমার নামের সুধা
মেটাতে শোক সকল ক্ষুধা
তোমার কাছে যাই ছুটে যাই—
হে দয়াময়—রহিম খোদা।

হৃদয় কাঁপে তোমার নামে
তোমার নামে হই পাগল
তোমার নামে ঝরনা কাঁদে
যায় খুলে যায় রুদ্ধ আগল।

সকল নামের সেরা

সব মানুষের সেরা মানুষ
সব মানুষের সেরা
তারই প্রেমে ব্যাকুল ধরা
তারই প্রেমে ঘেরা ॥

তার প্রেমে যে সুধা কতো
গন্ধ বিলায় অবিরত
হীরার চেয়ে দামী সে যে
লক্ষ আঁধার চেরা ॥

www.pathagar.com

বিশ্বটারে আপন করে
তার মতো কে নিতে পারে
তার মতো কে ছুঁতে পারে
সাত সাগরের ডেরা?

ফুল শাখাতে ফুলের দোলা
দিচ্ছে কি যে দোল,
রাসূল প্রেমে আজকে ও মন
আপনারে তুই ভোল ॥

রাসূল নামে মুক্তো ঝরে
তার নামে যে হৃদয় ভরে
ঐ নামে যে জগত পাগল
সকল নামের সেরা,
হীরার চেয়ে দামী সে যে
লক্ষ আঁধার চেরা ॥

শতাব্দীর কান্না

ভূ-গোলকে ভূতের ছায়া দু'পাশে তার ক্ষত
বিশ্বটাকে শিলায় ফেলে পিষছে অবিরত।
পৃথিবীটা তপ্ত কড়াই কামারশালার ভাপ
ভূ-গোলকের পেটের ভেতর কাল কেউটে সাপ।

দানবগুলো পিষছে মানুষ হাতীর মতো পায়ে
ভাঙছে হাজার নগর-বাড়ি বুলেট বোমার ঘায়ে।
ভয়ে থর্ থর্ বিশ্ব এখন নিঝুম কবরপুরি
ঘুমের ঘরে ডাকাত হাঁটে, চোখের ভেতর ছুরি।

নদীর বুকে ধু ধু মরু বৈরী দেশের চাপে
গলার নিচে চা-পাতিটা থির-থিরিয়ে কাঁপে।

www.pathagar.com

ভূ-গোলকের ক্ষত দিয়ে ছুটছে জ্বরের ঘাম
ব্যাধের চোখে রক্তনেশা ঝরছে অবিরাম।

ফাঁসির দড়ি গলায় বেঁধে টানছে বর্গী কষে
অলসভাবে ঘুমায় কারা? আর থেকো না বসে।
বিশ্ব মানব বন্দি হয়ে কাঁদবে কত আরো?
শতাব্দীর সিংহ যারা—ভাঙতে তারা পারো।

গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এসো, থামাও আহাজারি।
আমি তো ভাই ক্ষুদ্র অতি, একা কি আর পারি?
ভূগোলটারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ো
গড়ার জন্য ভেঙে ফেলা কাজটা অনেক বড়ো ॥

নতুনের কবিতা

এই রাত শেষ হবে থেমে যাবে ঝড়
মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে বেদনার খড়।
সাহসী জোয়ার এলে ভরে যাবে কূল
নবীন তারার চোখে সাতরঙা ফুল।

কুঁড়িগুলো ফুলগুলো দে দোল্ দোলায়
স্বপনেরা জেগে ওঠে রোদের কুলায়।
অই ফুল অই পাখি অই কুঁড়ি যত
মোমের হৃদয়ে ফোটে ফুলকলি শত।

এই রাত শেষ হবে এক দুই তিন
সবুজ শিয়রে জাগে সোনামাখা দিন।
মেঘ ঠেলে ভেসে ওঠে চাঁদের বায়না
শিশুদের মুখ যেন রূপোলী আয়না।

www.pathagar.com

আয়নাতে রঙধনু জ্বলজ্বলে চোখ
পৃথিবী জেনেছে ওরা নবীন আলোক।
পাথরে পারদ জ্বলে জলে ভাঙে ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে জানি গড়ে যাবে কেউ ॥

বাংলা আমার

পুব আকাশে ভোর হয়েছে সূর্যটা কী লাল!
শোকের ভারে কাঁপছে যেন কৃষ্ণচূড়ার ডাল।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ বাংলা ভাষার ডাক—
রক্তনদী পার হয়ে সে নিচ্ছে কত বাঁক।

বাঁক নিয়েছে স্বাধীনতায়, ডাক দিয়েছে সেও—
বুলেট বোমা ভয় করেনি দামাল ছেলে কেউ।

স্বাধীনতাও কিনতে হলো, দিতেই হলো দাম—
সাতসমুদ্র লাল হয়েছে, লাল হয়েছে গ্রাম!

ঐ যে মিছিল-শোকের মিছিল আগুন ফুঁড়ে যায়,
মিছিল তো নয়, ঢেউয়ের দোলা ছুটছে নাঙ্গা পায়।

ফেব্রুয়ারি ডাক দিয়েছে, থামা কি আর যায়?
বাংলা আমার, আমি তোমার—স্বাধীনতার ভাই।

পুব আকাশে ভোর হয়েছে, সূর্যটা কী লাল!
শোকের ভারে কাঁপছে যেন কৃষ্ণচূড়ার ডাল ॥

www.pathagar.com

বোশেখ

বোশেখ আসে ঘোড়ার খুরে
তপ্ত বালি কুলায় ঝেড়ে
বোশেখ আসে ভর দুপুরে
দে দোল্ দোলা পেখম নেড়ে।
বোখে আসে বিজলী হাতে
ক্ষ্যাপা মেঘের দুলকি চালে
বোশেখ আসে ঝড়ের সাথে
ঝরা পাতায় উদোম ডালে।

বোশেখ এলে থর-থরিয়ে
কেউবা কাঁপে ভয়ের চোটে
কেউবা হাসে খিলখিলিয়ে
বুকে যাদের সাহস ছোটে।

বোশেখ মানে দস্যি ছেলে
ভয় ভাবনা নেইকো যার
বোশেখ মানে ভয়কে ঠেলে
ভেঙ্গে ফেলা রুদ্ধ দ্বার ॥

বৃষ্টি

ঝুমুর ঝুমুর টাপুর টুপুর
ঝরছে বাদল সকাল দুপুর
বাজে যেন ঘুঙরি নূপুর
বাজনা থামে না,
প্রজাপতি ফড়িংগুলো
উড়তে পারে না।

মেঘ গুড় গুড় মেঘের খামে
মুষল ধারায় বিষ্টি নামে।

www.pathagar.com

বিষ্টি নামে মুষল ধারায়
জগতটাকে দিল ডুবায়
ধনীরাতো সুখে ঘুমায়
চোখটি খোলে না,
গরীবগুলো ক্ষুধায় মরে
কামলা চলে না।

ঝুমুর ঝুমুর টাপুর টুপুর
জলে কাদায় ঘোল,
ভাংগা ঘরে শূন্য হাঁড়ি
একটুতে খায় দোল ॥

কপোতাক্ষ

ঘুম ভাঙলেই যাই ছুটে যাই কপোতাক্ষ গাঙে
তার ডাকে যে সাত সকালে ঘুমটি আমার ভাঙে।
তার বুকে যে ছন্দ দোলে
অষ্টপহর জিকির তোলে
ঢেউয়ের দোলায় যায় ভেসে যায় হাজার মনের ভাষা,
ওই ভাষাতে মিশে আছে আমার যত আশা।

সবাই বলে, কি আর এমন! কিইবা ওতে আছে?
আমি কিন্তু অনেক ঋণী কপোতাক্ষর কাছে।

ওই যে নদী আমার নদী কলকলিয়ে চলে
ফুল-পাখিদের কাছে সে যে আমার কথা বলে।
মনটা আমার রয় পড়ে রয় কপোতাক্ষর বুকে,
ব্যক্ত করা যায় কি সব ভাষা কিংবা মুখে?

ওই যে নদী স্মৃতির নদী শুনছো কি তার হাসি?
হুমড়ি খেয়ে পড়ছে পরী—দেখছে জগতবাসী।

www.pathagar.com

কপোতাক্ষ কপোতাক্ষ—কী যে মধুর ডাক!
মায়ের কেশের মতই সে যে নিচ্ছে শত বাঁক।

ওই যে নদী আমার নদী, কোথায় বা তার ঘর?
সে যে আমার বুকের ভেতর—নিত্য সহচর ॥

আমার দেশ

মাঠের পরে মাঠ চলেছে বিলের পরে বিল,
ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে নীল আকাশে চিল।
নদীর বুকে পালের নাও
এসব রেখে কোথায় যাও?
একটু থামো এই এখানে বাঁক ফেরানো ঘাটে,
এই দেখোনা খেলার সাথী—বকের সারি হাঁটে।
পুবের মাঠে কাওন আছে
মটরশুঁটি বাদাম আছে
ঘাসের বুকে ঘুমায় যাদু শিশির ভেজা খাটে।
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
তার চেয়ে যে অনেক খাঁটি—
দুধের বাঁটি উপচে পড়া শস্য-শ্যামল দেশ.
সাতটি রঙে বাঁধা আমার সোনার বাংলাদেশ ॥

পাখি

ভাবছে পাখি উদাস হয়ে এমন যদি হতো
খাঁচার পাখি খাঁচা ভেঙ্গে ছুটছে অবিরত।

তীর ধনুকে ছুটছে পাখি টগবগিয়ে ঘোড়া
মানুষগুলো শিকার করে মারছে পিঠে কোড়া।

www.pathagar.com

ভাবছে পাখি উদাস হয়ে ভাবছে মনে মনে
মানুষগুলো খাঁচায় ভরা বনের পাখি বনে।

ভাবছে পাখি আপন মনে এমন যদি হতো
খাঁচা ভাঙ্গার জন্যে মানুষ লড়ছে অবিরত !

খাঁচার পাখি যেমন কাঁদে স্বাধীনতার টানে
তেমন করে কাঁদছে তারা ভাসছে লোনা বানে।

ভাবছে পাখি উদাস হয়ে ভাবছে মনে মনে
মানুষগুলো খাঁচায় ভরা, বনের পাখি বনে ॥

বাদলা দিনে

আকাশটারে দেখতে লাগে মস্ত বড় থালা,
বাদলা দিনে হাওয়ায় ভেসে কাঁদছে নাকি খালা?
গোমড়া মুখে আঁচল টেনে মেঘটা হলো নীল,
বইএর পাতা রঙিন ছাতা, বর্ণগুলো চিল।

খোলা মাঠের বৃষ্টিধারা ঢা' গুড় গুড় ঢাক্
দেখতে যেন স্বর্ণপুঁটি, ইলশেগুঁড়ির ঝাঁক।

মা-মনিটা ঘুমায় ঘরে আঁচল মুড়ি দিয়ে,
আমি কেবল ভাবছি বসে—হতাম যদি টিয়ে!
টিয়ে হলেই যেতাম উড়ে মেঘ-ময়ূরী গাঁয়,
কিংবা শুধু যেতাম ভেসে সিন্দাবাদের নায়।

পাখিও নই, পরীও নই—পয়ার পাব কই?
তাইতো আমি খোকন হয়ে দাওয়ায় বসে রই ॥

www.pathagar.com

শীতের ভোর

ভোরগুলো শির শির কেঁপে ওঠে বুক
এক ফোঁটা রোদ যেন শিশুদের মুখ।

চারদিকে মেলে আছে কুয়াশার ছাতা
টুপটাপ ঝরে পড়ে সরিষার পাতা।

ভোরগুলো শির শির জিউলের মেয়ে
ঘাই মেরে উড়ে যায় প্যারাসুট বেয়ে।

কুয়াশা কহর ফুঁড়ে জেলেদের নাও
ছুটে যায় ঢেউ-জল-ঝিনুকের গাঁও।

ভোরগুলো হিম হিম ইলিশের চোখ
হিম বড়ো ভয় যেন শহরের লোক ॥

তেল সমাচার

তেলের গুণে হচ্ছে গাড়ি
কোটি টাকার বিলাস বাড়ি
তেলের গুণে যায় যে দেয়া
বিদেশ কিংবা আকাশ পাড়ি।

তেলের গুণে ওপর ওঠা
রাত্রি দিনে স্বপ্নে ছোটা
তেলের গুণে যায় যে মিলে
ইয়ার খালু দোস্ত মোটা।

তেলের পিপে গড়িয়ে দিলে
কেউবা নাচে কাপড় খুলে
তেল বিহনে শুকনো চুলে
ঠোকর মারে শকুন চিলে

www.pathagar.com

তেলটা যেন যাদুর কাঠি
মধুর চেয়ে অনেক খাঁটি
দেবার মতো তেলটা দিলে
কয় যে কথা হাতের লাঠি।

এই দুনিয়া তেলের মেলা
সবখানে যে তেলের খেলা
ওঠা কিংবা বসাই বলো—
ছড়ি ঘোরায় তেলের চ্যালা।

তেলের খেলা জমছে বেশ
তেলের পরে ভাসছে দেশ
কে যে ভালো তেল মাখিয়ে
যায় না বুঝা ছদ্মবেশ।

আমার মাথা শুকনো দেখে
বললো রেগে মামা,
তেল দিতে না পারলে তুই
জলদি মাথা কামা॥

এইযে শহর

এইযে শহর ঢাকা শহর
উদোম দেহখানি
বিনা মেঘে পিচের পথে
হাঁটু ভেজা পানি।

পানি তো নয় এ যে দেখি
ঢল নেমেছে ঢল
এই শহরে সবই চড়া
সস্তা চোখের জল॥

www.pathagar.com

গরম

বাজার গরম
শহর গরম
গরম বড় লোক
গরম ধোঁয়া ছুটছে এমন
মেলা যায় না চোখ।

কম্বল গরম
চাদর গরম
গরম অধিক টাকা
ভুখা-ফাকার
বুকের ওপর
চলে গরম চাকা।

এত গরম দেখে হাবুর
পিলে চমকে যায়
গাঁ-গেরামের মানুষ নাকি
গরম দ্যাখে নাই ॥

ফারাক্কা

শুয়োরমুখো শোষকগুলো
নাচে কেমন ঝুলিয়ে মূলো
আরও নাচে নেংটি হুলো
পাকিয়ে ডাগর চোখ,
পানির দিকেই ঝোঁক।

ছেলেরা আর ছোট্‌টো নয়
চোখ রাঙালে পায় না ভয়
পানি নেওয়াও সহজ নয়
মুন্‌ড কাটা আনিতে,
দিসনে হাত পানিতে।

ডাইনী দেবীর চামচা ঝি!
ফারাক্কা তোর বাবার কি?

www.pathagar.com

মনটা আমার

মনটা আমার এখন কেবল উদাস হয়ে ভাসে
এই শহরে ভর দুপুরে দৈত্য দানব হাসে।

মনের ভেতর উথাল পাতাল সাত সাগরের ঢেউ
রাজ পথের লাশের দিকে চোখ রাখে না কেউ।

কেউ বলে না একটু কথা মনের দুয়ার খুলে
ব্যথার পালে দমকা হাওয়া, জোয়ার ওঠে ফুলে।

গাঁয়ের কথা ভাবি যখন উদাস হয়ে যাই
ওদের মতো এই শহরে মানুষ দেখি নাই।

বলতো নাহিদ, নাওশিন তোরা কেমন আছিস বল
তোদের কথা মনে হলেই চোখে আসে জল ॥

ক্ষুধা

মাঠ শুকনো ঘাট শুকনো
শুকনো ভাতের হাঁড়ি।
পেট শুকনো মন শুকনো
শুকনো হাতের নাড়ী।

শুকনো গেরাম শুকনো নদী
শুকনো বিল খাল
ক্ষুধার চোটে দেশের মানুষ
শুকনো চিরকাল।

www.pathagar.com

ঈদ মানে

ঈদ মানেতো খুশির খেলা
ফুলের মতো গন্ধে দোলা
ছন্দে ঝরা বিষ্টি ধারা
টাপুর টুপুর,
ঈদ মানেতো দেদোল দোলা
সকাল দুপুর।

ঈদ মানেতো বিভেদ ভোলা
খোকা খুকুর হৃদয় খোলা
মোমের নূপুর,
ঈদ মানেতো ভালবাসার
খুশির খেলা আপন করা
সকাল দুপুর।

ঈদ মানেতো ভোর সকালে
দুয়ার খোলা
ঈদ মানেতো
মন সাগরে ঢে'য়ের দোলা ॥

টাকা

পাখা নেই
চাকা নেই
          তবু চলে টাকা,
গাড়ি ছাড়া
পাড়ি দেয়
          রাজধানী ঢাকা।

হাতি নেই
ঘোড়া নেই

www.pathagar.com

সেই তবু রাজা,
ভুখা-ফাকা
মানুষের
দিয়ে যায় সাজা।

ধলা নয়
কালা নয়
নয় লাল নীল,
তবু সে যে
বহুরূপী
স্বপ্নের চিল।

দেহ নেই
গেহ নেই
তবু কী যে তাপ,
উড়ে যায়
ফুঁড়ে যায়
গরমের ভাপ।

টক নয়
ঝাল নয়
আছে তবু ঝাঁঝ,
তাজ ছাড়া
রাজ ছাড়া
টাকা মহারাজ ৷৷

বাজাও বাজাও বাঁশি

বাজাও বাজাও বাঁশি সাহসী ছেলে
সম্মুখে চলো শুধু তুফান ভেঙ্গে
উঠুক সূর্য শিশু রক্ত রেঙে
ধনুকের ছিলা ধরো খেলনা ফেলে

www.pathagar.com

বাজাও বাজাও বাঁশি সাহসী ছেলে!

দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি বুক টান করে
মুঠি দুটো তুলে ধরো উর্ধ আকাশে
উড়ুক বিজয় নিশান অমল বাতাসে
চেয়ে আছি চেয়ে আছি দিনমান ধরে
দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি বুক টান করে!

বাজাও বাজাও বাঁশি সাহসী ছেলে
ধনুকের চিলা ধরো খেলনা ফেলে!!

আঁধার চলেছে অই

এসেছে আলোর সাথী, আঁধার পালায়
সোনালী সুরুজ ঝরে মাটির থালায়

সাহসী ছেলের হাতে যাদুর নূপুর
কদমে কদম হাঁটে কাঁপিয়ে দুপুর।

জেগেছে শহর আর ঘুম ঘুম পাড়া
জেগেছে মানুষ অই পড়ে গেছে সাড়া।

এসেছে আলোর সাথী, আঁধার পালায়
সোনালী সুরুজ ঝরে মাটির থালায় ॥

ফুলকুঁড়ি

ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি
ফুলের রাশি
ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি
সোনার হাসি।

www.pathagar.com

ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি
বেহেশতী ফুল
রয়ে রয়ে বয়ে যায়
গন্ধে অতুল।

ফুলকুঁড়ি দোল খায়
আলোর দোলা
ভুল থেকে ফুলকুঁড়ির
চরণ খোলা।

ফুলকুঁড়ি নেই জুড়ি
গুলের দেশে
কুঁড়িগুলো জেগে ওঠে
ফুলের বেশে ॥

সিয়ামের মাসে

সিয়ামের মাসে
চাঁদ তারা হাসে
ঝর ঝর ঝরে
মোমিনের ঘরে—
রহমের ধারা।
বঞ্চিত কারা?
রোযা নেই যারা।

রহমত দিনে
বরকত বিনে
আছে আজ কারা?
হতভাগা যারা।

এসো ভাই বোন

www.pathagar.com

এসো কচি মন
এসো বুলবুলি,
সিয়ামের দিনে
রহমত কিনে
গোলা ভরে তুলি।

সিয়ামের মাসে
রহমত ভাসে,
বঞ্চিত কারা?
রোযা নেই যারা॥

ভাঙতে হয় ভাঙো

কান্না কেন? ভাঙতে হয় ভাঙো।
সাহস করে পাহাড় কেটে চলো
বুক ফুলিয়ে ভাঙার কথা বলো
কান্না কেন? ভাঙতে হয় ভাঙো।

ভাঙবে যদি সামনে তবে এসো
কাল বোশেখী ঝড়ের মতো এসো
ভাঙন দেখে ফুলের মতো হাসো
ভাঙবে যদি সামনে তবে এসো!

গড়তে হলে ভাঙতে হয় মানো!
রক্তজলে নাইতে হয় জানো!

কান্না কেন? ভাঙতে হয় ভাঙো।
ভাঙবে যদি সামনে তবে এসো
ভাঙন দেখে ফুলের মতো হাসো
কান্না কেন? ভাঙতে হয় ভাঙো!

www.pathagar.com

ভাবনা

আকাশটারে মুঠোয় ভরে
যাচ্ছি আমি অনেক দূরে
  হঠাৎ দেখি আলো,
তার পেছনে হাঁটছে কত
পাহাড় নদী সাগর শত
  ঝরনা টলোমলো।

বিশ্বটাকে লাগছে এমন
মটরশুঁটি নোলক যেমন
  জোছনামাখা দুল,
আমার সাথে যাচ্ছো তুমি
হাওয়ায় ভেসে পেরিয়ে ভূমি
  ভাঙছি শত কূল।

মেঘ ফুঁড়ে ঐ সূর্য হাঁটে
বজরা থামে নদীর ঘাটে
  পাখির কলরবে,
সবুজ ছেলে স্বপ্ন মেখে
যুদ্ধবিহীন জগৎ দেখে
  উঠবে বলো কবে?
আহা! এমন কি আর হবে?

www.pathagar.com

অগ্রন্থিত কবিতা

কবিতাসূচি

একটি রাত ২৮৫/ আলেয়ার ভূমি ২৮৫/যুদ্ধের বিরুদ্ধে ২৮৬
পদক্ষেপ ২৮৭/উত্তর-আধুনিকতা ২৮৭/উদ্বাস্তু শিবির থেকে ২৮৮
রাসূলের (সা) কাছে ২৮৯/বৈশাখের পঙ্ক্তিমালা ২৯১/ছায়াবৃক্ষের শিষ ২৯১
স্বদেশ এখন ২৯২/ফুলবাজার ২৯৩/সরল সন্তাপ ২৯৪/এইখানে ২৯৫
কাঁপছে শীতল হাওয়ার পাখা ২৯৬/বিনাশের পর ২৯৭/সম্প্রদান ২৯৮
নজরুল দর্শন ২৯৯/জন্মদিনের শোক ২৯৯/খেরোখাতা ৩০০
এখন ফেরার পালা ৩০১/অবেলায় ৩০১/সাহসী তুফান ৩০২
বেয়াড়া বাতাস ৩০৩/খোলা চিঠি ৩০৪/আধখানা ছায়া ৩০৫
পৃথিবীর প্রেম ৩০৫/দেয়াল ৩০৬/কবির সপক্ষে ৩০৬/কালের অক্ষরে ৩০৭
অগ্নিপ্রেম ৩০৮/হলুদ হরিণী ৩০৮/হৃদয় ৩০৯/ঝড়ের প্রার্থনা ৩১০
হাওয়ার উপকূল ৩১০/মহাকালের ঢেউ ৩১১/রাসূল (সা) ৩১২
বৈশাখের কবিতা ৩১৩/হাওয়া ৩১৩/প্রাণশীষ ৩১৪/সাতপ্রস্থ ৩১৪
সময়ের পদ্য ৩১৬/রহস্যকুমারী ৩১৬/প্রতীক্ষা ৩১৭/এই কূলে ৩১৮
না'তিয়া ৩১৮/বয়স ৩১৯/মুক্ত স্বাধীন পাখি ৩১৯/ঢাকা শহর ৩২০/মৌসুম ৩২১
স্বাধীন মানে ৩২২/বিশ্বকাপের ছড়া ৩২২/যখন গ্রীষ্মকাল ৩২৩
মেঘের মেয়ে ৩২৪/হেমন্ত ৩২৫/বাংলা ভাষা ৩২৫/কে এলোরে ৩২৬
একুশ যখন আসে ৩২৭/মা ৩২৭/পিত্তি জ্বলে যায় ৩২৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একটি রাত

সারাটি রাত কেটে গেল নির্ঘুম।
সঙ্গী ছিল তারাখচিত নিস্তব্ধ আকাশ
আর বহু অচেনা নিগূঢ় আঁধার।
আজ অমাবস্যা।
কিন্তু আমার ভেতরে ঠিকই উঠেছিল চাঁদ।
সে যেন পূর্ণিমার সয়লাব।
একবার মনে হলো বেরিয়ে পড়ি।
খুব কাছ থেকে দেখে নিই শহর
এখন কোনো গন্ধ নেই বোমা কিংবা টিয়ার গ্যাসের।
পরক্ষণেই কে যেন উঁচিয়ে ধরলো
আমার মস্তক বরাবর
ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র।
তাহলে কবি এবং ঘাতক—
দুজনই জেগে আছে সারারাত!

ভোর হয়ে এলো।
শহর কাঁপছে এখন দানবের পদভারে।

কাফন ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেছে!
২.৯.২০০২

আলেয়ার ভূমি

হাটুরিয়া ফিরে যায় ঘরে
কাঠুরিয়া খোঁজে তার গেহ
পাখিরাঁও শেষ হলে দিন
নীড়ে খোঁজে আপনার দেহ।

সবকিছু শেষ হয়ে যাবে
ভেঙ্গে যাবে জীবনের ছড়

www.pathagar.com

সবকিছু লীন হয়ে যাবে
থেমে যাবে সময়ের ঝড়।

কোথায় ছুটেছো, কোন্‌দিকে
কত দূরে যেতে পার তুমি ?
যত দূরে যাবে—তার চেয়ে
দূরে যাবে আলেয়ার ভূমি।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

পৃথিবী জ্বলছে ক্রমাগত! হত্যা, সন্ত্রাস-প্রলয়
খরস্রোতা নদীর মতন ধাবমান। কোথাও কি
আছে এতটুকু প্রশান্তির, স্থিত-কোমল নিবাস!

নীলাভ আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে বারিধারা।
কেউবা বলেন, বৃষ্টি। আমি বলি, রোদনের বন্যা!
আর এক সুষুপ্ত আগ্নেয়গিরি খোলস ছাড়িয়ে
উঁচিয়ে ধরেছে তার লেলিহান শিখা! হে পৃথিবী—
আমরা তো শিখিনি সাঁতার কিম্বা পাখির উড়াল!

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এক প্রশান্তির রব :
জেগেছে ভোরের পাখি! আমি বলি, এটোম যৌবন।—
তিমির বিদারী তারা, ভেসেছে অজস্র আলোর শিখায়।
এইসব পাখিদের ঠোঁটে আছে স্বপ্নের প্রশ্বাস।

ওরাই তো বলে গেল ঃ নাপাম শিশুর খাদ্য নয়।
কামানের শব্দে নেই অক্সিজেন। হাইড্রোজনের
সালুন বিস্বাদ, আর আণবিক বোমার ভেতরে
নেই কোনো স্বাস্থ্যকর উপাদান। ধ্বংসের রিমোট
এখন ঘুরিয়ে দাও—যুদ্ধ থেকে কল্যাণের দিকে।

আমরা তো জানি, পৃথিবীই আমাদের বাসস্থান।
তবে কেন এখানে ক্রন্দন আর এত হাহাকার!
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ!—এই হোক দৃপ্ত অঙ্গীকার।

www.pathagar.com

পদক্ষেপ

স্থির হও।
সকল দরোজার শেষে রয়ে গেছে
আর এক দরোজা।
পৃথিবীর বাইরে আর এক পৃথিবী।
পথের শেষ বলে থেমেছো যেখানে,
চেয়ে দেখ, সেখান থেকেই চলে গেছে
আর এক পথ।

ব্রাজকের পায়ের স্পর্শেই গড়ে ওঠে নতুন পথ।
পথের গভীর আর এক পথ।
পথের কোন শেষ নেই।

সমুদ্রের গভীরে কী আছে, জানে না নাবিক।
মাটির গভীরে কী আছে, জানে না কৃষক।
পথিকও জানে না—কী আছে ওখানে,
পথের অন্তরালে।

স্থির হও।
তারপর এগিয়ে চলো সম্মুখে।
যেখানে পথের শেষ,
সেখান থেকেই হোক তোমার পা ফেলা
সুদৃঢ় পদক্ষেপ ॥

উত্তর-আধুনিকতা

— তাহলে এবার বলুন,
উত্তর-আধুনিকতা বলতে কী বোঝেন?

— উত্তও-আধুনিকতা?
একটু কাশলেন তিনি।

www.pathagar.com

তারপর প্রবেশ করলেন টয়লেটে।

কিছুক্ষণ পর টয়লেট থেকে ফিরে এলেন তিনি।
বললেন ঃ
— তাহলে সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ।
— কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব?
— ও, হ্যাঁ। উত্তর-আধুনিকতা!
সেতো সিলিংফ্যানে পা বেঁধে
পাতালমুখী হয়ে কেবলই ঘুরছে বন্ বন্ করে।
আর শোনো,
তোমার জামাটি উল্টো হয়ে আছে।
ওটা সোজা করে পরে নাও।
২০.০১.২০০১

উদ্বাস্তু শিবির থেকে

কালও সূর্য উঠেছিলো স্বদেশের বুকে—আফগান
কথা বলেছিলো রাতের তারকা
কিন্তু প্রভাত না হতেই হারিয়ে গেল সেই নক্ষত্রপুঞ্জ
সূর্যও ওঠেনি আর হাসির কলকল্লোলে।

মায়ের কোলে সদ্য স্বদেশহারা আফগান শিশু
বুকে তার ভালোবাসার আর্দ্র শিশির
চোখের দ্যুতিতে স্বদেশ হারানোর তপ্ত অশ্রু
ক্রন্দনের উত্তাপে ঝলসে ওঠে আবাসভূমি আফগান।

শিশুর রোদনে থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠে মাটির বুক—
মাগো! আফগান আমার জন্মভূমি, স্বদেশ
আফগান আমার জীবন-চোখের স্বপ্ন
আফগান আমার ভালোবাসার উঠোন।

শিশুর সাহসী তিলে চুমো এঁকে দেয় বাস্তুহারা জননী

www.pathagar.com

মায়ের আশীর্বাদে বেড়ে ওঠে শিশু
শিশু থেকে যুবায়
এখন তার মুক্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে—আফগান, আফগান
উষ্ণ প্রশ্বাসে—আফগান, আফগান
এবং উদ্ধত মুষ্ঠিতে অধিকার আদায়ের কঠিন শপথ

দশ বছরের একটি আফগান কিশোর বলে এখন—
চলো মা, আবারও ফিরে যাই পরিত্যক্ত ভিটেয়।
বিশ্বাস করো মা, এই হাতের ছোঁয়ায় আবারও সূর্য উঠবে
শান্ত কিংবা গনগনে রক্তিম লাল
চলো মা, আবারও ফিরে যাই স্বদেশ ভূমি আফগান
কেননা আফগান—আমাদেরই আফগান
আফগান আমাদের জন্মভূমি
আফগান আমাদের তাবৎ অধিকার এবং
আমৃত্যু ভালবাসার সংলাপ।
পুনর্লেখন ১৬.১১.২০০১

রাসূলের (সা) কাছে

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি যাচ্ছেন সিরিয়ার পথে
বাণিজ্য কাফেলার সাথে আর পাখির পালকের মত হালকা মেঘ
তাকে দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত শীতল ছায়া।

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি ধ্যানমগ্ন হেরাগুহায়
অকস্মাৎ যিনি কেঁপে উঠলেন ঐশী বাণীতে ঃ
'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাললাজি খালাক ...।'

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি কুরাইশদের সকল রক্তচক্ষু
উপেক্ষা করে, শত নির্যাতন পায়ে দলে দিক হতে দিগন্তে
ছড়িয়ে দিলেন ঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

www.pathagar.com

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি আবু বকরের সাথে
অবস্থান নিয়েছেন সাওর পর্বতের এক বিপদ-সংকুল গুহায়।
মাথার ওপরে আবু জেহেল ও তার পদচিহ্ন বিশারদ
গুহার মুখে মাকড়সার জাল। প্রিয় রাসূলকে আগলে রেখেছেন
এক মহান শক্তি। আবু বকরের কম্পিত কণ্ঠ ঃ 'হে রাসূল! ওরা
যদি একবার তাকায় ওদের পায়ের দিকে, তাহলে নিশ্চয় দেখে
ফেলবে আমাদের! আমরা তো মাত্র দুজন!'
আমার পত্র সেই রাসূলের কাছে, যিনি নির্ভয়ে জবাব দিলেন ঃ
'ভয় পেয়ো না হে আবু বকর! আল্লাহ পাকও আমাদের সাথে আছেন।'

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যাকে ধরতে গিয়ে সুরাকার শক্তিশালী
অশ্বের পা আমূল দেবে গিয়েছিল মাটিতে আর ধূলিঝড়ের
আচ্ছাদনে আল্লাহপাক যাকে আবৃত করে রেখেছিলেন।

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, তায়েফের পথে যার পবিত্র দেহ থেকে
ঝরেছিল তরতাজা রক্ত। রক্ত ঝরেছিল যুদ্ধের ময়দানে। যিনি ছিলেন
সেনাপতি, রাষ্ট্রনায়ক আবার ক্ষুধায় কাতর এক জীর্ণ কুটিরের পরিতৃপ্ত বাসিন্দা।

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি বাইতুল মাকদাস থেকে
গমন করেছেন আল্লাহর সান্নিধ্যে, আরশ মহল্লায়
আর উম্মতের জন্য বয়ে এনেছেন অশেষ কল্যাণ।

আমার এই পত্র কেবল রাসূলের কাছে, সমগ্র বিশ্বের যিনি শিক্ষক,
যার নামে জিন-ইনসান পড়ে দরুদ—
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম,
হে প্রভু! তার কাছেই পৌঁছে দাও আমার তাবৎ শ্রদ্ধা প্রেম
আর এই অধমের পত্র-কালাম।

www.pathagar.com

বৈশাখের পঙক্তিমালা

উড়েছে শিমুল তুলো, উড়েছে পথের ধুলো
পাষাণ ঘূর্ণিতে পাক খায় প্রকৃতির আঁচল
তারপর শূন্যে ভেসে হয়ে যায় বাতাসের পতাকা।
সবকিছু উড়ে যায়, ভেঙ্গে যায়
গাছপালা দালানকোঠা সুদৃঢ় পিলার,
তবুও ভাঙতে পারে না ঝড়
প্রেমের প্রাসাদ।

প্রেম সে তো বিশ্বাসেরই প্রস্রবণ।
জীবন যেন বা সবুজ দূর্বা।—
কপোতাক্ষ পাড়ের হেলে না পড়া উর্ধ্বমুখী গ্রাম,
কৃষকের টান টান লাঙ্গলের ইশ
শত ঝঞ্ঝার বিপরীতে মূর্ছাহীন, মুখর—
ঋতুর সড়ক বেয়ে পথ কেটে কেটে হেঁটে যাওয়া
যেন ভাটি বাংলার খান জাহানের দুর্বার বহর।

বৈশাখের সাধ্য কি ভেঙ্গে দেয় প্রবল প্রণয়!

ছায়াবৃক্ষের শিষ

[নাদিম নওশদকে]

কতদিন ঝুলেছিল সে অদৃশ্যের বৃক্ষে।
অদৃশ্যে, তবে সে ছিল না কখনো অনুভবহীন।
বীজের শরীরে যেমন লুকিয়ে থাকে বৃক্ষ,
বৃক্ষের ভিতর মোহন জীবন।—
সমুদ্র গভীরে যেমন ছড়িয়ে থাকে রূপোলি ঝিনুক,
ঝিনুকের ভিতরে মুক্তোর ঝিলিক—
ঠিক তেমনি লুকিয়েছিল,
ঝুলেছিল অদৃশ্যের বৃক্ষে কালিক শরীর।
তিনশো দশ দিন!
তারপর নতুন সহস্রাব্দে

www.pathagar.com

নতুন শতকে
নতুন বছরের নতুন দিনে—
নতুন সূর্যের উদ্ভাসে জেগে উঠলো সে।
সে অর্থ—একটি শরীর, দুটি চোখ
সে অর্থ—একটি নতুন সূর্য
নতুন পৃথিবীর কৃষক
এবার চাষ হবে মানবতা ও মুক্তির।

তবে আর কীসের ভয়?
এইতো দশটি আঙুল ছুঁয়ে গেছে তার দশটি দিগন্ত।
আর তার খিড়কি খোলার শব্দে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত জনপদ।

তাহলে এই সেই ছায়াবৃক্ষ!
যার সোনালী শিষ উঠে গেছে মেঘের আস্তরণ ভেদ করে
সপ্ত আকাশে !
তার আহ্বান কি ফুড়ে যায়নি সবকটি মহাদেশ পেরিয়ে
পৃথিবীর প্রান্তসীমায়, অন্য গোলার্ধে!
তবে এসো—
এসো ছায়াবৃক্ষের নিচে এবং শীতল কর
তপ্ত আগ্নেয়গিরির মত পিপাসিত হৃদয়।
১১.০১.২০০১

স্বদেশ এখন

হে আমার স্বদেশ!
তোমার দিকে তাকাতেও আজ শরীরটা শিউরে উঠছে।
এই কি আমার সেই স্বপ্নের ভূমি?

হে আমার স্বদেশ!
তোমার দিকে তাকাতেই আজ ভুলে যাই কণ্ঠের গান
ভুলে যাই কবিতার পংক্তি
ভুলে যাই পাখির কলরব, ফুলের সৌন্দর্য আর নিকুঞ্জের আহ্বান।

www.pathagar.com

তাহলে আর কিসের জন্য তোমার দিকে ফিরে চাওয়া?

আমি কি জানতাম,
স্বদেশ মানেই এখন পোড়ামাটির চিৎকার!
এখন আমাদের স্বপ্ন মানেই কি মৃত্যুর লোবান?
বাজার মানেই কি রক্তের কেনাবেচা?
শস্যভূমি মানেই কি কেবল হলুদ বেদনার চাষ?

এই কি আমার স্বদেশ—
নীলাম্বরী শাড়ির বদলে যে এখন ধারণ করেছে রক্তিম বসন!

হে প্রভু!
স্বদেশের এই দগদগে ক্ষত সারিয়ে তার পরনে
একপ্রস্থ্ কাপড় তুলে দাও।
তাকে যে আমি বড় ভালবাসি।

ফুলবাজার

হেমন্তের এক সকালে
তোমাকে দেখেছিলাম শাহবাগের ফুলবাজারে।
উপুড় হয়ে দেখছো ফুলের পসরা।
জেব্রাক্রসিং-এর মত আমি তখন দাঁড়িয়ে ফুটপাতে।
হাতে গোলাপের গুচ্ছ নিয়ে তুমি যখন ঘাড় ফেরালে
আমার শার্টের বোতাম খুলে তখন
দ্রুত বেরিয়ে গেল একটি ডানাভাঙ্গা ডাহুক।
আমি ডাহুকের পিছে ছুটছি
আর তুমি হেসেই খুন। ...
তুমি কি দেখতে পাচ্ছ
ডানাভাঙ্গা ডাহুকটি কিভাবে প্রবেশ করছে তোমার ভিতর?
তুমি বললে—'এটা আমার'।
'— না আমার'।

www.pathagar.com

— সে কী গো, এটা যে আমারই, আমার'!
এবং কী আশ্চর্য! এই তর্কযুদ্ধের মধ্যে তুমি ওটাকে ধরতেই
তোমার গলায় ঝুলে গেল কয়েকগুচ্ছ বেলী ফুলের মালা।
কিভাবে?
হেমন্তের সেই সকালে তুমি হেসে বললে,
'মিনতি তোমার কাছে, —
এখন থেকে প্রতি বছর আমিই ফুল ফোটাবো, তোমার জন্য।
আর কোনদিন ফুলবাজারে আসবো না'।—
মনে আছে?

সরল সন্তাপ

পৃথিবীর একপাশে অসম ব্যর্থতা
অপর পাঁজরে ঘৃণা আর ক্রোধ
বৃক্ষের আমূলে
দু'হাতে ঢেলেছে বিষ-বিষাদের মালি
আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না দীপালী!

চোখের ভেতর
ধিকি ধিকি জ্বলে আগুনের শিখা
রক্ত নদীতে লাফায় বারুদের পোনা
হৃদয় পাতিলে বলক দেয়
ক্রোধের ছালুন
দীপালী
তোমাকে কোথায় রাখি!

গ্লানির সন্তাপে পুড়ে গেছে
অরণ্য নদী সমুদ্র উপকূল
শকুনের ঠোঁটে ঝুলে আছে দেখ
মানুষ মৃত্তিকা পশু পাখি ফুল।

www.pathagar.com

দীপালী
তোমাকে কোথায় রাখি ?
চোখের ভেতর
ধিকি ধিকি জ্বলে আগুনের শিখা
বৃক্ষের আমূলে
দু'হাতে ঢেলেছে বিষ-বিষাদের মালি
আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না দীপালী!!

এইখানে

এইখানে জীবনেরা রাতদিন জেগে
মৃত্যুর রহস্য খোঁজে। দু'টি গাঙচিল
যৌবন যৌবন বলে সমুদ্রের বেগে
কোথায় হারিয়ে যায়, দু'টি গাঙচিল!

দু'টি গাঙচিল রোমশ বোগলে পোড়ে।
রাতদিন এইভাবে বাদুড়ের ঠোঁট
রহস্যের আতিপাতি হৃৎপিণ্ড খোঁড়ে
খুঁড়ে খুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে জাগতিক কোট।

মৃত্যুগুলো এঁকে বেঁকে হাতের কব্জিতে
হেলে দুলে খেলা করে সময়ের ঘড়ি
সাপগুলো লাফ দেয় রক্তের সজ্জিতে
লাফিয়ে লাফিয়ে ছেঁড়ে আয়ুষের দড়ি।

এইখানে ছেঁড়া-খোড়া জীবনের ভূমি
এইখানে মৃত্যু মানে আমি আর তুমি ॥

www.pathagar.com

কাঁপছে শীতল হাওয়ার পাখা

১.

হৃদয়ে হাত রেখে দেখি
বিশাল শাল বৃক্ষের মতো
দাঁড়িয়ে আছো তুমি
মিশে আছো
অস্তিত্বের শাণিত সোপানে

২.

স্বপ্নগুলো ভেঙে ভেঙে
সমুদ্র সম্পুটে
ঢেউ তোলে অনিঃশেষ
তবুও নক্ষত্র পারদে জ্বলে
তোমার নাম—
সে এক আশ্চর্য বিস্ময়

৩.

হতাশার লোনাজলে ভাসতে ভাসতে
ভাবি—আর বুঝি স্বপ্ন নেই
অকস্মাৎ চোখ মেলে দেখি ঃ
স্বপ্নের সমুদ্র মেয়ে—
হাত তুলে আছো তুমি সামনেই

৪.

এতোটুকুই যথেষ্ট
ভেবে থাকা যদি—
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী
তবুও বিস্ময়কর
রহস্যের এক
অপার দুর্জেয় নদী

www.pathagar.com

বিনাশের পর

প্রকৃতির পাঁজরে প্রচণ্ড দাবদাহ
কালের গুহার ভেতর থেকে ওঠা উত্তপ্ত বাতাস
শতাব্দীর ফুসফুসে লাভার তোলপাড়—
আমরা পেরিয়ে এসেছি এমনি একটি দুর্বিষহ মহাকাল।

মানুষ অর্থ এখন অসহায় অরণ্যচারী
সম্মুখে গতিহীন কালের চৌকাঠ
মানুষ অর্থ নিশ্চল পানির ওপর ভাসমান
ফুলে ওঠা মৃত মাছের দঙ্গল।

উজানে বসে আছো কোন খেয়ার মাঝি?
দ্যাখো, মাথার ওপরে কালো কাক,
নৃত্যরত শকুনের শীৎকার
সমুদ্রের নাভী থেকে ভেসে ওঠে ক্ষুধার্ত শোষক
ভয়ানক প্রশ্বাসে ধসে যায় দেশ মহাদেশ-বিপুল ভূ'ভাগ।
ডাকাতের পায়ের নিচে মূর্ছা যায় অরণ্যের সকল সবুজ
প্রকৃতির নির্মল নিলয়
বিষাক্ত দাঁতে তার মানুষের তরতাজা রক্তের দাগ।

যারা প্রশান্তির মানচিত্র খামচে ছিন্ন ভিন্ন করতে চায়
যারা ঘুমের দরোজায় টাঙিয়ে দ্যায় যুদ্ধের নিশান
যারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে
জনপদ এবং মানবতার সকল নিবাস,
তাদের প্রতিকূলে এসো হে শতাব্দী—
এসো আর এক উদগ্র মহাকাল।

এসো,
নেমে এসো আগুনের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুর্বার গতিতে
ঝোড়ো রাতে হে কাল বৈশাখী,
এসো হে অগ্নিময় শতাব্দী—
দুর্বিনীত কালের পিঠে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই লোকালয়ে।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বিনাশের পর—
পুনরায় জেগে উঠুক নবীন ভূ'ভাগ
হেসে উঠুক—
শতাব্দীর আর এক নতুন সূর্যের প্রোজ্জ্বল উদ্ভাস।

সম্প্রদান

চোখে সমুদ্রের নীল তুলে প্রশ্ন করে একটি শিশু ঃ
এই অন্তহীন অরণ্যে কিভাবে এলাম!
বললাম ঃ দেখ, একটি অবিমিশ্র গাঢ় অন্ধকার
এবং একটি অথর্ব নড়বড়ে স্তম্ভের ওপর
দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী
আর মানবতার যাবতীয় উপাদান নিয়ে উড়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তু শকুন।
শোনো শব্দের ভেতর ভাঙ্গনের শব্দ
ভাঙ্গনের ভেতর শব্দহীন শব্দ
এবং অদৃশ্য সঙ্গীতে ভেসে যাওয়া অবিরল ধ্বংসের কান্না।
রোদনের ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই!

অবুঝ শিশুটি বোঝে না আঁধারের ভাষা।
তার সোনালী হাতে ঝলসে ওঠে পৌরাণিক তাম্রলিপি।
শিশুটি জানে না, শিশুটি বোঝে না—
নির্বাক তাম্রতে বন্দি কেবল শতবর্ষের বেদনা!

এই এক অবোধ শিশু!
চোখে সমুদ্রের নীল তুলে ধরতে চায় পৃথিবী মাটি ও মানুষ!
দিগন্তে প্রসারিত করতে চায় তার দু'টি হাত।
হা হতোস্মি! পিঙ্গল বর্ণের ঘৃণা আর ব্যর্থতা ছাড়া
শুদ্ধ জীবনের জন্য যুদ্ধের নীলনকশা ছাড়া
তার হাতে দেবার মত
পৃথিবীর যেন আর কোনো সঞ্চয় ছিল না!

www.pathagar.com

নজরুল-দর্শন

খেলাটি শেষ না হতেই বেজে গেল ঘণ্টা।
সমুদ্র তো আর দেখাই হলো না!

১

তা না হোক।
চলো আমরা এখন অন্যখানে যাই
যেখানে রয়েছে
সমুদ্রের চেয়েও মহান এক দ্যুতি

এসো, এইতো এখানে—
দেখ, এখানেই জেগে আছে
মান্যবর ইতিহাস।

সূর্য কিংবা সমুদ্র
সবই লীন হয়ে গেছে ঐখানে—
যেখানে নজরুলের নাম।—

তাহলে এবার ফেরাই যাক।
নজরুলকে দেখেছি যখন—
সমুদ্র দেখার আর
কীইবা প্রয়োজন!

জন্মদিনের শোক

আমিও কি জানতাম
নিরালোক পৃথিবীতে এভাবে আসতে হবে
এবং পার হতে হবে কষ্টের সমুদ্র?

শিউরের বাতিটাও নিভে যাচ্ছে তস্করের কঠিন ধমকে।
রুগ্ন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে গেছে স্বপ্নের শিশির।
তৃষ্ণার পানিও নেই।
ব্যথাভার বুক টেনে পার হতে হবে

www.pathagar.com

আর কতোটা সমুদ্র?
যেতে হবে আর কতো দূর?
পলাশীর ইতিহাসের মতো
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমার শৈশব।
পোড়োবাড়ির অস্পৃশ্য দরোজার মতো
আমিও একাকী, বেদুঈন যাযাবর।

সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বিবর্ণ পৃথিবী।
হে আকাশ, একটু প্রশস্ত হও।
আর যদি পার
এই দুর্বিষহ ক্লান্তির ভার একটু তুলে নাও।

আমিতো ভুলতে চাই
সাতান্নর ধূসর চব্বিশে আগস্ট—সেই ভয়াবহ অন্ধকার।

খেরোখাতা

এখন গভীর রাত। প্রশান্ত পৃথিবী।
এইতো সুযোগ বটে নিজেকে চেনার।

স্মৃতিগুলো মেলে ধরো আপন দর্পণে
দেখে নাও ভাল করে ভিতর বাহির ঃ
পেছনে তাকিয়ে দেখ—কালের প্রবাহে
কতটা হেঁটেছো পথ, কতটুকু বাকি।

হিসাবের খাতা খুলে মেলাও জীবন—
সফল-বিফল নয়; রয়েছো মানুষ
নাকি বহন করেছো পশুর স্বভাব!

নিদ্রাহীন রাত হোক এমনি সরব—
নিজের ভিতরে মূলত নিজেকে দেখ
লিখে যাও খেরোখাতা, জীবন কাসিদা ॥

১৩.০৮.২০০১

www.pathagar.com

এখন ফেরার পালা

এখন ফেরার পালা। কে আর রুখবে
জাগ্রত, সাহসী কিষাণের পদক্ষেপ !

থমকে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কিত পৃথিবী।
সম্মুখে উত্তাল এক বিশাল সমুদ্র,
শস্যের খামারব্যাপী ক্ষুধিত হাঙর।
পাড়ভাঙ্গা শব্দপুঞ্জে সুতীব্র কম্পন!
ইথারে ভাসছে যেন দূর-বহুদূর
তরঙ্গে মুষড়ে পড়া, ভাঙ্গা দুইকূল!

থির হয়ে আসা দৃষ্টি পারের যাত্রীর!
সুস্থির-নিষ্কম্প তবু তীরের কিষাণ,
যেন খাড়া হয়ে আছে লাঙলের ফলা।

কিষাণ ফিরেছে প্রমত্তা নদীর দিকে।
এখনো কিছুটা স্বপ্ন জেগে আছে বুকে;
এখানে না হোক, অন্য কোনোখানে ঠিক
বেঁধে নেবে বাসা। স্বপ্নভাসা চোখ তার—
পদ্মার চেয়েও ভয়ঙ্কর, শঙ্কাহীন।

এখন ফেরার পালা। ফিরেছে কিষাণ,
কে আর রুখবে তার সুদীপ্ত নিশান!

অবেলায়

তিনি ঘুমাচ্ছেন। না সন্ধ্যা, না রাত।
এই অবেলায় কেউ কি এভাবে ঘুমায়?
তিনি ঘুমাচ্ছেন আসহাবে কাহাফের মতো।
শতাব্দীর ধুলো মাটি জমে
তার পিঠের ওপর গড়েছে প্রকৃতি

www.pathagar.com

আর এক বিশাল পৃথিবী।

কংকালের মতো কতকাল ঘুমিয়ে আছেন তিনি!
ডানপাশে পড়ে আছে তার দ্রোহের আগুন
বামপাশে ব্যর্থতার সুদীর্ঘ জিহ্বা

এই অবেলায়
ঘুমিয়ে আছেন তিনি
তিনি অর্থাৎ—মানুষ
মানুষ অর্থাৎ—তুমি।

ঘুমাতে ঘুমাতে—
এখন আর তোমাকে
মানুষের সন্তান বলে বুঝাই যায় না!

সাহসী তুফান

কঙ্কালের ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল নগর
এ নগর বিলুপ্ত হোক
ধ্বংস হোক প্রকৃতির করাল গ্রাসে

সভ্যতার শরীরে অনেক ধুলোমাটি
এ সভ্যতা বিলুপ্ত হোক
অন্ধকার গ্রহলোক ছেড়ে আমরা অন্য গ্রহে যাবো
অন্ধকার পৃথিবী ছেড়ে আমরা অন্য পৃথিবীতে যাবো

আমরা অরণ্যের কাছে যাবো
সমুদ্রের কাছে যাবো
পাখির কাছে যাবো
আমরা গড়ে তুলবো নতুন পৃথিবী

www.pathagar.com

আমাদের হাতের তালুতে সুনিশ্চিত ভাঙনের রেখা
হৃদয়ে দাউ দাউ যন্ত্রণার অসীম ক্রোধ
চোখের ভেতর সহস্র কাল বৈশাখ
রক্তে রক্তে উলকি আঁকে অমিত যৌবন

আমরা ভেঙে যাবো শতাব্দীর বিনম্র বয়স
আমরা ভেঙে যাবো কাল মহাকাল

আমরা গড়ে যাবো নতুন পৃথিবী—
গড়ে যাবো যৌবন—প্রজন্মের সাহসী তুফান

বেয়াড়া বাতাস

বেয়াড়া বাতাস ফুঁড়ে উড়ে যায় বিমর্ষ চিৎকার
পাখির আর্তনাদে চৌচির ফসলের মাঠ
মাছের রোদনে জলের শরীর খণ্ডিত দু'ভাগ
তবু খাড়া আছে অন্তর্ভেদী নায়ের মাস্তুল!

পৃথিবী দাঁড়িয়ে থাকো
আমরা কাঁদতে আসিনি।

গাভীর ওলান থেকে ঝরে পড়ে তেজস্ক্রীয় ধারা
অপরাজেয় মস্তকে ঘাই মারে বীরাঙ্গনা হাওয়া
ঝড়ের আওয়াজে জেগে ওঠে বনের চিতা
সিংহের কেশর থেকে লাফিয়ে পড়ে তীব্র হুংকার ঃ

সাবধান! ওখানে হাত দিও না
জায়গাটি বড় স্পর্শকতার !

www.pathagar.com

খোলা চিঠি

[কথাশিল্পী জামেদ আলী ভাইকে]

'মৃত্যু কি সন্ধ্যার রঙ
কিংবা জীবনের মতো,
তমসিত বাতাসের ঘোড়া?'
তবুও মানুষ কখনো বা ভালোবেসে ছুটে যায়—
'জীবন থেকে আশ্চর্য মৃত্যুর দিকে।'
কিংবা
'মৃত্যু থেকে অনিঃশেষ জীবনের দিকে।'
মৃত্যু! সে এক আশ্চর্য বিস্ময়!
কেবল মৃত্যুই শুষে নেয় মুহূর্ত এবং কাল।
কিন্তু আপনার মৃত্যু!
সেটা মৃত্যু নয়।—
জীবনের চেয়েও অধিক মহান।
আপনার প্রস্থান মানেই তো বারবার ফিরে আসা।
ফিরে আসা নতুনভাবে।
ফিরে আসা আমাদের বোধের কাছে, হৃদয়ের মাঝে।
শিল্প শুদ্ধ হলে শিল্পীরা মরে না কখনো।
কে বলেছে আপনি চলে গেছেন?
এইতো পাঁজরব্যাপী অনুভব করছি এক দুর্দমনীয় শিরশির কম্পন!
দেখুন,
আমার ভারাক্রান্ত শব্দগুচ্ছ ঠোঁটে নিয়ে ধূসর মেঘ ফুঁড়ে
দুর্বার গতিতে উড়ে যাচ্ছে দয়ালু বাতাস।
মহাশূন্যের স্তর ভেদ করে নিশ্চয় পৌঁছে যাবে
আপনার নির্ভুল ঠিকানায়।
আর আমি হৃদয়ের দরোজা খুলে এইতো এখানে বসে আছি।
এভাবে বসে থাকবো প্রতিটি প্রহর—
আপনার আলিঙ্গনের প্রত্যাশায়।

২৮.১০.১৯৯৫

www.pathagar.com

আধখানা ছায়া

বেদনার খরাতাপে কেটে গেছে বহুরাত
সেই আলো সেই বায়ু স্বপ্নীল কুয়াশা মেখে
তিষির ফুলের মত সেই চোখ হয়ে গেছে আবছা আঁধার
বয়সের কাচারিতে
সময়ের মগডালে
কে তুমি? যেন জলের ডাহুক বলেছ ডেকে ঃ
অদ্ভূত মানুষ ছাড়া আর সব অরণ্য জীব সমুদ্র জল
রুমির টুপির মত
ধুতরা ফুলের মত
কী চমৎকার পাপড়ি মেলে আছে উদাসী হাওয়ায়
বহুকাল হেঁটে হেঁটে সাগরে পড়েছে কেবল
সুন্দর পৃথিবী আর একটি মুখ—
জলে ভেজা মাত্র আধখানা ছায়া

পৃথিবীর প্রেম

কখনো মনে হয়—অন্ধকারই ভালো। ছিদ্রহীন অন্ধকার।
আকাশের ব্যাপ্তিহীন হৃদয় নিয়ে জোসনা আর
কতটুকু উজ্জ্বল হবে? তার চেয়ে ভালো—আরও ভালো
অন্ধকার নেড়ে চেড়ে অমৃত তুষারের গন্ধ নেওয়া এবং
কয়েকটি রূপোলী মুদ্রার পিঠে সোনালী হরফে লেখা ঃ
কী চমৎকার! তবুও পৃথিবী একদিন হরিণের মতো
কাউকে নিঃশর্তে বেসেছিলো ভালো।

www.pathagar.com

দেয়াল

দৃষ্টি ফিরে আসে। চারদিকে এ কেমন পাথর দেয়াল !
চোখের গভীরে বৃষ্টি জমে গড়েছে সাগর নদী
বৈশাখের বুক ছুঁয়ে ঝঞ্ঝা এক বহে নিরবধি
কখন যে রাত্রি নেমেছে ডুবেছে সুর্য—হয়নি খেয়াল।

অলৌকিক পাথর যেন বা চুম্বকে টানে সম্বোধি।
কেঁপে ওঠে যদিও পৃথিবী, তবু কাঁপে না দেয়াল।
কখন যে বেড়েছে বয়স তাও হয়নি খেয়াল—
এ কেমন প্রাচীরবেষ্টিত দৃষ্টিহীন জনম অবধি !

'জাগুন জাগুন' বলে কে যেন হঠাৎ রক্তে দিল নাড়া
দাঁড়াতে হবেই এবাও—দাঁড়াও উঁচু করে শিরদাঁড়া ॥

কবির সপক্ষে

মৌসুম এলেই
মুকুল আসে বৃক্ষের সবুজ শরীরে।
ঝরে যায় তার অনেক মুকুল।
আবার ঝরে না কিছু সহস্র ঝড়েও।

মৃত্যু আসে।
কেড়ে নেয় সময়ের বুক থেকে বর্ণালী জীবন।
সকলেই সমর্পিত মৃত্যুর দুয়ারে।
তারপর ধীরে ধীরে মুছে দেয় মহাকাল
নামের অক্ষর।

নিয়মের সিঁড়ি বেয়ে সকলেই আসে আর যায়
কবিরা আসেন বটে, যান না কখনো।

www.pathagar.com

কালের অক্ষরে

ওপরে—আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে সাতটি আকাশ
আকাশের ছাদ
বিস্তারিত হচ্ছে জলবায়ু—পৃথিবীর বুক
ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে নক্ষত্রের পেণ্ডুলাম ঃ

মানব এসেছে এক—আশ্চর্য মানব

বাতাসে বাতাসে ভেসে যায় দুরন্ত খবর
ভেসে যায় দৃশ্যের অতীত
গ্রহ থেকে গ্রহের ভিতর
সমুদ্রের হাউদাস থেকে বেরিয়ে আসেন জীনের বাদশা
বৃষ্টির ফেরেস্তা পাঠান
হাওয়ার পিঁড়িতে বসে অশেষ সালাম

মানব এসেছে এক—আশ্চর্য মানব

হাওয়ার ছাদ ফুঁড়ে
মানব এসেছে এক—আশ্চর্য মানব
তার জন্যে খুলে যাচ্ছে
গ্রহের স্তর পেরিয়ে নতুন দরোজা
চারপাশে ফেরেস্তার কলরব
অদৃশ্যে জীনের উৎসব ঃ

মানব এসেছে এক—আশ্চর্য মানব
কালের অক্ষরে লেখা যার অশেষ জীবন

www.pathagar.com

অগ্নিপ্রেম

অগ্নিময় পৃথিবীতে কোনো এক আশ্চর্য মুহূর্তে
নেমেছিল শান্ত প্রেম। তারপর দুর্বার স্রোতের
টানে সেও হারিয়ে গেছে কোথায়, কোন্ অজানায়।

প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে অগ্নিময় স্মৃতির মিনারে
দাঁড়িয়ে কেবল টোকা দেয় এক অনন্ত বিস্ময়।

ক্ষয়িষ্ণু প্রহর থেকে পান করে সাহসের ঢেউ
কখনো বা নেমে আসে পৃথিবীতে বারুদ—প্রলয়।

দরোজায় টোকা পড়ে। কার যেন অশরীরি ছায়া
আগুনের টিলা থেকে নেমে আসে বিদ্যুৎ গতিতে।
ছায়াভারে কেঁপে ওঠে প্রকৃতির পর্বত হৃদয়।

সেকি প্রেম? নাকি দ্রোহ? — তোমরাই অমর কেবল
আর সব তুচ্ছ, কেবলই ক্ষয়-ক্ষয়ের অধিক।
হে তারুণ্য নেমে এসো চলো যাই তরঙ্গ মাড়িয়ে,
চলো যাই অগ্নিপ্রেম, পৃথিবীর অজেয় প্রতীক।

হলুদ হরিণী

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রলুব্ধ হলুদ।
হলুদ—একটি পূর্ণিমার অবয়ব,
হলুদ—একটি মেয়ে, সুবর্ণা ষোড়শী।

হলুদ মেয়েটি একাকী দাঁড়িয়ে।
মৌসুমী বায়ুর সাথে চলে তার উদাস ভ্রমণ।

কাকে খোঁজো চাতকীর মতো
ওগো মেয়ে—হলুদ হরিণী?

www.pathagar.com

আমি শুধু জানি।

হলুদ মেয়েটি দাঁড়িয়ে একাকী,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুষে নেয় পৃথিবীর সকল আঁধার।

কার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকো ওগো হলুদ হরিণী?
আমি শুধু জানি।
পৃথিবী জানে না—
তবুও বুঝি না
হলুদ মেয়েটি সাহস করে কেন যে
সমুদ্রে নামে না !

হৃদয়

নদীতে জমেছে অশেষ বরফ, লবণাক্ত ঘৃণা।
থেমে গেছে স্রোত, গতির নিয়ম।
কেবলই কেঁদে যায় বিষণ্ন নদীর চোখ।
ঐ নদীকে দেখেছে কেউ কি কোনোদিন?

পৃথিবীরও ছিল এক হরিৎ হৃদয়।
দিনে দিনে ভেঙ্গে গেছে সেই অন্তরার পাড়।
দুঃখী রমণীর মতো
এখনতো কেবলই কাঁদে বিপন্না পৃথিবী।
ক্রন্দনরতা ঐ পৃথিবীকে দেখেনিতো কেউ কোনো দিন!

মানুষেরও হৃদয় ছিল। চোখে ছিল প্রেমের পর্বত।
তুফানে তুফানে ক্ষয়ে গেছে সেই স্বর্ণলতা দেহ।
যুদ্ধ ও দ্রোহের নিচে এখনও আছে হিমেল সাগর।
তুবও ছুঁয়ে দেখে না কেউ সেই তুষার প্রপাত!

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেছে পাষাণী প্রহর!
এখানে হৃদয় নেই—
আছে কেবল অনিষ্ট, আর আছে অলীক ধূসর।

www.pathagar.com

ঝড়ের প্রার্থনা

ভূমধ্য সাগরের ঝড় এবং তুফানের সাহস দেখতে দেখতে
এক সময় মানুষের বুকে ঝড়ের উদ্ভব হলো। বৈজ্ঞানিকের
অত্যাধুনিক আবিষ্কারে বুকের ঝড়কে আধুনিকীকরণ
করা হয়েছে। কিন্তু বারুদ জাতীয় পদার্থের অভাব থাকায়
সেটা নিষ্ক্রীয়তার কফিনে ঢাকা রয়েছে আজো।

এশিয়া মহাদেশের যুবকদের বুকে ইদানীং ঝড়ের
তোলপাড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারাও ফিরে গেছে ঝড়োদ্ভূত
মধ্য সাগরে। সেখানে ঝড় এবং তুফানের সাহস
দেখতে দেখতে এইসব যুবকেরা আয়ত্তে এনেছে ঝড়ের
বিস্ফোরণ ঘটাবার অত্যানুধিক কলা-কৌশল।
আসলে এমন একটা কিছু ঘটাবার যে
একান্তই প্রয়োজন—এমনই আকাঙ্ক্ষা আমরা লালন
করে আসছি বরাবর।

হে এশিয়ার যুবকেরা !
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তালিকায় লেখা
হয়ে গেছে তোমাদের নাম—
এখন প্রস্তুতি নাও।

হাওয়ার উপকূল

আঁধারের বাহুডোরে কান্নারত বিপন্ন পৃথিবী
প্রবল প্রদাহে তড়পায় জ্যোতিষ্মান হিরক হৃদয়

আশ্চর্য মানব এক ভেদ করে অলীক আঁধার
দূরালোকে হেঁটে হেঁটে
ছায়াপথ ঘিরে ঘিরে
নির্মাণ করেছে এক বিস্ময়কর পৃথিবী
হাওয়ার উপকূল

www.pathagar.com

অদৃশ্যের গুহা থেকে পাঠ করেন ফেরেশতারা
অনাগত ভাগ্যের কিতাব
জীনেরা-নিস্তব্ধ, গোরস্থান যেন
মানুষের পাশাপাশি মগ্ন শ্রোতা

আঁধারের বাহুডোরে কান্নারত বিপণ্ন পৃথিবী
তবুও বেজে ওঠে কণ্ঠে তার অসীমের গান

এই তো আশ্চর্য মানব এক আঁধার ভেদ করে
ছায়াপথ ঘিরে ঘিরে
নির্মাণ করেছে বিস্ময়কর পৃথিবী—
নবীন আমূল
সম্মুখে রয়েছে তার
মানুষ মৃত্তিকা বহতা সমুদ্র আর
নির্মল তুষারে ঢাকা ছায়াঘন হাওয়ার উপকূল

মহাকালের ঢেউ

ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদের গুঁড়ো থেকে ঝরে যায় নক্ষত্রের পাতা
পাতাগুলো হেঁটে যায় সৌরদ্বীপে
তারপর অনিঃশেষ অন্ধকারে
মহাকাশের সড়ক বেয়ে ছুটে যায় বৃষ্টির কাছিম

কাছিমের শুঁড় বেয়ে বৃষ্টি নামে
অলীক অরণ্যে অন্ধকার নামে
কুয়াশার কেশ থেকে নেমে আসে বায়ুর কঙ্কাল

গ্রহের তাঁবু ছিঁড়ে উড়ে যায় বিদ্যুতের ঘোড়া
ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদ দু'ভাগ করে উঠে আসে পুরাণ-পুরুষ

www.pathagar.com

ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদের শিরা থেকে উঠে আসে পুরাণ-পুরুষ
আশ্চর্য সঙ্গীতে ভেঙে যায় এক দুই তিন
নদী সমুদ্র অরণ্য উপকূল
ভেঙে যায় মহাকালের সুতীব্র ঢেউ
ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে যায়...
০৫.০২.১৯৯২

রাসূল (সা)

ভেঙেছে তখ্‌ত-তাজ, ভেঙেছে আমূল
ভেঙেছে কালের গতি, ভাঙেনি রাসূল।

কেঁদেছে নগরবাসী, কেঁদেছে শহর
কেঁদেছে ভরাট কণ্ঠে উটের বহর।—
কে আসে, কে আসে ঘুমের পাড়ায়?
মরুর ধূলিতে কে বুঝি দূর্বা মাড়ায়! —

মুহাম্মাদ!
ঐ নামটি ঝুলেছিল হৃদয় গভীরে
ঐ নামটি জ্বলেছিল সূর্য ও তিমিরে।

কত যে এসেছে ঝঞ্ঝা, কত যে প্রলয়
তবুও রাসূল সে যে অমর প্রণয়।

ভেঙেছে তখ্‌ত-তাজ, ভেঙেছে আমূল
ভেঙেছে কালের গতি, ভাঙেনি রাসূল ॥
২২.০৫.২০০১

www.pathagar.com

বৈশাখের কবিতা

এখানে জীবন মানে চৈত্রদগ্ধ খা খা পোড়ামাটি
এখানে জীবন মানে ধূলিঝড়, তীব্র রক্তোচ্ছ্বাস
এখানে জীবন মানে প্রান্তরের ধু ধু বালুকণা,
এখানে জীবন মানে নিয়ত উজানে গুণটানা।

সকল জীর্ণতা দীর্ণ করে তুমি এসো হে বৈশাখ
এসো উত্তপ্ত বদ্বীপে, সবুজ পল্লবে, নবরূপে
এসো স্বপ্ন-সম্ভাবনা বুকে নিয়ে, এসো বারবার,
মুছে দাও ব্যর্থতার যত গ্লানি, জীবনের ভার।

হাওয়া

হাওয়া করেছে দুভাগ তোমাকে আমাকে
হাওয়া করেছে দুফাল তোমাকে আমাকে
ছিটকে পড়েছি আমরা দুইটি প্রান্তরে
লুটিয়ে পড়েছি আমরা সহস্র অন্তরে।

হাওয়া করেছে বিচ্ছেদ তোমাকে আমাকে।

হাওয়া মেলেছে নিয়ত নিয়তি দোপাটি
হাওয়া কেড়েছে সময় কালের সুগতি
হাওয়া এনেছে বিভেদ—অভেদ বিষাদে
হাওয়া কেড়েছে জীবন—আনত সঙ্গতি।

হাওয়া করেছে দুভাগ তোমাকে আমাকে।

www.pathagar.com

প্রাণশীষ

কখনো ছাড়িয়ে যাই গ্রহ আর অজস্র নক্ষত্র
পৃথিবীর প্রান্তসীমা, এমনকি নিজকেও।

আবার—
যখনই ফিরে আসি দায়বদ্ধ পৃথিবীর কাছে
দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সাগর সমান দীর্ঘশ্বাস।

কখনো ছাড়িয়ে যাই নিজেকেই।
ছাড়িয়ে যাই গ্রহপথ, সীমানার সীমা
কিন্তু—
ছাড়াতে পারি না তবু কালের দেয়াল

কী এক ভয়ঙ্কর পেণ্ডুলামে
অবিরাম দোল খায় তাপদগ্ধ প্রাণশীষ।

সাতপ্রস্থ

১.
এত গভীর রাতে ভেসে আসে কার পায়ের শব্দ!
সে কি মৃত্যু, নাকি জীবন জাগা পাখি?
ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ
আসলেই কি ঘুমিয়ে ছিলাম—
নাকি জেগে আছি জনম অবধি?

২.
আকাশের দিকে তাকালে
আকাশ হয়ে যায় ফুটো,
সূর্যের দিকে তাকালে
সেওতো হয়ে যায় দুটো।
মানুষের দিকে তাকিয়েছি যেই,
অবাক হয়ে দেখি—
তারা আর মানুষের মত নেই।

www.pathagar.com

৩.
ফুলের গন্ধ নেব বলে
যেই পড়েছি ঝুঁকে,
অমনি এসে পাথর খণ্ড
বসলো চেপে বুকে।

৪.
মানুষ হয়ে জন্মেছি—
সে আমার ভাগ্য,
তাই বলে সবাই ফুটপাত ভেবে
ক্রমাগত পিষে যাবে—
সেটা কেমন করে সইবো?

৫.
রাতের চেয়ে দিনকেই বেশি ভয়।
যারা ঘুরছে চারপাশে—
তাদের কে যে ঘাতক, কে যে বন্ধু
বুঝে ওঠাই ভার।

৬.
আয়নার সম্মুখে দাঁড়াও একবার,
ভাল করে দেখে নাও—
কতটুকু মানুষ আছো,
কতটুকু জানোয়ার।

৭.
রাতভর জেগে আছি একা।
আসলে কি তাই?
এইতো কথা বলে যাচ্ছে
আমার আত্মজ, বর্ণমালার ভাই।
যাক না চলে অনেক রাত নিদ্রাহীন,
তবুও কীভাবে কাটাবো বলো
কবিতা ছাড়া একাকী, সঙ্গীহীন?

www.pathagar.com

সময়ের পদ্য

রাত্রি কাটে পদ্য লিখে, হাজার ব্যস্ততায়
ভোর-সকালে হিসেব কষি, আসল কিছু নাই।
ভুলের ঘরে শূন্য হাঁড়ি, ছলছলানো সিঁকে
তাকিয়ে দেখি তোমার হাসি হুল মেশানো, ফিকে।

পাকা ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে চলে কলের চাকা
কবরগুলো পানির কুয়া, লাল শালুতে ঢাকা।
লাশের পরে লাশ উঠেছে, লাশের পরে ঘর
বুলডোজারে ভাঙছে কী যে, হৃদয় থরথর!

আমার ঘরে চেচেন শিশু হাড্ডিগুলো সার
পদ্মার মত শুকনো পেটে হাঁফায় বারবার।
বুকের ডালি উল্টে দেখি পুড়ছে যেন রোম
নিরু বাজায় সুখের বাঁশি মুঠোয় ভরে বোম!

কেমন করে সাঁতরে যাব, দজলা হব পার?
সময়গুলো আগুনমুখো, রুদ্ধ সকল দ্বার।
কী আর হবে পদ্য লিখে রাত্রি জেগে শত
চতুরপাশে ভিড় করেছে ধূর্ত শিয়াল যত।

রহস্যকুমারী

অন্ধকার ঘন হয়ে আসে জীবনের বারান্দায়।
নির্জনতার পাঁজর ছুঁয়ে এক পশলা দেমাগী
বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছে মধ্য দুপুরের হাহাকার।

এই সড়কের শেষে একদা একটি বাড়ি ছিল।
দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো ভেজাচুল
ছেড়ে দিয়ে ভরাট নদীর মতো চপলা কিশোরী।

www.pathagar.com

আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বলতো ঃ কতোদিন
আপনাকে দেখিনি। এ পথে আর হাঁটেন না বুঝি?

সেই বাড়িটি এখন জীনের দখলে। বহুকাল
সে পথে হয়নি হাঁটা। বহুদিন পর কাল রাতে
আমি যখন নেমেছি শয্যা ছেড়ে রহস্যগুহায়—

দেখি, অবিকল সেই জোসনাকুমারী। হাতে তার
গোলাপী রুমাল। হেসে বললো, চিনতে পেরেছেন?
আমি সেই, যার খোঁজে হেঁটেছেন এই দীর্ঘ পথ ॥

প্রতীক্ষা

চারপাশে ঘুর ঘুর করছে ঘাতক, ছদ্মবেশী যমদূত।
আর আমি—
জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে এক স্বত্বহীন যাযাবর।

সমগ্র পৃথিবী এখন অস্বাস্থ্যকর, ভীষণ দূষিত
সমুদ্র উপচে পড়ছে লোহুর বন্যা।
সবুজ—সবুজ নেই, লালের অধিক।
মুষলধারে ঝরছে কেবল রক্তবৃষ্টি!

পৃথিবীর কোনো গৃহই আজ নিরাপদ নয়, নয় শংকাহীন।
দেখ, হাতের মুঠোয় একটি চাবির রিং
কেঁপে উঠছে কেবলই!
The world is red with Muslims blood !...

হে পৃথিবী!
আমি তোমার পুনর্জন্মের প্রতীক্ষায় আছি।

www.pathagar.com

এই কূলে

শোনো মেয়ে কান পেতে দরিয়ার ডাক!
তোমার কেশের মতো অগণিত বাঁক—
নেমে গেছে এইখানে—হৃদয়ের মাঝে,
তবুও ফোটে না প্রেম, বিঁধে যায় লাজে।

ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে আহত দেয়ালে
নেতিয়ে পড়েছে আহা কিষাণীর মতো,
কতকাল এইভাবে হয়ে গেছে গত—
তবুও আসেনি মেয়ে তোমার খেয়ালে!

নেমো না সাগরে তুমি, নেমো নাকো জলে।
ওখানে অনিষ্ট আছে মৃত্যুর বুদ্বুদ,
তবুও নেমেছো জলে? আশ্চর্য অদ্ভুত!
কীভাবে তুলবো টেনে এই অস্তাচলে?
অতোটা সাহস ভাল নয়, শোনো মেয়ে—
উঠে এসো এই কূলে প্রেম-সাঁকো বেয়ে ॥

না'তিয়া

পর্বত সমুদ্র ছেড়ে অসীমের দিকে
উঠে যায় তাঁর নাম
নিভে যায় আমূল আঁধার
তরঙ্গ দু'ভাগ হয়ে গেয়ে ওঠে অমর সঙ্গীত
মেঘের পালক থেকে ঝরে পড়ে অশেষ সালাম।

পাথরও হেসে ওঠে
পুলকিত বাতাসের বুক
মরুময় ভেসে যায় কোমল সুবাস
তারপর বিশ্বময়
তারপর কাল-মহাকাল।

কঠিন শিলার চোখে অশ্রুকণা প্রবাহিত নদী
প্রেমের তুফানে দোলে মন, প্রিয়ে—দোলে নিরবধি ॥

www.pathagar.com

বয়স

শিশু ছিলাম ভালো ছিলাম
কচি ঘাসের মত
মনের মাঝে ফুটতো ফুল—
গোলাপ শত শত।

ইচ্ছে হলে যেতাম উড়ে
আকাশ সীমা, নীল
ফুঁড়ে যেতাম সাগর-নদী
শাপলা ভাসা বিল।

বাতাস ছিল ডানা আমার
সাহস ছিল ঝড়
বজ্র ছিল টাট্টু ঘোড়া
শূন্যে ছিল ঘর।

শিশু ছিলাম ভালো ছিলাম
বিশাল ছিল ডানা
ইচ্ছে হলে যেতাম উড়ে—
কোথায় ছিল মানা?

বড় হবার অনেক ঝুঁকি
কষ্ট আরো বেশি
বয়স হলে যায় না ওড়া
খামচে ধরে পেশি ॥

মুক্ত স্বাধীন পাখি

ওই আকাশে কী যে ভাসে
হালকা মেঘের নীল!
তারই ছায়া পড়ছে চোখে
হাসছে কচুর বিল।

www.pathagar.com

বনের টিয়া কোথায় আছে
ডেকে আনো তাকে
কিংবা একটু দাও না খবর
আমার দুখী মাকে!

ভাল্ লাগে না রুদ্ধ দুয়ার
শক্ত লোহার শিক
এখান থেকে আমায় ওরা
মুক্ত করে নিক।

আকাশ দেখা ভারি মজা
আরও মজা ওড়া,
আহা যদি পেখম আমি
পেতাম বিশ্ব জোড়া! —

উড়ে যেতাম সাত সমুদ্দুর
ফুঁড়ে যেতাম নীল
ভেঙ্গে যেতাম বদ্ধ খাঁচা
অন্ধ ঘরের খিল।—

খুঁজে নিতাম খেলার সাথী
কাজল কালো আঁখি,
যে আঁখিতে বসত করে
মুক্ত স্বাধীন পাখি॥

ঢাকা শহর

ঢাকা শহর নষ্ট শহর
দূষণ ভারি বায়ু
দিনের বেলায় দৈত্য হাঁটে
শূন্যে ভাসে আয়ু।

www.pathagar.com

ঢাকা শহর আজব শহর
হাঙর ভরা নদী
নদীর ওপর রাজার আসন
রক্তে ভেজা গদি।

ঢাকা শহর মরণ শহর
লাশের পরে লাশ
তারই ওপর বসত-বাড়ি
কোটি লোকের বাস।

ঢাকা শহর দস্যু শহর
ভীষণ ভয়ঙ্কর
তার ভয়ে যে মানুষ এখন
কাঁপে থরোথর।

ঢাকা শহর ঢাকা শহর
মানুষ খেকো দেউ,
এই শহরে তোমরা ভাই
কেউ এসো না, কেউ ॥

মৌসুম

মেঘের ভেলা করছে খেলা
প্রজাপতির ডানায়
ঝিঁঝি পোকার হাট বসেছে
পদ্মপুকুর কানায়।

উপুড় হলো মেঘের কলস
বিষটি এলো শেষে
সাগর নদী, গাছ-গাছালি
হাসলো অবশেষে।

www.pathagar.com

আউষ ধানের ক্ষেতটি হাসে
তালের পিঠার গন্ধ ভাসে
ভরা ভাদ্রমাসে,
শরতের শিশির বলো
দেখবো কবে ঘাসে?

স্বাধীন মানে

স্বাধীন মানে মুক্ত পাখি
স্বপ্নভাসা ডানা
স্বাধীন মানে বাংলা আমার
সবুজ উঠোন-খানা।

স্বাধীন মানে নীল আকাশে
মিষ্টি তারার ঢল
স্বাধীন মানে ঢেউ টলোমল
পদ্মদিঘির জল।

বিশ্বকাপের ছড়া

গো-ল! ...
একটি শব্দে বিশ্ব এখন
খাচ্ছে কেমন দোল।

কে যে হারে, কে যে জেতে
কে যে করে মাত,
সেই খবরই জবর হয়ে
বাজে সারা রাত।

www.pathagar.com

বিশ্বকাপে জগৎ কাঁপে
সময় মাপে ঘড়ি,
বাংলাদেশটা গেল কোথায়?
দাদু ঘোরান ছড়ি।

গো-ল! ...
বিশ্বকাপের কাঁপন জাগে
ভীষণ কলরোল।

থাম না রে ভাই থাম!
কাপটা গেল কাদের ঘরে
শুনতে চাই নাম।

যখন গ্রীষ্মকাল

যখন গ্রীষ্মকাল—
ধুলো ওড়ে
          ঝড়ে ভাঙে
মস্ত গাছের ডাল।

কাল বোশেখী ঝড়—
ঝরা পাতা
          হাওয়ায় ওড়ে
ওড়ে চালের খড়।

ভীষণ ভয়ঙ্কর—
ঘূর্ণি ঝড়ে
          আকাশ ফাটে
হৃদয় থরোথর,
ভাঙলো বুঝি ঘর।

যখন গ্রীষ্মকাল—
ফলের রসে

www.pathagar.com

টইটম্বুর
ভিজে ওঠে গাল।

যখন গ্রীষ্মকাল—
মেঘের ভেলা
করে খেলা
ছিঁড়ে না'য়ের পাল।

বৃষ্টি যখন আসে—
খরার মাঠে
তপ্ত হাটে
প্রাণটা তখন হাসে।

মেঘের মেয়ে

আকাশ ছিল বেজায় একা, মেঘটা এলো উড়ে
পাহাড় ঘেঁষে চুল ছড়িয়ে ছুটছে রৌদ্র ফুঁড়ে।
উত্তরে যায়, দক্ষিণে যায়, পশ্চিমে দেয় ছুট,
হঠাৎ ক্ষেপে কামান ছোড়ে, জোছনা করে লুট।

মেজাজ বুঝা কষ্ট ভারি, পষ্ট নয় মন
এখন হাসে, তখন কাঁদে—ভীষণ উচাটন।
মেঘের মেয়ে হাওয়া বেয়ে যাচ্ছো কতো দূর?
তোমার পায়ে ভাঙলো নাকি হাজার মেঠো সুর!

মেঘ বালিকা একটু থামো, একটু পড়ো ঝুঁকে,
আমার দেশে দারুণ খরা, একটু তোলো বুকে।
উপুড় করো ভরা কলস, দাও ছড়িয়ে নীল
দাও ভিজিয়ে তপ্ত মাটি, শুকনো খাল-বিল।

সকল ঋতুই রুক্ষ বড়ো—রক্ত ঝরা দিন—
মেঘের মেয়ে একটু ঝরো, শুধবো তোমার ঋণ॥

www.pathagar.com

হেমন্ত

ভোর সকালে হিম হিম
সারা বাংলা জুড়ে,
হেমন্তের হাওয়া বেয়ে
হিমটা এলো উড়ে।

হিমটা এলো উড়ে—
কুয়াশার ছাতা মেলে
হিমালয় ঘুরে।

হিমেল ধোঁয়া ঐ যে ভাসে
গাছ-গাছালি দুর্বা হাসে
সবুজ পাতা ফুঁড়ে,
হেমন্তের চাদরখানি
সবই নিল মুড়ে।

হেমন্তের হাওয়া—
সে যে আমার বোনের নোলক
নতুন চালের ভাতের বোলক
আপন করে পাওয়া।

বাংলা ভাষা

দিবা রাত্রি স্বপ্ন দেখি
নানা বর্ণে কাব্য লিখি
হাজার রঙে চিত্র আঁকি
আর—
মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি তোমার মুখের দিকে,
তুমি ছাড়া এই মুখে মা—সবই তিতো, ফিকে।

বাংলা আমার মুখের ভাষা
বাংলা আমার মনের ভাষা

www.pathagar.com

ওই ভাষাতে কান্না হাসি সব নিয়েছি তুলে,
তোমার মধুর ডাকে মাগো—সব গিয়েছি ভুলে।

বাংলা আমার বাংলা আমার
যতই বলি মুখে,
আসলে ভাই বাংলাটা যে মিশেই আছে বুকে ॥

কে এলোরে

কে এলোরে নবীন ভোরে!—
কড়া নাড়ে খুশির দোরে
গুল বাগিচায় শীতল হাওয়া
যায় ভেসে যায় জোয়ার জোরে,
কে এলোরে নবীন ভোরে!—

ফুল কলিরা উঠলো জেগে
রঙিন গোলাপ খোশবু মেখে
ঘুম টুটে যায় স্বপ্ন দেখে
চারপাশে ওই ভোমর ঘোরে।
কে এলোরে নবীন ভোরে!—

পাখ-পাখালি কান্না ভুলে
উড়ছে দেখো পেখম মেলে
ওই আকাশে সুনীল ছায়া
যায় ভেসে যায় কোন্ সুদূরে?
কে এলোরে নবীন ভোরে!—

দেখ্‌না চেয়ে বুকের মাঝে
কার বাঁশিটা আপনি বাজে
কার সে সুরে মধুর হেসে
মন ছুটে যায় এমন করে?
কে এলোরে নবীন ভোরে!—

www.pathagar.com

একুশ যখন আসে

একুশ যখন আসে
রক্ত বৃষ্টি ঝরে তখন
সবুজ দূর্বা ঘাসে।

একুশ যখন আসে
একটি চোখে শোকের নদী
অন্য চোখটি হাসে।

একুশ যখন আসে
ভাই হারানো কণ্ঠগুলো
পদ্মের মতো ভাসে।

একুশ যখন আসে
নতুন সুরুজ মিষ্টি হেসে
দাঁড়ায় মায়ের পাশে।

একুশ এলে পরে
থোকা থোকা হাস্‌নাহেনা
ঝর ঝরিয়ে ঝরে

মা

মায়ের কথা ভাবি যখন উদাস হয়ে যাই,
দেশ-বিদেশে ঘুরি যখন
মায়ের ছবি আঁকি তখন
মায়ের কাছে পত্র লিখি মনের ঠিকানায়।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি
মায়ের ছবি শুধুই আঁকি
মায়ের মুখটি ভাসে তখন সবুজ বিছানায়।

www.pathagar.com

একলা বসে নিঝুম রাতে
ভাবি মাগো তোমার হাতে—
পরশ মাখা আদর মায়া কোথায় বলো পাই!
মাগো! —
তোমার কথা ভাবি যখন উদাস হয়ে যাই ॥

পিত্তি জ্বলে যায়

বানরগুলোর লম্ফ দেখে পিত্তি জ্বলে যায়
হয় না হজম সত্যি কথা, মিথ্যেগুলো খায়।
বানরগুলো এমনিই বোকা
অষ্টপহর খাচ্ছে·ধোঁকা
জানে নাকো নিজেই ওরা—কীযে কখন চায়,
বানরগুলোর লম্ফ দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

www.pathagar.com

গ্রন্থপরিচিতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হৃদয় দিয়ে আগুন

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৩; এপ্রিল ১৯৮৬ ॥ প্রকাশক : আবুল হোসেন ॥ আল-আকাবা প্রকাশনী, ৪৯৪ বড় মগবাজার, ঢাকা ॥ ছবি : এম, আনোয়ার ॥ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আহমদ মতিউর রহ্‌মান ॥ প্রচ্ছদ : গোলাম মোহাম্মদ ॥ মুদ্রাকর : আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস, ৪৯৪ বড় মগবাজার, ঢাকা ॥ পরিবেশক : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা ॥ দাম : বিশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ৪২ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা : (৬+৪৮)=৫৪ ।

ইনারে উৎকলিত পংক্তি ঃ যে কখনো গ্রহণ করেনি, তাকে।

ব্যাক কভারে কবির ছবিসহ 'নিজগৃহে পরবাসী' কবিতার অংশবিশেষ উৎকলিত।

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'বই' পত্রিকার কার্তিক, ১৩৯৩ সংখ্যায় 'হৃদয় দিয়ে আগুন' সম্পর্কে লেখা হয়:

"চলতি বছরের (১৯৮৬) এপ্রিল মাসে প্রকাশ পেয়েছে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার বই 'হৃদয় দিয়ে আগুন'। ...এটাই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ...এই তরুণ কবির কবিতায় মূলত: অভিমান, ক্ষোভ, প্রেম, হতাশার উজ্জ্বল উপস্থিতি। ...যেহেতু কবিহৃদয়ের যন্ত্রণা-আশা আক্ষেপের প্রতিফলন ঘটেছে, সেহেতু নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। ...তাঁর 'মা'কে', 'রোদন', 'ভাঙন', 'প্রস্তুতি' ইত্যাদি কবিতা পাঠকের ভালো লাগবে।... নিঃসন্দেহে বলা যায় মোশাররফ হোসেন খানের হাত শক্তিশালী। ভবিষ্যতে ভালো সৃষ্টি তাঁর দ্বারা আশা করা যায়।"

মাসিক 'কলম' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে আটপৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ আলোচনা। কবি হাসান আলীমের এই লেখাটির শিরোনাম ছিল : "মোশাররফ হোসেন খানের 'হৃদয় দিয়ে আগুন'। এখানে বলা হয় : "তরুণ কবি মোশাররফ হোসেন খান একজন প্রতিশ্রুতিবান প্রত্যয়ী কবি। সম্প্রতি 'হৃদয় দিয়ে আগুন' তাঁর একটি সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ কাব্যপ্রেমীদের অন্তরে আদৃত হয়েছে। ...তাঁর কবিতার শরীরে বাঁক আছে, তাতে উচ্ছলা নদীর মতো নৃত্য-নিক্কন ধ্বনি সিঞ্জিত, প্রবাহ ছন্দের তালে তালে প্রাণের মৌতাত জাগায়। ...তাঁর শব্দগঠনের নতুনত্ব, ছন্দের অনুরণন, চিত্রকল্পের কারুকাজ কবিতাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কবি একজন দ্রোহী, প্রেমিক, যোদ্ধা, শান্তির সুনীড় রচনাকারী।

www.pathagar.com

...কবিতার গঠন, প্রাণসঞ্জিবনী শক্তি, বক্তব্যের দৃঢ়তায় মোশাররফ হোসেন খান একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কবি। তিনি নিজস্ব একটি ধারা সৃষ্টি করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। মোশাররফ হোসেন খান আশির দশকর একজন রোমান্টিক সমাজ বিপ্লবী প্রেমের কবি।"

দৈনিক 'সংগ্রাম' সাহিত্য সাময়িকীর ২৬শে জুন, ১৯৮৬তে গ্রন্থের আলোচনায় বলা হয়: "আশার বিষয় তাঁর কবিতার বক্তব্যের স্টাইল নিজস্ব লব্ধ প্রকরণ সমৃদ্ধ। অন্যান্য আধুনিক কবিতার মতো তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য চাবুকে নৃশংস নয়—তাঁর কাব্য শরীরে সুরেলা নদীর মতো বহতা আছে, প্রাণ সঞ্জিবনী সজীবতা আছে।"

সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র ১৪ই আগস্ট, ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি দীর্ঘ আলোচনা। এতে বলা হয় :

"হৃদয় দিয়ে আগুন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও, তাঁর কবিতার সঙ্গে আমরা একেবারে অপরিচিত নই। তাঁর কবিতা প্রায়শই বিবিধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ...তিনি প্রাণময় সফল দ্রুতবিস্তার অধিকারী, তাঁর প্রতিটি কবিতায় এর স্বাক্ষর বর্তমান। ...মোশাররফ হোসেন খান স্বাধীনতা-উত্তর কালের তরুণ কবিদের মধ্যে অভূতপূর্ব দীপ্তি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। ...অভিনব যা তা হলো তাঁর বাক্যবিন্যাস, শব্দ ব্যবহার এবং প্রকাশভঙ্গী। এগুলো সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব।"

'হৃদয় দিয়ে আগুন"-এর প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কবি গোলাম মোহাম্মদ। গ্রন্থটি প্রকাশের পর কবি গোলাম মোম্মদ তার চমৎকার হস্তলিপি ও মোশাররফ হোসেন খানের ছবির সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করেন। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামের ২৯শে জুন, ১৯৮৬ সংখ্যায়। যেহেতু কবি-শিল্পী গোলাম মোহাম্মদ আজ আর আমাদের মাঝে নেই, সেই কারণে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁরই সেই তৈরিকৃত বিজ্ঞাপনটির ভাষা এখানে তুলে ধরা হলো :

"প্রকাশিত হলো মোশাররফ হোসেন খানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় দিয়ে আগুন'। সাম্প্রতিক কালের এই কবির বিস্ময়ে, বিষয়ে, বিদ্রূপে এবং সংগ্রামে উদ্ভাসিত একগুচ্ছ সাহসী উচ্চারণ 'হৃদয় দিয়ে আগুন।"

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় দিয়ে আগুন' প্রকাশিত হবার পর, ১৯৮৬ সালের ১২ই জুন কেশবপুর (যশোর) 'অববাহিকা সাহিত্য পরিষদ' কবিকে ব্যাপকভাবে সম্বর্ধিত করে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও 'হৃদয় দিয়ে আগুন' ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল পাঠক ও সাহিত্য মহলে।

www.pathagar.com

নেচে ওঠা সমুদ্র

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৩; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ॥ প্রকাশনায় : সকাল প্রকাশনী, ঢাকা ॥ প্রচ্ছদ : আবদুর রৌউফ সরকার ॥ গ্রন্থস্বত্ব : ডা. এম. এ. ওয়াজেদ খান ও বেগম কুলসুম ওয়াজেদ ॥ মুদ্রণ : ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লি:, বড় মগবাজার, ঢাকা ॥ দাম: আঠার টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ২৫ ॥ পৃষ্ঠা ৪০।

উৎসর্গ : আবুল আসাদ, আবদুল মান্নান তালিব, সাজজাদ হোসাইন খান, হাসান আলীম, মুহাদ্দিস আবু সাঈদ।

ইনারে উৎকলিত পংক্তি ঃ

আবারো দুলে উঠুক
কবিতার খাঁপে রাখা সুতীক্ষ্ণ তলোয়ার
রুদ্র হোক সে কবিতা
নেচে ওঠা সমুদ্রের
রক্তলাল তরঙ্গের মতো ভয়াল গর্জনে

ব্যাক কভারে কবির ছবিসহ উৎকলিত কবিতার পংক্তি :

আমি দেখেছি আমার জীবনকে
শোষকের রাজপ্রাসাদে লাশের মতো
অতঃপর বাঘের মতো
এখন আমার রক্তে তা দেয়
বিদ্রোহ
বিপ্লব
এবং যুদ্ধ
আমার রক্তে এখন
যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো প্রতিশব্দ নেই

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'নেচে ওঠা সমুদ্র' সম্পর্কে দার্শনিক ও সাহিত্যিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দৈনিক ইনকিলাব সাহিত্য সাময়িকীর ৩০শে জুন, ১৯৮৯ সংখ্যায় লেখেন :

"বাংলাদেশের কাব্যের আসরে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় একটা বিদ্রোহের সুর ফুটে উঠেছে। যে সুর একদিকে যেমন এ দেশের অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তেমনি বিদেশী তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের সম ব্যথায়

www.pathagar.com

ব্যথিত জনগণের জন্যেও ফুটে উঠেছে তাঁর হৃদয়ভরা ভালোবাসা ও সমবেদনা। মোশাররফ হোসেন খান আধুনিক হলেও ছন্দকে ত্যাগ করে শুধুমাত্র ধ্বনি সাম্যের ভিত্তিতে কবিতা রচনা করেননি। তাঁর কবিতায় আছে চমৎকার ছন্দ, শব্দ ও বাক্যের সুনিপুণ ব্যবহার এবং উপমা ও চিত্রকল্পের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। এ জন্যে তাঁর ঐতিহ্য, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুশীলনের প্রতি নিষ্ঠা 'নেচে ওঠা সমুদ্রের' পরতে পরতে দীপ্যমান হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি এ গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছেন :

"শুচি জীবনের সাথে যুদ্ধের সম্পর্কই গভীর/ সুতরাং যুদ্ধ দিয়েই হোক হাঁটতে শেখা/ যদিও রক্তিম কালিতে সূচীত হবে লেখা/ তবু নীরব হতে পারে বুক অশান্ত পৃথিবীর।" তরুণ এ কবি সর্বাবস্থায় একজন সাহসী এবং বিপ্লবী। তাঁর প্রতিবাদী সাহসী কণ্ঠ বারবার ঝংকারিত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থে।

বিদেশী আগ্রাসন শক্তির অত্যাচারে জর্জরিত আফগানিস্তানের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি আমাদেরকেও আপ্লুত করে তোলে :

"সাহসী মেয়ে আফগান।/ তোমার নদীতে আজ সেকি তুফান, সেকি গর্জন!/"

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সুরের প্রাবল্যের মধ্যেও মোশাররফ হোসেন খানের আশা, উদ্যম এবং তাঁর রোমান্টিক কবিচিত্তের এতটুকু ম্লান হয়নি। কবির উজ্জ্বল পংক্তিগুলো বারবার পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দিতে সক্ষম ঃ

"কে বলেছে একটি রমণী একটি পৃথিবী নয়"?

অথবা ঃ

"একটু নিবাস দাও। পেতে চাই বিন্দু উপশম
হৃদয়ে উত্তাপ দাও অনুপমা, ফেরাও কসম।"

নেচে ওঠা সমুদ্র কাব্যগ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বিষয়, মহাবিপ্লব ও মহা বিধ্বংসের পরিসমাপ্তিতে কবি একটা আদর্শিক সুন্দর ও শোভন দেশের বা সমাজের প্রতীক্ষায় রয়েছেন :

"হে স্বাধীনতা
হে সকাল
তোমার দেহের অপবিত্র নগ্নতা ঢাকতে দেশদ্রোহী কিংবা
নির্বাসনে যেতেও প্রস্তুত
আমি শুধু দেখতে চাই তোমার আবৃত বুকের ওপর
গজিয়ে ওঠা সাদা গম্বুজ। যে গম্বুজের নিশান ছুঁতে পারে না
কোন শকুন কিংবা বাজের নখর।"

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকান্ত প্রমুখ কবিদের বিদ্রোহমন্ত্র দ্বারা কবি হয়তোবা অনুপ্রাণিত হতে পারেন,

www.pathagar.com

তবে তাদের ভাষা বা শৈলীর অনুকরণ তিনি করেননি। তাঁর নিজস্ব ভাষা এবং রচনারীতি বলিষ্ঠভাবে এ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।"

পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি খুরশেদুল ইসলাম 'নেচে ওঠা সমুদ্র'-এর ওপর একটি পৃথক প্রবন্ধ লেখেন মাসিক 'শিল্পতরু' মার্চ, ১৯৯০ সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল : 'জীবনাবেগের কবিতা'। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"মূলত বস্তুপুঞ্জের মধ্যেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অধিবাস। ... জীবমানতার বৈশিষ্ট্য সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের অস্তিত্বকে স্পর্শ করছে; আত্মগত জায়মানতার জন্য বস্তুনির্ভর অবস্থা যেমন আমাদের অবলম্বন, তেমনি দেহগত প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনেও বস্তুই আমাদের কাম্য। জড় ও জীবমান বস্তুর মধ্যে শক্তির বিস্ময় সৌন্দর্যের আনন্দ এবং বিরাটত্বের রহস্য অন্তর্লীন হয়ে বিরাজমান। এই অন্তর্লীন অবস্থাও উন্মোচন ঘটিয়ে একজন কবি সেই বিস্ময় সেই আলস্য এবং সেই রহস্যের সন্ধান নিতে প্রত্যাশী হন। আর এর জন্য তার অবলম্বন হয়ে আসে বস্তুনির্দেশক নানা শব্দ। তরুণ কবি মোশাররফ হোসেন খানের কাব্যগ্রন্থ "নেচে ওঠা সমুদ্র"-এর কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো আমার চিন্তাকে অধিকার করেছে।

গ্রন্থের নামকরণে এলিমেন্টাল সোর্স বা প্রাকৃত শক্তি আভাসিত হয়েছে। সমুদ্র বিশালতার প্রতীক আর 'নেচে ওঠা সমুদ্র' নিঃসংশয়ে সুবিশাল জীবনাবেগ এবং অনিরোধ যৌবনশক্তিকেই প্রতীকায়িত করে। গ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলে পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

"নেচে ওঠা সমুদ্রে" বস্তুপুঞ্জে প্রবহমান শক্তিধারার চিত্রার্পিত পরিচয় আছে, প্রতিবাদী ও প্রতিরোধাত্মক চৈতন্যের উচ্চারণ আছে, আত্মগত আকাঙ্ক্ষার সংলাপ আছে, সর্বোপরি আছে সত্যনিষ্ঠার সন্দীপন সৌরভ।

...মোশাররফ হোসেন খানের মধ্যে সমকালীন যুগের সংকীর্ণতা বিরোধী এক প্রতিরোধ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঔদার্য এবং নারী-স্বভাবের রহস্যময়তার মধ্যে তিনি প্রকৃতির সমস্ত বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করেন।

...বিশ্ব-চেতনা মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার 'মাকড়সা' কবিতায় 'সপ্তম নৌবহরের' প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে :

'এখনো চলছে গতানুগতিকভাবে/সমুদ্রের বুকে অবিশ্বাস্য রকমের শান্তির প্লাকার্ড উড়িয়ে সপ্তম নৌবহর"

মিথ্যু আর্নল্ড কবিতার যে দ্বিবিধ ব্যাখ্যান-শক্তি তথা ন্যাচারালিস্টিক ও মরাল ইন্টারপ্রেটেশনের কথা তাঁর ... প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, তার সাক্ষাৎ আমরা মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাতেও পাই। তাঁর কবিতাও আমাদের অন্তরে বস্তু-স্বরূপের ব্যঞ্জনায় অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞানের সঞ্চার করে এবং বস্তুর সঙ্গে আমাদের

www.pathagar.com

সম্পর্কের সত্যটিকে দীপ্ত করে। বস্তুত মোশাররফ হোসেন খানের "নেচে ওঠা সমুদ্র" কাব্যগ্রন্থটি পড়ে আমি আনন্দিত হয়েছি।"

এছাড়াও কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'অগ্রপথিক, এর ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৭ সংখ্যায় কবি আবদুল হালীম খাঁ, দৈনিক 'দেশ'-এর ১৮ই নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় সংখ্যায় কবি মুশাররাফ করিম, দৈনিক 'মিল্লাত' ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সংখ্যায় আহমদ রাকীবের প্রবন্ধ, দৈনিক 'পূর্বাঞ্চল', ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় কবি খসরু পারভেজের প্রবন্ধ 'মোশাররফ হোসেন খান : সমুদ্র সৈনিক', মাসিক 'কলম'-এর জুন ১৯৮৭ সংখ্যায় সালাহ্উদ্দীন নিযামী [বর্তমান সালাহউদ্দিন আয়ুব], 'সচিত্র বাংলাদেশের' মে ১৯৮৭ সংখ্যায় নিবন্ধ, দৈনিক সংগ্রামের ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭ সংখ্যায় বিশাল আলোচনাসহ বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্থানের অভাবে তাঁদের সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলি তুলে ধরা সম্ভব হলো না। এখানে কেবল লেখক, গবেষক সালাহ্উদ্দীন নিযামীর [আয়ুব] আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরছি :

"মোশাররফের ব্যক্তিমানস এবং কবি চরিত্র আমি জানি ঃ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রকীর্ণ কবিতারাশি আমি পড়ে আসছি। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সৎ, চলিষ্ণু, অবিরল এবং উদ্ভিদ্যমান।

সচল কবি-তরুণ মোশাররফের একটি সুন্দর বই ঃ "নেচে ওঠা সমুদ্র" গ্রন্থ-ধৃত কবিতার সংখ্যা পঁচিশ, কিন্তু প্রায় সমস্ত কবিতাই একই উৎস থেকে বাহিত, একই ঝরণা থেকে গাহিত। বর্তমান তরুণ যে-উৎক্ষেপ এবং অভিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ, জীবনের যে-জ্বর ও যন্ত্রণায় তাড়িত— মোশাররফ হোসেনের কবিতায় তা অবিকল উঠে এসেছে। যন্ত্রণায় শুধু বিক্ষুব্ধ হননি তিনি বরং উত্তরণ-সম্ভাবনার বিভিন্ন ইশারাও দীপিত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

বর্তমানের প্রহরগুলো যে জরা এবং সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তা একজন তরুণ কবিকে স্পর্শ করা, বিস্তারিত অর্থে বিচলিত করা স্বাভাবিক। শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত কবিতা অশান্ত কবির পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। মোশাররফ, কবিতায়, অরমণীয় রুদ্ররূপকে প্রত্যক্ষ করতে চান, প্রয়োজনে নেচে ওঠা সমুদ্রের রক্তলাল তরঙ্গের ভয়াল গর্জনের মতো। ঘুন ধরে গিয়েছে যে হৃদয়— প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে তিনি তা পরিষ্কার করতে চান, এবং বলেন ঃ 'শুচি জীবনের সাথে যুদ্ধের সম্পর্কই গভীর' [পৃ-১০]।

কবিতার এক চিরকালীন বিষয় ঃ প্রেম, মোশাররফের কবিতায়ও তার উপস্থিতি আছে; এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'স্বর্ণালী দুটি চোখ' শীর্ষক একটি কবিতা, যেখানে তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ 'কে বলেছে, একটি রমণী একটি পৃথিবী নয়?' কিংবা, 'সমুদ্রগামী' কবিতায় ঃ 'সমুদ্র এবং নারী প্রকৃতির মতো অনন্ত বিস্ময়।'

www.pathagar.com

যে কবি মনে করেন 'জীবনের বালিশ ফেটে ক্রোধের তুলো' বেরিয়ে যাচ্ছে, অথবা যার 'হৃদয়ে ক্রমাগত জ্বলে অনুভূতির জাহান্নাম', অথবা যার ইচ্ছে হয় 'দেশদ্রোহীর মতো বারুদ বিষাদে জ্বলে উঠতে' বেহায়ার মতো মৃত সভ্যতার শীস শোনা যায় যাঁর কবিতায় ঃ 'ফুল কাঁটা হয়ে যায়। নিঃশ্বাস আগুন হয়ে যায়'—তিনিও কিন্তু উচ্চারণ করেন ঃ

"ভালোবাসি আজো তাই মানুষ মৃত্তিকা
লোভাতুর বড় বেশী মাতাল সৌরভে
বাঁধা আছি চিরকাল সবুজের কাছে"

মোশাররফ হোসেন খান সম্ভাবনাময় পরীক্ষাশীল কবি। তাঁর নিরীক্ষাধর্মিতা বিভিন্ন কবিতায় বিকীর্ণ। ছন্দময় (অন্তমিলযুক্ত) কবিতা তাঁর হাতে ভালো উঠে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"

www.pathagar.com

আরাধ্য অরণ্যে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ ৷৷ প্রকাশনায় : সকাল প্রকাশনী ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ ৷৷ গ্রন্থস্বত্ব : বেবী মোশাররফ ৷৷ মুদ্রণে : হক প্রিন্টার্স, ১৪৩/১, আরামবাগ, ঢাকা ৷৷ দাম : ত্রিশ টাকা ৷৷ কবিতার সংখ্যা : ৩৭ ৷৷ পৃষ্ঠা: ৪৮।

ইনারে উৎকলিত পংক্তি ঃ

তোমার ভেতর প্রবাহমান যে শোণিতধারা
তা থেকেই উৎপন্ন হোক
পৃথিবী ধ্বংসকারী সাতটি এটোম

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'আরাধ্য অরণ্যে' সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকী ১০ই জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যায় একটি রিভিউ প্রকাশিত হয়। কবি ফাহিম ফিরোজ কর্তৃক আলোচিত উক্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয় ঃ

'আরাধ্য অরণ্যে' মোশারফ হোসেন খানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম। ... গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ৩৭টি কবিতা। গ্রন্তভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই ফ্রয়ডিয়ো জিজ্ঞাসা নির্ভর। ফলে এক শ্রেণীর পাঠক এই স্টাইলভুক্ত কবিতাগুলোকে গোঁড়া দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক দেহজ কামনা বাসনা তৎপ্রসূত অনুভূতি স্বীকার করা এবং কবিতায় ধারণ করা আধুনিক কবিতার লক্ষণের সাথে শাস্ত্রীয়ভাবেই সম্পৃক্ত। মোশাররফ হোসেন খান সমূহ ঝুঁকির দিকটা চিন্তা করে আধুনিক কবিতার ব্যাকরণ গত দিকটি স্বীকার করেই মনে হয় এই শ্রেণীর কবিতাগুলোকে গ্রন্থবন্দী করেছেন। আর এই শ্রেণীর কবিতার প্রতি তার বিশ্বাসের কস্টেপ যে কতো জোরালো তার প্রমাণ মেলে গ্রন্থটির শিরোনাম নির্বাচনে। সঠিক শব্দ, ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি প্রয়োগে কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে এক শ্রেণীর পাঠকদের জন্য আত্মার প্রোটিন স্বরূপ।... তিনি যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর এক অসহায় মানব সন্তান। শান্তি নিবাসী যুদ্ধের উল্লম্ফনে মানুষ যে আজ কতো অসহায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত—কবি তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং যন্ত্রণার তীব্র উত্তাপ প্রকাশ করেছেন শ্রেণী বিশেষের প্রতি। বিপন্ন মানব সম্প্রদায়ের প্রতি তার ভাষা, ভাষার গভীরের করুণ কার্ণেটের জলভার নত সুর-সম্বলিত এই শ্রেণীর কবিতাগুলো সত্যিকার অর্থে পাঠ উপাদেয়।..."

www.pathagar.com

'আরাধ্য অরণ্যে' সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্যের ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ সংখ্যায় কবি-গবেষক নাসীর মাহমূদ লেখেন :

"আরাধ্য অরণ্যে" মোশাররফ হোসেন খানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'হৃদয় দিয়ে আগুন' ও 'নেচে ওঠা সমুদ্র' কাব্যগ্রন্থ দু'টির মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যজগতে সুপরিচিত।

'হৃদয় দিয়ে আগুন'-এ কাব্যাঙ্গনে প্রথম আবির্ভাবের ঝাঁঝকে উত্তীর্ণ করেছে তার সৃজ্যমানতা। 'নেচে ওঠা সমুদ্র'-এ জগত ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু কবি মনের পরিচয় মেলে। আর বর্তমান আলোচিত গ্রন্থ 'আরাধ্য অরণ্যে' কাব্য গ্রন্থের নামকরণই কবির পরিণত শিল্পী মনের পরিচায়ক।

পূর্বের কাব্য গ্রন্থদ্বয়ে কবির জগত ও জীবনে বিবিক্ষার আরাধনা আছে, আর 'আরাধ্য অরণ্যে'তে কবি সেই আরাধ্য জগত ও জীবন নামক অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জীবনকে জানতে গিয়ে তিনি খুঁজেছেন মানুষকে। এই বহুমাত্রিক মানুষ সম্পর্কে তিনটি কবিতা উল্লেখযোগ্য, 'আদমের অস্তিত্ব', 'অসুন্দর উচ্চারণ' ও 'সাক্ষাৎকার'। যেই মানুষ উত্তীর্ণ করে যায় সমস্ত পৃথিবী, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যার মেধার ফসল, সভ্যতার অশুভ ছোঁয়ায় তার করুণ পরিণতি দেখে কবি বিস্মিত। মানুষের লাশ শহরের আনাচে-কানাচে 'ছুঁড়ে ফেলা ন্যাপকিনের মতো' পড়ে থাকতে দেখে কবি তার বিশ্বাসের অদৃশ্য সত্তার কাছে শক্তি কামনা করে বলেছেন—

'হে অদৃশ্য হাত! আমাকে স্পর্শ দাও।'

এ কাব্যে কবি পূর্বের তুলনায় অধিকতর প্রতীক-প্রবণ হয়ে উঠেছেন। যুগার্থ ও জীবনার্থ এ কাব্যে অভিনব প্রতীকী তাৎপর্যে উঠে এসে হয়ে উঠেছে চলমান সময় প্রবাহের অন্তরময় অভিজ্ঞান। সমকালীন অনুষঙ্গ-ঋদ্ধ কবিতাগুলো যেন সভ্যতাপেষিত মানবগোষ্ঠীর অন্তঃভাষ্য। সাপ, বাদুড়ের কঙ্কাল, পকেট, বানের সংকেত, পরাশ্রয়ে পরবাস প্রভৃতি কবিতা রূপকের আশ্রয়ে থেকে ছুঁড়ে মেরেছে তীক্ষ্ণ বাণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মেরুদণ্ডে। এমন কিছু ব্যক্তি ও কবি আছেন, যারা দেশের কুলাঙ্গার এবং যারা কথা বলতে ভয় পান, কবি মোশাররফ হোসেন খান তাদেরকে স্বদেশ ও স্বাধীনতার 'জারজ সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমকালীন বিশ্বে 'স্যাটানিক ভার্সেস' রচয়িতা রুশদীকে ঘিরে যে তালতুমুল কাণ্ড ঘটে গেছে, তা নিশ্চয়ই কারো অজানা নয়। কবি মোশাররফ হোসেন খান সেই বিশ্বনিন্দিত রুশদীর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও সংক্ষোভ ছুঁড়ে মেরেছেন 'রুশদীর কাছে খোলা চিঠি' কবিতায়। ক্ষোভের তীব্রতায় প্রকাশভঙ্গী কিছুটা ভিন্ন হলেও আবেগ কিন্তু অসংযত হয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুরবস্থায় সোৎকণ্ঠ কবি যৌবনদীপ্ত যুবকদের চেতনায় যুযুৎসা ও সিংহসদৃশ জিজীবিষার উদ্রেক করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ যুগের নির্বোধ যুবকদের স্থানুতা দেখে কবি বিস্মিত হয়েছেন-

'পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, বিশ শতকের যুবকেরা যৌবন বোঝে না।'

যুবকদের এই স্থবির-স্থানুতায় কবি নিজেই যুযুৎসু হয়ে উঠেছেন। চলিষ্ণু সময়ের জরা-জীর্ণতাকে ভেঙ্গে ফেলে বন্ধনহীন, মুক্ত-স্বাধীন, নতুন জীবন দেখতে চান কবি।

...বাস্তব প্রবণতা মোশাররফ হোসেন খানের কবি প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য। সমকাল তাই তার কবিতার প্রধান উপজীব্য। শাহরিক মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার অনুপম চিত্র ফুটে উঠেছে তার কবিতায়। বিশেষত তিনি যে শহরের অধিবাসী, সে শহরের বিচিত্র-চিত্র তুলে ধরেছেন তার 'আরাধ্য অরণ্যে' কাব্যে। 'একাকী সন্ধ্যায়', 'অবাক শহর', 'আদমের অস্তিত্ব', 'চরকি এবং অজগর', 'আশ্চর্য অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ কাব্যে কবির ব্যক্তি জীবনের নানা প্রসঙ্গ এসেছে রূপকাশ্রিত হয়ে। এছাড়াও এ কাব্যের 'একাকী সন্ধ্যায়', 'ক্ষত', 'অলৌকিক পত্রবাহক', 'আরাধ্য অরণ্যে', 'যাত্রা', 'বুমেরাং', 'ধনেশের ঠোঁট', প্রভৃতি কবিতা কবির কবি প্রতিভার পরিচায়ক।"

'আরাধ্য অরণ্যে' সম্পর্কে দৈনিক 'দেশ'-এর ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯০ সাহিত্য সংখ্যায় কবি মুশাররাফ করিম একটি দীর্ঘ আলোচনা লেখেন। তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন ঃ

"আশির দশকের এক অপরিমেয় সম্ভাবনাময় কবি মোশাররফ হোসেন খান। ... দৃঢ় প্রত্যয় বিশ্বাস এবং অঙ্গীকারের সার সংকলনই কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মোশাররফ হোসেন খানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "আরাধ্য অরণ্যে" প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে কবির প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতার বই যথাক্রমে "হৃদয় দিয়ে আগুন" ও "নেচে ওঠা সমুদ্র"। গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে কবি মোশাররফ হোসেন খানের কাব্যিক উৎকর্ষতা এবং উত্তরণ লক্ষ্যণীয়। এতে সহজেই প্রমাণিত হয় কবি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে গভীর অভিনিবেশের অনুসারী। এ কারণে তার কবিতা তাকে আশির দশকের কাব্য-সহযাত্রীদের মধ্যে যুগপৎ বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিত করে তুলেছে।

... আরাধ্য অরণ্যে মোশাররফের ৩৭টি কবিতা মলাটবন্দী হয়েছে। বৃহত্তর মানব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ঘটনাপ্রবাহ, প্রেম-বেদনা, আনন্দ, যাতনা-সংকট,

www.pathagar.com

স্বাদেশিকতা ও প্রতিবাদী চেতনা গ্রন্থভুক্ত কাব্য সমগ্রের বিষয়বস্তু। জীবনমুখী আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তার কবিতার বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত। সমকালীন সামাজিক অনাচার অবক্ষয়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তার কবিতা পাঠককে নিয়ে যায় সুস্থ ও সুন্দরের দিকে যেখানে গভীর জীবন বোধের বসবাস।

কবি মোশাররফ হোসেন খান প্রতিবাদী চেতনায় লালিত। অত্যাচার-অনাচার-শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধাচরণে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন।...

মানবিকতা এবং উদারতা মোশাররফ হোসেন খানের এক মহৎ গুণ।...

কবি মোশাররফ হোসেন খানের মধ্যে প্রেমিক সত্তাও নিশিদিন জেগে আছে। প্রেম ছাড়া একজন কবি কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও বেঁচে থাকতে পারেন না। আর এই প্রেমানুভূতি থেকে মোশাররফও বিচ্ছিন্ন নন।...

কবি মোশাররফ হোসেন খান কাব্যকলা রীতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। শিল্পের প্রকরণগত রীতি, ছন্দ, শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস এবং উপমা, রূপক ও চিত্রকল্প প্রয়োগে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। শুদ্ধতম কবিতা রচনার প্রতি তার এই নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ আশির দশকে তাকে পৃথকভাবে পরিচিতি এনে দেবে বলে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।...

এই গ্রন্থটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় সৌকর্য বিশিষ্টতার দাবিদার।"

'আরাধ্য অরণ্যে' নিয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয় মাসিক কলম, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, সাপ্তাহিক রোববার সহ বহু পত্র-পত্রিকায়। ১৯৯০ সালে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর আমাদের কাব্যাঙ্গনে গ্রন্থটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সে ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১; আশ্বিন ১৩৯৮ ॥ প্রকাশক : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ ॥ প্রচ্ছদ; মোমিন উদ্দীন খালেদ ॥ মুদ্রণ : ক্রিসেন্ট প্রিন্টি প্রেস, ঢাকা ॥ কম্পিউটার কম্পোজ : নীপ্তি কম্পিউটার, ঢাকা ॥ গ্রন্থস্বত্ব : নাহিদ জিবরান ॥ দাম : ত্রিশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ৩৫ ॥ পৃষ্ঠা : ৪৮।

উৎসর্গ : কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদকে।

ইনারে উৎকলিত কবিতার পংক্তি ঃ

মৃত্যু কি সন্ধ্যার রং
কিম্বা জীবনের মতো
তমসিত বাতাসের ঘোড়া

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'বিরল বাতাসের টানে' গ্রন্থভুক্ত হবার আগেই বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত কবির 'একক কবিতা পাঠের আসর'-এ পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতাগুলি পাঠ করা হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি বার ১৯৯০-এ অনুষ্ঠিত এই একক কবিতা পাঠের আসরের সভাপতিত্ব করেন কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ। আলোচক ছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি সোলায়মান আহসান, কবি আহমদ আখতার ও কবি ইশারফ হোসেন। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এই অনুষ্ঠানে 'মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা' শীর্ষক একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে সবাইকে বিস্মিত এবং অভিভূত করে দেন। কবি আহমদ আখতারও মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার ওপর একটি ছোট্ট গদ্য পাঠ করেছিলেন । সেটা এখন অবলুপ্ত। সভাপতির ভাষণে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন,

"কবি মোশাররফ হোসেন খান আশির দশকের একজন অন্যতম কবি। তাঁর কবিতায় রহস্যময়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং বিশিষ্টতা আনতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষকে কেন্দ্র করে কাব্যচর্চায় মোশাররফ হোসেন খান যে কাব্যিক আবেগময়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তা অবশ্যই উত্তীর্ণ হয়েছে। মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় এদেশীয় জাতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন যে শব্দাবলীর প্রয়োগ হয়েছে তাও যথার্থ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।" [দৈনিক সংগ্রাম ॥ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০, প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে]

www.pathagar.com

'বিরল বাতাসের টানে' প্রকাশের পরপরই তুমুল সাড়া পড়ে যায়। আমাদের কবিতায় এই গ্রন্থটি নতুন এক মাত্রার সংযোজন বলে আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকে। আমাদের পাঠক ও কাব্য ভুঁবনে সে ছিল এক নজিরবিহীন আলোড়ন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের মত সাহিত্য ব্যক্তিত্বরা কোনো রকম অনুরোধ কিংবা চাপ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখলেন দুটি প্রবন্ধ। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা' শিরোনামীয় লেখাটি গ্রন্থভুক্ত হলো তাঁর অক্টোবর, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দরোজার পর দরোজায়'। তার আগেই এটা ছাপা হয়েছিল দৈনিক সংগ্রামের ২৩শে আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যার সাহিত্য সাময়িকীতে। 'বিরল বাতাসের টানে'র গ্রন্থভুক্ত কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্যটির কিছু অংশ তুলে ধরছি :

"...মোশাররফ হোসেন খান ইতিমধ্যেই একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ বছরই ফেব্রুয়ারীতে বেরিয়েছে তাঁর নতুন কবিতাগ্রন্থ "আরাধ্য অরণ্যে"। আজ আবার তাঁর একগুচ্ছ কবিতা পড়লাম। মোশাররফ হোসেন খানকে আগে মনে হয়েছে অনেকখানি ছন্দোবদ্ধ—বরং পরবর্তীকালে তিনি ছন্দ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। আমার মনে হচ্ছে—আর সেটা সুখের কথা যে, এই ছন্দোবদ্ধতা ও ছন্দোমুক্তি আসলে বিষয়ের টানেই ঘটেছে, বিষয়ের মুক্তির ফলেই ঘটেছে। ছন্দ মোশাররফ হোসেন খানের ক্ষেত্রে কোনো বহির্বিষয় নয়—অন্তর্বিষয়। এটাই হয়তো উচিত। শেষপর্যন্ত ছন্দ কবিতার শরীর নয়—আত্মারই অংশ। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে মোশাররফ হোসেন খান ভালই করেছেন। পৃথিবীকে ও চরাচরকে এখন দেখতে পাচ্ছেন খোলা চোখে। মোশাররফ হোসেন খানের প্রধানতম বিষয় হচ্ছে মানুষ। কবি মাত্রেরই মতো তিনিও আত্মমগ্ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আত্মমগ্নতা আত্মরতিতে পর্যবসিত হয়নি। নিজের ভিতর দিয়ে তিনি চলেছেন বড়ো এক সন্ধানে। "আরাধ্য অরণ্যে" গ্রন্থে সাক্ষাৎকার নামে একটি কবিতা আছে। সাক্ষাৎকার মানে তো আসলে আত্মসাক্ষাৎকার। এই আত্মসাক্ষাৎকারে মোশাররফ হোসেন খানের (কূট বলবো না—বলবো আত্মদ্বন্দ্ব) আত্মদ্বন্দ্ব স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঃ প্রশ্ন করা হচ্ছে 'আপনার প্রিয় বিষয় কি?' উত্তর হচ্ছে 'মানুষ, মানুষ এবং মানুষ।' জিজ্ঞেস করা হচ্ছে 'আপনার ঘৃণার বিষয়? জবাব হচ্ছে মানুষ, মানুষ, মানুষ এবং মানুষ।' মানুষকে ভালোবাসতে চাচ্ছেন, কিন্তু প্রতিহত হয়ে ফিরছেন। তারুণ্যের একটি পরিচয় অভিমানে। যিনি প্রাজ্ঞ, তিনি কবি কি না জানি না; কিন্তু মোশাররফ হোসেন খান প্রাজ্ঞ নন, তিনি যে কোনো তরুণের মতোই অভিমানী, ক্ষুব্ধ, বেদনাহত। ক্ষোভে ও বেদনায় যদি তাঁর কবিতা শেষ হয়ে যেতো, তাহলে আফসোসই করতে হতো তাঁকে নিয়ে, কিন্তু শেষপর্যন্ত অপরাজেয় আশাবাদে তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। 'যাতায়াত' নামে একটি কবিতার প্রথম লাইন 'প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন' পড়ে ক্ষুব্ধ হতে-হতে

www.pathagar.com

শেষ লাইনগুলোতে পৌঁছে যখন পড়লাম 'প্রকৃত অর্থে মানুষ ও তার শব্দপুঞ্জ/ এখনো গন্তব্যহীন নয়' তখন একটি স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করলাম। কবিতায় 'যাতায়াত শিরোনাম থেকে বুঝলাম আধুনিক শিল্পী মাত্রেই যে অন্তঃসন্ধানী, মোশাররফ হোসেন খান তা জানেন। মোশাররফ হোসেন খানের আরেকটি বিস্ময়কর—বিস্ময়কর তাঁর বয়সের পক্ষে—বিশিষ্টতা এই যে মানুষকে তিনি স্থাপন করেছেন চরাচরের বিশাল পটভূমিকায় ঃ সূর্য, নক্ষত্র, আলোকবর্ষ, জীন, ফেরেশতা তাঁর কবিতায় এতো স্বতঃস্ফূর্ত যে মনে হচ্ছে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছেন কোনো নবীন জুলে সুপেরভিয়েল।"

প্রখ্যাত দার্শনিক জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্য সাময়িকীতে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন ঃ

"প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এ দুনিয়ার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটো স্পষ্ট ভাগ দেখা দেয়। একদিকে বিধ্বস্ত ইউরোপের রূপ দেখে টি এস এলিয়ট ধর্ম বা সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে চান। অপরদিকে কার্লমার্কসের নির্দেশ মত সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীগণ কমিউনিজমের ভাবধারাকে জীবনে প্রবর্তিত করে জীবনের এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে এ দুটো ধারারই প্রভাব পতিত হয়।

এ দুটো পথের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। তবে আমাদের সাহিত্যে টিএস এলিয়ট যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন তা আমাদের কবিদের ছন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। ছন্দকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে শুধু ধ্বনির মধ্যে ভারসাম্য রেখে যে কাব্যের সুষমা সমৃদ্ধ বজায় রাখা যায় তা আমাদের এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে দেখিয়েছেন প্রেমেন্দ মিত্র। তদবধি ছন্দবিহীন কবিতা লেখার রেওয়াজই আমাদের বাংলা ভাষায় একটা ফ্যাসানে গরিণত হয়েছে। তবে সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাবও বাদ পড়েনি। বিশেষ করে উত্তর তিরিশের কবিদের মধ্যে তা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়।

আমাদের সাহিত্যের এ অঙ্গনে কাব্যের অগ্রগতি বিস্ময়ের বস্তু। কাব্যের এ প্রাচুর্যের প্রকাশে আমাদের সমাজ মানসেরও প্রাচুর্য ও প্রবল জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা উত্থান ও পতনের মধ্যে এ জাতি যে তার প্রাণের উচ্ছলতা এবং সৃষ্টিশীলতা হারায়নি আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে দ্রুত গতি তারই এক জাজ্বল্য প্রমাণ।

কবি মোশাররফ হোসেন খান আমাদের কাব্যে নবীন নন। তার অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান "বিরল বাতাসের টানে" [প্রকাশনায় : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা। প্রকাশ কাল; ১৯৯১] কাব্যে পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তার কাব্যে নানাবিধ জীবন জিজ্ঞাসার কবিতা রয়েছে। 'মানুষ কোথায় যাচ্ছে?' কবিতার চরণ দেখেই বুঝা যায় তিনি মানুষ সম্বন্ধে কত চিন্তাগ্রস্ত। তার প্রশ্ন হচ্ছে— 'কোথায় যাচ্ছে মানুষ কোথায়?' যৌবনে মানুষ কেবল সন্তান উৎপাদন করে না। যৌবনকে অনন্ত সৃষ্টিধর্মী এক শক্তি বলেও ধারণা করে। সে সৃষ্টিধর্মী অনন্ত যৌবনকে কবি প্রশ্ন করেছেন—'হৃদয়, যৌবন কোথায় থাকে?' জীবনের সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যু। অথচ এ মৃত্যু ভয়ে মানুষ কাতর।...

কবি সৃষ্টিধর্মী যৌবনের মহাভক্ত। এ পৃথিবীর সঙ্গে আর যৌবন থাকবে না তাই তার মধ্যে সৃষ্টি ক্ষমতা থাকবে না বলে সেও নিঃশেষিত হয়ে যাবে। মানুষ আজ গন্তব্যহীন। তার কোন দিশা নেই—তাই কবি মানসে এক দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত হচ্ছে। এ জন্য তিনি মহাকাল, পাথর, সবকিছুকে ভস্ম হবার জন্য আহবান করেছেন।...

তিনি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছেন—নক্ষত্র ও গাঙচিলের মত।

কবির এ কাব্যে সর্বত্রই একটা জিজ্ঞাসার সুর ভেসে উঠেছে। মানব জীবনে স্বাভাবিকভাবেই নানা দুঃখ দৈন্য ও জটিলতা আছে। মোশাররফ হোসেন খানও নিশ্চয়ই সমাজ সচেতন। এজন্য তার কাব্যে দেখা দিয়েছে নানাবিধ প্রশ্ন। সে প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিশ্ব মানবের প্রতিনিধি হয়ে সকল যুগেই ওমর খৈয়ামের মত মানুষেরা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। সেগুলো কবি তুলেছেন। তবে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে মানব জীবনের দুর্দশার চিত্র নানাবিধ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করাতে। তিনি তার এ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছেন—আপনারা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। তবে যেভাবেই হোক না কেন তার যে সমাধান বা ব্যবস্থা হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।...

মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম অধঃপতনের লক্ষণ। যে আশরাফুল মাখলুকাতকে এ দুনিয়ায় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে দেখা দিয়েছে দীনতা-হীনতার চরম লক্ষণ। তাই ফেরেস্তারাও বর্তমানে বিচলিত। এমন দুঃসময়ে দেখা দিলেন সমুদ্র গর্ভ থেকে এক মহান পুরুষ। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ পৃথিবী সম্বন্ধে অত্যন্ত কাতরস্বরে আশরাফুল মাখলুকাতের ভবিষ্যত উন্নত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে অন্তর্নিহিত হলেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যদিও কবি পৃথিবীর মধ্যে বাসকারী মানুষের কাজকর্মে ব্যথিত ও শংকিত, তবুও তিনি নিরাশাবাদী বা মানববিদ্বেষী নন। মানুষের কল্যাণকামী। তার লক্ষ্য হচ্ছে 'স্বপ্নের পারদ' থেকে মানুষকে জাগিয়ে তোলা।

কবি রূপকের মাধ্যমে আত্মা মৃত্যু প্রভৃতির গমনাগমন প্রর্দশন করেছেন। রাখাল বালকের মাধ্যমে এ সকল বিষয়ের সম্বন্ধে দর্শকের বিস্ময় বিহবলতা প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী কবিতাগুলোতে তিনি এ পৃথিবীর ও মানব জীবনের ব্যর্ততার কথা বড় করুণ স্বরে গেয়েছেন। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে এ সকল ব্যর্থতা, এ সকল ভঙ্গুরতার মধ্যেও কবি আশাভঙ্গ হননি। তিনি মানুষের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। এ পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নেয় সত্য, তবে মহামানবদের কীর্তি তাদের অমর স্মৃতি একখনও জেগে আছে।....

মৃত্যু সম্পর্কিত কবির একটি অসাধারণ উচ্চারণ ঃ

জীবনের মতো ভালোবেসে মৃত্যু
পার হতে হয় সময়ের সাঁকো
মৃত্যু কি সন্ধার রং
কিংম্বা জীবনের মতো
তমসিত বাতাসের ঘোড়া?
তবুও জীবন
ভালবাসি মৃত্যুর মতো
ভালবেসে ক্রমাগত হেঁটে যাই
জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে

কবির কাছে জন্ম ও মত্যুতে কোন প্রভেদ নেই। সেগুলো এক জীবনের দুটো পর্যায়। জীবন থেকে মানুষ মৃত্যুতে যেমন যায়, তেমনি মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবনের দিকে ফিরে আসে। কবি তাই আশান্বিত, তিনি মানুষের ভবিষ্যতকে আশাপূর্ণ চোখে দেখেছেন বলেই তার জন্য সকল সান্ত্বনা। তার স্বপ্ন সফল হোক।"

'বিরল বাতারে টানে'র ওপর সমালোচনা লিখেছিলেন প্রখ্যাত গবেষক-সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি/কথাশিল্পী দিলারা মেসবাহ, কবি হাসান আলীমসহ অনেকেই। গ্রন্থটির ওপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন কবি সায়ীদ আবুবকর 'মোশাররফ হোসেন খানের বিরল বাতাসের টানে' [সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৯৩]। এ ছাত্রড়াও দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক ঝান্ডা, সাপ্তাহিক রোববার, মাসিক শিল্পতরু, মাসিক কলমসহ বহু পত্র-পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিরল বাতাসের টানে' আমাদের কবিতার একটি টার্নিং পয়েন্ট বলে উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে আশি ও নব্বই-এর দশকের জন্য এই কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন দিক উন্মোচনের স্বাক্ষর বহন করে। কাব্যগ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গৃহীত এবং প্রশংসিত হয়।

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ॥ প্রকাশক : সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা ॥ গ্রন্থস্বত্ব : মোশাররফ হোসেন খান ॥ প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম ॥ লিপিসজ্জা : দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম, ৯০ এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল, ঢাকা ॥ মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা ॥ দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ২২ ॥ পৃষ্ঠা : ৪০।

ইনারে : উৎকলিত কবিতার পংক্তি ঃ

পাথরে পারদ জ্বলে
জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি
গড়ে যাবে কেউ

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'পাথরে পারদ জ্বলে' গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই শিরোনামীয় দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয় মাসিক 'কলম' আগস্ট ১৯৯২ সংখ্যায়। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর বহু চিঠিপত্র আসতে থাকে। এর সবগুলোই অভিনন্দন ও প্রশংসাপত্র। কবি খসরু পারভেজ লিখিত ও 'কলম' নভেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত এমনি একটি পত্র এখানে তুলে ধরছি ঃ

'প্রসঙ্গ ঃ পাথরে পারদ জ্বলে
এবং কবি মোশাররফ হোসেন খান'

"একটু দেরীতে হলেও 'কলম' আগস্ট-৯২ সংখ্যা হাতে পেলাম। 'কলম' থেকে দীর্ঘদিন নির্বাসিত হলেও 'কলম'কে ভুলিনি। খুটিয়ে খুটিয়ে পড়লাম প্রতিটি পাতা। খুশী হলাম অনেকদিন পর পাঠকের জন্য কবি মোশাররফ হোসেন খানের দীর্ঘ কবিতা 'পাথরে পারদ জ্বলে' কবিতাটি উপহার পেয়ে। বলা বাহুল্য, ইদানীং 'কলম' কবিতা উপস্থাপনে একদম সচেতন নয়। হয়তো তা কবিতা লিখিয়েদের প্রতি সম্পাদক সাহেবের উদার নীতির জন্য। কলম আগস্ট সংখ্যায় অন্যান্য ভাল লেখার পাাপাশি ঐ কবির দীর্ঘ কবিতাটি আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি বিস্মিত এ জন্য যে অনেকদিন পর মোশাররফ হোসেন খানের কাব্য বিশ্বাস একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছতে পেরেছে এবং তা তাঁর একটি মাত্র কবিতা দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব।

www.pathagar.com

অসম্ভব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, আর ছন্দ নৈপুণ্যে উদ্দীপ্ত কবিতাটির শুরুতেই কবি বলেছেন, 'পাথরে পারদ জ্বল, জলে ভাঙ্গে ঢেউ/ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ।' স্থবির পাথরের ভেতর পারদের উদ্ভাস, ভাঙ্গনের ভেতর কবিকে নতুন সৃষ্টির আনন্দে উজ্জীবিত করেছে। এজন্যই তিনি অনন্ত হাওয়া, অসীম নীলাকাশ, সূর্যের উদ্ভাস, বিম্বিত বিস্ময়, রহস্যের বুদ্বুদের ভেতর নিজেকে আমরণ ভাবতে পেরেছেন। তিনি সমুদ্র শরীর, হাওয়ার মেয়ে, মেঘের পালক, বায়ুর বালকের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ হতে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে অনন্ত মহাকালের ক্ষয়িষ্ণু প্রহর থেকে অনিঃশেষ জীবনের দিকে সদম্ভ যাত্রা শুরু করেছেন। কপোতাক্ষর ছেলে, রূপসার মেয়ে, চন্দ্রলোকের আমৃত্যু শৈশব, প্রকৃতির আস্তাবল, আজন্ম কৈশোর, কবির কাছে কখনো সূর্যের দুরন্ত যৌবন, অনন্ত সংগ্রাম, দাউদাউ রাজপথ, প্রভাতের তীব্র কণ্ঠস্বর। এ জন্যই তিনি ব্যর্থতাকে বিপ্লবের মেনুফেস্টো হিসেবে মাথা পেতে নিতে সহজেই সম্মত হয়েছেন; মানুষ ও সৃষ্টির অমোঘ ব্যর্থতা, বিজয় প্রয়োজনীয়তাকে কবি অসম্ভব দর্পে নিয়ে গেছেন কবিতায়। কুটিল যষড়যন্ত্র, হিংসার দাবদাহ, চতুর শকুন, বাজের নখর ক্রমেই পৃথিবীর বুক সংকুচিত করলেও মানুষ হিসেবে কবির আস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'আমার বাহু দু'টি স্পর্শ করেছে/ সীমাহীন সীমানা/ এবং দেখ বৈরী হাওয়া/ দেখ পৃথিবী/ সকল বিরুদ্ধতার আচ্ছাদন ছিঁড়ে আমার বিদ্রোহী কেশরাশি/ কিভাবে আকাশ ছুঁয়ে যায়।' কবির বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমার মত হতাশাবাদী একজন মানুষকে নতুনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে।"

এরপরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইংরেজী বিভাগের ছাত্র কবি সায়ীদ আবুবকর এই দীর্ঘ কবিতাটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

'পাথরে পারদ জ্বলে' গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার পত্র-পত্রিকা, এবং বিশেষ কিছু লিটল ম্যাগাজিনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বগুড়া থেকে আজিজ সৈয়দ সম্পাদিত 'পংক্তি'র ১৯৯৬ সালের আগস্ট সংখ্যায় 'পাথরে পারদ জ্বলে'র ওপর একটি বিশেষ 'ক্রোড়পত্র' প্রকাশিত হয়। আজিজ সৈয়দ লিখেছিলেন একটি অসাধারণ লেখা ঃ "সময়-প্রলয়, মানুষ-ইতিহাস, ভ্রূণ-ভ্রমণের কবি মোশাররফ হোসেন খান।" বিশাল এই প্রবন্ধের সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

"পাথরে পারদ জ্বলে" বিষয় সমৃদ্ধ কবিতা হওয়ার সাথে সাথে তার আংগিকে সচ্ছতা সমৃদ্ধতাও চালিত হয়েছে সমান্তরাল ভাবে। কবি মোশাররফের যেন সমগ্র কাব্য অনুভূতির নির্যাস সমষ্টি 'পাথরে পারদ জ্বলে।' ...কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় উপমা উৎপ্রেক্ষার কুশলী কারুকাজ লক্ষণীয় দক্ষতা ঈর্ষণীয়। উত্তর আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে যে সৃজনশীল শৈল্পিকতা, কবিতার যে চিত্ররূপ সে ক্ষেত্রেও মোশাররফ হোসেন খানের পারঙ্গমতা সমকালীন সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো। ...এ কাব্যগ্রন্থ আধুনিক বাংলা কবিতার জন্য এক নতুন মাত্রা,

www.pathagar.com

গর্ব-অহংকার। এ কাব্যে পাওয়া যায় নতুন কাব্যরীতির সূচীমুখ। মোশাররফ হোসেন খান আধুনিক বাংলা কবিতার জন্য এক উত্থিত উদ্যত শক্তি। তিনি প্রাণসঞ্চারী কবি। তিনি ঈর্ষার ভবিষ্যত হিংসা বৃষ্টিকে নিরুপায় করে দিয়েছেন। তার কাব্যসম্ভাবনার দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে সাফল্য সম্ভাবনার বড় প্রান্তরে।"

দৈনিক বাংলা সাহিত্য সাময়িকীর ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যায় সেলিম কামাল গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখেন :

"কবি মোশাররফ হোসেন খান-এর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। চিন্তা থেকে দর্শন, যা থেকে ভেঙ্গে যায় অতীত এবং স্বপ্নের মত ভেসে ওঠে ভবিষ্যৎ। আর এই দর্শনে যদি থাকে আবেগ আর উৎকণ্ঠার মত কিছু কর্ম, সেই সাথে থাকে যদি নদীর মত বয়ে চলার গতি তাহলে বুঝতে হবে কবিতার মত একটি মূল্যবান অংলকার তার অস্তিত্ব খুঁজে পেল। এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গ্রন্থের কবিতাগুলো পড়ে।

'দ্রোহের প্রশ্বাস' কবিতায় যেমন উপমার মত বাহারি অলংকারের খেলা, তেমনি রয়েছে তার অধিকাংশ কবিতায়ই। যান্ত্রিকতার আচ্ছাদনে মূল্য হারায় জীবন, এ জীবনকে বাঁচার পথ খুঁজে দিয়েছেন মোশাররফ হোসেন খান তার 'বিপন্ন নগরী' কবিতায়। তিনি এখানে লিখেছেন, 'সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর/ পাপের ছেনিতে কাটে বিষাক্ত জীবন/ রক্তের নদীতে ভাসে স্বপ্নের ফানুস/ ত্রাসের নগর যেন ক্ষুধার্ত কুকুর।/ ...হায় বিপন্ন নগরী,/ এখানে রুটির চেয়ে সুলভ রমণী।'

ছন্দে, অন্ত-আন্দোলনে শব্দ সারল্যে গতিশীল গ্রন্থিত বাইশটি কবিতা। মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি পাথরে পারদ জ্বলে গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। শতাব্দীর পিঠ থেকে, অগ্নিগর্ভা বসনিয়া, চেচনিয়া '৯৫, পাথরে পারদ জ্বলে, তুচ্ছের পারাপার, ঘুমের ভেতরে ঘুম— এই গ্রন্থের অধিক উল্লেখযোগ্য কবিতা।

কাব্য প্রেমিকদের কাছে 'পাথরে পারদ জ্বলে' কাব্যগ্রন্থটি ভাল লাগার সম্ভাবনা রয়েছে।"

কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

মূলত "পাথরে পারদ জ্বলে" কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। গ্রন্থটির উৎসর্গিত পংক্তি : "পাথরে পারদ জ্বলে"/জলে ভাঙ্গে ঢেউ/ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি/ গড়ে যাবে কেউ"—সেই সময় থেকে এখনো রাজধানী, জেলা শহরসহ গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বহুজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে। এই কালজয়ী লাইনদুটি ইতিমধ্যে ইস্টিকার, ভিউকার্ড প্রভৃতিতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনো এইধারা অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭; আষাঢ় ১৪০৪ ॥ প্রকাশক : হেলাল আনওয়ার ॥ সমুদ্র প্রকাশনী, ১৩/বি দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা ১২১৯ ॥ প্রচ্ছদ : শাইখ শাহবাজ ॥ লিপিসজ্জা: দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম, ১৯০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ॥ গ্রন্থস্বত্ব : বেবী মোশাররফ ॥ দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ১৭ ॥ পৃষ্ঠা : ৩২।

ইনারে : উৎকলিত কবিতার পংক্তি ঃ

তোমার সমীপে দেখ
কবি এক নতজানু আজ
আলিঙ্গনে ডেকে নাও
সর্বব্যাপী হে রাজাধিরাজ

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান পত্র-পত্রত্রিকায় 'ক্রীতদাসের চোখ' সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠক ও সুধীমহলে কাব্যগ্রন্থটি বিশেষভাবে আদৃত ও গৃহীত হয়েছিল এর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে।

কাব্যগ্রন্থটি মূলত আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়-আশয়কেন্দ্রিক ছিল। সেই সাথে ছিল মুসলিম বিশ্বের ওপর কবিতাও। গ্রন্থের জিহাদ, শহীদ, ক্রীতদাসের চোখ, ইহুদী প্রভৃতি কবিতাগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সেগুলি ক্যাসেটবদ্ধ হয়েছিল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হতো।

এই কাব্যগ্রন্থটির অনন্য এবং ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেকটি কবিতার শীর্ষদেশে আল কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতের অর্থ সংযুক্ত করা হয়েছে।

এটা বাংলা কাব্যধারায় একটি নতুন সংযোজন এবং পৃথক মাত্রা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০২ ॥ প্রকাশক ; সমুদ্র প্রকাশনী ১৩/সি দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা ১২১৯ ॥ প্রচ্ছদ : শাইখ শাহবাজ ॥ গ্রন্থস্বত্ব : বেবী মোশাররফ ॥ দাম : পঞ্চাশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ৩৯ ॥ পৃষ্ঠা : ৩৬।

ইনারে : উৎকলিত কবিতার পংক্তি ঃ

তোমার উত্থানে হোক
অন্ধকার শেষ
প্রবল প্রশ্বাসে তুমি
জাগাও স্বদেশ

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'ক্রীতদাসের চোখ'-এর পর বেশ কয়েক বছর বিরতি গেছে। এরপর যখন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা' প্রকাশিত হলো, তখন পাঠক ও আমাদের কাব্যভুবনে আর একবার সাড়া পড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। বহু পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য- সাময়িকী এবং লিটল ম্যাগে এর ওপর আলোচনা পর্যালোচনা প্রকাশিত হলো। কবি আবদুল হালীম খাঁ, তমসুর হোসেন সহ বেশ কয়েকজন গ্রন্থটির ওপর পৃথক প্রবন্ধ লিখলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অভিনব যেটা, সেটা হলো এই কাব্যগ্রন্থটি পাক্ষিক 'পালাবদলে'র প্রচ্ছদ শিরোনাম হয়ে প্রকাশিত হলো ১৬-৩১ আগস্ট, ২০০২ সংখ্যায়। শিল্পী মোমিন উদ্দিন খালেদের অলংকৃত ছবি ও হোসেন সৈয়দের প্রবন্ধটি ছিল এসংখ্যা 'পালাবদলের' প্রচ্ছদীয় প্রধান রচনা। 'বর্ষাকে নিয়ে কাব্যগ্রন্থ' 'বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা'– দীর্ঘ প্রধান রচনাটি যখন প্রকাশ পেল, তখন আমাদের কাব্যের পাড়ায় তুমুল জোয়ার উঠলো। কারণ বাংলাদেশে কেন, আমাদের জানা মতে কোনো কাব্যগ্রন্থ এভাবে একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকার প্রচ্ছদে উঠে আসার বিষয়টি ছিল এটাই প্রথম। এর আগে আর কখনো এদেশে এমনটি ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবেই এটা ছিল কাব্যগ্রন্থটির জন্য তো বটেই, আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনেও একটি অভিনব ও অভূতপূর্ব বিষয়।

গ্রন্থটির ওপর পৃথক প্রবন্ধ লিখেছেন কবি নয়ন আহমেদ 'বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা : উত্থানপর্বের গান' এবং তমসুর হোসেন ও কবি আবদুল হালীম খাঁ। এছাড়াও এর বিস্তর রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে।

'বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা'কে আলোচকরা আমাদের কাব্যে একটি নতুন সংযোজন বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ বৃষ্টিকেন্দ্রিক কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ—এটাই প্রথম। অপর দিকে পাঠকও কাব্যগ্রন্থটিকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশিত কপি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে কাব্যগ্রন্থটি এখনো পাঠক হৃদয়ে দাগ কেটে আছে।

www.pathagar.com

দাহন বেলায়

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০২ ॥ প্রকাশনায় : দ্রাবিড় প্রকাশন, ২৫৬/২ সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৯ ॥ প্রচ্ছদ ; শাইখ শাহবাজ ॥ গ্রন্থস্বত্ব ; বেবী মোশাররফ ॥ দাম : পঞ্চাশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ৩৪ ॥ পৃষ্ঠা : ৪৮।

ইনারে : উৎকলিত কবিতার পংক্তি ঃ

মানুষ তরঙ্গ হও
মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও
ভেঙ্গে চলো কালের কপাট

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'দাহন বেলায়' গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুচ্ছের অধিকাংশই খোন্দকার আবদুল মোমিন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ'-এ 'ক্রোড়পত্র' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায়। 'প্রেক্ষণের' এই সংখ্যাটি ছিল 'সৈয়দ আলী আহসান' এবং 'দাহন বেলায়' 'ক্রোড়পত্র' সংখ্যা। প্রেক্ষণে প্রকাশিত হবার পর সৈয়দ আলী আহসান 'দাহন বেলায়' কবিতাগুচ্ছের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশের জন্যও জোর তাগিদ দিয়েছিলেন। 'সৈয়দ আলী আহসান' সংখ্যার সাথে সাথে 'দাহন বেলায়' কাব্যগ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র হয়ে রইলো 'প্রেক্ষণের' মাধ্যমে।

'দাহন বেলায়' যখন কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হলো, তখন প্রেক্ষণে গ্রন্থিত বেশ কিছু কবিতা বাদ পড়লো এবং যুক্ত হলো নতুন কিছু কবিতা। এমনকি সূচিক্রম ও কবিতার ধারাবাহিকতায়ও আমূল পরিবর্তন এলো।

'দাহন বেলায়' প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই কাব্যগ্রন্থটি আমাদের কাব্যাঙ্গনে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। আলোচনা ছাড়াও এর ওপর সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখলেন কবি আবদুল হালীম খাঁ, তমসুর হোসেন, হোসেন সৈয়দসহ বেশ কয়েকজন। কাব্যগ্রন্থটি সর্বস্তরে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল।

www.pathagar.com

নতুনের কবিতা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০ ॥ প্রকাশক : তাওহীদ মাতীন ॥ বিন্নি প্রকাশন, ২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ॥ প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা ॥ গ্রন্থস্বত্ব : বেবী মোশাররফ ॥ দাম : ত্রিশ টাকা ॥ কবিতার সংখ্যা : ২৬ ॥ পৃষ্ঠা : ৩২।

উৎসর্গ ঃ

নাওশিন মুশতারী
নাহিদ জিবরান এবং
আজ ও আগামীকালের
ছোট্টদের জন্য

গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য

'নতুনের কবিতা' কিশোর-উপযোগী কবিতা গ্রন্থ। কবির লেখা বহু কিশোর কবিতা থেকে মাত্র ছাব্বিশটি বাছাইকৃত কবিতার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতা বেশ আগে থেকেই বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাই জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত। কয়েকটি কবিতার সুরারোপ করে ক্যাসেটবদ্ধও হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এবং শিশুতোষ পত্রিকা ও সাময়িকীতে ব্যাপকভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

অগ্রন্থিত কবিতা

'অগ্রন্থিত কবিতা' ব্যানারে যে কবিতাগুলো সংযোজন করা হলো, এর সবই জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

সামগ্রিক কবিতার মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ

কবি মোশাররফ হোসেন খানের সামগ্রিক কবিতার ওপর মূল্যায়ন করে এ পর্যন্ত বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তাঁর কবিতার ওপর দুটি প্রবন্ধ। কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের 'দরোজার পর দরোজা' (১৯৯১) গ্রন্থে লেখেন ; 'মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা'। আর অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান তার 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' (২০০২) গ্রন্থে লেখেন : 'আশির দশের কবি মোশাররফ হোসেন খান'।

এছাড়াও তাঁর সামগ্রিক কবিতার ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি খুরশেদুল ইসলাম, কবি মুশাররাফ করিম, কবি শাহাদাত বুলবুল, কবি হাসান আলীম, কবি আবদুল হালীম খাঁ, জনাব আজিজ সৈয়দ, শিশুসাহিত্যিক আহমদ মতিউর রহমান, কবি খসরু পারভেজ, কবি আহমেদ রাকীব, কবি মাহমুদ হাফিজ, কবি সায়ীদ আবুবকর, কবি নয়ন আহমেদ, কবি খুরশীদুল আলম বাবু, কবি আল হাফিজ, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি তৌফিক জহুর কবি নকীব হুদা, কবি হোসেন সৈয়দ, কবি শাহেদ সাদ উল্লাহসহ বহু লেখক-কবি ও সমালোচক। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। জায়গার স্বল্পতার জন্য তাদের সেইসব মূল্যবান লেখা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

কবির ওপর একক গ্রন্থ

আশির দশকের অন্য কবির ওপর এ পর্যন্ত একক কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ব্যতিক্রমী মোশাররফ হোসেন খান। কবি আবদুল হালীম খাঁ লিখলেন আশির এই প্রধান কবির ওপর একটি গ্রন্থ : "মোশাররফ হোসেন খান : তাঁর কবিতা"। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। প্রকাশনায় : রেনেসাঁ সাহিত্য পরিষদ, টাঙ্গাইল। এটাও কবি মোশাররফ হোসেন খানের জন্য একটি বিরল সম্মাননা ও দৃষ্টান্তের স্মারক।

এসবই মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার অর্জন। এতে মূলত তাঁর কবিতার বিজয়ী বিভাসকেই শনাক্ত করে।

www.pathagar.com

প্রথম ছত্রের সূচি

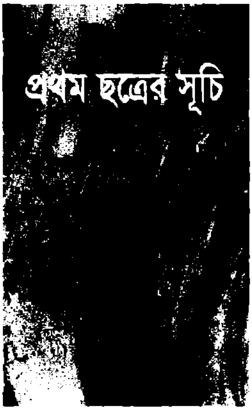

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হৃদয় দিয়ে আগুন

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন রমণী ১৩
প্রতিদিন আমার মা'কে দেখি সাঁঝের দীর্ঘ প্রার্থনায় ১৪
সূর্যের কপোল বেয়ে নেমে আসে ঘাম ১৫
অই হাত যেখানেই যাক কল্যাণেই ব্রত ১৬
জীবনের রোদেলা অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি ১৬
নারীর কাছে চাইনে কিছু ১৭
জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন ১৭
স্বদেশা আমার সুমনা ১৮
চোখে চোখ রাখো ২০
শূন্য থাকে সবকিছু ২০
জলের প্রপাত বুকের ভেতর ২১
'বাঁধা আছি ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়ে না কেউ ২১
শোষণের যাঁতাকল যদি বন্ধ হয়ে যায় ২২
কবিতার বিষয় নয় নগ্নিকা নারী ২২
মাটির বুকে যত ফসল তার চেয়েও দ্বিগুণ আছে ২৩
বেহরম বাতাসে ওড়ে শতাব্দীর বেদনার ধূলি ২৩
তাকাতে পারিনা আর নয়ন মেলে ২৪
এই অবেলায় বিষণ্নতায় বসে আছি একলা আমি ২৪
নিজেই মরি বুকের ব্যথায়, নিজেই মরি তিলে তিলে ২৫
ভেঙে গ্যাছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে ২৬
এখন বলোনা প্রিয়তমা, প্রেমের কথা ২৬
কহিয়ো নদীরে তুমি প্রেম নাহি পাবে ২৭
তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো ২৭
আমার হৃদয় সমুদ্রে একটি ক্ষুধার কুমির ২৮
একটা বুকে কতটুকু আগুন থাকতে পারে ২৯
আমার চারপাশে দেয়াল। সুউচ্চ প্রাচীর ৩২
মাংসহীন শরীর দেখে আত্কে ওঠে খোদার আরশ ৩২
মনে হয় ৩৩
এই রাত দীর্ঘ রাত ৩৪

www.pathagar.com

পরবাসে ৩৫
স্রষ্টার দেয়া এ চোখে আমি ৩৬
গভীর গভীরে থাক প্রেমালাপন ৩৭
তোমার শুভ্রতার বিতানে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে বিদায় করি ৩৭
এই তো আমি ৩৮
পৃথিবীর বুকে আগুনের হাত ৩৯
কবে একদিন এইখানে এই লেকের ধারে ৩৯
ধাতব চোখ থেকে বেরিয়ে আসা ৪০
মানবতার সব ক'টি দরজা ঘুরেছি আমি ৪১
দিনগুলো হয়তোবা দুর্বিষহ যাতনার, বিষালী ৪১
চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম ৪২
কোথাও যেন ভাঙছে কিছু ৪৩
স্বপ্নের রেশমী পালকে ভাসে যে মুখ ৪৪
চিরকাল হিমহ্রদেইতো আমাদের শৈশব ৪৫

নেচে ওঠা সমুদ্র

ঘুণধরা হৃদয়ে দাও প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ৪৯
পৃথিবী নীরব হবে। থেমে যাবে ঝড় ৪৯
আফ্রিকার যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো তাদেরও ছিল ৫০
সারারাত কাল্ কেটেছে বিনিদ্রায় ৫২
ওদের চোখে ভ্রান্তি দেখে আত্কে উঠি ৫২
না, নেই। কিছুই নেই এখন ঘৃণার চেয়ে প্রিয় ৫৩
যে হৃদয়ে ঝড় নেই সত্য প্রতিবাদের ৫৩
বিলের দুর্লভ কালো জলের মতো দু'বাহুতে মেখে নিয়ে সময় ৫৪
এইসব সড়কগুলো ভৈরব ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে বহুদূর ৫৫
আমার হৃদয়ে জ্বলে দাউ দাউ করে ৫৬
সমুদ্রেই যাবো আমি। যদিও আমার কাছে ৫৭
জীবনের বালিশ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রোধের তুলো ৫৭
'প্রবেশের অধিকার নেই'। —এ তোমার কেমন কসম ৬১
দেখ, কোথাও আলো নেই। সূর্য নেই নক্ষত্র মিছিলে ৬১
ফিরে যাও হে বৈরী বাতাস, ফিরে যাও ৬৩

www.pathagar.com

বিষাক্ত মাকড়সার ত্রাসে ঘুমুতে পারে না একটি সমুদ্র মেয়ে ৬৩
বুঝিনা তাসের খেলা, ছায়াবাজি চোখের ছলনা ৬৫
আমি দেখেছি আমার জীবনকে ৬৫
জালিমের পদভারে নাপাক শহর ৬৬
হে আকাশ, নত হও তুমি আরও কিছুটা নত ৬৬
অনেকদিন প্রদীপ্ত আলোর মুখ দেখিনি ৬৭
পৃথিবীর পিঠে ঝরে যখন সোনালী রোদ ৬৮
এখনো আছি আমি অপেক্ষায় রত ৬৮
রাত্রি শেষ। দুই চোখ তবুও ধূসর ৬৮
এতটুকু করুণায় বেঁচে আছো নারী ৬৯

আরাধ্য অরণ্যে

আমার বোধের পাখি নিঃশব্দে উড়াল দিয়ে এক ৭৩
অপেক্ষা করতে করতে ইতিহাসের মতো ৭৩
অনন্ত বিস্ময় ভরা এ নগর লোক-লোকালয় ৭৫
আমার ভেতরে তুমি; তোমার সৌরভ-আয়োজন ৭৫
পৌষের শৈত্য প্রবাহ ডিঙ্গিয়ে আমার শিশু আসবে ৭৬
পরস্পর মিলে মিশে আমরা দু'জন ৭৭
মাথার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে বাতাস ৭৮
শহর দাঁড়িয়ে আছে অন্ধগলির যুবতীর মতো ৭৯
আর যা যা হতে পারে, হোক। শুধু একটি মুহূর্ত ৮০
ধীরে ধীরে কেটেছে ভেতর ৮১
সূর্যের বারান্দা থেকে নেমে আসতে দেখলাম যুবতীদের। আর তখনই ৮২
প্রতিবাদী হরিণীর শিঙে ঝুলে আছে শাদা চাঁদ ৮২
'মানুষ' শব্দটি উচ্চারণে এক সময় যুবতী আঙুরের মতো ৮৩
কী দুঃসহ অনুভূতি পরাশ্রয়ে কম্পমান ৮৪
তোমার পিতার অগ্নিময় বীর্যকে তুমি অস্বীকার ৮৫
ঘুম থেকে জাগার পূর্বেই সৌরজগৎ ছেড়ে পৃথিবী ৮৫
শান্ত হও। নদী মানে ঢেউজল নারীর উপমা ৮৭
কতকাল হলো সূর্য এসেছে। পৃথিবীর বয়স বেশি নাকি সূর্যের ৮৮
তূর পর্বতের মতো কেঁপে ওঠে বোধের মিনার ৮৯

www.pathagar.com

স্পাইয়ের মতো ঘোরে কেবল বিষাক্ত সাপ মাটির ওপর ৮৯
বেনোজলে ভিজে গেছে শ্যামলীর কেশ ৯০
পৃথিবীর নাক ফেটে রক্ত গড়াতে গড়াতে পাঁচটি মহাসাগর ৯১
ডানা ঝাঁপটিয়ে একটি বাদুড় পার হতে যাচ্ছিল ৯৩
তোমার নাম লেখার মতো অঢেল সময় কোথায় ৯৪
আপনার জন্ম এবং বংশ পরিচয় দিন ৯৫
প্রতিদিন দরজায় টোকা দেয় বৈরী মাতাল ৯৬
সঙ্কুল সময়ে কাঁপে জীবন কলস ৯৭
না। নীলিমা কোন রঙ নয় ৯৮
এই গভীর রাতে তার নামটি মেজেন্টার চেহারা ৯৮
কত দূরে গেলে আর ভুলে থাকা যায় ৯৯
মাঝে মাঝে এ রকম হয় ১০০
যাবে ১০১
চরকির পেট জুড়ে শাদা চকচকে সুতো ১০১
তোমার চোখের ইশারা পাবার আগেই ১০২
এত আলো—আলোকোজ্জ্বল শহর ১০৩
একটি নৌকো চলছে দাঁড় টেনে উজান ভাটিতে ১৩
আর নয় মেঘ ডাকা, মেঘের গর্জন ১০৪

বিরল বাতাসের টানে

কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায় ১০৭
যৌবনের কি কাল থাকে? বয়স থাকে? সময় থাকে? যৌবন কোথায় থাকে ১০৮
মৃত্যু ছাড়া পূর্ণ নয় বীজের জীবন ১০৯
মধ্য রাতে হৃদয়ের ভেতর ক্রীম কালার টেলিফোন ১০৯
একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে ১১০
প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন ১১১
ভস্ম হোক তামাটে সময় দুর্বিষহ মহাকাল ১১২
রাত আরো গভীর হলে পৃথিবী নেমে আসে সংগোপনে ১১৩
দীর্ঘ বিরতির পর। সমুদ্রপাড় থেকে উঠে আসার সময় একবার তিনি ১১৩
গ্লাসে অনেক বেদনা ১১৫
মৃত্যুর পর কোথায় যায় আত্মারা ১১৫

www.pathagar.com

প্রতিটি আবাস যেন একেকটি অমাবস্যা গোর ১১৬
তোমাকে লিখতে না পারার লজ্জা আমাকে আর পীড়া দেয় না ১১৭
ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন ১১৮
পায়ের কাছেই হাঁটু ভেঙে বসে আছে ঝড় ১১৯
নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে মেঘালয় থেকে দমকা বাতাসে ছিটকে পড়া ১১৯
সেই এক অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে হাজার কিলো পথ নিচে নেমে গেছি ১২১
এই সমতট সমুদ্র বিলাস একদিন ছিল মানুষের হাতে ১২১
ঘুমিয়ে পড়েছে রাত ১২২
এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে ১২৩
মানুষের চোখ থেকে উড়ে আসা ভাসমান ভালোবাসা ১২৪
একটিও জানালা নেই দরোজা নেই সারা রাত সারা দিন ১২৪
ব্যক্তিগত উচ্চারণযোগ্য শব্দগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ১২৫
বিষণ্নের বোতলে অসহায় পৃথিবী ১২৬
পাতার শরীরে তুমি ১২৯
এই মধ্য রাতে ঝরে পড়ে শীতল হাওয়া ১৩০
দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে ফিরে দাঁড়ায় বিষণ্ন ঝড় ১৩১
এই কি তোমার নাম—বেদনা ১৩১
পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে ১৩২
এ চেয়ারখানা মূলত শূন্যেই ছিল ১৩৩
নিদ্রার কাফন ছেড়ে উঠে এসো রাত ১৩৪
কণ্ঠতালু ঘেমে ঘেমে অবিরাম বৃষ্টি ১৩৫
জীবনের মতো ভালবেসে মৃত্যু ১৩৫
একটি বৃক্ষের কাণ্ড থেকে আর একটি বৃক্ষের জন্ম হলে ১৩৬
এই রাত কুমিরের মতো। সমুদ্র উপকূলে উঠে পিঠটান করে রোড হোহাবে। ১৩৭

পাথরে পারদ জ্বলে

বামপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে শতাব্দীর মহাকাল ১৪১
এখনো হৃদয় ছুঁয়ে বয়ে যায় পাষাণী প্রলয় ১৪২
নৈঃশব্দের কোমর পেচিয়ে ঝুলে আছে ১৪২
এখানে অশেষ ঘৃণা, চকচকে ধাতব কৃপাণ ১৪৩
আইদা—আট বছরের ধর্ষিতা বোন আমার ১৪৪

www.pathagar.com

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া ১৪৬
কী এক ১৪৭
গভীর রাত্রিতে নামে অদৃশ্য ঘোড়াটি ১৪৭
দুঃসহ নীরবতার মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় আলম্ব আঁধার ১৪৮
চেচনিয়া জ্বলছে ১৪৯
মনে আছে, একদিন রাতের গভীরে ১৫০
পাথরে পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ ১৫১
সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর ১৫৭
চারপাশে দাবদাহ, শকুনের চিৎকার ১৫৮
পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস ১৫৯
প্রকৃতির অভিশাপে যে পোড়োবাড়িটি জীনের দখলে ১৬০
বিশুষ্ক ভ্রূণগুলি পড়ে আছে। পড়ে আছে বহুকাল। ভ্রূণের ওপর ১৬১
শিলাস্তর কেটে কেটে রাত্রি নামে; শোণিতাক্ত রাত্রি ১৬৪
দৃষ্টির শৈশব ছিঁড়ে ছিপছিপে বৃষ্টির ভেতর ১৬৫
ঘুমের ভেতর ঘুম ১৬৬
প্রগাঢ় প্রশ্বাসে দুলে ওঠে ত্রিকোণ হাড়ের মাস্তুল ১৬৭
সূর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান অলীক বৃক্ষ ১৬৮

ক্রীতদাসের চোখ

তোমাকে দেখিনি। তবু জানি তোমার অস্তিত্ব ভাসে ১৭১
এখানে এসেছি কবে। কেটে গেছে অজস্র রজনী ১৭২
ঘুমুতে যাবার আগে আর একবার ১৭৩
অনিদ্রায় কেটে গেছে কত শত রাত ১৭৪
কেউ যেন ডেকে বলে শব্দহীন রাতের গভীরে ১৭৫
খুরমা বীথিকা দিয়ে বয়ে যায় ঝির ঝির ধারা ১৭৬
জেগে ওঠে মানুষের জ্যোতির্ময়ী কালো দুটি চোখ ১৭৭
আপনি জানেন, কতোটা উত্তপ্ত এখন আনগ্ন পৃথিবী ১৭৮
হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল ১৭৯
একটি অসম্ভব ভারী পাথর তখনো চেপে বসেছিল মাথার ওপর ১৮১
মেঘের কুয়াশা ছিঁড়ে ১৮২

www.pathagar.com

ঠিক এই মুহূর্তে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো ১৮৩
যাদের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করেছো ১৮৫
হৃদয়ের উষ্ণতার কাছে শীতার্ত আবহাওয়া বরাবরই পরাজিত ১৮৬
কি কথা ছিল ওখানে, জিহ্বার অন্তরালে ১৮৮
টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা 'রুটসের' ক্রীতদাস ১৮৯
ইহুদী ১৯১

বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা

ঐখানে নামুক বৃষ্টি আফগান উদ্বাস্তু শিবিরে ১৯৫
গভীর রাতের বৃষ্টি; বৃষ্টির ছোঁয়ায়— ১৯৫
এখান থেকেই বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ পথটি ১৯৬
সবাই ঘুমিয়ে গেছে, যাক ২০১
বৃষ্টিতে ভিজে প্রতিদিন ঘরে ফিরি চব্বিশ পৃষ্ঠার বিষাদ আর দুর্ভাবনা নিয়ে ২০৩
উত্তর-বর্ষায় জেগেছে নতুন ভোর। শরতের ২০৫
পেছনে আঁধার নামে। বৃষ্টি ঝরে। সম্মুখে তুফান ২০৫
ধূসর কুয়াশা ঘিরে অবাক পুরুষ ২০৫
স্বপ্নের দৌড়ের মত থেমে আছে বিস্ময়ের কাল ২০৬
অবিকল মানুষের মত একটি ছায়ার কংকাল ২০৭
ঘুমিয়ে পড়েছো কপোতাক্ষ ২০৮
ধলপহরে বিরান মাঠে একলা আমি ২০৯
নদীতে সাঁতার কেটে কেটেছে কৈশোর ২০৯
এটা হলো বৈশাখের কাল। তুমি কি পড়তে পার ২১০
কঠিন শিলার স্তর, তীব্র বজ্রাঘাত ২১১
এই মহাকাশ, এই অতলান্ত মহাকাল আর ২১১
হতাশার রাত শেষ। ঝলমলে সূর্য ২১২
এই রাত—নিস্তব্ধ গভীর রাত জেগে আছে ২১৩
তুমি বসে আছ গ্রহলোকের একটি সুনসান বারান্দায় ২১৪
শস্যের ক্ষেত মাড়িয়ে সবাই নেমেছে প্রতিযোগিতায় ২১৫
তুমি জাগো! জেগে ওঠো সমুদ্রের ডাকে ২১৬
সহস্র বাঁক পেরিয়ে আমি এখন এখানে ২১৬

www.pathagar.com

আর কতভাবে ব্যবচ্ছেদ করবে আমাকে? করো ২১৭
কতো আর উপেক্ষা করতে পারো ২১৮
এখানে আসে না ঋতু—ঋতুর স্বভাব ২১৯
উত্তর বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ঢাকার অসংখ্য মিনার ২১৯
রাতটা গভীর ছিল এবং প্রগাঢ় অন্ধকার ২২১
তোমাকে খুঁজেছি সহস্র বছর ধরে ২২২
তেপান্তর পার হয়ে আমি যাচ্ছি তোমার কাছে ২২৩
এতো আঁধার, তবুও তোমাকে চেনা যায় অবিকল ২২৪
কোনো উৎপীড়নই এখন আর আমাকে ২২৫
ভবিষ্যৎ শুয়ে আছে জীবনের অপর পৃষ্ঠায় ২২৬
আজকাল আর খোয়াবেও ভাল কিছু দেখতে পাইনে ২২৬
কী আর বদল হবে! দৃশ্যপট অবিকল তাই ২২৮
আমার সম্মুখে কেবল নিঝুম কবরভূমি ২২৯
বয়স বেড়েছে মিশোরী মমির চেয়ে ২২৯
যখন কিছু সময় ছিলো ২৩০
এই যে মধ্যরাতে ঘুমটি ভেঙে গেল ২৩১
এটা হল সূচিপত্রহীন এক জীবনের ডামি ২৩২

দাহন বেলায়

পৃথিবী উপচে পড়ে বিষণ্ণতা, শকুনের ডাক ২৩৫
এই দিন কিংবা এই রাত—না, কোনটার ভেতর আমি নেই ২৩৫
আমার এ চোখ দেখতে অপারগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ ২৩৭
এ নয় চোখের দেখা—দেখার অধিক ২৩৭
পৃথিবী নামক গৃহটি এখন ভীষণ নড়বড়ে, জরাজীর্ণ ২৩৮
কোথাও যেন যাবার কথা ছিল ২৩৯
লাভামুখে দাঁড়িয়ে একাকী। বাইরে লাশের গন্ধ ২৪০
হন্তার দাঁতের নিচে কাঁপে আয়ু কাঁপে মহাকাল ২৪১
কতো কাল হল—আমি আর স্বপ্ন দেখি না ২৪১
অনিবার্য পতন ভেবে ২৪২
এখানে অশেষ ক্লেদ, ঘৃণা আর অজস্র আঁধার ২৪৩

www.pathagar.com

কীভাবে যে এই দুর্গম সংকুল অরণ্যে এলাম ২৪৩
এখানে, নদীর ধারে বসেছিল সে, চুপচাপ ২৪৪
জীবন যেখানে মুষড়ে পড়েছে আজ ২৪৫
এমন একটা সময় ছিল, যখন ভাবতাম আমার মতো ২৪৬
বেশতো কানকি দুটো ধরে ঘোরাতে চেয়েছো মৃত মছের মতো ২৪৭
মধ্যাহ্নে শুকিয়ে যায় পাললিক দ্বীপের শরীর ২৪৮
আকাশে তখন দূরাগত মেঘমালা অদৃশ্য স্টেশন থেকে ২৪৯
সমুদ্রের নাভি থেকে উত্থিত প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে ২৪৯
বহুকাল দিয়েছেন আলো-ছায়া শিল্পের সুষমা ২৫০
সমুদ্র হাঁটছিল নক্ষত্রের দিকে ২৫১
জল-ঝর্ণা থেকে উঠে আসা কচ্ছপের মতো ২৫২
চারদিকে ধ্বংস ক্ষয় মৃত্যুর কোরাস ২৫৩
ভেবেছিলাম মানুষ দেখার মত তৃতীয় একটি নয়ন ২৫৩
বাহুলগ্ন দুঃখজরা বেদনার অনন্ত সাগর ২৫৪
ঘাতক ঘুমিয়ে আছে খাটের ওপরে ২৫৫
উপমাহীন এক বিধ্বস্ত ভূ'খণ্ডের নাম—কসোভা ২৫৬
অনেকবার ভেবেছি, আর নয় ২৫৭
বুনো বাতাসের চোখে ভয়াবহ ক্রোধ ২৫৮
সারারাত যার সাথে করেছি দীর্ঘ আলাপ ২৫৯
সমুদ্র সমুদ্র বলে জেগে উঠি ২৬০
অবাধ্য কপালে নয় রাজটীকা রাজার আসন ২৬০
ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছো বারবার ২৬১
পৃথিবী চলেছে মৌসুমী বায়ুর পিঠে ২৬২

নতুনের কবিতা

হৃদয় কাঁপে তোমার নামে ২৬৫
সব মানুষের সেরা মানুষ ২৬৫
ভূ-গোলকে ভূতের ছায়া দু'পাশে তার ক্ষত ২৬৬
এই রাত শেষ হবে থেমে যাবে ঝড় ২৬৭
পুব আকাশে ভোর হয়েছে সূর্যটা কী লাল ২৬৮

প্রথম ছত্রের সূচি ৩৬৫

www.pathagar.com

বোশেখ আসে ঘোড়ার খুরে ২৬৯
ঝুমুর ঝুমুর টাপুর টুপুর ২৬৯
ঘুম ভাঙলেই যাই ছুটে যাই কপোতাক্ষ গাঙে ২৭০
মাঠের পরে মাঠ চলেছে বিলের পরে বিল ২৭১
ভাবছে পাখি উদাস হয়ে এমন যদি হতো ২৭১
আকাশটারে দেখতে লাগে মস্ত বড় থালা ২৭২
ভোরগুলো শির শির কেঁপে ওঠে বুক ২৭৩
তেলের গুণে হচ্ছে গাড়ি ২৭৩
এইযে শহর ঢাকা শহর ২৭৪
বাজার গরম ২৭৫
শুয়োরমুখো শোষকগুলো ২৭৫
মনটা আমার এখন কেবল উদাস হয়ে ভাসে ২৭৬
মাঠ শুকনো ঘাট শুকনো ২৭৬
ঈদ মানেতো খুশির খেলা ২৭৭
পাখা নেই ২৭৭
বাজাও বাজাও বাঁশি সাহসী ছেলে ২৭৮
এসেছে আলোর সাথী, আঁধার পালায় ২৭৯
ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি ২৭৯
সিয়ামের মাসে ২৮০
কান্না কেন? ভাঙতে হয় ভাঙো ২৮১
আকাশটারে মুঠোয় ভরে ২৮২

অগ্রন্থিতকবিতা

সারাটি রাত কেটে গেল নির্ঘুম ২৮৫
হাটুরিয়া ফিরে যায় ঘরে ২৮৫
পৃথিবী জ্বলছে ক্রমাগত! হত্যা, সন্ত্রাস-প্রলয় ২৮৬
স্থির হও ২৮৭
তাহলে এবার বলুন ২৮৭
কালও সূর্য উঠেছিলো স্বদেশের বুকে—আফগান ২৮৮
এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি যাচ্ছেন সিরিয়ার পথে ২৮৯

www.pathagar.com

উড়েছে শিমুল তুলো, উড়েছে পথেও ধুলো ২৯১
কতদিন ঝুলেছিল সে অদৃশ্যের বৃক্ষে ২৯১
হে আমার স্বদেশ ২৯২
হেমন্তের এক সকালে ২৯৩
পৃথিবীর একপাশে অসম ব্যর্থতা ২৯৪
এইখানে জীবনেরা রাতদিন জেগে ২৯৫
হৃদয়ে হাত রেখে দেখি ২৯৬
প্রকৃতির পাঁজরে প্রচণ্ড দাবদাহ ২৯৭
চোখে সমুদ্রের নীল তুলে প্রশ্ন করে একটি শিশু ২৯৮
খেলাটি শেষ না হতেই বেজে গেল ঘণ্টা ২৯৯
আমিও কি জানতাম ২৯৯
এখন গভীর রাত। প্রশান্ত পৃথিবী ৩০০
এখন ফেরার পালা। কে আর রুখবে ৩০১
তিনি ঘুমাচ্ছেন। না সন্ধ্যা, না রাত ৩০১
কঙ্কালের ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল নগর ৩০২
বেয়াড়া বাতাস ফুঁড়ে উড়ে যায় বিমর্ষ চিৎকার ৩০৩
মৃত্যু কি সন্ধ্যার রঙ ৩০৪
বেদনার খরাতাপে কেটে গেছে বহুরাত ৩০৫
কখনো মনে হয়—অন্ধকারই ভালো। ছিদ্রহীন অন্ধকার ৩০৫
দৃষ্টি ফিরে আসে। চারদিকে এ কেমন পাথর দেয়াল ৩০৬
মৌসুম এলেই ৩০৬
ওপরে—আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে সাতটি আকাশ ৩০৭
অগ্নিময় পৃথিবীতে কোনো এক আশ্চর্য মুহূর্তে ৩০৮
ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রলুব্ধ হলুদ ৩০৮
নদীতে জমেছে অশেষ বরফ, লবণাক্ত ঘৃণা ৩০৯
ভূমধ্য সাগরের ঝড় এবং তুফানের সাহস দেখতে দেখতে ৩১০
আঁধারের বাহুডোরে কান্নারত বিপন্ন পৃথিবী ৩১০
ভেঙে যায় মেঘের পারদ ৩১১
ভেঙেছে তখ্ত-তাজ, ভেঙেছে আমূল ৩১২
এখানে জীবন মানে চৈত্রদগ্ধ খা খা পোড়ামাটি ৩১৩
হাওয়া করেছে দুভাগ তোমাকে আমাকে ৩১৩
কখনো ছাড়িয়ে যাই গ্রহ আর অজস্র নক্ষত্র ৩১৪

www.pathagar.com

এত গভীর রাতে ভেসে আসে কার পায়ের শব্দ ৩১৪
রাত্রি কাটে পদ্য লিখে, হাজার ব্যস্ততায় ৩১৬
অন্ধকার ঘন হয়ে আসে জীবনের বারান্দায় ৩১৬
চারপাশে ঘুর ঘুর করছে ঘাতক, ছদ্মবেশী যমদূত ৩১৭
শোনো মেয়ে কান পেতে দরিয়ার ডাক ৩১৮
পর্বত সমুদ্র ছেড়ে অসীমের দিকে ৩১৮
শিশু ছিলাম ভালো ছিলাম ৩১৯
ওই আকাশে কী যে ভাসে ৩১৯
ঢাকা শহর নষ্ট শহর ৩২০
মেঘের ভেলা করছে খেলা ৩২১
স্বাধীন মানে মুক্ত পাখি ৩২২
গো-ল ৩২২
যখন গ্রীষ্মকাল ৩২৩
আকাশ ছিল বেজায় একা, মেঘটা এলো উড়ে ৩২৪
ভোর সকালে হিম হিম ৩২৫
দিবা রাত্রি স্বপ্ন দেখি ৩২৫
কে এলোরে নবীন ভোরে ৩২৬
একুশ যখন আসে ৩২৭
মায়ের কথা ভাবি যখন উদাস হয়ে যাই ৩২৭
বানরগুলোর লম্ফ দেখে পিত্তি জ্বলে যায় ৩২৮

স মা প্ত

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান

জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৪ আগস্ট। জন্মস্থান– যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদতীরে অবস্থিত বাঁকড়া গ্রাম। পিতা ডাঃ এম. এ. ওয়াজেদ খান এবং মাতা কুলসুম ওয়াজেদ। শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে পরিবারটির রয়েছে এক সুপ্রাচীন পরিচিতি। পিতা পণ্ডিত এবং শিক্ষানুরাগী। তিনি নিজেও একজন লেখক এবং কবি।

ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বড়ভাই অধ্যক্ষ আবু সাঈদ ছাত্রজীবনে ছিলেন কৃতী ছাত্র। শিক্ষকতা জীবনেও তিনি রেখেছেন তাঁর কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয়। বর্তমানে তিনি জাতীয় সংসদের যশোর-২ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য।

ছোট দুই ভাই অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত। ছোট ভাই আইউব হোসেনের শৈশবের ইন্তেকাল কবিকে এখনও ব্যথিত করে তোলে।

স্ত্রী বেবী মোশাররফ। পুত্র নাহিদ জিবরান এবং কন্যা নাওশিন মুশতারী দু'জনই স্কুলে অধ্যয়নরত।

কবিতা ও সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে কবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ সাহিত্য পুরস্কার, কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার, কেশবপুর অববাহিকা সাহিত্য পরিষদ সম্বর্ধনাসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি সাহিত্য পত্রিকা 'নতুন কলম'-এর সম্পাদক। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশের অধিক। সাহিত্য ও সম্পাদনা– এই নিয়েই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন কবি মোশাররফ হোসেন খান।

প্রচ্ছদ ▪ নিজাম সিদ্দিকী

ISBN 984-656-006-0
9 789846 560060